এছহইয়াই উল্লমিদ্দীন সংগ্রহশালা

বঙ্গানুবাদ

মেশকাত-মাছাবিহ

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতেঅদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিছে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলনা

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদ্বীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস'' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় মুদ্রণ, ১৪১০ সাল।

মূল্য—১২০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

ভূমিকা

হাদিছ।

জনাব নবী করিম (ছাঃ) যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, অথবা অন্যকে করিতে দেখিয়া কিম্বা বলিতে শুনিয়া কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, তাহাকে হাদিছ বলা হয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, উহাকে হাদিছে ফে লি فعلى বলা হয়। তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহাকে হাদিছে কওলী قولى বলা হয়। তিনি অন্যকে যাহা করিতে দেখিয়া কিম্বা বলিতে শুনিয়া কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, উহাকে হাদিছে তকরিরী تقريرى বলা হয়।

হাদিছের ছনদ।

যিনি কোন একটী হাদিছ প্রকাশ করেন, তাহাকে আরবী ভাষায় 'রাবী' বলে। প্রথম হইতে জনাব হজরত নবী (ছাঃ) পর্য্যন্ত শিক্ষকগণের (হাদিছের রাবিদের) নামগুলিকে ছনদ বলে।

ছনদের আবশ্যকতা।

ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) এর নিকট যে হাদিছ সকল শুনিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অকাট্য ছহিহ্; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সময়ের লোক হজুরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সুযোগ পান নাই, তাঁহার নিকট উহা শ্রবণ করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে হাদিছের সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে ছনদের আবশ্যক হইয়া থাকে।

(হজরত) এবনো ছিরিণ বলিয়াছেন, প্রাচীন বিদ্বানগণ হাদিছের রাবিদের নাম (ইছনাদ) জিজ্ঞাসা করিতেন না। তৎপরে বিভ্রাট (ফাছাদ) উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমাদের নিকট তোমাদের রাবিদের নাম

প্রকাশ কর এবং ছুন্নত-অল-জামায়ত দেখিয়া তাঁহাদের হাদিছ গ্রহণ করা যাইবে, আর বেদয়াতি দেখিয়া তাহাদের হাদিছ ত্যাগ করা যাইবে।

(হরজত) এবনো মোবারক (রঃ) বলিতেন, ইছনাদ দীন হইতেছে, যদি ইছ্নাদ না হইত, তবে যে যাহা ইচ্ছা করিত ও বলিত।

হাদিছ প্রথমতঃ তিন প্রকার।

(১) ছহিহ হাদিছ, (২) হাছান হাদিছ, (৩) জইফ হাদিছ।

ছহিহ্ হাদিছ।

জফরোল আমানি, ৫০ পৃষ্ঠা ঃ—

"(এমাম) খাত্তাবি (রহঃ) বলিয়াছেন, হাদিছজ্ঞ বিদ্বানদিগের মতে যে হাদিছের রাবিদের নাম ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ধার্ম্মিক হয়েন, উক্ত হাদিছকে 'ছহিহ্' বলে।"

নোখবাতোল ফেকর ;—

(এমাম এবনো হাজার বলিয়াছেন,) যে হাদিছটী একজন ধার্ম্মিক ও তীক্ষ্ম স্মৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ণনা করেন, প্রথম রাবি হইতে ছাহাবা পর্য্যন্ত উহার সমস্ত রাবির নাম ধারাবাহিক বর্ণিত হয়, উহার মধ্যে কোন গুপ্তদোষ না থাকে এবং এই হাদিছটী তদপেক্ষা বেশী বিশ্বাসভাজন লোকের বর্ণিত হাদিছের বিপরীত না হয়, উহাকে 'ছহিহ হাদিছ' বলে। এবনো ছালাহ ও হাফেজ এরাকি উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

হাছান হাদিছ।

নোখ্বা তোল-ফেক্র ;—

" যে হাদিছের রাবিদের নাম ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ধার্ম্মিক হয়েন, কিন্তু তাঁহ ছহিহ্ হাদিছের রাবিদের ন্যায় স্মৃতিমান ও বিচক্ষণ না হয়েন এবং উহা 'মোয় লল' ও 'শাজ্জ' না হয় 'তাহাকে 'হাছান হাদিছ' বলে। এইরূপ হাদিছ কয়েক ছনদে বর্ণিত হইলে, ছহিহ হইয়া যায়"।

জফরোল আমানি;—

এমাম তেরমেজি, এবনো-ছালাহ প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ ছহিহ্ ও হাছানকে পৃথক পৃথক ধারণা করিয়াছেন কিন্তু এমাম হাকেম, শেখ তকিউদ্দিন ও এমাম জাহাবী হাছান হাদিছকে ছহিহ্ হাদিছে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। হাছান হাদিছও শরিয়তের দলীল হইয়া থাকে।

জইফ হাদিছ।

জফরোল আমানী ;—

ছহিহ্ ও হাছান হাদিছের শর্তগুলি যে হাদিছে না পাওয়া যায় তাহাকে 'জইফ হাদিছ' বলে। এমাম আবু হাতেম লিখিয়াছেন যে, জইফ হাদিছ ৪৯ প্রকার হইয়া থাকে। যে হাদিছের সমস্ত রাবির নাম ধারাবাহিক বর্ণিত না হয়, যে হাদিছের রাবিগণ বেদয়াতি, অতি ভ্রমকারী, ফাছেক, অপরিচিত স্মৃতি-শক্তিহীন বা ইছনাদ গোপন কারী হয়েন, উহাকে জইফ হাদিছ বলা হয়।

তজনিব ৯ পৃষ্ঠা ;—

হাদিছ জইফের মর্ম্ম এই যে, উহার ছনদ জইফ, কিন্তু উহাতে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না যে, মূল হাদিছটী বাতীল।

ফৎহোল কদীর, ১৮৮ পৃষ্ঠা ;—

যদি প্রধান প্রধান ছাহাবা বা অধিকাংশ প্রাচীন বিদ্বান্ হাসান বা জইফ ছনদের হাদিছ অনুযায়ী কার্য্য করেন, তবে উক্ত প্রকার হাদিছকে ছহিহ জানিতে হইবে।

হাছান হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে, ছহিহ হইয়া থাকে এবং জইফ হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে শরিয়ত গ্রাহ্য দলীল হইয়া থাকে।

নোখবার টীকা ; ৪০ পৃষ্ঠা ;—

স্মৃতিশক্তি হীন, অপরিচিত ও ইছনাদ গোপনকারী লোকের বর্ণিত হাদিছ অন্য বিশ্বাস যোগ্য হাদিছের সাহায্যে হাছান (গ্রহণীয়) হইয়া থাকে।

আরও হাদিছ তিন প্রকার হইয়া থাকে, (১) মরফু; (২) মওকুফ; (৩) মক্‌তু।

মরফু' হাদিছ।

নোখ্‌বার টীকা ;—

যে হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব নবী (ছাঃ) এইরূপ করিয়াছেন, অথবা

করিতে দেখিয়া ও বলিতে শুনিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তাহাকে মরফু হাদিছ বলা হয়।

জফ্‌রোল আমিনি, ১১১—১১৪ পৃষ্ঠা ;—

যদি কোন ছাহাবা বলেন, আমরা এই কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম বা এই কার্য্য আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে উহা মরফু' হাদিছ ও গ্রহণীয় হইবে।

যদি কোন তাবেয়ি ঐরূপ কথা বলেন, তবে উহা মরফু হাদিছ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এবনো ছাব্বাগ বলিয়াছেন, উহা মোরছাল হইবে।

যদি কোন ছাহাবা বলেন, এই কার্য্যটি ছুন্নত তবে অধিকাংশ আলেমের মতে উহা মরফু হাদিছ ও জনাব নবী (ছাঃ) এর ছুন্নত বলিয়া গণ্য হইবে।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, উহার অর্থ উত্তম নিয়ম বা ছাহাবার তরিকাও হইতে পারে।

যদি কোন তাবেয়ী একটী কার্য্যকে ছুন্নত বলেন, তবে ছহিহ মতে উহা মরফু বলিয়া গণ্য হইবে না।

যদি কোন ছাহাবা বলেন আমরা জনাব হজরত নবী (ছাঃ) এর জীবিত কালে এইরূপ ধারণা করিতাম বা এইরূপ কার্য্য করিতাম, অথবা এইরূপ বলিতাম, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে উহা মরফু হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে।

আর যদি কোন ছাহাবা বলেন, আমরা করিতাম কিন্তু "হজরত নবী (ছাঃ) এর জীবিত কালে" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, তবে এমাম রাজি, নাবাবী, হাকেম ও এবনো-ছাব্বাগের মতে উহা মরফু হাদিছ বলিয়া গ্রহণীয় হইবে। আর এবনো-ছালাহ্, খতিব ও বয়জবির মতে উহা মওকুফ হইবে।

মওকুফ ও মকতু হাদিছ

নোখবার টীকা ;—

যাহা কোন ছাহাবা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাকে মওকুফ হাদিছ বলা হয়। আর যাহা কোন তাবেয়ি করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাকে মক্‌তু. হাদিছ বলা হয়।

ফৎহোল মোগিছ ;—

যদি কোন ছাহাবা এরূপ মত প্রকাশ করেন, যাহা-কেয়াছ করিয়া বলা যায় না, তবে এমাম রাজি, এবনো-আবদুল বার, এমাম মালেক, আবু হানিফা ও এবনোল-আরাবীর মতে উহা মরফু' হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে।

জফরোল-আমানি ;—

আল্লামা-এবনো-হাজার আস্কালানি 'নোখ্বার টীকায়, আল্লামা জিকরিয়া ফৎহোল বাকী' কেতাবে, আল্লামা ছইউতি তদরিবোর-রাবী' কেতাবে জরকশি মোখতাছার' কেতাবে, আল্লামা এবনোল-হোমাম 'তহরির' ও 'ফৎহোল কদীর' কেতাবদ্বয়ে; আল্লামা বাহরুল-উলুম 'মোছল্লাম এর টীকায় ও আল্লামা কাছেম 'মোখ্তাছার' এর টীকায় লিখিয়াছেন যে; যে মতটী কেয়াছ করিয়া বলা যায় না। — কোন ছাহাবা এইরূপ মত প্রকাশ করিলে উহা মরফু হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে। এইরূপ মেরাতোল-অছুল; শরহোল-মেনার; কাশফ; তবয়িন ও ফৎহোল -মান্নান প্রভৃতি কেতাবে আছে।

ছাহাবাগণ কোন আয়তের নাজিল হওয়ার কারণ প্রকাশ করিলে, উহা মরফু' হাদিছ ধরিতে হইবে। তাঁহারা কোন হাদিছ মনছুখ বলিয়া প্রকাশ করিলে; উহা হাদিছ মরফু'র ন্যায় গ্রহণীয় হইবে। তাঁহারা যদি কোন আয়তের এরূপ তফছির' বর্ণনা করেন, যাহা কেয়াছ করিয়া জানিতে পারা যায় না; তবে উহা ছহিহ হাদিছের তুল্য গ্রাহ্য হইবে।

ফৎহোল মোগিছ ;—

যে কোন ছাহাবা জনাব নবী (ছাঃ) এর হাদিছ শুনেন নাই বা হুজুরের প্রথম অবস্থা দেখেন নাই; যদি তিনি বলেন যে নবী (ছাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন বা তাঁহার প্রথম জীবনে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তবে উহা ছহিহ মতে মরফু হাদিছেরতুল্য গ্রহণীয় হইবে।

মোত্তাছেল হাদিছ।

মোহাদ্দেছের শিক্ষক হইতে ছাহাবা পর্য্যন্ত যতগুলি রাবি (হাদিছ প্রকাশক) থাকেন, তাঁহাদের সমস্তের নাম যে হাদিছের ছনদে উল্লিখিত হইয়া থাকে উহাকে মোত্তাছেল বলে।

মোনকাতা' ও মো'জাল হাদিছ।

যদি পর পর দুই বা ততোধিক রাবি অনুল্লিখিত হয়, তবে উহাকে মো'জাল বলা হয়।

আর যদি দুইজন বা ততোধিক রাবি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনুল্লিখিত হয় তবে উহা মোনকাতা হইবে।

এইরূপ যদি ছনদের কোন একজন মধ্যবর্ত্তী রাবির নাম উল্লিখিত না হয়, তবে উহাকে মোনকাতা' বলা হয়।

মোয়াল্লাক হাদিছ

মোখ্‌তাছারোল জোরজানি ;—

যদি কোন লোক প্রথম হইতে সমস্ত রাবির নাম প্রকাশ না করিয়া বলেন যে, জনাব নবী (ছাঃ) এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, তবে উহাকে 'মোয়াল্লাক' হাদিছ বলা হয়।

জফরোল আমানি ;—

ছহিহ্ বোখারিতে ১৩৪১টী 'মোয়াল্লাক' হাদিছ আছে।

মোরছাল হাদিছ।

মোখতাছারোল জোরজানি ;—

যিনি জনাব নবী (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কিন্তু ছাহাবাদিগের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাঁহাকে 'তাবেয়ি' নামে অভিহিত' করা হয়। যদি তিনি হাদিছ বর্ণনা কালে মধ্যবর্ত্তী রাবি ছাহাবার নাম বর্ণনা না করিয়া বলেন যে, জনাব নবী (ছাঃ) এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইহাকে 'মোরছাল' হাদিছ বলে।

জফরোল আমানি ;—

এমাম আবুদাউদ বলিয়াছেন, এমাম ছুফ্ইয়ান, মালেক ও আওজায়ীর ন্যায় প্রাচীন কালের অধিকাংশ বিদ্বান্ মোরছাল হাদিছকে দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। এমাম আবুহানিফা, মালেক (রহঃ) তাহাদের অনুসরণকারিগণ ও একজন হাদিছজ্ঞ বিদ্বান্ মোরছাল হাদিছকে ছহিহ বলিতেন। ইহা এমাম আহমদের একমত।

এমাম নাবাবী 'মোহাজ্জাব' এর টীকায় লিখিয়াছেন যে, উহা অধিকাংশ ফকিহ্

আলেমের মতে ছহিহ্ হাদিছ। এমাম গাজ্জালী (রঃ) বলিয়াছেন যে, প্রায় সমস্ত ফকিহ্ বিদ্বানের মতে উহা ছহিহ হাদিছ। এমাম এবনো -জরির ও এবনো হাজের দাবি করিয়াছেন যে, তাবেয়ি আলেমদিগের এজমা হইয়াছে যে, মোরছাল হাদিছ ছহিহ হইবে।

শাজ্জ হাদিছ।

ইহার দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম এই যে, একজন বিশ্বাসী লোক তদপেক্ষা সমধিক বিচক্ষণ ব্যক্তির বর্ণিত হাদিছের বিপরীত কোন হাদিছ বর্ণনা করিলে, উহাকে শাজ্জ বলা হয়।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, একজন বিশ্বাসী রাবী এরূপ একটী হাদিছ বর্ণনা করেন যাহা অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই ইহাকেও শাজ্জ বলা হয়।

প্রথম অর্থের হিসাবে উভয় হাদিছের মধ্যে কোন্টী প্রবল তাহা স্থির করার চেষ্টা করিতে হইবে, যেটী প্রবল প্রতিপন্ন হইবে, সেইটাকে মহফুজ বলা হয়, আর ইহার বিপরীতটী শাজ্জ নামে অভিহিত হইবে।

দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে উহা সমধিক ছহিহ মতে ছহিহ্ বলিয়া গ্রহণীয় হইবে।

মোনকার হাদিছ

যদি একজন জইফ রাবি অন্য একজন রাবির হাদিছের বিপরীত একটী হাদিছ বর্ণনা করেন; কিন্তু দ্বিতীয় রাবীর দূর্ব্বলতা প্রথম রাবির দূর্ব্বলতা অপেক্ষা লঘুতর, তবে প্রথমটীকে মোনকার ও দ্বিতীয়টীকে মা'রূফ বলা হইয়া থাকে। কখন রাবি ফাছেক, সমধিক গাফেল (অমনোযোগী) ও অধিক ভ্রমকারি এইরূপ দোষে দোষান্বিত হইলে, তাহার হাদিছকে মোনকার বলা হয়।

মূল হাদিছে কিম্বা উহার ছনদে কোন গুপ্ত দোষ থাকিলে, উহাকে 'মোয়াল্লাল' হাদিছ বলা হয়।

এমাম ছামায়ানি এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বিশ্বাসভাজন রাবিগণের দ্বারা হাদিছের ছহিহ্ হওয়া বুঝা যায় না বরং সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিবেক, বহু হাদিছ শ্রবণ ও বাদানুবাদ দ্বারা উহার ছহিহ্ হওয়া বুঝা যাইতে পারে।

তদরিবোর রাবী ;—

যদি কোন মোহাদ্দেছ বলেন, এই হাদিছটী ছহিহ্, ইহার মর্ম্ম এই যে, ইহার রাবিগণ ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা ধার্ম্মিক ও তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু ইহাতে বুঝা যায় না যে, উক্ত হাদিছটী নিশ্চয় হজরত নবী (ছাঃ) এর হাদিছ। যদি কোন হাদিছের ছনদ সর্ব্বোত্তম ছহিহ্ হয়, তবে ইহাতে প্রমাণিত হয়না যে, হাদিছটী ও সর্ব্বোত্তম ছহিহ্।

হাফেজে হাদিছগণ হাদিছের গুপ্ত দোষ অনুসন্ধানে পটু ছিলেন, পরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণের পক্ষে উহা অবগত হওয়া অসম্ভব। সেই হেতু তাঁহারা অনেক ছহিহ্ ছনদের হাদিছকে জইফ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

হজরত রাফে' (রাঃ) হজরত নবী (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন হাজ্জাম রমজান মাসে কাহারও স্কন্ধদেশ হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে, উভয়ের রোজা ভঙ্গ হইবে।

এমাম তেরমেজি ও আহমদ এই হাদিছটী ছহিহ্ বলিয়াছেন কিন্তু এমাম আলি মদিনী, আবু হাতেম, বোখারি ও ইছহাক উহাকে বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

মোতাবে ও শাহেদ হাদিছ।

যদি একটী হাদিছ রেওয়াএত করা হয় এবং অন্য রাবী উহার অনুরূপ আর একটী হাদিছ রেওয়াএত করেন, তবে শেষোক্ত হাদিছটীকে মোতাবে বলা হয়। মোতাবে' হাদিছটী মূল হাদিছের তুল্য নাও হইতে পারে, দরজাতে তদপেক্ষা কম হইলেও মোতাবে' নামে অভিহিত হইতে পারে, ইহাতে মূল হাদিছের শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ হাদিছদ্বয়ের একই ছাহাবা হইতে উল্লিখিত হওয়া জরুরী শর্ত্ত। দুই ছাহাবা হইতে এইরূপ হাদিছ বর্ণিত হইলে, শেষটীকে প্রথম হাদিছের 'শাহেদ' বলা হয়।

মোয়ানয়ান হাদিছ।

ফংহোল মোগিছ ;—

অমুক অমুক হইতে হাদিছ শুনিয়াছেন, এইরূপ হাদিছকে মোত্তাছেল বলা হয়। অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ ইছনাদকে 'আনয়ানা' বলা হয়। ইহাতে এক অন্য হইতে শুনিয়াছেন কিনা, তাহা বুঝা যায় না। এইরূপ হাদিছকে মোয়ানয়ান বলা হয়।

যদি দুইটা লোক পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এক অন্য হইতে উপরোক্ত ভাবে হাদিছ বর্ণনা করেন, ইহা এমামগণের মতে ছহিহ্ হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে।

আর যদি এক সময়ের দুইটী লোক উপরোক্ত ভাবে এক অন্য হইতে হাদিছ বর্ণনা করেন, কিন্তু তাহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ পাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, তবে এমাম বোখারি ও আলি মদিনীর মতে উহা ছহিহ হাদিছ হইবেনা, কিন্তু এমাম মোছলেম ও বহু সংখ্যক আলেমের মতে উহা ছহিহ হাদিছ হইবে।

ইছনাদ গোপনকারী ব্যক্তি অন্য হইতে 'আনয়ানা' ভাবে হাদিছ বর্ণনা করিলে, উহা কাহারও মতে ছহিহ হইবে না। যতক্ষণ না তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, ততক্ষণ উহা কাহারও মতে ছহিহ [illegible]বেনা।

মোদাল্লাহ।

এক ব্যক্তি আপন শিক্ষক হইতে একটী হাদিছ্ প্রচার করিয়াছেন কিন্তু হাদিছ বর্ণনা কালে শিক্ষকের নাম গোপন করিয়া তদুপরিস্থ কোন রাবীর নাম লইয়া সন্দেহ জনক শব্দে বলেন যে, এই হাদিছটী অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে 'তদলিছ' বলা হয়। এইরূপ হাদিছকে মোদাল্লাছ এবং উক্ত ব্যক্তিকে 'মোদাল্লেছ' বলা হয়। এইরূপ ইছনাদ গোপন করার উদ্দেশ্যে নিজ শিক্ষকের দোষ গোপন করা হইয়া থাকে, হয়ত তাহার শিক্ষক নাবালেগ, কিম্বা অপরিচিত, অপ্রসিদ্ধ এইহেতু তাহার নাম গোপন করা হয়।

এমাম শামনি বলিয়াছেন, এমামগণের মতে ইছনাদ গোপন করা হারাম।

এমাম অকি বলিয়াছেন, যখন কাপড়ের দোষ গোপন করা জায়েজ নহে, তখন হাদিছের ইছনাদ গোপন করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

এমাম শো'বা ইছনাদ গোপনকারিদের উপর কঠিন দোষারোপ করিতেন।

কখন হাদিছের ছহিহ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস থাকায় এইরূপ করা হইয়া থাকে।

অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, যাহারা কেবল বিশ্বাসভাজন আলেমের নাম গোপন করেন তাহাদের হাদিছ ছহিহ হইবে।

আর যাহারা জইফ রাবির নাম গোপন করিয়া থাকেন, যদি তাহারা বলেন যে, অমুক হইতে এই হাদিছ শুনিয়াছি বা অমুক আমাকে এই হাদিছের সংবাদ

দিয়াছেন, তবে ছহিহ হইবে। আর যদি বলেন যে, এই হাদিছটী অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে বা অমুক এই হাদিছটী প্রকাশ করিয়াছেন তবে উহা ছহিহ হইবে না।

মোজতারাব

যদি রাবিগণের ছনদে কিম্বা মূল হাদিছের শব্দে ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়, অগ্র পশ্চাৎ করিয়া কম বেশী করিয়া এক রাবির স্থলে অন্য রাবির নাম কিম্বা একটী মতনের স্থলে অন্য মতন উল্লেখ করা হয়, তবে এইরূপ হাদিছকে মোজতারাব বলা হয়। এই শ্রেণীর হাদিছের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

মোদরাজ

যদি রাবি কোন উদ্দেশ্য ও উপকার সাধন কল্পে হাদিছের মধ্যে নিজের কথাকে যোগ করেন তবে উহাকে ' মোদরাজ' বলা হয়।

মওজু' ও মতরুক

নবী (ছাঃ) এর হাদিছ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলা যে রাবি কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার বর্ণিত হাদিছকে মওজু' موضوع বলা হয়। যাহা কর্তৃক হাদিছে মিথ্যা কথা যোগ করা যদিও তাহার জীবনে একবার প্রমাণিত হয়, এবং পরে যে তওবা করিয়া থাকে, তবুও কখন তাহার হাদিছ গ্রহণীয় হইবে না, মোহাদ্দেছগণ হাদিছ মওজু বলিয়া ইহাই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, অমুক নির্দ্দিষ্ট হাদিছ জাল। হাদিছকে মওজু ও জাল হওয়ার হুকুম দেওয়া প্রবল ধারণাতে হইয়া থাকে নিশ্চিত ভাবে এইরূপ হুকুম করার কোন উপায় নাই, কেননা মিথ্যাবাদী মানুষ কখন কখন সত্যকথা বলিয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি মিথ্যাকথা বলাতে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যদিও সে হজরত নবী (ছাঃ) এর হাদিছ সম্বন্ধে মিথ্যা যোগ করা কখন ধরা পড়ে নাই তবুও তাহার হাদিছকে মতরুক (পরিত্যক্ত) বলা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তি যদি তওবা করে ও তাহার তওবা ছহিহ হয় এবং সত্যতার চিহ্ন ও সাধুতার লক্ষণ তাহার ললাটে পরিলক্ষিত হয়' তবে তাহার হাদিছ শ্রবণ করা যাইতে পারে, যদি দৈবাৎ কাহারও দ্বারা মিথ্যা কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, অবশ্য হজরতের হাদিছে নহে, দুনইয়াবি কথাতে উহা ঘটিয়া পড়ে, উহা গোনাহ হইলেও তাহার বর্ণিত হাদিছকে মওজু (জাল) ও মতরুক (পরিত্যক্ত) বলা যাইতে পারে না।

গরিব, আজিজ, মশহুর ও মোতাওয়াতের হাদিছ

হাদিছের রাবি একজন হইলে উহাকে গরিব বলা হয়; দুইজন রাবি হইলে, উহাকে আজিজ বলা হয়, দুই অপেক্ষা অধিক হইলে, উহাকে মশহুর ও মোস্তাফিজ বলা হয় আর যদি উহার রাবিগণের সংখ্যা এত অধিক হয় যে জ্ঞান তাহাদের একবাক্যে মিথ্যাকথা অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে তবে এইরূপ হাদিছকে মোতাওয়াতের বলা হয়। গরিব হাদিছের একনাম ফারদ। হাদিছের কোন স্থানে একজন রাবি হইলে, উহাকে গরিব বলা যাইবে, ইহাকে ফারদে নাছাবি বলা হয়। ছনদের প্রত্যেক স্থানে একজন রাবি হইলে উহাকে ফরদে-মোংলাক বলা হয়। ছনদের কোনস্থানে দুইজনের কম রাবি না হইলে, উহা আজিজ হইবে। হাদিছ গরিব হইলে, উহা ছহিহ হইতে পারে। কখন গরিব শব্দের অর্থ শাজ্জ (জইফ) হইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ হাদিছ গ্রহণ যোগ্য ?

ছহিহ লে-জাতিহি শরিয়তের প্রামাণ্য দলীল, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই হাছান লেজাতেহি অধিকাংশ আলেমের মতে ছহিহ অপেক্ষা দরজাতে কম হইলেও ছহিহ হাদিছের তুল্য প্রামাণ্য দলীল হইবে। জইফ হাদিছ বহু ছনদে উল্লিখিত হইলেও হাছান লেগায়রিহি হইয়া থাকে, উহা প্রামাণ্য দলীল স্বরূপ। আর একটী কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, জইফ হাদিছ ফজিলতসূচক এবাদত গুলিতে গ্রহণীয় হইবে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হইবে না, ইহা এক একটী জইফ হাদিছের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। উহার সমস্ত ছনদগুলির সম্বন্ধে কথিত হয় নাই, কেননা সমস্ত ছনদ মিলিয়া জইফ শ্রেণীর অন্তর্গত থাকেনা, বরং হাছান শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে, এমামগণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

ছহিহ হাদিছের শ্রেণীভেদ

অধিকাংশ মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, এমাম বোখারি ও মোছলেম একযোগে যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্তই সর্ব্বোত্তম ছহিহ। তৎপরে বোখারির হাদিছগুলি, তৎপরে মোছলেমের বর্ণিত হাদিছগুলি, তৎপরে বোখারি ও মোছলেম উভয়ের শর্ত্তানুযায়ী উল্লিখিত হাদিছগুলি, তৎপরে বোখারির ও মোছলেম উভয়ের শর্ত্তানুযায়ী উল্লিখিত হাদিছগুলি, তৎপরে বোখারির শর্ত্তানুযায়ী বর্ণিত হাদিছগুলি, তৎপরে অন্যান্য এমামগণের ছহিহ স্থিরীকৃত হাদিছগুলি।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে ছহিহ হাদিছগুলি সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহারা উভয়ে সমস্ত ছাহিহ হাদিছ আয়ত্ত্ব করিতে পারেন নাই, সমস্ত এমামের ছহিহ স্থিরীকৃত হাদিছগুলি ত দূরের কথা, বরং নিজেদের ছহিহ স্থিরীকৃত কতক হাদিছ বর্ণনা করেন নাই। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, আমি এই কেতাবে যাহা উল্লেখ করিয়াছি,তৎসমস্ত ছহিহ। আমি ইহা বলিনা যে, যে সমস্ত হাদিছ এই কেতাবে উল্লেখ করি নাই, তৎসমস্ত জইফ হইবে। হাকেম আবু আবদুল্লাহ নায়ছাপুরী মোস্তাদরেক নামক একখন্ড কেতাব লিখিয়াছেন এমাম বোখারি ও মোছলেম যে ছহিহ হাদিছগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি তৎসমস্ত উক্ত কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাতে বোখারি ও মোছলেমের শর্ত্তানুযায়ী কতক হাদিছ, অথবা তাহাদের একজনের শর্ত্তানুযায়ী কতক হাদিছ, কিম্বা অন্যান্য এমামগণের শর্ত্তানুযায়ী কতক হাদিছ, কিম্বা অন্যান্য এমামগণের শর্ত্তানুযায়ী কতক হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বোখারি ও মোছলেম এইরূপ আদেশ করেন নাই যে, তাঁহারা উক্ত কেতাবদ্বয়ে যে হাদিছগুলি উল্লেখ করেন নাই, তৎসমস্ত ছহিহ নহে। আরও তিনি বলিয়াছেন, আমাদের জামানাতে একদল বেদয়াতি পয়দা হইয়াছে তাহারা দীনের এমামগণের উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তোমাদের নিকট যে হাদিছগুলি ছহিহ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তৎসমস্তের সংখ্যা দশ সহস্র হইবে না। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, আমি একলক্ষ ছহিহ হাদিছ ও দুইলক্ষ জইফ হাদিছ স্মরণ রাখি। তিনি নিজের স্থিরীকৃত শর্ত্তানুযায়ী ছহিহ হাদিছগুলির এইরূপ সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বারম্বার উল্লিখিত হাদিছগুলি সমেত ৭ সহস্র দুইশত ৭৫টী হাদিছ উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। বারম্বার উল্লিখিত হাদিছগুলি বাদ দিলে, চারি সহস্র হাদিছ হইবে। অন্যান্য এমমাগণ ছহিহ হাদিছ

সঙ্কলন করিয়াছেন, এমাম এবনো-খোজায়মা, এবনো-হাব্বান, জিয়ায় মোকাদ্দাছি, আবু ওয়ানা, এবনোছ-ছোকাএন ও এবনো-জারুদ ছহিহ্ ছহিহ কেতাবে লিখিয়াছেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ ছহিহ মোস্তাদরেক লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন এই কেতাবে কিছু কিছু ত্রুটী রহিয়াছেন।

ছেহাহ্ ছেত্তা

ছহিহ্ বোখারি, মোছলেম, জামেয়ে তেরমেজি, ছোনানে আবুদাউদ, নাছায়ি ও এবনো-মাজা এই ছয়খণ্ড কেতাব " ছেহাহ-ছেত্তা" নামে অভিহিত সমগ্র মোসলেম জগতে ইহা ছয়খণ্ড ছহিহ্ কেতাব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ এবনো মাজা স্থলে মোয়াত্তা কেতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। জামেয়োল-অছুল প্রণেতা মোয়াত্তাকে উহার অন্তর্গত স্থির করিয়াছেন। এই হাদিছগুলিতে ছহিহ্, হাছান ও জইফ প্রত্যেক প্রকার হাদিছ আছে। এই হাদিছগুলির অধিকাংশ হাদিছ ছহিহ এইহেতু উক্ত কেতাবগুলিকে ছহিহ্ হাদিছ বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ দারমি শরিফকে ষষ্ঠ কেতাবে স্থির করিয়াছেন। এমাম জালালউদ্দিন ছিউতি জামেয়োল-জাওয়াম' কেতাবে পঞ্চাশের অধিক কেতাব ইহতে ছহিহ হাছান ও জইফ প্রত্যেক প্রকার হাদিছ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,আমি এই কেতাবে এরূপ কোন হাদিছ বর্ণনা করি নাই যাহা মওজু বলিয়া অভিহিত ও সমস্ত মোহাদ্দেছের মতে পরিত্যক্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এমাম বোখারী

এমাম বোখরীর কুনইয়াত আবু আবদুল্লাহ, তাঁহার নাম মোহাম্মদ, তাঁহার পিতার নাম এছমাইল, তিনি এবরাহিমের পুত্র, তিনি মোগিরার পুত্র, তিনি বারদেজ্বার পুত্র, তিনি বোখারা শহরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন,এই হেতু তিনি বোখারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার রচিত হাদিছ গ্রন্থ উক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি জো'ফি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহার পিতামহ মোগিরা অগ্নি-উপাসক ছিলেন ও বোখারার হাকেম এমামে-জো'ফির হস্তে মুছলমান হইয়াছিলেন, এইহেতু তিনিও এমাম বোখারী উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এমাম বোখারি হাদিছ শাস্ত্রে ও হাদিছ তত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয়

ছিলেন। তিনি হাদিছে আমিরোল-মো'মেনিন, নবী (ছাঃ) এর হাদিছ সমূহের সহায়তাকারী ও মিরাছে-নাবাবীর প্রচারকারী এই উপাধিগুলিতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমাম মোছলেম যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন বলিতেন, হে পবিত্র হাদিছতত্ত্ববিদ, শিক্ষকগণের শিক্ষক এবং মোহাদ্দেছগণের শিরোভূষণ! আপনি নিজের পদদ্বয়কে চুম্বম করিতে আমাকে সুযোগ দিন। এমাম তেরমেজি বলিতেন, আমি তাঁহার নজির দর্শন করি নাই। খোদাতায়ালা তাঁহাকে এই উম্মতের সৌন্দর্য্য স্থির করিয়াছেন। আলি বেনে মদিনী বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার তুল্য আর কাহাকেও দর্শন করেন নাই। এমাম-এবনো-খোজায়মা বলিয়াছেন, নীল আকাশের নিম্নে তাঁহা অপেক্ষা হাদিছ সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন আর কেহ নাই। কোন আলেম বলিয়াছেন, তিনি জমিনে গতিশীল একটী খোদাই নিদর্শন।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, হাদিছ সমূহ দৃঢ় ভাবে কণ্ঠস্থ করিতে, কোরাণ ও হাদিছের মর্ম্মগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে, তীক্ষ্ম মেধা ও ধীশক্তিতে, অতিরিক্ত বৈরাগ্য ও পরহেজগারিতে এবং হাদিছগুলির ছনদ ও গুপ্তদোষারাশি নির্দ্ধারণে ও সূক্ষ্ম জ্ঞানে এমাম বোখারী অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা সাধু, সজ্জন এবং হাদিছ রেওয়াএতকারী ছিলেন, তিনি আবদুল্লাহ-বেনে মোবারকের সঙ্গলাভকারী ছিলেন। এমাম মালেকের শিষ্যগণের ও তাঁহার সমসাময়িকগণের নিটক হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ (মকবুলে বারগাহ) ছিলেন, এমন কি তিনি বারম্বার বলিতেন, হে খোদাতায়ালা, তুমি আমার সমস্ত দোওয়া দুনইয়াতে কবুল করিও না। কিয়দংশ পরকালের নিমিত্ত বাকী রাখ।

তাঁহার মাতা ও মকবুলে-বারগাহ ছিলেন, কথিত আছে, এমাম বোখারি বাল্যকালে অন্ধ হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসাতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার মাতা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তজ্জন্য দোয়া করেন, ইহাতে তিনি হজরত এবরাহিম খলিলুল্লাহ (আঃ) কে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, তিনি বলিতেছিলেন, তোমার বেশী পরিমাণ দোওয়া ও ক্রন্দনের জন্য খোদাতায়ালা তোমার পুত্রের চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দিয়াছেন। এমাম বোখারি সেই প্রভাতে চক্ষুষ্মান অবস্থাতে জাগরিত হইলেন।

কথিত আছে, এমাম বোখারি দশ বৎসর বয়সে হাদিছ কণ্ঠস্থ করিতে এলহাম

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১ বৎসর বয়সে নিজের শিক্ষকের ভুল ধরিয়াছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে আবদুল্লাহ বেনে-মোবারক অকির কেতাবগুলি স্মরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং কুফার ফকিহগণের কেতাবগুলি অবগত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা সহ হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে এমাম বোখারী ছাহাবা ও তাবেয়িগণের গুণাবলী সংক্রান্ত কেতাব রচনা করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি মদিনা শরিফে নবী (ছাঃ) এর মাজার শরিফের নিকট জ্যোৎস্না রাত্রে তারিখে-কবির রচনা করেন তৎপরে হাদিছ শ্রবণ ও পাঠের জন্য ইছলামি শহরগুলিতে বহুবার যাতায়াত করিয়াছিলেন।

নিজে এমাম বোখারী বলিয়াছেন, আমি দুইবার মিশর ও শামদেশে হাদিছ শিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলাম, ৪ বার বাসরাতে গমন করিয়াছিলাম, মক্কা, মদিনা ও তায়েফে ৫ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম এবং কুফাও বগ্‌দাদের মোহাদ্দেছগণের নিকট কতবার গমন করিয়াছিলাম, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারি না। আমি এক সহস্র ৮০ জন শিক্ষক হইতে হাদিছ রেওয়াএত ও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার হাদিছের শিক্ষক ৫ শ্রেণীর ছিলেন, প্রথম তাবা তাবেয়ি সম্প্রদায়, দ্বিতীয় তাঁহাদের পরবর্ত্তীশ্রেণী, তৃতীয় তাঁহার সমসাময়িকগণ, চতুর্থ তাঁহার সহচরগণ ও পঞ্চম তাঁহার কতক শিষ্য।

তিনি বলিয়াছেন, কেহ পূর্ণ হাদিছ তত্ত্ববিদ হইতে পারে না, যতক্ষণ না নিজের চেয়ে উত্তম, নিজের তুল্য এবং নিজের চেয়ে অধম এই তিন শ্রেণী হইতে হাদিছ লিপিবদ্ধ করে। বহুলোক তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, এমাম ছহিহ কেতাব, তেরমেজি, এবনো-খোজায়মা ও ফেরাবরি প্রভৃতি প্রায় লক্ষ লোক তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

কথিত আছে, এমাম বোখারি পৈত্রিক অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি দান দাক্ষিণ্যে মুক্তহস্ত ছিলেন, এরূপ পরহেজগার ছিলেন যে, প্রত্যেক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, দারিদ্রদিগকে দান করিতেন, বিশেষভাবে হাদিছ শিক্ষার্থিদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি অতি অল্পাহারী ছিলেন, কোন কোন দিবস তিনি মাত্র দুই বা তিনটী বাদাম ভক্ষণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। কোন রেওয়াএতে আছে, তিনি ৪০ বৎসর তরকারি ভক্ষণ করেন নাই, তিনি

একবার পীড়িত হইয়া পড়িলেন, চিকিৎসকেরা প্রকাশ করিলেন, যে শুষ্ক রুটী ভক্ষণের জন্য এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, অতঃপর তাহাদের অনুরোধে তিনি শরবতের সহিত রুটী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, একসময় এমাম বোখারী নামাজ পড়িতে ছিলেন, এমতাবস্থায় একটী বোলতা তাঁহাকে ১৭ বার দংশন করিয়াছিল, ইহা সত্ত্বেও তিনি নামাজ ত্যাগ করেন নাই। এমাম বোখারি ছহিহ বোখারি ব্যতীত আর কতকগুলি কেতাব রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আদাবে-মোফরাদ, রফয়োল-ইয়াদাএন, কেরাত খালফাল-এমাম, বেরেল্‌লি ওয়ালেদাএন, তারিখ-কবির-তারিখ আওছাত, তারিখ ছগির, খালকো-আফ্‌য়ালে-এ'বাদ, কেতাবো জ্জোয়াফা ইত্যাদি।

ছহিহ্ বোখারি রচনা করার উদ্দেশ্য।

ছাহাবা ও প্রধান তাবেয়ি বিদ্বান্‌গণের সময়ে হাদিছ ও ছাহাবাগণের ফৎওয়াগুলি কেতাব আকারে সংগৃহীত ছিল না, সেই সময় কেতাব রচনা করার নিয়ম ছিল না, কেননা সেই সময় নবী (ছাঃ) এর সঙ্গলাভ ও তাঁহার জামানার নৈকট্যের বরকতে তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও তাঁহাদের বুঝিবার শক্তি অতি প্রবল ও তেজস্বী ছিল, আরও যে মতবিরোধ, অনৈক্য ও ফাছাদ মূলক ঘটনাবলীর জন্য কেতাব রচনা করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাও অতি বিরল ছিল, অধিকন্তু কোরআনের সহিত হাদিছ মিলিত হইয়া সন্দেহের সৃষ্ঠি করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে নবী (ছাঃ) হাদিছ লিখিতে ছাহাবাগণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাহাদের অধিকাংশ লোক লিখিবার নিয়ম অবগত ছিলেন না। হাদিছ ও খবরগুলি সংগ্রহ করা এবং হাদিছ ও ছাহাবাগণের ফৎওয়ার কেতাব রচনা করা তাবেয়িগণের জামানার শেষ ভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। জুহরি, রবি বেনে ছবিহ, ছইদ বেনে আবি আরুবা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রথম এই শুভ কার্য্যে ব্রতী হইলেন, এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক ভাবে প্রণয়ন করিলেন। তৎপরে তৃতীয় তাবাকার প্রধান প্রধান বিদ্বান ফেকহের অধ্যায়গুলির নিয়মে হাদিছ সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিলেন, মদিনাবাসিদিগের অগ্রণী এমাম মালেক মোয়াত্তা কেতাব রচনা করিলেন, মক্কা ও মদিনাবাসিদিগের যে হাদিছ গুলি তাঁহার মতে ছহিহ ও সবল প্রতিপন্ন হইল তিনি তৎসমস্তকে উহাতে সংগ্রহ করিলেন, ছাহাবাগণের কথা,তাবিয়িন ও তাবা-তাবেয়িন সম্প্রদায়ের ফৎওয়াগুলি উহাতে

সন্নিবেশিত করিলেন। মক্কাশরিফে আবু মোহাম্মদ আবদুল মালেক বেনে আবদুল আজিজ শাম দেশে এমাম আবু আমর আবদুর রহমান আওজায়ি কুফা শহরে ছুফইয়ান ছওরি ও বাসরাতে হাম্মাদ বেনে ছালমা এক এক খানা কেতাব রচনা করিলেন। তৎপরে প্রত্যেক প্রধান এমাম মোজতাহেদ কেতাব রচনা করিলেন। প্রধান মোহাদ্দেছগণের মধ্যে এমাম আহম্মদ বেনে হাম্বল এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে প্রভৃতি মোছনাদ নামীয় হাদিছ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন এবং কতক কেতাবে ফেকহের অধ্যায় নিয়মিতভাবে বিধিবদ্ধ করিলেন, কিন্তু এই শ্রেণীর কেতাবগুলির মধ্যে কোন কেতাবে কেহ জইফ হাদিছগুলি হইতে ছহিহ হাদিছগুলি পৃথক করেন নাই।

এমাম বোখারী প্রথমেই বিশুদ্ধ ছহিহ হাদিছের কেতাব রচনা করেন। উল্লেখিত কেতাব গুলি অবগত হইয়া এই কার্য্য ব্রতী হইয়াছিলেন। এমাম বোখারী বলিয়াছেন,আমি স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া ছিলাম যে, নবি (ছাঃ) এক স্থানে শুভপদার্পণ করিয়াছেন, আর আমি তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান রহিয়াছি, আমার হস্থে একখানা পাখা ছিল, আমি তদ্দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলাম এবং তাঁহার চেহারা মোবারক হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছিলাম। আমি এই ঘটনাটী একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর নিকট প্রকাশ করিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, মিথ্যাবাদিগণ হজরতের নাম লইয়া যে সমস্ত মিথ্যা কথা হাদিছ বলিয়া প্রচার করিবে, তুমি তাহা বাতীল প্রমাণ করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য এই স্বপ্ন ও উহার তা'বীর আমাকে বিশুদ্ধ ছহিহ হাদিছের কেতাব লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এমাম বোখারী বলিয়াছেন, আমি ৬ লক্ষ হাদিছ হইতে বাছুনি করিয়া জামেয়ে-ছহিহ-বোখারী সঙ্কলন করিয়াছি এবং উহা আমার মধ্যে এবং খোদার মধ্যে দলীল স্থির করিয়াছি। কথিত আছে এমাম বোখারি ১৬ বৎসরে এই ছহিহ কেতবা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর তিনি বলিয়াছেন, আমি এই কেতাবে ছাহিহ হাদিছ ব্যতীত লিপিবদ্ধ করি নাই এবং আরও বহু ছহিহ হাদিছ বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছি। মছজেদোল-হারামে আমি উক্ত কেতাব সঙ্কলন করিয়াছিলাম। এস্তেখারা করা ও দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়া ব্যতীত কোন হাদিছ তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। এক রেওয়াএতে আছে, তিনি জমজমের পানিদ্বারা গোছল করিয়া মকামে এবরাহিমের পশ্চাতে নামাজ

পড়িয়া যাহা তাঁহার বিশ্বাস মতে ছহিহ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা উক্ত কেতাবে সঙ্কলন করিতেন। তিনি উক্ত কেতাবের মোশাহেদা হেরম শরিফে করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার পান্ডুলিপি মদিনাশরিফে হজরতের রওজা শরিফ ও মিম্বরের মধ্যস্থলে বসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, আমি নিজের কেতাবকে তিনবার লিখিয়াছি, এবং কিছু ছাট কাট করিয়া অবশেষে পান্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এইহেতু ছহিহ বোখারির নোছখাগুলি বিভিন্ন হইয়াছে। আরও বিভিন্ন প্রকার রেওয়াএতের জন্য নোছখাগুলি বিভিন্ন হইয়াছে।

আবু জয়েদ মরুজি বলিয়াছেন, আমি রোকোন ও মকামে এবরাহিমের মধ্যস্থলে স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলাম যে, হজরত নবী (ছাঃ) আমাকে বলিতেছেন, হে আবুজয়েদ? তুমি আমার কেতাবটী শিক্ষা প্রদান কর না কেন? আমি বলিলাম, হুজুর আপনার কোন্ কেতাব? হজরত বলিলেন, মোহম্মদ বেনে এছমাইল বোখারির কেতাব।

কোন আলেম স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে; এমাম বোখারি হজরত নবী (ছাঃ) এর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন এবং হজরত (ছাঃ) যে স্থানে পদনিক্ষেপ করিতেছিলেন, তিনি ঠিক সেই সেই স্থলে পদনিক্ষেপ করিতেছিলেন।

অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, ছহিহ বোখারি সমস্ত হাদিছের কেতাব অপেক্ষা সমধিক ছহিহ, এমন কি তাঁহারা বলিয়াছেন, কোরআন শরিফের পরে ছহিহ বোখারি সর্ব্বোত্তম ছহিহ। এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি, ছহিহ বোখারীর টীকাতে লিখিয়াছেন, ছহিহ বোখারির মোট হাদিছগুলির সংখ্যা ৯ হাজার ৬ শত ৮২। ইহার মধ্যে মোয়াল্লাক, শাওয়াহেদ ও তাবেয়াত ও বারম্বার উল্লিখিত হাদিছ গুলি ধরা হইয়াছে। বারম্বার উল্লিখিত হাদিছগুলি বাদ দিলে মূল মরফু হাদিছগুলির সংখ্যা ২ সহস্র ৬ শত ২৩ টী হয়। ইহাতে হাদিছের অছুল-তত্ত্ববিদ ও বোখারির টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। ছহিহ বোখারির নিকটতম ছনদ ছোলাছিয়াতে বোখারী, হজরত নবী (ছাঃ) ও এমাম বোখারির মধ্যে তিন তিন জন রাবী আছেন, এইরূপ ২২টী হাদিছ আছে। বারম্বার উল্লিখিত হাদিছগুলি বাদ দিলে ১৬টী হাদিছ হয়।

এমাম বোখারী হাদিছ সংগ্রহ, দেশ বিদেশে ভ্রমণ ও শিক্ষকগণের সঙ্গলাভ শেষ করিয়া নিজের জন্মস্থানের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বোখারাবাসিগণ

তাঁহাকে সম্মান করা উদ্দেশ্যে তিন মাইল পথ আগুবাড়াইয়া লইতে গেলেন, তাঁবু কানাত স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার উপর দেরম দীনার ছড়াইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বোখারাতে আসিয়া অধিকাংশ সময় হাদিছ ও এলম শিক্ষাদিতে সংলিপ্ত থাকিতেন। কতক স্বার্থপর হিংসুক লোক বোখারার শাসন কর্ত্তাকে এই জন্য উত্তেজিত করিল যে. তিনি যেন এমাম বোখারীকে তাঁহার দরবারে এইহেতু ডাকিয়া পাঠান যে, তিনি তাঁহাকে ছহিহ্ কেতাব ও তারিখ কবির শুনাইয়া যান। এমাম বোখারি শাসনকর্ত্তার প্রেরিত লোককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি এলমকে লাঞ্ছিত করিব না এবং উহাকে লোকদের গৃহের দ্বারে লইয়া যাইব না। যদি তাঁহার কিছু এল্‌ম শিক্ষা করার দরকার থাকে, তবে তিনি যেন আমার নিকট আমার মছজেদে কিম্বা গৃহে উপস্থিত হইয়া এল্‌ম শিক্ষা করেন। কোন রেওয়াএতে আছে, বোখারার শাসনকর্ত্তা এমাম বোখারিকে জানাইলেন যে, এমাম একটী খাস মজলিশ করিয়া তিনি তাঁহার সন্তানগণকে হাদিছ শিক্ষা দিবেন, যেন তথায় অন্য কেহ না থাকে। এমাম বোখারি উত্তরে জানাইলেন, কতককে ত্যাগ করিয়া বিশিষ্টভাবে কতককে হাদিছ শিক্ষা দেওয়ার নীতি অবলম্বন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এমাম বোখারীর এই নির্ভীক উত্তরে শাসনকর্ত্তা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এমাম বোখারিকে উক্ত শহর হইতে বহির্গত হওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন। এমাম বোখারি তথা হইতে বাহির হইয়া শাসনকর্ত্তার জন্য, তাঁহার পরিজনের জন্য ও তাঁহার সহকারিদিগের জন্য বদদোয়া করিয়াছিলেন, তাঁহার বদদোয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে গৃহীত হয় একমাস অতীত না হইতেই দারোল খেলাফত হইতে শাসনকর্ত্তার পদচ্যুতির আদেশ উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করাইয়া শহরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করান হয়, অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়, তথায় তিনি এন্তেকাল করেন। তাঁহার সহকারদিগের উপর এক প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

তিনি বোখারা হইতে বাহির হইয়া ছামার কান্দের অধিবাসিগণের অনুরোধ সেই শহরেরদিকে রওয়ানা হইলেন, উহার সন্নিকট খরতঙ্গ নামক পল্লীতে উপস্থিত হওয়ার পরে ছামার কান্দের অধিবাসিদিগের মধ্যে অনৈক্যভাব বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইয়া তাহাজ্জোদের সময় দোয়া করিলেন, খোদা আমার পক্ষে জমি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, তুমি নিজের দরবারে আমাকে উঠাইয়া লও। সেই মাসেই তিনি

এন্তেকাল করেন। তিনি বোখারাতে ১৯৪ হিজরীতে ১৩ই কিম্বা ১৬ই শওয়াল জুমার দিবস আছরের পরে পয়দা হন এবং ২৫৬ হিজরীতে শওয়ালের প্রথমভাগে শনিবার রাত্রে এন্তেকাল করেন। খতিব আবুবকর বাগ্দাদী, আবদুল ওয়াহেদ তারাবনিছি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,তিনি স্বপ্নযোগে দেখিয়া ছিলেন যে, হজরত নবী (ছাঃ) একদল ছাহাবা সহ দণ্ডায়মান অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইহাতে তিনি হজরত (ছাঃ) কে ছালাম করিলেন। হজরত ছালামের জওয়াব দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি এখানে কিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন? হজরত বলিলেন, মোহাম্মদ বেনে এছমাইলের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। কয়েক দিবস পরে এমাম বোখারির মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হইল, অনুসন্ধান বুঝিতে পারা গেল যে, ঠিক তাঁহার স্বপ্নদেখা কালে এমাম বোখারির এন্তেকাল হইয়াছিল।

এমাম বোখারীকে গোরে দফন করা হইলে, মৃগনাভীর সুবাস তাঁহার গোর হইতে প্রকাশ হইয়াছিল, তাঁহার গোরের মৃত্তিকাতে উক্ত সুবাস কিছুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল, লোকেরা তাঁহার জিয়ারতে আগমন করিয়া বরকতের জন্য উক্ত মৃত্তিকা লইয়া যাইতেন।

এমাম মোছলেম

তাঁহার নাম মোছলেম, তাঁহার কুনইয়াত আবুল হোছাএন, তাঁহার পিতার নাম হাজ্জাজ, তাঁহার পিতার নাম মোছলেম, তিনি নায়ছাপুরের অধিবাসি এবং কোশয়রী বংশোদ্ভুদ ছিলেন, তিনি উম্মতের প্রবীণ আলেম ও হাফেজে হাদিছ ছিলেন। হাদিছশাস্ত্রে অগ্রণী শিরোভূষণ ও শিক্ষক-শ্রেণীর ছিলেন। তিনি হাদিছ অন্বেষনের জন্য দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি খোরাছানে এহইয়া এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে প্রভৃতির নিকট হইতে রায় শহরে মোহাম্মদ বেনে মোহরাণ, আবু গাচ্ছান প্রভৃতির নিকট হইতে, এরাকে আহমদ বেনে হাম্বল, আবদুল্লাহ-বেনে মোছলেমা প্রভৃতির নিকট হইতে, হেজাজে ছইদ বেনে মনছুর এবং আবুমাছয়াব প্রভৃতির নিকট মিসরে ওমার বেনে ছওয়াদ, হারতলা বেনে এহইয়া প্রভৃতির নিকট হইতে এইরূপ তাঁহার সমসাময়িক উচ্চ শ্রেণীর বহু প্রবীণ আলেম ও হাফেজে হাদিছদিগের নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বগদাদে চারিবার গমণ করতঃ হাদিছ বর্ণনা করেন। আবু হাতেমরাজি,

মুছা-বেনে হারুন, আহমদ বেনে ছালমা, আবুইছা তেরমেজি, আবুবকর বেনে খোজায়মার ন্যায় অসংখ্য আলেম ও মোহদ্দেছ তাঁহার নিটক হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ ছহিহ হাদিছগুলি দ্বারা একখানা কেতাব বোখারির তুল্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন, আলেমগণ এই কেতাবখানা গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এমাম মোছলেম নিজের ছহিহ কেতাবে লিখিয়াছেন, আমি নিজের কেতাবে প্রত্যেক ছহিহ হাদিছটী লিপিবদ্ধ করি নাই, বরং মোহাদ্দেছগণের একমতে ছহিহ স্থিরীকৃত হাদিছগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমি ৩ লক্ষ হাদিছ শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় হইতে এই ছহিহ মোছনাদ কেতাব সঙ্কলন করিয়াছি।

আবু আমর বেনে আহমদ হিরি বলিয়াছেন, আমি আবুল আব্বাছ বেনে ওকদার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এমাম বোখারি ও মোছলেম এতদুভয়ের মধ্যে সমধিক প্রধান আলেম কে? ইহাতে তিনি বলিলেন, ইনিও আলেম, তিনিও আলেম। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উপরোক্ত কথাই বলিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, হে আবু ওমার, এমাম বোখারি কখন কখন শামবাসিদিগের সম্বন্ধে ভ্রম করিয়া থাকেন, একস্থানে তিনি তাঁহাদের একজনের কুনইয়াতি নাম উল্লেখ করেন, অন্যস্থানে তাঁহার আসল নাম উল্লেখ করেন, ইহাতে ধারণা হইয়া থাকে যে, সে ব্যক্তি পৃথক পৃথক দুইটী লোক, কিন্তু এমাম মোছলেম অতি অল্প-ভ্রম করিয়া থাকেন।

খতিব বগদাদী বলিয়াছেন, এমাম মোছলেম এমাম বোখারির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার এলমে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সমান ভাবে তাঁহার পথে চলিয়াছেন। যখন এমাম বোখারি শেষ বয়সে নায়ছাপুরে আগমন করেন, তখন এমাম মোছলেম তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, অনেক সময় তাঁহার খেদমতের জন্য যাতায়াত করিতেন। দারকুৎনি বলিয়াছেন, যদি এমাম বোখারিও না হইতেন, তবে এমাম মোছলেমের কার্য্য অচল হইয়া যাইত।

মূল কথা, এমাম মোছলেম এমাম বোখারির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবু আহমদ বলিয়াছেন, এমাম মোছলেম ছহিহ বোখারির অধিকাংশ হাদিছ নিজের কেতাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ছহিহ বোখারির বরাত দেন নাই এবং এমাম বোখারির কোন রেওয়াএত নিজের কেতাবে সন্নিবেশিত

করেন নাই।

এমাম মোছলেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছনদ এই যে, তাঁহার মধ্যে ও হজরত নবী (ছাঃ) এর মধ্যে মাত্র চারিজন রাবি ব্যবধান ছিল, এইরূপ ছনদের আশির কিছু অধিক হাদিছ উহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

তিনি ছহিহ মোছলেম ব্যতীত মোছনদে কবির, জামেয়ে কবির, কেতাবে এলাল; আওহামে-মোহাদ্দেছিন, কেতাবে-তমইজ, তাবাকাতে তাবেয়িন ইত্যাদি কেতাবে লিখিয়াছেন।

এমাম নাবাবী মোছলেমের উপক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন, এমাম মোছলেম যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত নিয়মিতভাবে সুন্দর ধরণে সাজাইয়া বিচক্ষণতাসহ ইছনাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রেওয়াএতগুলি সম্বন্ধে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন ও হাদিছের বিভিন্ন ছনদ যেরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে আয়ত্ব করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি মোহাদ্দেছগণের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তৎপরবর্ত্তী কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই, আর তাঁহার জামানাতে তাঁহার তুল্য অতি অল্প লোকই ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে তাঁহার কেতাব ছহিহ্ বোখারির কেতাবের নিকট। ছহিহ্ বোখারিরই প্রথম স্থান ও ছহিহ্ মোছলেম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। হাদিছ সমূহের নিয়মিত ভাবে সাজান সম্বন্ধে ছহিহ্ মোছলেম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এমাম মোছলেম ২০৪ হিজরীতে, কাহারও মতে ২০৬ হিজরীতে পয়দা হন এবং ২৬১ হিজরী রজব মাসের ২৪ শে তারিখে রবিবার রাত্রে নায়শাপুরে এন্তেকাল করেন, শহরের সম্মুখে তাহার কবর আছে।

আবু দাউদ

ইহার নাম ছোলায়মান, তাঁহার পিতার নাম আশয়াছ, তাঁহার পিতার নাম এছহাক, তাঁহার পিতার নাম বশির, ইনি ছেজেস্তানের অধিবাসী ছিলেন। ইনি এলম শিক্ষা করা উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তরে গমন করতঃ হাদিছ সমূহ সংগ্রহ করিয়া কেতাব রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এরাক, খোরাছান, শাম, মিছর, জজিরার আলেমগণের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি মোছলেম বেনে এবরাহিম, ছোলায়মান বেনে হরব, এহইয়া

বেনে মইন, আহমদ বেনে হাম্বল প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিদ্বান্ হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ, নাছায়ি, আহমেদ এবনে মোহম্মদ প্রভৃতি হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। আবু দাউদ বাসরাতে অবস্থিতি করিতেন, কয়েকবার বাগদাদে গমন করেন, তথায় নিজের কেতাব রচনা করেন। তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রচিত কেতাব ছোনানে-আবি দাউদ, রেওয়াএত করিয়াছেন এবং এই কেতাবখানা এমাম আহমদ বেনে-হাম্বলের নিকট পেশ করা হইয়াছিল, তিনি উহা পছন্দ করিয়াছিলেন।

আবু দাউদ বলিয়াছেন, আমি মোহাদ্দেছগণ হইতে ৫ লক্ষ হাদিছ আয়ত্ব ও লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তৎসমস্ত হইতে বাছনি করিয়া এই কেতাব লিখিয়াছি, উহাতে এরূপ চারি সহস্র ছয়শত হাদিছ উল্লেখ করিয়াছি, যাহা ছহিহ কিম্বা উহার নিকট নিকট। এই হাদিছ সমূহের মধ্যে চারিটী হাদিছ লোকদের জন্য যথেষ্ট।

প্রথম হাদিছ "নিয়ত অনুসারে আমল হইয়া থাকে।"

দ্বিতীয় হাদিছ — " এছলামের সৌন্দর্য্য যাহা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যকীয় নহে, তাহা ত্যাগ করা।"

তৃতীয় হাদিছ ;— "ইমানদার ব্যক্তি প্রকৃত ইমানদার হইতে পারে না যতক্ষণ না যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে তাহা নিজের ভ্রাতার জন্য পছন্দ করিয়া লয়।"

চতুর্থ হাদিছ — " নিশ্চয় হালাল প্রকাশ্য, হারাম প্রকাশ্য, এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহমূলক কতকগুলি বিষয় আছে। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়গুলি হইতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি নিজের 'দিন' ও সম্ভ্রমকে রক্ষা করিল। আর যে ব্যক্তি তৎসমুদয়ে পতিত হয়, হারামে পতিত হয়।"

আবুবকর খাল্লাম তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আবু দাউদ নিজের সময়ে অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয় এবং সংসার বৈরাগ্য, পরহেজগারি ও হাদিছ শাস্ত্রে তীক্ষ্ম জ্ঞান পারদর্শীতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আবু ছোলায়মান খাত্তাবী বলিয়াছেন, আবুদাউদের কেতাব অতি শ্রেষ্ঠ কেতাব, দীনি এল্‌মে তাঁহার কেতাবের তুল্য কোন কেতাব লিখিত হয় নাই — অর্থাৎ ইহা বোখারি ও মোছলেমের কেতাবের পরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার লাভ করিয়াছে।

আবু দাউদ বলিয়াছেন, আমি আমার কেতাবে এইরূপ কোন হাদিছ উল্লেখ করি নাই — যাহা পরিত্যক্ত হওয়ার প্রতি মোহাদ্দেছগণ একমত হইয়াছেন।

বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, যাহার নিকট কেবল কোরআন শরিফ ও ছোনানে-আবুদাউদ থাকে, সে ব্যক্তি অন্য কোন বিষয়ের মখাপেক্ষী হইবেনা।

তাঁহা ব্যতীত বিশুদ্ধ আহকাম সম্বন্ধে কেহ কোন রচনা করেন নাই। যখন উক্ত কেতাব রচিত হইল, লোকেরা কোরআনের ন্যায় উহা পাঠ করিতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা লাভবান হইতে থাকিলেন এবং উহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইত না।

মুছা বেনে হারুণ বলিয়াছেন, আবুদাউদ হাদিছের জন্য দুনইয়াতে এবং আখেরাতে বেহেশতের জন্য পয়দা হইয়াছেন। আবু হাতেম বলিয়াছেন, আবুদাউদ ফেকহ, হাদিছ, উহা স্মরণ করা, হজ্জের আহকাম, পরহেজগারি ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে জামানার অগ্রহণী ছিলেন, তিনি ২০২ হিজরীতে পয়দা হন এবং ২৭৫ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

তেরমেজি

তাঁহার নাম মোহাম্মদ, তাঁহার কুনইয়াত আবু ইছা, তাঁহার পিতা ইছা, তিনি তেরমেজির অধিবাসী ছিলেন, প্রবীণ হাফেজে হাদিছ সর্ব্বজনমানিত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। হাদিছ ও ফেকহ সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ দরজা ছিল। জামেয়ে-তেরমেজি পড়িলে, তাঁহার উচ্চ দরজা তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি, হাদিছ শাস্ত্র সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞান ও পারদর্শীতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। হাদিছের গুপ্ততত্ত্ব উহার ছহিহ, হাছান ও জইফের জ্ঞান, প্রাচীন ও পরবর্ত্তী আলেমগণের মজহাব ও মোজতাহেদগণের মতভেদের বিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ কোন কেতাব রচিত হয় নাই। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এই কেতাবটী মোজতাহেদ ও মোকাল্লেদ ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। তিনি কোতায়বা বেনে ছইদ, মাহমুদ বেনে গিলান, মোহম্মদ বেনে ব্যশ্যার, আহমদ বেনে মনি মোহাম্মদ বেনেল মোছান্না, ছুফইয়ান বেনে অকি, মোহম্মদ বেনে এছমাইল প্রভৃতি প্রথম যুগের মোহাদ্দেছগণের নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। মোহাম্মদ বেনে আহম্মদ মহবুবি, হায়ছান বেনে কোলাএবের ন্যায় বহু বিধান তাহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন।

হজরত (ছাঃ) ও তাঁহার মধ্যে তিনজন রাবির ব্যবধান আছে, এইরূপ মাত্র

একটী হাদিছ তাঁহার কেতাবে আছে, মোছলেম ও আবু দাউদে এইরূপ হাদিছ নাই। তিনি এই কেতাব রচনা করিয়া হেজাজ, এরাক ও খোরাছানের আলেমগণের নিকট পেশ করিলে, তাঁহারা উহা পছন্দ করিয়া ছিলেন। তিনি শামায়েলে নবী কেতাব রচনা করিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে ইহা অতি উৎকৃষ্ঠ কেতাব, ইহার বরকত খুব বেশী, মতলব পূর্ণ হওয়ার জন্য ইহা পাঠ করা বোজর্গদিগের নিকট অতি পরীক্ষিত।

তিনি ২০৯ হিজরীতে পয়দা হন ও ২৭৯ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।

নাছায়ী

এমাম নাছায়ীর কুনইয়াতি নাম আবু আবদুর রহমান, তাঁহার আসল নাম আহমদ তাঁহার পিতার নাম শোয়াএব, তাঁহার পিতার নাম বাহর, তাঁহার পিতার নাম ছেনান, তিনি "নাছা" নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, এইহেতু নাছায়ি নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি হাদিছের হাফেজ, আলেম, মোহাদ্দেছগণের মধ্যে অগ্রণী, বিশ্বাসভাজন ও নেতা এবং আলেমগণের মধ্যে রাবিদিগের দোষগুণ বর্ণনা সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথম যে কেতাব লিখিয়াছেন, তাহাকে ছোনানে-কবিরে নাছায়ি নামে অভিহিত করা হয়। ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় কেতাব, হাদিছের ছনদসমূহ সংগ্রহ সম্বন্ধে উক্ত কেতাবের তুল্য কোন কেতাব লিখিত হয় নাই। ইহার পরে তিনি উক্ত কেতাবকে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি উহাকে 'মোজতাবাল মোতুন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহা সংক্ষিপ্ত করার কারণ এই যে, তাঁহার সময়ের একজন আমির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার কেতাবের সমস্ত হাদিছ ছহিহ কি না? তদুত্তরে তিনি বলেন, না। তখন সেই আমির তাঁহাকে বিশুদ্ধ ছহিহ হাদিছ লিখিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে উহা হইতে সংক্ষেপ করিয়া 'মোজতাবা' কেতাব লিখিয়াছেন। বিদ্বান্‌গণ যে হাদিছের ছনদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন এবং যে হাদিছটী মোয়াল্লাল, (গুপ্ত দোষে দোষান্বিত) স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনি উহা হইতে বাদ দিয়াছেন. যখন মোহাদ্দেছগণ বলেন, নাছায়ি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তখন এই সংক্ষিপ্ত মোজতাবা কেতাবের দিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, উহার অর্থ ছোনানে কবির নহে। কখন তাঁহারা পাঁচটী কেতাব কিম্বা 'অছুল' اصول বলিয়া ছহিহ বোখারি, মোছলেম, ছোনানে আবুদাউদ, জামেয়ে তেরমেজি ও মোজতাবায়ে-

একটী হাদিছ তাঁহার কেতাবে আছে, মোছলেম ও আবু দাউদে এইরূপ হাদিছ নাই। তিনি এই কেতাব রচনা করিয়া হেজাজ,এরাক ও খোরাছানের আলেমগণের নিকট পেশ করিলে, তাঁহারা উহা পছন্দ করিয়া ছিলেন। তিনি শামায়েলে নবী কেতাব রচনা করিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে ইহা অতি উৎকৃষ্ট কেতাব, ইহার বরকত খুব বেশী, মতলব পূর্ণ হওয়ার জন্য ইহা পাঠ করা বোজর্গদিগের নিকট অতি পরীক্ষিত।

তিনি ২০৯ হিজরীতে পয়দা হন ও ২৭৯ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।

নাছায়ী

এমাম নাছায়ীর কুনইয়াতি নাম আবু আবদুর রহমান, তাঁহার আসল নাম আহমদ তাঁহার পিতার নাম শোয়াএব, তাঁহার পিতার নাম বাহর, তাঁহার পিতার নাম ছেনান, তিনি "নাছা" নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, এইহেতু নাছায়ি নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি হাদিছের হাফেজ, আলেম, মোহাদ্দেছগণের মধ্যে অগ্রণী, বিশ্বাসভাজন ও নেতা এবং আলেমগণের মধ্যে রাবিদিগের দোষগুণ বর্ণনা সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথম যে কেতাব লিখিয়াছেন, তাহাকে ছোনানে-কবিরে নাছায়ি নামে অভিহিত করা হয়। ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় কেতাব, হাদিছের ছনদসমূহ সংগ্রহ সম্বন্ধে উক্ত কেতাবের তুল্য কোন কেতাব লিখিত হয় নাই। ইহার পরে তিনি উক্ত কেতাবকে সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি উহাকে 'মোজতাবাল মোতুন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহা সংক্ষিপ্ত করার কারণ এই যে, তাঁহার সময়ের একজন আমির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার কেতাবের সমস্ত হাদিছ ছহিহ কি না? তদুত্তরে তিনি বলেন, না। তখন সেই আমির তাঁহাকে বিশুদ্ধ ছহিহ হাদিছ লিখিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে উহা হইতে সংক্ষেপ করিয়া 'মোজতাবা' কেতাব লিখিয়াছেন। বিদ্বান্‌গণ যে হাদিছের ছনদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন এবং যে হাদিছটী মোয়াল্লাল, (গুপ্ত দোষে দোষান্বিত) স্থির করিয়াছেন, তাহা তিনি উহা হইতে বাদ দিয়াছেন, যখন মোহাদ্দেছগণ বলেন, নাছায়ি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তখন এই সংক্ষিপ্ত মোজতাবা কেতাবের দিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, উহার অর্থ ছোনানে কবির নহে। কখন তাঁহারা পাঁচটী কেতাব কিম্বা 'অছুল' أصول বলিয়া ছহিহ বোখারি, মোছলেম, ছোনানে আবুদাউদ, জামেয়ে তেরমেজি ও মোজতাবায়ে-

নাছায়ি অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ নায়শাপুরী বলিয়াছেন, আমি আবু আলি নায়শাপুরীর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি মুছলমানদিগের মধ্যে চারিজনকে হাফেজে-হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি প্রথমে আবু আবদুর রহমান নাছায়িির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। হাকেম বলিয়াছেন, আমি দারকুৎনির নিকট দুইবারের অধিক শ্রবণ করিয়াছি যে, আবু আবদুর রহমান নিজের সময়ে হাদিছ তত্ত্ববিদ্গণের ও রাবিদিগের দোষ গুণ বর্ণনা কারিদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন এবং সমধিক পরহেজগার ছিলেন, তুমি লক্ষ্য কর তিনি নিজের 'ছোনান' কেতাবে হারেছ বেনে-মিছকিন হইতে এইরূপ রেওয়াএত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হাদিছ পাঠ করা হইতেছিল,এমতাবস্থাতে আমি শ্রবণ করিতেছিলাম, তাঁহার রেওয়াএত সম্বন্ধে এরূপ বলেন নাই যে, তিনি আমার নিকট হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিম্বা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, যেরূপ অন্যান্য শিক্ষকগণের রেওয়াএত সম্বন্ধে বলিতেন। হারেছ বেনে মিছকিন হইতে এইরূপভাবে রেওয়াএত করার কারণ এই যে, হারেছ ও নাছায়িির মধ্যে বাদানুবাদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল, এই হেতু নাছায়ি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার মজলিশে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, যখন তিনি হাদিছ বর্ণনা করিতেন, তখন নাছায়িির গোপনে এক কোণে এরূপ ভাবে বসিতেন যে, হারেছ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু নাছায়ি তাঁহার শব্দ শুনিতে পাইতেন এবং তাঁহা হইতে হাদিছ শ্রবণ করিতেন। এই হারেছ মিসরের কাজী ও একজন নেক আলেম ছিলেন। এমাম নাছায়ি, কোতয়বা বেনে ছইদ, এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে, আলি বেনে খাশরাম, মাহমুদ বেনে গীলান ও আবু দাউদের ন্যায় প্রধান প্রধান মোহাদ্দেছ হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। আবুজাফর তাহাবী, আবুবকর বেনেছ ছুন্নি ও আবু লকাছেম তেবরানির তুল্য প্রবীণ মোহদ্দেছ তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, শেখ আবদুল্লাহ এয়াফিয়ি ইতিহাসে লিখিয়াছেন, এমাম আমহমদ নাছায়ি বহু গ্রন্থধারী ও সমসাময়িকদিগের নেতা ছিলেন, মিসরের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার কেতাবগুলি উক্ত প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, বহুলোক তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি মিসর হইতে দেমাশকে আগমন করিলেন। সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণ একবার মছজেদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি হজরত (ছাঃ) মোয়াবিয়ার সম্বন্ধে কি বলেন? তাঁহার

ফজিলত সম্বন্ধে কিছু উত্তীর্ণ হইয়াছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কোন ফজিলতের কথা জানিনা, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার উদর পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে লোকেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অসম্মানিত করিলেন, প্রহার করিলেন, এমনকি তাঁহাকে মছজেদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন ও মরুভূমিতে লইয়া গেলেন ইহাতে তিনি পীড়িত হইয়া মক্কা শরিফে এন্তেকাল করেন এবং ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে কবরস্থ হইয়াছিলেন। এমাম এয়াফিয়ি লিখিয়াছেন, তিনি হজরত আলি ও আহলে বয়েতগণের ফজিলত সম্বন্ধে কেতাবোল খাছায়েছ রচনা করিয়াছিলেন। লোকেরা বলিলেন, আপনি অন্যান্য ছাহাবাগণের ফজিলত সম্বন্ধে কেন কেতাব রচনা করিতেছেন না? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, আমি দেমাশকে উপস্থিত হইয়া তথাকার লোকদিগকে হজরত আলি (রাঃ) র উপর বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া এই কেতাবখানা এই উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্তায়ালা ইহার দ্বারা তাহাদিগকে সত্যপথে পরিচালিত করেন। তিনি এক দিবস রোজা করিতেন, অন্য দিবস এফতার করিতেন। তাঁহার চারিটী স্ত্রী ও কয়েকটী দাসী ছিল। তিনি হিজরীরর ২১৫ সনে পয়দা হন ও ৩০৩ সনে এন্তেকাল করেন।

এবনো মাজা

তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু আবদুল্লাহ, তাঁহার আসল নাম মোহাম্মদ, তাঁহার দাদার নাম এজিদ, তাঁহার পিতার নাম এবনো-মাজা, তিনি কজবিন শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নেতৃস্থানীয় আলেম হাফেজে-হাদিছ বিশ্বাস ভাজন, প্রামাণ্য আলেম ও ছোনান লেখক ছিলেন, তিনি এমাম মালেক ও লাএছের শিষ্যগণ হইতে হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদিছ অনুসন্ধান করতে বহুশহরে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার কেতাব মুছলমানদিগের কেতাবগুলির মধ্যে অন্যতম, আলেমদের নির্দ্দেশিত ছয়খানা ছহিহ কেতাবের (ছহাহ ছেত্তার) মধ্যে একটী কেতাব। যখন মোহাদ্দেছগণ "এক জমায়াত ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন" বলিয়া প্রকাশ করেন, তখন ছহিহ বোখারি, ছহিহ মোছলেম, ছোনানে আবুদাউদ, জামেয়ে-তেরমেজি, ছোনানে -নাছায়ি ও ছোনানে-এবনো মাজা অর্থ হইয়া থাকে। যখন তাঁহারা বলেন চারিজন ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, তখন ইহার অর্থ হইয়া থাকে, বোখারি, মোছলেম ব্যতীত অবশিষ্ট চারিজন ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

ইহাতে একটী হাদিছ আছে, যাহা তিন রাবি পরম্পরায় হজরত নবী (ছাঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, ইহাকে 'ছোলাছি' বলা হইয়া থাকে। তিনি নিজের 'ছোনানে'র মধ্যে শহরে কজবিনের ফজিলত সংক্রান্ত একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তজ্জন্য মোহাদ্দেছগণ তাঁহার ও তাঁহার কেতাবের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, এই হাদিছটী মোনকার, বরং মওজু' (জাল)। কজবিনের ফজিলত সংক্রান্ত বহু হাদিছ আসিয়াছে, সমস্তই জাল, ময়ছরা নামক এক ব্যক্তি এইগুলি জাল করিয়া রচনা করিয়াছিল।

২০৯ হিজরীতে তিনি পয়দা হন এবং ২৭৩ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।

দারমী

তাঁহার নাম আবদুল্লাহ, তাঁহার কুনইয়াত আবু মোহম্মদ, তাঁহার পিতার নাম আবদুর রহমান, তাঁহার পিতার নাম ফজল, তাঁহার পিতার নাম বাহরাম ইনি ছামারকান্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হাফেজে হাদিছ, প্রবীণ আলেম হাফেজে-হাদিছ ও মোছনাদ লেখকদের শিক্ষক ছিলেন, সংসার বৈরাগ্য, পরহেজগারি ও বিশ্বাসপরায়ণতাতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কেতাব হাদিছের কেতাবগুলির মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট। তিনি এজিদ এবনো-মাজা, হাব্বান বেনে হেলাল, নোজাএর বেনে শোমাএল, ও হায়াত বেনে শোরাএহ হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। মোছলেম, তেরমেজি ও কোরমানির তুল্য বড় বড় মোহাদ্দেছ তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। একব্যক্তি আহমদ বেনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আবুল মোঞ্জের কিরূপ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় জানি না, আমার ভ্রাতাগণ তাঁহার বহু নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তুমি আবদুল্লাহ দারমীকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, ইহা তিনবার বলিলেন, এই সৈয়দকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

বোন্দার বলিয়াছেন, দুনইয়াতে চারিজন হাফেজে-হাদিছ আছেন, বোখারাদেশে মোহম্মদ বেনে এছমাইল, রায়শহরে আবু জোরয়া, নায়শাপুরে মোছলেম বেনেল হাজ্জাজ ও ছামারকান্দে আবদুল্লাহ বেনে আবদুর রহমান দারমি। তাঁহার কেতাবে ১৫টী 'ছোলাছি' হাদিছ আছে। তিনি ১৮১ হিজরীতে পয়দা হন এবং ২৫৫ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

এছহাক বেনে খলদ বলিয়াছেন, এমাম বোখারি, দারমীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।

দারকুৎনি

তাঁহার নাম আবুল হাছান, তাঁহার পিতার নাম আলি, তাঁহার পিতার নাম ওমর, তিনি হাফেজে হাদিছ, প্রসিদ্ধ আল্লামা, প্রবীণ মোহাদ্দেছ, আলেম বা-আমল, স্বসময়ের অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন, হাদিছের এলম, উহার গুপ্তদোষাবলী, রাবিদিগের নাম ও অবস্থা সম্বন্ধে অতুলনীয় ছিলেন। সত্যবাদী বিশ্বাস ভাজন, ন্যায়পরায়ণ ও বিশুদ্ধ আকিদাধারি ছিলেন। তাঁহার পরে এসম্বন্ধে কেহই তাঁহার তুল্য পয়দা হয় নাই, এই হাদিছ শাস্ত্রে তাহার দ্বারা পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। তিনি তফছির, ফেকাহ, আরবি সাহিত্য ও কবিতাতে সুদক্ষ ছিলেন; আবু ছইদ ওস্তোখ্রির নিকট ফেক্হ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহা হইতে ও অন্যান্য বহুলোক হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন। হাফেজ আবু নইম, আবুবকর বেরকানি; কাজি আবুত্তইয়েব তাবারি ও হাকেম আবু আবদুল্লাহ নায়শাপুরী তাঁহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

লোকে হাকেমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি দারকুৎনির তুল্য দেখিয়াছেন কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, নিজে দারকুৎনি যখন নিজের তুল্য দেখেন নাই, তখন আমি কিরূপে তাঁহার দেখিব? তিনি ৩০৫ হিজরীতে ২২শে জোলকা'দ বুধবারের দিবস এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

বয়হকী

তাঁহার নাম আহমদ, কুনইয়াতি নাম আবুবকর, তাঁহার পিতার নাম হোছাএন, ইনি বয়হকের অধিবাসী ছিলেন।

তিনি নিজের সময়ে হাদিছ ও ফেক্হ শাস্ত্রের অগ্রণী ছিলেন, বহু এলেম ও সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তর্ক বাহাছে ন্যায় বিচার লক্ষ্য রাখিতেন। ইনি বহু কেতাব রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার রচিত কেতাবগুলির সংখ্যা সহস্র হইবে। এলম সম্বন্ধে তাঁহার তুল্য ছিল না। কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, সাতজন লোক ইছলামে কেতাব সকল রচনা করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের দ্বারা মুছলমানগণের বহু উপকার সাধিত হইয়াছে, ইহারা পরবর্ত্তী জামানার লোক ছিলেন, প্রথম

দারকুৎনি, দ্বিতীয় হাকেম, আবু আবদুল্লাহ নায়শাপুরী, তৃতীয় আবু মোহম্মদ আবদুল গনি আজদি মিসরি, চতুর্থ আবু নইম আহমদ বেনে আবদুল্লাহ এছপেহানি, পঞ্চম আবু আমর এবনে আবদুল বার্র হাফেজে মগরেবি, ষষ্ঠ আবুবকর আহমদ বয়হকি, সপ্তম আবুবকর আহমদ বেনে আলি খতিবে-বগ্দাদি। এমাম বয়হকি শেখ ছহ্ল ছো'লুকি কর্ত্তৃক ফেক্হ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জামানাতে খোরছান প্রদেশে এরূপ কাহারও শক্তি ছিল না যে, বিনা ছনদ, শিক্ষকের বিনা অনুমতি ও বিনা পারদর্শিতায় নবী (ছাঃ) এর হাদিছ প্রচার করে। তিনি হাকেম আবদুল্লাহ, আবু তাহের মোহম্মদ বেনে মোহম্মদ জিয়াদী, এবনে-ফওরক ও আবু আবদুল্লাহ ছালামির নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। এমাম বয়হকির রচিত কেতাব গুলির মধ্যে কেতাবে-মবছুত, কেতাবোছ-ছোনান, দালায়েলোন্নবয়ুত, মা'রেফাতে ওলুমোল হাদিছ, কেতাব বা'ছ অন্নশুর, কেতাবে ফাজায়েলে-ছাহাবা, ফাজায়েলে-আওকাত ও শোয়াবোল ইমান অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি বয়হকের খরজর্দ নামক পল্লীতে ৩৩৪ হিজরীতে সা'বান মাসে পয়দা হইয়াছিলেন। আর ৪৫৮ হিজরীতে নায়শাপুরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার লাসকে তথা হইতে বহন করতঃ তাঁহার বাসস্থানে আনয়ন করিয়া ১০ই জামাদিয়োল উলাতে দফন করা হইয়াছিল।

রজিন

তাঁহার কুনইয়াত আবুল হোছাএন, তাঁহার পিতার নাম মোয়াবিয়া আবদরি, তিনি তজরিদ ফিল জমেয়ে বায়নাছ-ছেহাহ নামক কেতাব লিখিয়া ছিলেন, তিনি কোরাএশ বংশের আবদুদ্দারাএন কোছাই বংশ সম্ভুত এইহেতু আবদারি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ৫২০ হিজরীর পরে তিনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

এমাম মালেক

এমাম মালেকের কুনইয়াত আবু আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতার নাম আনাছ, তাঁহার পিতার নাম মালেক, তিনি হেমইয়ার বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি মদিনা শরিফের অগ্রণী বিশ্বাসভাজন, পরহেজগার, ফকিহ,মোহাদ্দেছ, প্রামাণ্য এমাম ও তাবা-তাবেয়িন শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি হজরত এবনো-ওমারের মুক্ত দাস নাফে, মোহাম্মদ বেনেল মোনকাদের, জুহরি ও অন্যান্য তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি

বিদ্বান্‌গণ হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। এহইয়া বেনে ছইদ আনছারি ও জুহরি এমাম মালেকের শিক্ষক ও তাবেয়ি শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো জোরাএজ, ছুফইয়ান ছওরি, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, আওজায়ি, শো'বা লাএছ বেনে ছইদ, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, শাফেয়ি, এবনো অহহাব এবং বহু সংখ্যক লোক ও একদল আলেম তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তাঁহার উচ্চ দরজা, এলম, হাদিছ কণ্ঠস্থ করা পরহেজগারি ও সাবধানতা সম্বন্ধে অগ্রণী হওয়ার কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এমাম শাফেয়ি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যদি মালেক ও এবনো ওয়ায়না না হইতেন, তবে আরবের (মক্কা ও মদিনা ও তায়েফের) এলম বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আরও তিনি বলিয়াছেন, যখন আলেমগণের সমালোচনা করা হয় তখন মালেক নক্ষত্র বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য। আছমানের নিম্নদেশে মোয়াত্তায়-মালেক অপেক্ষা সমধিক ছহিহ কেতাব আর নাই। সেই সময় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম রচিত হইয়াছিল না। অহহাব বেনে খালেদ (একজন প্রধান মোহাদ্দেছ) বলিয়াছেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে হজরত নবী (ছাঃ) এর হাদিছ সম্বন্ধে এমাম মালেক অপেক্ষা সমধিক বিশ্বাসভাজন কোন লোক নহে। তাঁহার হাদিছের শিক্ষকগণের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন যিনি তাঁহার নিকট আগমন করতঃ ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই।

তিনি হজরত নবী (ছাঃ) এর হাদিছের অত্যাধিক সম্মান করিতেন। যখন কেহ তাঁহার গৃহদ্বারে এলম শিক্ষা উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইত তখন তিনি নিজের দাসিকে বলিতেন, এই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, সে ব্যক্তি ফৎওয়া জানিতে ইচ্ছা করে, কিম্বা হাদিছ জানিতে চাহে। যদি সে ব্যক্তি বলিত ফৎওয়া জানিতে চাহি, তবে এমাম মালেক বাহিরে আসিয়া তাহার ফৎওয়ার জওয়াব দিতেন। আর যদি সে ব্যক্তি হাদিছ জানিতে ইচ্ছা করিত, তবে তাহাকে বসাইতেন, নুতন গোছল করিয়া পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন, নিজেকে সুবাসিত ও পরিচ্ছন্ন করিতেন, বালিশ স্থাপন করতঃ উহার উপর হেলান দিয়া গম্ভীর আকৃতিতে বসিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাকে হাদিছ শুনাইতেন। কথিত আছে, খলিফা হারুণ-রশিদ তাঁহার খেলাফতের জামানাতে নবী (ছাঃ) এর রওজাশরিফ জিয়ারত করা উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। এমাম মালেক তাহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ অন্তে জিজ্ঞাসাবাদ ও কথোপকথনের পরে এমাম মালেক বহির্গত হওয়ার ইচ্ছা করিলে, খলিফা-হারুণ বলিলেন, যদি আপনার ন্যায় মুছলমানদিগের অগ্রণী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট দৈনিক পদার্পণ করেন, তবে আমার পুত্র আমিন ও মামুন আপনার নিকট হাদিছ শ্রবণ করিবে এবং আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। ইহাতে এমাম মালেক অসন্তোষের সহিত তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে আমিরোল মোমেনিন! আল্লাহ্ যে বিষয়টী উন্নত করিয়াছেন, আপনি উহা অবনত করিবেন না। এলম এরূপ বস্তু যে লোকেরা উহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা লোকদের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে না। হারুণ রশিদ ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন, হে শাএখ, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। ইহা আমার ভ্রান্তি হইয়াছিল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তৎপরে তিনি আমিন ও মামুন পুত্রদ্বয়কে এমাম মালেকের গৃহদ্বারে প্রেরণ করিতেন। এমাম মালেক উভয়কে উক্ত সময় স্থান দিতেন, যে সময় অন্য ছাত্রদিগকে স্থান দিতেন এবং উক্ত সারীতে উপবেশন করাইতেন যে সারীতে অন্য ছাত্রদিগকে উপবেশন করাইতেন।

কথিত আছে, হারুণ-রশিদ এমাম মালেককে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং আমাদের সঙ্গী থাকেন, তবে আমরা আপনার কেতাবকে প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত করার চেষ্টা করিব এবং সমস্ত লোককে আপনার মজহাব গ্রহণ করিতে ও আপনার কেতাব অনুযায়ী আমল করিতে বাধ্য করিব। ইহাতে এমাম মালেক বলিলেন, ইহা করিবেন না। আমি আমার এলম ও জ্ঞান অনুসারে এই কেতাব খানা সঙ্কলন করিয়াছি, উহাতে আমার ভুল ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হইতে পারে অন্য কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ হয়েন, অন্য লোকদিগকে আমার মজহাবের দিকে আকর্ষণ করার অর্থ কি? আপনি যে টাকা কড়িগুলি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সমস্তই আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। তৎপরে তিনি উক্ত টাকা-কড়িগুলি খলিফার নিকট ফেরত পাঠাইলেন। খলিফা ওজোর আপত্তি করিলেন ও তৎসমস্ত ফেরত লইলেন না। শাফেয়ি বলেন, আমি এমাম মালেকের দ্বারদেশে এরূপ কয়েকটী খোরাছানি ঘোটক ও মিসরি অশ্বতর (খচ্চর) দর্শন করিলাম যে, তৎসমস্তের তুল্য কখনও দর্শন করি নাই। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই ঘোটক ও অশ্বতরগুলি কি

সুন্দর পরিলক্ষিত হইতেছে! এমাম মালেক বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! এইগুলি আমার পক্ষ হইতে আপনি উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুন। আমি বলিলাম, আপনি তৎসমুদয় হইতে একটি নিজের জন্য রাখুন, উহার উপর আরোহণ করিবেন। তিনি বলিলেন, আমি খোদার নিকট লজ্জা অনুভব করি যে, যে জমিনে হজরত নবী (ছাঃ) এর মজার শরিফ আছে, তথায় কোন চতুষ্পদের উপর আরোহণ করিয়া গমন করি। তিনি নবী (ছাঃ) এর হেজরত স্থল মদিনা শরিফের অতিরিক্ত সম্মান ও ভক্তি করিতেন, একবার হজ্জ করার সময় ব্যতীত মদিনা শরিফ হইতে বাহিরে গমন করেন নাই। তিনি আজীবন মছজেদে-নাবাবীতে রওজা শরিফের নিকট হাদিছ শিক্ষা দিতেন। তিনি ৯৫, কিম্বা ৯১, অথবা ৯৪ হিজরীতে পয়দা হন এবং ১৭৯হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

এমাম শাফেয়ি

আবু আবদুল্লাহ তাঁহার কুনইয়াত, মোহাম্মদ তাঁহার নাম তাঁহার পিতার নাম ইদরিছ, তিনি আব্বাছের পুত্র, তিনি ওছমানের পুত্র, তিনি শাফেয়ের পুত্র, তিনি ছায়েবের পুত্র, তিনি ওবাএদের পুত্র, তিনি আবদে এজিদের পুত্র, তিনি হাশেমের পুত্র, তিনি আবদুল মোত্তালেবের পুত্র, তিনি আব্দেমানাফের পুত্র, তিনি কোরায়শি মোত্তালেবী ছিলেন, যেহেতু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ আবদুল-মোত্তালেবী ছিলেন, এইহেতু তিনি মোত্তালেবি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার একজন পূর্ব্ব পুরুষের নাম শাফে, এইতেু শাফেয়ি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার মাতার নাম উম্মোল-হাছান, তিনি হাজমা-বেনেল কাছেমের কন্যা। শাফে যুবক অবস্থাতে হজরত নবী (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা ছাএব বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসিদের পক্ষ হইতে পতাকাধারি ছিলেন। মুছলমানগণ কর্ত্তৃক বন্দি হইয়া নিজের বিনিময় প্রদান করিয়া মুছলমান হইয়াছিলেন। তিনি 'ফাজওয়া', কিম্বা আছকালান, অথবা মিনাতে পয়দা হইয়াছিলেন, তিনি মক্কাশরিফে নীত হইয়া প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন।

তিনি ৭ বৎসর বয়সে কোরআন শরিফ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, ১০ বৎসর বয়সে এমাম মালেকের মোয়াত্তা (হাদিছ গ্রন্থ) স্মরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তদানিন্তন মক্কাশরিফের মুফতি মোছলেম বেনে খালেদের নিকট তিনি ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে সেই সময়ের আলেমগণ তাঁহাকে ফৎওয়া

দিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে মদিনা শরিফে গমন করতঃ এমাম মালেকের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

এমাম শাফেয়ি বলিয়াছিলেন, আমি প্রথম বয়সে কবিতা রচনা করি অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিলাম, বড় বড় কবি ব্যতীত কেহ কবিতা সম্বন্ধে আমার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। এক দিবস কা'বা শরিফের ছায়াতে বসিয়াছিলাম, কেহ আমার নিকট ছিল না, আমার পশ্চাতের দিক হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, হে মোহাম্মদ , তুমি কবিতা ত্যাগ করতঃ ফেক্হ শিক্ষা করা লাজেম করিয়া লও।

আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি শৈশবাস্থাতে স্বপ্নযোগে হজরত নবী (ছাঃ) এর দর্শনলাভ করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, হে বালক, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে খোদা, আমি উপস্থিত আছি। হজরত (ছাঃ) বলিলেন তুমি কোন্ সম্প্রদায় হইতে? আমি বলিলাম, আমি আপনার সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি বলিলেন, তুমি আমার নিকট আইস ও মুখটী খুলিয়া দাও। আমি তাহাই করিলাম তৎপরে হজরত মোবারক মুখের কিছু পরিমাণ থুথু লইয়া আমার মুখ, জিহ্বা ও ঠোটে মালিশ করিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি যাও খোদা তোমার মধ্যে বরকত দিন। এই ঘটনার পরে হাদিস ও আরবদিগের কথাতে কোন ভুল ভ্রান্তি আমা কর্ত্তৃক সংঘটীত হয় নাই।

তিনি আরও বলিয়াছেন, যখন আমি এমাম মালেকের নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি আমার কথা শ্রবণ করতঃ কিছুক্ষণ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। এমাম মালেকের মানুষের অবস্থা বুঝিবার শক্তি ছিল, তিনি বলিলেন, তোমার নাম কি? আমি বলিলাম মোহম্মদ। এমাম মালেক বলিলেন, হে মোহম্মদ, তুমি পরহেজ গারিকর, খোদাতায়ালাকে ভয় কর এবং গোনাহ্ সমূহ হইতে বিরত থাক। নিশ্চয় হজরতের উম্মতের মধ্যে তোমার আশ্চর্য্যজনক উন্নতি লাভ হইবে। আমি কিছুকাল তাঁহার সঙ্গলাভ করতঃ তাঁহার অন্তর নিহিত এলমগুলি শিক্ষা সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করার ও অন্যত্রে ভ্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, বিদায় কালে তিনি বলিলেন, হে যুবক নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার অন্তরে একটী জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিয়াছেন, কাজেই গোনাহ্ রাশির কালিমা দ্বারা উক্ত জ্যোতিকে নির্ব্বাপিত করিও না। এমাম শাফেয়ি, মালেক, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, আবদুল আজিজ প্রভৃতি বহু সংখ্যক বিদ্বান্ হইতে

হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন। আহমদ বেনে হাম্বল আবুছওর, মোজান্না প্রভৃতি বহু সংখ্যক লোক তাঁহা হইতে হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন।

তিনি এমাম মালেকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুই বৎসর বগদাদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথাকার আলেমেরা তাঁহার নিকট ইহতে হাদিছ ও ফেক্‌হ শিক্ষা করিতেন এবং তিনি পুরাতন কেতাবটী তথায় অবস্থান কালে রচনা করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি মক্কা শরিফে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি বগদাদে গমন করেন, তথায় শিক্ষা প্রদান ও এলমসমূহ প্রচার করিতে থাকেন এবং নূতন কেতাবগুলি রচনা করেন। তিনি 'ওছুল, সংক্রান্ত ১৪ খণ্ড কেতাব ও ফরুয়াত সংক্রান্ত শতাধিক কেতাব রচনা করিয়া ছিলেন। এমাম আহমদ বেনে হাম্বল বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যত দিবস এমাম শাফেয়ির নিকট উপবেশন না করিয়া ছিলাম ততদিবস নবী (ছাঃ) এর নাছেখ, মনছুখ, আম, খাছ, মোজমাল ও মোফচ্ছাল হাদিছগুলির মধ্যে প্রভেদ করিতে জানিতাম না। হাছান বেনে মোহম্মদ জা'ফেরাণি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি যখনই এমাম শাফেয়ির নিকট আগমন করিয়াছি, তখনই তাঁহার নিকট এমাম আহমদ বেনে হাম্বলকে দর্শন করিয়াছি। ইনি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতেন।

এমাম আহম্মদ নামাজের পরে বলিতেন, হে খোদা আমার পিতা মাতা ও মোহাম্মদ বেনে ইদরিছ সাফেয়িকে ক্ষমা কর।

তিনি বলিতেন শাফেয়ি দিবাভাগের সূর্য্যের তুল্য ও লোকদিগের ঔষধের তুল্য। ৩০ বৎসর প্রত্যেক রাত্রে শাফেয়ির জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিয়াছি।

মোহাদ্দেছগণের শিরোভূষণ ও অগ্রণী এহইয়া বেনে মইন এমাম আহমদ বেনে হাম্বলকে বলিয়াছেন; হে আহমদ, তোমার কি হইয়াছে, যে এত বড় প্রবীণ আলেম ও পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও এমাম শাফেয়ির অশ্বতরের পশ্চাতে পশ্চাতে নগ্নপদে গমন করিয়া থাক। তদুত্তরে এমাম আহমদ বলিয়া ছিলেন, যদি আপনি এলমে-ফেকহ্ ভালবাসিতেন তবে আপনিও তাঁহার অশ্বতরের বামদিকে নগ্নপদে চলিতেন। এমাম মোহাম্মদ বেনে হাছান সায়বানি এমাম শাফেয়ির প্রংশসা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তিনি আমার নিকট হইতে এমাম আবু হানিফার কেতাবে আওছাত চাহিয়া লইয়া উহার সমস্তই একরাত্র দিবার মধ্যে কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। লোকেরা তাঁহার সমসাময়িক বিদ্বান্‌গণ হইতে তাঁহার উচ্চ প্রশংসার কথা উল্লেখ

করিয়াছেন। তিনি হাদিছ স্মরণ ও আয়ত্ত্ব করা ফেকহ্, এলম, শুদ্ধ প্রাঞ্জলভাষা, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, শিষ্টাচার, বীরত্ব ও দান সম্বন্ধে এবং সুন্দর আকৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এমাম শাফেয়ির ভাগ্নেয় আবু মোহাম্মদ বলিয়াছেন, এমাম শাফেয়ি একরাত্রে কয়েকবার নিজের দাসীকে প্রদীপ জ্বালাইতে আদেশ করিতেন, দাসী উহা জ্বালাইলে, তিনি কেতাব দেখিতেন ও কিছু লিখিতেন, পরে তিনি তাহাকে বলিতেন, তুমি প্রদীপ সরাইয়া লইয়া যাও। অতঃপর তিনি চিন্তা ও গবেষণা ও কণ্ঠস্থ করার চেষ্টা করিতেন, পুনরায় শব্দ করিয়া বলিতেন, প্রদীপ আন। লোকে আবু মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রদীপ সরাইয়া লইয়া যাওয়ার কারণ কি? তিনি বলিলেন, অন্ধকারে কণ্ঠস্থ করার সহায়তা হইয়া থাকে।

এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন, মৌনাবলম্বন করিলে, এলমে-আকায়েদের ও গাঢ় গবেষণা করিলে, এজতেহাদের সহায়তা হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি নিজের ভ্রাতাকে গোপনে উপদেশ প্রদান করে, সে তাহার কল্যাণ কামনা করিল ও তাহাকে সৌন্দর্য্যশালী করিল। আর যে ব্যক্তি তাহাকে প্রকাশ্যভাবে উপদেশ প্রদান করে, সে তাহাকে লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত করিয়া থাকে।

আলেমগণের সৌন্দর্য্য, পরহেজগারি, তাহাদের অলঙ্কার সৎ স্বভাব ও তাঁহাদের শ্রী বদান্যতা।

আরও এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, যদি আলেমগণ আল্লাহ্তায়ালার ওলী না হন, তবে আখেরাতে কোন ওলীর অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে না। আল্লাহ্তায়ালা কখন কোন মূর্খকে ওলী স্থির করেন নাই।

দরিদ্রতা কিম্বা অল্পে তুষ্টিলাভ, উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা ও ধৈর্য্য ধারণকরা আলেমগণের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আলেমগণের দরিদ্রতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং মূর্খদের দরিদ্রতা অনিচ্ছাতে হইয়া থাকে।

মোজ্জান্না এমাম সাফেয়ির মৃত্যু কালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি অদ্য প্রভাতে কিরূপ অবস্থাতে আছেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, অবস্থা এই যে, দুনইয়া পরিত্যাগ করিতেছি, দীনদার ভ্রাতাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি, মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি, নিজের কৃতপাপের শাস্তি গ্রহণ করিব এবং খোদার দরবারে উপস্থিত হইব। তৎপরে তিনি ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন, এবং গোনাহ্ মাফ পাওয়ার আশায় কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল।

তাঁহার জন্ম ১৫০ হিজরীতে ও মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে রজব মাসে জুমার দিবস হইয়াছিল। মিসরের কোরাফা নামক স্থানে আছরের নামাজের পরে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল।

এমাম আহমদ

তাঁহার কুনইয়াত আবু আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতা মোহাম্মদ, তিনি হাম্বলের পুত্র, তিনি হেলালের পুত্র, তিনি আছাদের পুত্র।

তিনি হাদিছ, ফেক্হ সংসার বৈরাগ্য, পরহেজগারি, এবাদত ও খোদার জেকরে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক হাদিছ ছহিহ্ ও জইফ এবং বারি দোষান্বিত ও যোগ্য জানা সম্ভব হইয়াছে। তিনি বগদাদে প্রতিপালিত হইয়া তথায় এলম শিক্ষা ও হাদিছ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তথাকার হাদিছ শ্রবণ সমাপন করতঃ উচ্চছনদ লাভ ও হাদিছ শ্রবণ উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করতঃ কুফা, বাসরা, মক্কা মদিনা এয়মন, শাম ও তাবরেজে গমন করেন এবং তথাকার আলেম ও মোহাদ্দেছগণের নিকট হইতে হাদিছ লিপিবদ্ধ ও শ্রবণ করেন। তিনি এজিদ বেনে হারুণ, এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, শাফেয়ি ও বহু লোক হইতে হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন। বোখারি, মোছলেম, আবু জোরয়া ও আবু দাউদের ন্যায় বড় বড় আলেম ও মোহাদ্দেছ তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। এছহাক বেনে রাহওয়ায়হে বলিয়াছেন, আহম্মদ বেনে হাম্বল ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্ ও তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে দলীল স্বরূপ। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, আমি বাগদাদ হইতে বহির্গত হইয়াছি, কিন্তু তথায় আহমদ বেনে হাম্বলের তুল্য শ্রেষ্ঠতম পরহেজগার, খোদাভীরু ও আলেম কাহাকেও ত্যাগ করি নাই। আহমদ বেনে ছইদ দারমি বলিয়াছেন, আমি আহমদ বেনে হাম্বল অপেক্ষা সমধিক হাদিছের হাফেজ কোন যুবককে দর্শন করি নাই। তাঁহার সঙ্কলিত হাদিছের কেতাব 'মছনদে-আহমদ' লোকদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ, উহাতে ৩০ সহস্রের অধিক হাদিছ সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার এই কেতাব তাঁহার জামানাতে

শ্রেষ্ঠতম, অতি উন্নত ও সুবৃহৎ ছিল। বিশ্বাস ভাজন লোকেরা তাঁহা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি সাড়ে সাত লক্ষ হাদিছ হইতে বাছুনি করিয়া উক্ত কেতাব সঙ্কলন করিয়াছেন। আবু দাউদ বলিয়াছেন যে, আহমদ বেনে হাম্বলের নিকট বসিলে, পরকালের মজলিশে বসা হইত,কেননা তাঁহার মজলিশে দুনইয়ার কোন বিষয়ের আলোচনা হইত না।

আহম্মদ বেনে হাম্বল দরিদ্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ৭০ বৎসর ইহার উপর ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন, কাহারও নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ করেন নাই। হাছান বেনে আবদুল আজিজ ৩ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আহমদ বেনে হাম্বলের নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, উহা তাঁহার পৈত্রিক সত্তের হালাল টাকা, আপনি উহা লইয়া নিজের পরিজনের জন্য ব্যয় করুন।

তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই এবং বলিয়াছিলেন, আমার এই টাকাকড়ির প্রয়োজন নাই। ধৈর্য্যধারণ (ছবর) আত্মনির্ভরতা (তাওয়াক্কোল) পরহেজগারি ও এহতিয়াত সম্বন্ধে তাঁহার বহু বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি এসম্বন্ধে অতি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আবুদাউদ বলিয়াছেন, আমি দুই শতাধিক মোহাদ্দেছের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু আহম্মদ বেনে হাম্বলের তুল্য কাহাকেও দর্শন করি নাই।

আবু জোবয়া রাজি বলিয়াছেন, আমার চক্ষুদ্বয় আহমদ বেনে হাম্বলের তুল্য দেখিতে পায় নাই। লোকে বলিল, এলম সম্বন্ধে কি? তিনি বলিলেন, এলম, সংসার বৈরাগ্য (পরহেজগারি) ফেক্‌হ্ ও সমস্ত প্রকার সৎকার্য্য সম্বন্ধে।

আলি বেনেল মদিনি বলিয়াছেন, আমাদের সমশ্রেণীদের মধ্যে আহমদ বেনে হাম্বলের তুল্য সমধিক হাফেজে হাদিছ কেহ নাই।

আবু আছেম এমাম আহমদের এলমের পারদর্শিতা দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ইনি জমিনে গতিশীলদিগের শ্রেণীভুক্ত নহেন বরং সমুদ্রে বিচরণ কারি (গওছ আবদাল) শ্রেণীভুক্ত।

তাঁহার উন্নত দরজার ও মজহাবের শক্তিশালী হওয়ার নিদর্শন এই যে, কোতোবোল আকতাব গওছে আ'জম হজরত পীর মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (কোঃ) তাঁহার মজহাবাবলম্বী ছিলেন।

এমাম আহমদের জন্ম বগদাদে ১৬৪ হিজরীতে এবং মৃত্যু তথায় ২৪১ হিজরীতে জুমরা দিবস চাস্তের সময় হইয়াছিল, আছরের পরে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল।

এমাম আবু হনিফা

তাঁহার নাম নো'মান, তাঁহার পিতার নাম ছাবেত, তাঁহার পিতার নাম নো'মান তাহার পিতার নাম মর্জবান, তিনি পারস্য বংশধর ছিলেন। তিনি ৮০ হিজরতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ছাবেত শৈশবাস্থাতে হজরত আলী (রাঃ) র নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের জন্য বরকতের দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার দোয়া ও খোদা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ছাবেতের পিতা নো'মান (হজরত) আলী বেনে আবিতালেবের নিকট নওরোজের দিবস উপঢৌকন স্বরূপ ফালুদা লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন প্রত্যেক দিবস আমাদের নওরোজ। তারিখে বাগদাদ ১৩/৩২৬।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন যে, যেন তিনি (হজরত) নবী (ছাঃ) এর গোর (শরিফ) খনন করিতেছিলেন, তৎপরে তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি (এতদ্বিষয়ে এমাম) এবনে ছিরিনকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে (এমাম) এবনো ছিরিন বলিয়াছিলেন এই স্বপ্নদর্শক ব্যক্তিএরূপ এলম প্রকাশ করিবেন যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। এবনো-খাল্লেকান, ১৬৪, তহজিবোল আছমা, ৬৯৮ তারিখে বগদাদ, ১৩/৩৩৫।

তিনি মোজতাহেদগণের এমাম ও এরাকবাসিদিগের ফকিহ ছিলেন, তিনি ছাহাবা আনাছ বেনে মালেকের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, আতা বেনে আবিরোব্বাহ আবু ইছহাক ছবিয়ি, মোহারেব বেনে দেছার হাম্মাদ বেনে আবি ছোলায়মান, হায়ছম বেনে হবির, কএছ বেনে মোছলেম মোহম্মদ বেনেল মোনকাদের, নাফে, হেসাম বেনে ওরওয়া, এজিদ ফকির, ছেমাক বেনে হরব, আলকামা বেনে মেরছাদ, আতিয়া উফি, আবদুল আজিজ বেনে রফি, আবদুল করিম, আছেম বেনে আবিন্নযুদ, জুহার, কাতাদা, আবদুর রহমান বেনে হারমুজ, আ'রাজ আদি বেনে ছাবেত, ছালামা বেনে কোহাএল, আবু জা'ফর মোহম্মদ বেনে আলি, আমর বেনে দীনার ও বহুসংখ্যক লোকের নিকট তিনি হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আবু এহইয়া হেমানি, হোশাএন বেনে বশির, এবাদ বেনে

আওয়াম, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, অকি বেনেল জার্রাহ, এজিদ হারুণ, আলি বেনে আছেম, এহইয়া বেনে নছর, ছা'দ বেনে ছালাত, ওবায়দুল্লাহ বেনে মুছা, আবু নইম, আবু আবদুর রহমান মোকারি, এবরাহিম বেনে তোছমান, হামজা, আছাদ, হোক্কাম খারেজা, আবদুল মজিদ, আলি বেনে মেছছার, মোহম্মদ বেনে বেশর, মোছয়াব, নুহ, আবু ইউছোপ, মোহাম্মদ ও জোফার প্রভৃতি হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তহজি-বোত্তহজিব ১০/৪৪৯-৪৫১, এবনো-খাল্লেকান ২/১৫৪/১৬৫, তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, ১/১৫১, কেতাবোল আনছার ২৪৭, তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৩৩/৩৩৪।

হজরত নবী (ছাঃ) ছাহাবাগণের তৎপরবর্ত্তী তাবেয়িগণের এবং তৎপরবর্ত্তী তাবা-তাবেয়িগণের প্রশংসা করিয়াছেন, যিনি হজরত (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই ছাহাবা আর যিনি কোন ছাহাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই তাবা-তাবেয়ি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহাবা আনাছের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন, এইহেতু তিনি তাবেয়ি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তাঁহার সমসাময়িক এমাম আওজায়ি, হাম্মাদ, ছুফইয়ান ছওরি, মোছলেম বেনে খালেদ ও লাএছ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশিষ্ট তিন এমাম তাবা-তাবেয়ী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তহজিবোল আছমা, ৬৯৮ এবনে-খাল্লেকান, ২/১৬৩, তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, ১/১৫১, তহজিবোত্তজিব ১০/৪৪৯।

আবু মতি বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলিফা আবু জা'ফরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আবু হানিফা, আপনি কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি হাম্মাদের নিকট (শিক্ষা করিয়াছি)। তিনি এবরাহিম (নখয়ির) নিকট, তিনি (হজরত ওমার বেনে খাত্তাব, আলি বেনে আবি তালেব, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ ও আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছের (রেজঃ) নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে (খলিফা) আবু জা'ফর বলিলেন, ধন্যবাদ! ধন্যবান! আপনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে পাক পবিত্র মোবারকদিগের অবলম্বন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা এক দিবস মনছুর খলিফার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নিকট ইছা বেনে মুছা উপস্থিত ছিলেন, ইনি

খলিফাকে বলিলেন, বর্ত্তমানে এই আবু হানিফা জগদ্বাসিদিগের (বরেণ্য) আলেম। তখন খলিফা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কাহার নিকট হইতে এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত ওমার, আলি ও আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছের শিষ্যগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছি, তাঁহারা উক্ত ছাহাবাত্রয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। (হজরত) এবনো-আব্বাছের সময়ে তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠতম আলেম ভূপৃষ্ঠে ছিল না। ইহাতে তিনি বলিলেন, আপনি নিজের জন্য দৃঢ় অবলম্বন আয়ত্ত্ব করিয়াছেন। তহজিবোল আছমা, ৬৯৮। তারিখে-বগদাদ, ১৩/৩৩৪।

হাছান বেনে ছোলায়মান বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না — যতক্ষণ (না) এলম প্রকাশিত হয়, ইহা আবু হানিফার এলম ও তাঁহা কর্ত্তৃক হাদিছের ব্যাখ্যা।

খাল্‌ফ বেনে আইউব বলিয়াছেন, এলম আল্লাহ্‌তায়ালার দরবার হইতে (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) এর নিকট পৌঁছিয়াছিল, তৎপরে ছাহাবাগণের নিকট তৎপরে তাবেয়ি সম্প্রদায়ের নিকট, তৎপরে আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট, ইহাতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় হউক, আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় হউক।

ছুফ্‌ইয়ান বেনে-ওয়ায়না বলিয়াছেন, আমার চক্ষুদ্বয় আবুহানিফার তুল্য দর্শন করে নাই। আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, আবুহানিফা একটী নিদর্শন (কারামত) স্বরূপ ছিলেন। যদি আল্লাহ্ আমাকে আবু হানিফা ও ছুফ্‌ইয়ান কর্ত্তৃক সহায়তা না করিতেন, তবে আমি সাধারণ লোকদিগের তুল্য হইতাম।

আবু এহইয়া হেমানি বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফার তুল্য উৎকৃষ্ট মানুষ কাহাকেও দর্শন করি নাই। আবু বকর বেনে আইয়াশ বলিয়াছেন, আবু হানিফা তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। ছাহ্‌ল বেনে মোজাহেম বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) কে দুনইয়া প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উহার কামনা করেন নাই, এই দুনইয়া গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকে কশাঘাত করা হইয়াছিল, তিনি উহা কবুল করেন নাই।

এমাম সাফেয়ি বলিয়াছেন, (এমাম) মালেক বেনে আনাছকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কি আবু হানিফাকে দেখিয়াছিলেন ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, হ্যাঁ এইরূপ একব্যক্তিকে দর্শন করিয়াছি যে, যদি তিনি এই স্তম্ভের সম্বন্ধে উহা স্বর্ণময় স্থির করার বাদানুবাদ করেন, তবে নিশ্চয় তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম

হইতেন। রুহ বেনে ওব্বাদা বলিয়াছেন, আমি ১৫০ হিজরীতে (এমাম) এবনো-জোরাএজের নিকট ছিলাম, এমতাবস্থাতে তাঁহার নিকট আবু হানিফার মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হইল, ইহাতে তিনি انا لله و انا اليه راجعون পড়িলেন এবং দুঃখিত হইয়া বলিলেন, মহা এলম বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, এমাম আওজায়ি আবু হানিফার কেতাব পড়িয়া বলিলেন, হে খোরাছানি, নো'মান বেনে ছাবেত কোন্ ব্যক্তি? আমি বলিলাম (ইনি) একজন শিক্ষক এরাক দেশে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, ইহাতে তিনি বলিলেন, ইনি একজন প্রবীণ শিক্ষক, তুমি তাঁহার নিকট গমন করতঃ বেশী পরিমাণ শিক্ষালাভ কর। আমি বলিলাম, ইনি সেই আবু হানিফা আপনি যাহার নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। মেছ্য়ার বেনে কেদাম বলিয়াছেন, কুফাশহরে দুইটী লোকের উপর আমার প্রাণের আবেগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ফেকাহ্তত্ত্বে আবু হানিফার উপর এবং সংসার বৈরাগ্যে হাছান বেনে ছালেহের উপর। এছমাইল বলিয়াছেন, আবু হানিফা অতি উৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ফেক্‌াহ সংক্রান্ত প্রত্যেক হাদিছের হাফেজ (কণ্ঠস্থকারি) ছিলেন, উহার মহা অনুসন্ধানকারী ছিলেন, উহার মধ্যস্থিত ফেক্‌হ তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ছিলেন।

মেছয়ার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে ও খোদাতায়ালার মধ্যে উক্ত এমামকে মধ্যস্থ স্থির করে, আমি আশাকরি, সে ভীত হইবে না, এবং নিজের এহতিয়াতের (পরহেজগারির) পক্ষে তাহার ত্রুটী হইবে না।

মোয়াম্মার বলিয়াছেন, আবু হানিফা ফেক্‌হ ও কেয়াছ ও লোকদিগের মুক্তির পথের অনুসন্ধান দেওয়া সম্বন্ধে অদ্বিতীয় ছিলেন, আল্লাহ্তায়ালার দীনে সন্দেহ জনক মত যোগ করা হইতে অতিশয় পবিত্র ও খোদাভীরু ছিলেন।

আবু জা'ফর রাজি বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফার তুল্য প্রধান ফকিহ্ ও শ্রেষ্ঠ পরহেজগার দর্শন করি নাই।

ফোজাএল বেনে এয়াজ বলিয়াছেন আবুহানিফা, প্রসিদ্ধ ফকিহ্ বিখ্যাত পরহেজগার, ধনবান, প্রত্যেক ভিক্ষুককে দান করিতে অতি সিদ্ধহস্ত, রাত্রে দিবা এলম শিক্ষা দিতে মহা ধৈর্য্যধারি, রাত্রি জাগরণকারী, অতিশয় মৌনী, হালাল ও হারামের মছলা জিজ্ঞাসাবাদ হইলে, সত্যপথ প্রদর্শন করিতেন, বাদশার দান গ্রহণ হইতে বিমুখ থাকিতেন।

এবনোছ ছাবাহ এতটুকু যোগ করিয়াছেন, যদি তাঁহার নিকট এরূপ কোন মছলা উপস্থিত হইত যে, তৎসম্বন্ধে কোন ছহিহ হাদিছ আসিয়াছে, তবে তিনি উহার অনুসরণ করিতেন। আর যদি ছাহাবা ও তাবেয়িগণের কোন ফৎওয়া থাকিত তবে তিনি তাহাও মান্য করিতেন, নচেৎ কেয়াছ করিতেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট কেয়াছ করিতেন।

আবু ইউছোফ বলিয়াছেন, হাদিছের মৰ্ম্ম ও উহার মধ্যস্থিত ফেক্হতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম আবু হানিফার তুল্য দর্শন করি নাই।

আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি যে কোন বিষয়ে কখন (এমাম) আবুহানিফার মতের বিপরীত মত ধারণা করিয়াছি, গবেষণা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহার মজহাবই পরকালের সমধিক মুক্তিদাতা, আমি অনেক সময় হাদিছের দিকে ঝুকিয়া পড়িতাম, কিন্তু তিনি ছহিহ হাদিছ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ ছিলেন।

হাম্মাদ বেনে জয়েদ বলেন, আমি হজ্জ করার নিয়তে (এমাম) আইউবের নিকট বিদায় গ্রহণ করা উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি, সজ্জন মানুষ কুফাবাসিদিগের ফকিহ আবু হানিফা এই বৎসর হজ্জ করিবেন, যখন তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাঁহাকে আমার ছালাম জানাইও।

আবু বকর বেনে আইয়াশ বলিয়াছেন, ছুফইয়ান বেনে ছওরির ভ্রাতা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) সদলবলে তথায় আগমন করিলেন, ছুফইয়ান তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিজের স্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মোয়া'নাকা করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের স্থানে বসাইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন, সভার সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, আবুবকর বলিলেন, হে ছুফইয়ান, আপনি অদ্য একটী কাৰ্য্য করিলেন, যাহা আমি না পছন্দ করিয়াছি এবং আমাদের দলের লোকেরা না পছন্দ করিয়াছেন। ছুফইয়ান বলিলেন, উহা কি? আমি বলিলাম, আপনার নিকট (এমাম) আবু হানিফা আগমন করিলেন, ইহাতে আপনি দন্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নিজের স্থানে বসাইয়া তাঁহার মহা-সম্মান করিলেন, ইহাত আমাদের দলের নিকট অপছন্দনীয় বিষয়। তদুত্তরে এমাম ছুফইয়ান ছওরি বলিলেন, আমি উহা অপছন্দ ধারণা করি না, এই ব্যক্তি উচ্চ ধরণের আলেম, যদি আমি তাঁহার

এলমের জন্য দণ্ডায়মান না হই, তবে তাঁহার বয়সের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। আর যদি তাঁহার বয়সের জন্য দণ্ডায়মান না হই, তবে তাঁহার ফেক্‌হের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। আর যদি তাঁহার ফেক্‌হের জন্য দণ্ডায়মান না হই, তবে তাঁহার পরহেজগারির জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি, ইহাতে আমি পরাস্ত ও নিরুত্তর হইলাম।

আবু মতি, হাকাম বেনে আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমি কোন মোহাদ্দেছকে ছুফইয়ান ছওরি অপেক্ষা সমধিক ফকিহ্ দর্শন করি নাই, কিন্তু আবু হানিফা তাঁহা অপেক্ষা বড় ফকিহ্ ছিলেন।

হাছান বেনে আলি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি এজিদ বেনে হারুণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কোন্ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ (কোরআন ও হাদিছের মর্ম্মজ্ঞ) দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আবু হানিফাকে।

আরও হাছান, আবু আছেমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ছুফইয়ান ও আবু হানিফা এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ কে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আবু হানিফার একটী গোলাম ছুফইয়ান অপেক্ষা সমধিক ফকিহ্।

আবু মোছলেম, এজিদ বেনে হারুণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি আবু হানিফা ও তাঁহার কেতাবগুলি পাঠ করা সম্বন্ধে কি বলেন? ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি তোমরা কোরআন ও হাদিছের মর্ম্মজ্ঞ (ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ) হইতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহার কেতাবগুলি পাঠ কর, কেননা তাঁহার কেতাব পাঠ করিতে নিষেধ করে, এরূপ কোন ফকিহকে দর্শন করি নাই। সত্যই ছুফইয়ান ছওরি তাঁহার বন্ধক সংক্রান্ত কেতাবখানা হিলা বাহানা করিয়া হস্তগত করতঃ লিখিয়া লইয়াছিলেন, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্, ফেক্‌হ সম্বন্ধে তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যদি হাদিছ অবগত হওয়া যায় এবং কেয়াছের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে মালেক, ছুফইয়ান ও আবু হানিফার কেয়াছ গ্রহণ করিতে হইবে।

আবু হানিফা তাঁহাদের মধ্যে সমধিক তীক্ষ্ণ ও সুন্দর বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন ছিলেন ও ফেকহ সম্বন্ধে সমধিক বিচক্ষণ ছিলেন, তিনের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ছিলেন।

আবু আছেম বলিয়াছেন, আবু হানিফা পূর্ণ ফকিহ্ ছিলেন, ছুফইয়ান ফকিহ নামধারি ছিলেন। এবনো-মোবারক বলিয়াছেন, যদি ছুফইয়ান ও আবু হানিফা এক মতাবলম্বী হইয়া যান, তবে তাঁহাদের সমক্ষে কোন্ ব্যক্তি ফৎওয়া দিতে সক্ষম হইবে?

আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি মেছয়ারকে (এমাম) আবু হানিফার হালকাতে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। আরও বলিয়াছেন, আমি কখনও আবু হানিফা অপেক্ষা ফেক্হ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট মত প্রকাশকারী কোন ব্যক্তিকে দর্শন করি নাই।

যদি কাহারও পক্ষে কেয়াছ করিয়া মত প্রকাশ উচিত হয়, তবে উহার জন্য আবু হানিফাই উপযুক্ত হইবেন।

মোহাম্মদ বেনে বেশ্যার বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফা ও ছুফইয়ানের নিকট যাতায়াত করিতাম, যখন আমি আবু হানিফার নিকট গমন করিতাম, তিনি আমাকে বলিতেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিতাম, ছুফইয়ানের নিকট হইতে আসিতেছি, ইহাতে তিনি বলিতেন, তুমি এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিতেছ যে, যদি আল্কামা ও আছওয়াদ জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহার তুল্য লোকের মুখাপেক্ষী হইতেন তৎপরে আমি ছুফইয়ানের নিকট আগমন করিলে, তিনি বলিতেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিতাম, আবু হানিফার নিকট হইতে আসিতেছি, ইহাতে তিনি বলিতেন, তুমি জমিবাসিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোরাণ ও হাদিছের মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিতেছ?

আবু নইম বলিয়াছেন, আবু হানিফা মছলা মছায়েল সম্বন্ধে অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

আবদুল্লাহ বেনে দাউদ খরিবি বলিয়াছেন, মুছলমানদিগের পক্ষে ওয়াজেব যে তাহারা নামাজের মধ্যে আবু হানিফার জন্য দোয়া করেন, যেহেতু তিনি তাহাদের জন্য ছুন্নতগুলি ও ফেকহ্ রক্ষা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ বেনে এজিদ মকরি বলিয়াছেন, আমি কোন কাল মস্তিষ্ক ধারিকে আবু হানিফার তুল্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ দর্শন করি নাই।

আবু আবদুর রহমান মকরি যখন (এমাম) আবু হানিফা হইতে হাদিছ বর্ণনা

করিতেন, তখন বলিতেন, শাহানশাহ (রাজাধিরাজ) আমার নিকট হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাদ্দাদ বেনে হাকিম বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আলেম কাহাকেও দেখি নাই। মক্কি বেনে এবরাহিম বলিয়াছেন, আবু হানিফা তাঁহার সমসাময়িক দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।

অকি বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফার তুল্য শ্রেষ্ঠতম ফকিহ ও উৎকৃষ্ট নামাজ সম্পাদনকারী কাহাকেও দেখি নাই।

নাজার বেনে শোমাএল বলিয়াছেন, লোকেরা ফেক্‌হ হইতে নিদ্রিত ছিলেন, এমাম আবু হানিফা উহা অধ্যায় করিয়া, বর্ণনা করিয়া ও সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদিগকে জাগরিত করিয়াছেন।

এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ বলিয়াছেন, আবু হানিফা অনেক উৎকৃষ্ট কথা বলিয়াছেন।

এহ্‌ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, এহ্‌ইয়া কাত্তানকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি খোদার নিকট মিথ্যা কথা বলিতেছি না, আমরা আবু হানিফার কেয়াছের তুল্য উৎকৃষ্ট কেয়াছ শ্রবণ করি নাই, আমরা (মোহাদ্দেছগণ) তাঁহার অধিকাংশ মত গ্রহণ করিয়াছি।

আরও এহ্‌ইয়া বেনে ছইদ ফৎওয়া সম্বন্ধে কুফাবাসিদিগের মত গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের মতগুলি হইতে তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) মতটী মনোনীত করিতেন এবং তাঁহার দলের মধ্যে তাঁহার কেয়াছের অনুসরণ করিতেন। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, ফেকহ সম্বন্ধে লোকেরা আবু হানিফার পরিজন (শিষ্য)ভুক্ত।

আমি আবু হানিফার তুল্য শ্রেষ্ঠতম ফকিহর কথা অবগত হইতে পারি নাই। যে ব্যক্তি ফেকহ অবগত হইতে ইচ্ছা করে, সে যেন আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গলাভ জরুরি করিয়া লয়।

হাছান বেনে ওছমান কাজি বলিয়াছেন, এরাক ও হেজাজে তিন প্রকার এল্‌ম প্রাপ্ত হইয়াছি, আবু হানিফার এল্‌ম কলবির তফছির ও মোহাম্মদ বেনে এছহাকের জেহাদতত্ত্ব। এহ্‌ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমার নিকট হামজার কেরাতই কেরাত ও আবু হানিফার ফেক্‌হই ফেক্‌হ। ইহার উপর লোকদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, দুইটী এরূপ বিষয় আছে যে, আমি

ধারণা করিনাই যে, কুফার সেতু অতিক্রম করিবে, অথচ উভয় বিষয় দুনইয়ার সমস্ত দিকে উপস্থিত হইয়াছে — হামজার কেরাত ও আবু হানিফার মজহাব।

এজিদ বেনে জোরায় বলিয়াছেন, আবু হানিফার ফৎওয়ার জন্য কালসাদা অশ্বতর অরোহিগণ সবেগে ধাবিত হইয়াছেন।

জা'ফর বেনে রবি বলিয়াছেন, আমি পাঁচ বৎসর আবু হানিফার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তাঁহার তুল্য সমধিক মৌনী কাহাকেও দেখি নাই, আর যখন তাঁহার নিকট ফেক্‌হতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা হইত, তখন তিনি মুখ খুলিতেন ও বীলের তুল্য প্রবাহিত হইতেন।

এবরাহিম বেনে একরামা মখ্‌জুমি বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফার তুল্য শ্রেষ্ঠতম পরহেজগার ও ফকিহ্‌ দর্শন করি নাই।

এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আবু হানিফা নির্দ্দোষ ছিলেন, আমাদের নিকট সত্যাবাদী ছিলেন, মিথ্যাবাদী বলিয়া কেহ তাঁহার উপর দোষারোপ করে নাই। তিনি (হাদিছ) বিশ্বাসভাজন ছিলেন, যাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি সেইরূপ হাদিছ বর্ণনা করিতেন, আর যাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল না, তিনি তাহা বর্ণনা করিতেন না।

এহইয়া বেনে মইনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আবু হানিফা কি হাদিছে বিশ্বাসভাজন ছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, খোদার শপথ, তিনি মিথ্যা বলা হইতে পবিত্র ছিলেন, ইহা হইতে তাঁহার দরজা অতি উন্নত ছিল।

তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, আবু হানিফা হইতে ছুফইয়ান হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন কিনা? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, হ্যাঁ আবু হানিফা হাদিছ ও ফেকহ সম্বন্ধে বিশ্বাসভাজন সত্যবাদী ছিলেন, খোদার দীন সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। তারিখে-খতিবে-বগদাদী। — ১৩/৩৩৬ —৩৪৭/৪১৯/৪২০।

এহইয়া বেনে জরিছ বলিয়াছেন, আমি ছফইয়ানের নিকট বসিয়াছিলাম, এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলাম, এমাম আবু হানিফাকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি কোরআন শরিফকে গ্রহণকরিয়া থাকি, যদি কোরআন শরিফে না পাই, নবী (ছাঃ) এর হাদিছ গ্রহণ করিয়া থাকি। যদি কোরআন ও হাদিছে না পাই, তবে

ছাহাবাগণের মত গ্রহণ করিয়া থাকি, তাঁহাদের কোন একজনের মত গ্রহণ করিয়া থাকি, তাঁহাদের মত ত্যাগ করতঃ তাবেয়িগণের মত গ্রহণ করি না। যদি এবরাহিম শা'বি, ছিরিণ, আতা ছইদ বেনে মোছাইয়েব প্রভৃতি তাবেয়িগণের মত উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা যেরূপ কেয়াছ করিয়াছেন, আমি সেইরূপ কেয়াছ করিয়া থাকি। তারিখে বগদাদ ১৩/৩৬৮।

এমাম হাফেজ মোহম্মদ বেনে হোছাএন মোছেলি 'কেতাবোজোয়াফা গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, ছুফ্ইয়ান ছওরি, (আবদুল্লাহ) বেনে মোবারক, হাম্মাদ বেনে জয়েদ, হোশাএম, অকি বেনেল-জার্রাহ, এবাদ বেনেল আওয়াম ও জা'ফর বেনে আওন (এমাম) আবু হানিফার নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছেন। উক্ত এমাম বিশ্বাসভাজন ও নির্দ্দোষ ছিলেন।

এমাম এবনো আবদুল 'বার্র জামেয়োল এলম' কেতাবে লিখিয়াছেন, আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আবু হানিফা বিশ্বাস ভাজন নির্দ্দোষ ছিলেন।

আরও তিনি 'কেতাবোল-এস্তেকা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আলি বেনে মদিনি উক্ত এমামের প্রশংসা করিয়াছেন।

এহইয়া বেনে মইন ও আবদুল্লাহ বেনে আহম্মদ দওরকি জিজ্ঞাসিত হইয়া ছিলেন, (এমাম) আবু হানিফার হাদিছ শ্রবণ করা যাইবে কি না? ইহাতে এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস ভাজন, হাদিছে যোগ্য ছিলেন, আমি কোন ব্যক্তিকে তাঁহাকে জইফ (অযোগ্য) বলিতে শ্রবণ করি নাই। এই এমাম শো'বা বেনে হাজ্জাজ তাঁহার নিকট পত্র লেখেন যে, তিনি যেন তাঁহার অনুমতিতে হাদিছ শিক্ষা প্রদান করেন, আর এমাম শো'বা ত শো'বাই ছিলেন। আরও হাফেজে মুছিলি 'কেতাবোজ্জোয়া ফা'তে লিখিয়াছেন, এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমি এরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করি নাই যাহাকে (এমাম) অকি অপেক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া ধারণা করিতে পারি, তিনি এমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন, তাঁহার সমস্ত হাদিছ স্মরণ রাখিতেন এবং তাঁহার নিকট বহু হাদিছ শ্রবণ করিয়া ছিলেন। এহইয়া বেনে মইনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আবু হানিফা, সাফেয়ি কিম্বা আবু ইউছোফ এই এমাম ত্রয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট

অধিকতর মনোনীত। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, (এমাম) আবু হানিফার নিকট একদল সাধু লোক হাদিছ শিক্ষা করিয়াছেন, শাবাবা বেনে ছেওয়ার আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, (এমাম) শো'বা (এমাম) আবু হানিফার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখিতেন।

জামেয়োল-এলম ;—

এজিদ বেনে হারুণ বলিয়াছেন, আমি সহস্র ব্যক্তির দর্শন লাভ করিয়াছি এবং তাঁহাদের অধিকাংশের নিকট হইতে (হাদিছ) লিপিবদ্ধ করিয়াছি, আমি তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ফকিহ, ধার্ম্মিক ও আলেম দর্শন করি নাই। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফা। হাফেজ আবুল-মাহাছেন দেমাশকি শাফেয়ি 'ওকুদোল জোম্মান' কেতাবে লিখিয়াছেন, এমাম আজম বহু হাদিছ অবগত ছিলেন এবং তিনি হাদিছের হাফেজ ও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

এমাম জাহাবি তাবাকাতোল হোফ্যাজ গ্রন্থের ৬।২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম আজম হাদিছের হাফেজ ছিলেন। এবনো-খাল্লেকান তারিখের ২।১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম আজমের হাদিছের হাফেজ হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আল্লামা এবনো-হাজার হয়ছমি সাফেয়ি খয়রাতোল-হেছান কেতাবের ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম আজম চারি সহস্র তাবেয়ি প্রভৃতি এমাম হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই হেতু এমাম জাহাবি প্রভৃতি (বিদ্বান্‌গণ) তাঁহাকে হাফেজে হাদিছ মোহাদ্দেছ গণের শ্রেণীতে উল্লেখ করিয়াছেন।

মানাকেবে-মোয়াফ্ফেক, ১/৮৯ পৃষ্ঠা ;—

হাছান বেনে ছালেহ্ বলিয়াছেন, এমাম আজম নাছেখ ও মনছুখ হাদিছের বিলক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন, যে হাদিছটী তাঁহার নিকট নবী (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ হইতে প্রমাণিত হইত, তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন; তিনি কুফাবাসিদিগের হাদিছ ও ফেক্‌হ তত্ত্বের অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতেন। কোরাণ ও হাদিছের নাছেখ ও মনছুখ অংশ আছে। তাঁহার শহর বাসিদিগের নিকট যে শেষ কার্য্যের উপর নবী (ছাঃ) এর এন্তেকাল হইয়াছিল, তিনি উক্ত কার্য্যের হাফেজ ছিলেন।

আরও ৯৩ পৃষ্ঠা ;—

এমাম আজম তাঁহার শহরবাসিদিগের সমস্ত হাদিছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যে শেষ কার্য্যের উপর নবী (ছাঃ) এর এন্তেকাল হইয়াছিল, তিনি তাহা অনুসন্ধান করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জায়নে-জওয়াহেরে-মজিয়া, ২/৪৭৪ পৃষ্ঠা ;—

মোহাম্মদ বেনে ছেমায়া বলিয়াছেন, এমাম আজম ৭০ সহস্রের অধিক হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ৪০ সহস্র হাদিছ হইতে হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন।

মানাকেব-মোয়াফ্যেক, ১/৯৬ পৃষ্ঠা;—

তিনি ৮৩ সহস্র মছলা প্রকাশ করিয়াছেন।

খয়রাতোল-হেছান, ৬১ পৃষ্ঠা ;—

হাফেজে-হাদিছগণ এমাম আজমের হাদিছ সমূহ হইতে বহু মছনদ (হাদিছগ্রন্থ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার অধিকাংশ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ ছায়েকাতোল মোছলেমিন কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

তিনি ৩০ বৎসর দিবাভাগে এফতার করেন নাই, ৪০ বৎসর এশার ওজুতে ফজর পড়িয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ রাত্রে এক রাকয়াতে কোরআন খতম করিতেন, কখন দুই রাকয়াতে কোরআন খতম করিতেন। তিনি জেলখানাতে বন্দী অবস্থাতে সাত সহস্রবার কোরআন খতম করিয়াছিলেন। তিনি খলিফাগণের কোন উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই। খারেজ বলেন, আমি সহস্র বিদ্বানের মধ্যে চারিজনকে পূর্ণ জ্ঞানী দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এমাম আজম একজন।

খলিফাগণ পুনঃ পুনঃ কাজিপদ গ্রহণ করিতে তাহাকে অনুরোধ করেন, তিনি উহাতে অসম্মত হওয়ায় তাহাকে কারাগারে বন্দী হইতে হয়। তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ ছায়েকাতোল-মোছলেমিনে দেখুন —

তিনি ১৫০ হিজরীতে রজব মাসে ৭০ বৎসর বয়সে বগদাদে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, হাছান বেনে এমারা ও দ্বিতীয় এক ব্যক্তি তাঁহার গোছল কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার জানাজার এমাম বাগদাদের কাজি হাছান বেনে এমারা হইয়াছিলেন। হাছান বেনে ইউছুফ বলিয়াছেন, তাঁহার জানাজাতে এত অধিক লোকের সমাগত হইয়াছিল যে, ৬ বার তাঁহার জানাজা পড়া হইয়াছিল, শেষ বারে তাঁহার পুত্র হাম্মাদ তাঁহার জানাজা পড়িয়াছিলেন। খোয়াজরান নামক গোরস্তানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল। — তারিখে বগদাদ, ১৩/৪২১/৪২২।

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

সঠিক বঙ্গানুবাদ

মেশকাত-মাছাবিহ্

মূল 'মাছাবিহ্' কেতাব খানা এমাম মোহইয়োছ ছুন্নাহ আবু মোহাম্মদ হোছাএন সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নাম মছউদ ফার্রা, ইনি চর্ম্ম শেলাই করিতেন, অথবা বিক্রয় করিতেন, এইহেতু তাহাকে ফার্রা বলা হইত। তাঁহার বাটী বাগ্‌শুরে, উহা হেরাত ও মরবের মধ্যস্থলে খোরাছানের অন্তর্গত। বাগ্‌শুরা হইতে 'বাগাবি' শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। ইহা মেরকাত ও কামুছে আছে। মেরকাতে আছে, যখন তিনি শরহোছ-ছুন্নাহ নামক হাদিছগ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছিলেন, তখন তিনি নবি (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, হজরত বলিয়াছিলেন, যেরূপ তুমি আমার 'ছুন্নত' জীবিত করিয়াছ, সেইরূপ আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন। সেই হইতে তিনি 'মোহইয়োছ ছুন্নাহ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি মোহাদ্দেছ, মোফাছছের ফকিহ, কারি, মুফতি ও শাফেয়ী মজহাবাবলম্বী ছিলেন, তফছিরে-মায়া লেমোত্তনজিল তাঁহার প্রণীত। তিনি ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে ৫১৬ হিজরীতে শওয়াল মাসে মরব শহরে এন্তেকাল করেন। মেশকাত কেতাবের সঙ্কলনকারির নাম অলিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ ওমারি খতিব তবরেজি। 'মাছাবিহ' কেতাবে ৪৪৩৪টি হাদিছ লিখিত হইয়াছিল, এবং মেশকাত কেতাবে আরও ১৫১১টি হাদিছ যোগ করা হইয়াছে। মোট হাদিছের সংখ্যা ৫৯৪৫টি। মাছাবিহ লেখক হাদিছ গুলির ছনদ বর্ণনা করেন নাই, এস্থলে ছনদের অর্থ কোন

ছাহাবা উহা রেওয়াএত করিয়াছেন, এবং কোন মোহাদ্দেছ উহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করেন নাই, এইহেতু কেহ কেহ তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া ছিলেন। যদিও এমাম মোহইয়োছ-ছুন্নাহ নিজে বিশ্বাস ভাজন লোক ছিলেন, এইহেতু তাঁহার বর্ণনা ছনদের তুল্য, তথাচ চিহ্ন বিশিষ্ট বিষয় চিহ্নহীন বিষয়ের তুল্য নহে, এইহেতু তিনি প্রত্যেক হাদিছের প্রথম রাবির নাম এবং এমাম বোখারী, মোছলেম, মালেক, শফেয়ি, আহমদ বেনে হাম্বল, তেরমেজি, আবুদাউদ, নাছায়ি, এবনো-মাজা, দারমি, দারকুৎনি, বয়হকি, রজিন এই তেরজন মোহাদ্দেছের মধ্যে যিনি যে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম বর্ণনা করিলে, যেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) পর্য্যন্ত ছনদ বর্ণনা করা হইল, যেহেতু তাঁহারা হাদিছের ছনদ তদন্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এজন্য আমাদিগকে আর আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। বাগাবী যে পরিচ্ছেদে যে অধ্যায়ে যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, মেশকাত লেখক সেই সেই স্থানে তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক পরিচ্ছেদকে তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম অধ্যায়ে ছহিহ বোখারি ও মোছলেম এতুদুভয়ের হাদিছ, অথবা একজনের হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্যান্য এমামগণের হাদিছ লিখিয়াছেন। মাছাবিহ কেতাবে কেবল এই দুই অধ্যায়ের হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। মেশকাত লেখক নিজে তৃতীয় অধ্যায়ে সেই অধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষক, অবশ্য মূল গ্রন্থাকারের শর্ত্তানুসারে কতকগুলি হাদিছ, ছাহাবা ও প্রাচীনদিগের মত উল্লেখ করিয়াছেন! যদি মূল কেতাবের কোন অধ্যায়ের একটি হাদিছ এই মেশকাতে না পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে উক্ত হাদিছটী অন্য অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এইহেতু পুনরুক্তি করেন নাই। যদি তিনি কোন হাদিছের একাংশ ত্যাগ করিয়া থাকেন, কিম্বা কোন হাদিছের অনুল্লিখিত অংশ যোগ করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে, কোন জরুরি কারণে ইহা করিয়াছেন। যদি তিনি কোন স্থলে প্রথম অধ্যায়ে অন্যান্য এমামগণের হাদিছ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে, যে, তিনি মূল ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম, কিম্বা হোমায়দীর জময়োবায়নাছ-ছহিহাএন ও এবনো-আছিরে জজরির জামেয়োল-উছুল সন্ধান করিয়াও মাছাবিহ লেখকের শর্ত্তানুযায়ী উক্ত হাদিছ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

হোমায়দী ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছগুলি একখানা কেতাবে সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা কেতাবোল-জাময়ে বায়নাছ-ছহিহাএন বলা হয়। এবনো-আছির জজরি ছয়খানা কেতাবের হাদিছগুলি যে কেতাবে সংগ্রহ করিয়াছেন, উহাকে জামেয়োল-অছুল বলা হয়। যদি মূল হাদিছের শব্দ বিভিন্ন হয় তবে বুঝিতে হইবে যে,হাদিছটীর রেওয়াএত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, বাগাবি যে রেওয়াএতটী পাইয়াছেন, খতিব তবরেজি সেই রেওয়াএতটী পান নাই। যদি খতিব তবরেজি বলেন, আমি এই রেওয়াএতটী এমামগণের কেতাবে পাই নাই, কিম্বা ইহার বিপরীত পাইয়াছি, তবে ইহা এমাম বাগাবীর ত্রুটি না ধরিয়া খতিব তবরেজির ত্রুটি ধরিতে হইবে। যে স্থানে তিনি কোন কেতাবের নামোল্লেখ করেন নাই, বুঝিতে হইবে যে, তিনি উহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে যে স্থলে এমাম বাগাবী হাদিছের জইফ, গরিব ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন, খতিব তবরেজি উহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর যে যে স্থানে তিনি এমামগণের উল্লিখিত দোষের কথা উল্লেখ করেন নাই, তবরেজি সাহেবও কতিপয় স্থান ব্যতীত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন।

হাদিছ কয় প্রকার ও মোহাদ্দেছগণের অবস্থা ভূমিকাতে আলোচনা করা হইল।

(হজরত) ওমার বেনেল-খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন আমলগুলি নিয়ত অনুসারে হইয়া থাকে। মনুষ্যের উহাই লাভ হইয়া থাকে যাহ—সে নিয়ত করিয়াছে। যাহার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের দিকে হয়, তাহার হেজরত আল্লাহ ও রাছুলের জন্যই হইবে। আর যাহার হেজরত দুনইয়া লাভের জন্য কিম্বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ করার জন্য হয়,তাহার হেজরত উহার জন্যই হইবে—যাহার জন্য সে হেজরত করিয়াছেন। বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

তেবরানি উৎকৃষ্ট ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি উম্মে-কয়েছ নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করার প্রস্তাব করে, ইহাতে স্ত্রীলোকটী বলে, যদি তুমি হেজরত করিতে পার, তবে আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। ইহাতে সে মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া

তাহার সহিত নেকাহ করে। উক্ত হাদিছে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এমাম শাফেয়ি (রঃ) হাদিছের প্রথমাংশের এইরূপ অর্থ লইয়াছেন, কোন এবাদত নিয়ত ব্যতীত ছহিহ (জায়েজ) হইবে না। এমাম আবু হানিফা (রঃ) উহার এইরূপ অর্থ লইয়াছেন, কোন এবাদত ব্যতীত কামেল (পূর্ণ) মকবুল ও গ্রহনীয় হইবে না। এমাম আজমের মতে নামাজ, রোজা হজ্জ, জাকাত এইরূপ মূল এবাদতগুলি বিনা নিয়তে জায়েজ হইবে না, আর যাহা মূল এবাদত নহে, বরং উহার অছিলা স্বরূপ— যথা অজু, উহা বিনা নিয়েত ছহিহ ও জায়েজ হইবে, উহাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু উক্ত অজুর ওছয়াব হইবে না। আর এমাম শাফেয়ির মতে কোন প্রকার এবাদত বিনা নিয়তে জায়েজ হইবে না। এস্থলে নিয়তের অর্থ—যে কোন কার্য্য করে, আল্লাহতায়ালার জন্য করিবে, এবং তাঁহার আদেশ পালন ও তাঁহার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে করিবে। নিয়ত অন্তরের কার্য্য রসনার কার্য্য নহে, যদি কেহ রসনা দ্বারা নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তরে উহার মর্ম্ম উদয় না হয়, তবে উহা ছহিহ্ ও গ্রহনীয় হইবে না। যদি কেন অন্তরে নিয়ত করে, কিন্তু রসনাতে উহা উচ্চারণ না করে কিম্বা উহার বিপরীত কথা উচ্চারণ করে, তবে নিয়ত ছহিহ হইয়া যাইবে। উচ্চশব্দে নিয়ত করা সিদ্ধ নহে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। ফকিহগণ বলিয়াছেন, অন্তরের নিয়তের সহিত মৌখিক নিয়ত করা উত্তম ও মোস্তাহাব, ইহাতে রসনার অন্তরের সহিত ও বাহ্য ভাবের আভ্যন্তরিক ভাবের সহিত সহযোগিতা করা হইবে। আরও মৌখিক শব্দ উচ্চারণ করিলে, নিয়তের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সুযোগ ও সুবিধা হইয়া থাকে। এমাম এবনোল-হোমাম কোন হাফেজে হাদিছ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবি (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেয়িগণ হইতে মৌখিক নিয়ত করার কথা উল্লেখিতহয় নাই, ইহা বেদয়াত। হেদায়া প্রণেতার কথায় বুঝা যায় যে, নিয়তটী দৃঢ় করার জন্য উহা উৎকৃষ্ট, কেননা মুনষ্যের অন্তরে বিবিধ প্রকার চিন্তা প্রবল হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে মৌখিক শব্দ উচ্চারণ করিলে, নিয়তের স্থিরতা ও দৃঢ়তার সহায়তা হইয়া থাকে। উহা বেদয়াত হইতে পারে না, ফকিহ্গণ অন্তরের নিয়ত দৃঢ় করার সহায়তা কল্পে যাহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়ে তাহার জন্য মোস্তাহাব বলিয়াছেন। নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ মোরাকাবা ও মোশাঁহাদাতে সংলিপ্তি থাকিতেন কাজেই তাঁহাদের পক্ষে নিয়তটী দৃঢ় করার অবাশ্যক হইত না। আল্লামা এবনো-হাজার আস্কালানি বলিয়াছেন, ছহিহ বোখারি

ও মোছলেমে একটী হাদিছে আছে যে, নবি (ছাঃ) লাব্বায়কা ওমরাতান ও হাজ্জাতান বলিয়া নিয়ত করিয়াছিলেন। কোন রেওয়াএতে আছে, আল্লাহুম্মা ইন্নি ওরিদোল-হাজ্জা বলিয়াছেন। হজ্জের মৌখিক নিয়ত করা হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার উপর কেয়াছ করিয়া নামাজ ও রোজার মৌখিক নিয়ত করা মোস্তাহাব হইবে।

তৎপরে হজরত বলিয়াছেন, যে যেরূপ নিয়ত করিবে, তাহার সেইরূপ ছওয়াব হইবে। হজরতের একটী হাদিছে আছে, মনুষ্য চারি প্রকার প্রথম একব্যক্তি আল্লাহতায়ালা তাহাকে এলম ও অর্থ প্রদান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ভয় করিয়া থাকে, আত্মীয়গণের হক আদায় করিয়া থাকে এবং জাকাত, ফেৎরা, হজ্জ ইত্যাদি অর্থের হক আদায় করিয়া থাকে, এই ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি, আল্লাহ তাহাকে আলেম করিয়াছেন; কিন্তু অর্থশালী করেন নাই, সে ব্যক্তি খাঁটি নিয়ত কারি বালিয়া থাকে যে, যদি আমার অর্থ হইত, তবে অমূক ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতাম। উভয় ব্যক্তির একই প্রকার ছওয়াব হইবে। তৃতীয় এক ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা তাহাকে অর্থশালী করিয়াছেন, কিন্তু এলম প্রদান করেন নাই। এই ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে ভয় করে না, জাকাত, ফেৎরা, হজ্জ ইত্যাদি অর্থের হক ও আত্মীয়গণের হক আদায় করে না, অর্থের অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, এই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। চতুর্থ এক ব্যক্তি খোদা তাহাকে অর্থ ও এলম কিছুই প্রদান করেন নাই, সে সঙ্কল্প করিয়া বলে, যদি আমার অর্থ থাকিত, তবে উক্ত ব্যক্তির ন্যায় অহিত কার্য্য করিতাম। এই উভয় ব্যক্তির একই প্রকার গোনাহ হইবে। একই কার্য্যে বিবিধ প্রকার নিয়ত করার জন্য বিবিধ প্রকার ছওয়াব হইয়া থাকে, যথা—একজন আত্মীয় দরিদ্রকে তাঁহার দরিদ্রতা ও আত্মীয়তা এই উভয় বিষয়ের নিয়তে দান করিলে, ডবল ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে, এবং মছজেদে বসিয়া বিবিধ প্রকার নিয়ত করিলে, বিবিধ প্রকার ছওয়াব লাভ হইবে। প্রথম মছজেদ আল্লাহতায়ালার গৃহ, যে কেহ তথায় গমন করে, তাঁহার জিয়ারত করিতে যায়, খোদায়ে করিম তজ্জন্য জেয়াফত প্রস্তুত করেন, ইহার নিয়ত করিলে, এই ছওয়াব পাইতে পারে।

দ্বিতীয় জামায়াতের অপেক্ষা করিবে, হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি নামাজের অপেক্ষায় থাকে, সে যেন নামাজের মধ্যে থাকে। আরও হাদিছে আছে, এক

নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করিলে, গোনাহ্ মাফ ও উচ্চ দরজা লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়ত করিলে, এই ছওয়াব লাভ হয়। তৃতীয় চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোনাহ্ রাশি হইতে বিরত রাখার নিয়ত করিবে। চতুর্থ যে পরিমাণ সময় তথায় অতিবাহিত কর, এ'তেকাফের নিয়ত করিবে। কোন আলেমের মতে এক ঘন্টা এ'তেকাফ করা জায়েজ। পঞ্চম, নবি (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পড়ার ও অন্যান্য দোয়া পড়ার নিয়ত করিবে। ষষ্ট, জেকর, কোরাণ পাঠ ও কোরান শ্রবণ এবং ওয়াজ করার নিয়ত করিবে, ইহাতে জেহাদের ছওবাব হইয়া থাকে। সপ্তম নফল হজ্জ ও ওমরা লাভের নিয়ত করিবে। অষ্টম এলম শিক্ষা করার শিক্ষা প্রদান করার, সৎকার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করার ও অসৎ কার্য্য নিষেধ করার নিয়ত করিবে। নবম মুসলমানগণের সাক্ষাতের নিয়ত করিবে। দশম জেকর, মোরাকাবা মোশাহাদা ও হুজুরে বাতেনের নিয়ত করিবে।

মূল কথা একই কার্য্যে নিয়ত অনুসারে বহু এবাদতের ছওয়াব হইতে পারে। এইরূপ জুমার দিবস বা অন্য দিবসে কোন সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করিয়া হজরত (ছাঃ) এর ছুন্নতের অনুসরণ করার নিয়ত করে, যেহেতু তিনি উহা পছন্দ করিতেন। মছজিদের তা'জিমের, নিজের ও অন্যের দুর্গন্ধ নিবারণের ফেরেশতা ও মনুষ্যদিগের সন্তুষ্ট করার, মস্তিষ্কের উৎকর্ষ লাভের—যেন তদ্দ্বারা মেধাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া এল্‌ম ও মা'রেফাত লাভের যোগ্য হইয়া পড়ে, নিয়ত করিবে, ইহাতে বিবিধ প্রকার ছওয়াব লাভ হইবে, আর কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার ধারণা করিলে, কোন ছওয়াব হইবে না। এইরূপ প্রত্যেক মোবাহ কার্য্যে নিয়তের জন্য ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

হজরত বলিয়াছেন দীনের জন্য হেজরত করিলে, হেজরতের ছওয়াব হইবে, আর দুনিয়ার জন্য হেজরত করিলে, কোন ছওয়াব হইবে না। যদি কেহ দীন ও দুনিয়া উভয় লাভের জন্য হেজরত করে, তবে কোন কোন আলেমের মতে একেবারে ছওয়াব হইবে না, আর মনোনীত মতে নিয়ত পরিমাণ ছওয়াব হইবে।

হেজরত শব্দের আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করা ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। শরিয়তে উহার অর্থ আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভোদ্দেশ্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা।

ইছলামে হেজরত দুই প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম ভয়াবহ স্থান হইতে

শান্তিময় স্থানে গমন করা, যেরূপ কতক ছাহাবা ইছালামের প্রথমাবস্থায় মক্কার মোশরেকগণের উপদ্রব ও অত্যাচার হইতে নিরাপদে থাকার জন্য তথা হইতে আবিসিনিয়া রাজ্যে হেজরত করিয়াছিলেন এবং নবি (ছাঃ) এর হেজরতের পূর্ব্বে ও ইছলামের শক্তি দৃঢ় হওয়ার পূর্ব্বে কতক ছাহাবা মক্কা হইতে মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কোফরের রাজ্য হইতে ইছলাম রাজ্যে গমন করা। নবি (ছাঃ) এর মদিনা শরিফে শক্তি সঞ্চয় করার পরে মক্কা শরিফ অধিকার করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মক্কা হইতে মদিনাতে হেজরত করা এই পর্য্যায়ভূক্ত ছিল। মক্কা শরিফ তাঁহাদের অধিকার ভূক্ত হওয়ার পরে এই হেজরত রহিত হইয়া যায়। এক হাদিছে আছে لا هجرة بعد الفتح "মক্কা অধিকারের পরে হেজরত নাই।" ইহার অর্থ মক্কা শরিফ হেজরত করার দরকার নাই, কেননা সেই সময় মক্কা শরিফ দারোল-ইছলামে পরিণত হইয়াছিল। আর দারোল-কোফর হইতে সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে স্থানান্তরে যাওয়া যে হেজরত, ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত বাকি থাকিবে, এইহেতু এক হাদিছে আছে,—

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة "যত দিবস তওবার দ্বার রুদ্ধ না হইবে, তত দিবস হেজরত রহিত হইবে না। হেজরতের দ্বিতীয় একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে, উহার প্রকৃত হেজরত, উহা নিজের স্বভাবের দোষগুলি ও শরিয়তের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করা, যথা একটি হাদিছে আছে,—

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه "প্রকৃত হেজরতকারি ঐ ব্যক্তি হইবে—যে আল্লাহতায়ালা যাহা নিষেধ করিয়াছেন, উহা ত্যাগ করে। এইরূপ নফছের সহিত জেহাদ করাকে বড় জেহাদ বলা হইয়াছে।

একটি জইফ ছনদের হাদিছে আছে,— نية المؤمن خير من عمله

"ইমানদারের নিয়ত তাহার আমল অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ।" আমেলগণ ইহার কয়েক প্রকার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, আমল না হইলেও কেবল নিয়তে ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বিনা নিয়তে কোন আমলের ছওয়াব লাভ হয় না। হাদিছ শরিফে আছে, যদি কেহ কোন সৎকার্য্য করার নিয়ত করিয়া তাহা করিতে না পারে, তবে উহাতে একটি নেকী লেখা হয়। যদি কেহ তাহাজ্জোদ পড়ার নিয়তে নিদ্রিত হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায় উহা পড়িতে না পারে, তবে ইহাতে তাহাজ্জোদের ছওয়াব পাইবে।

দ্বিতীয় এই যে, নিয়তের স্থান অন্তর, অন্তর মা'রেফাতের স্থান হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা অন্যান্য স্থানের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবে। হজরত ছাহাল-তস্তরি (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আরশ হইতে তাহ্‌তাছ-ছারা পর্য্যন্ত এমন কোন স্থান সৃষ্টি করেন নাই—যাহা তাঁহার নিকট ইমানদার বান্দার অন্তর হইতে সমধিক প্রিয় হয়। আল্লাহতায়ালা মনুষ্য জাতিকে মা'রেফাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু প্রদান করেন নাই, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। যদি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন স্থান থাকিত, তবে নিজের মা'রেফাতকে তথায় স্থাপন করিতেন। সমধিক নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে খোদার সমধিক প্রিয় স্থানকে তাঁহার জেকর ব্যতীত অন্য চিন্তায় সংক্ষিপ্ত রাখে, বে'আদব উক্ত ব্যক্তি যে, আল্লাহ মা'রেফাত যে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তাথা হইতে বাহির করিয়া দিয়া অন্য বস্তু তথায় স্থাপন করে।

তৃতীয় এই যে, নিয়ত অনন্তকাল স্থায়ী. আমল অস্থায়ী, বেহেশতীদিগের ও দোজখিদের অনন্তকাল বেহেশতে ও দোজখে থাকার কারণ নিয়ত—যাহা অনন্তকাল স্থায়ী, যদি উহা আমলের পরিমাণ হইত, তবে উক্ত পরিমাণ জামানা হইত—যে পরিমাণ আমল করিয়াছিল।

চতুর্থ এই যে, আমলে 'রিয়াকারী' প্রবেশ করে; তজ্জন্য উহা নষ্ট হইয়া যায়, পক্ষান্তরে সৎনিয়তে রিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। হাদিছে আছে, যখন ফেরেশতাগণ বান্দাদিগের আমল আছমানে লইয়া যান, তখন খোদাতায়ালা কোন কোন ফেরেশতাকে বলেন, তুমি এই নামায়-আমল নিক্ষেপ কর। ফেরশতা বলেন হে খোদা, তোমার বান্দা সৎকথা বলিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছেন, আমরা উহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি এবং নেকির খাতাতে লিপিবন্ধ করিয়াছি। কিরূপে উহা ফেলিয়া দিব? আল্লাহতায়ালার হুকুম হয় যে, উক্ত ব্যক্তি আমার সন্তোষ লাভের জন্য উহা করে নাই? আরও আল্লাহ অপর কোন ফেরেশতাকে বলে, অমুক বান্দার নামায়-আমালে এই নেকী লিখিয়া দাও। ইহাতে ফেরেশতা বলেন, এই বান্দা এই কার্য্য করে নাই, কিরূপে ইহা লিখিব? আল্লাহ বলেন, এই ব্যক্তি সৎকার্য্যের নিয়ত করিয়াছিল। পঞ্চম, নেক আমল সংখ্যাতীত, ইমানদার সমস্ত কার্য্য করার নিয়ত করিতে পারে, কিন্তু সমস্ত কার্য্য করিতে পারে না। কাজেই নিয়তের ছওয়াব সংখ্যাতীত ও আমলের ছওয়াব সীমাবদ্ধ। গ্রন্থকার এই হাদিছটি প্রথমে এই জন্য

লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি হাদিছ শিক্ষা করিতে চাহে, তাহার নিয়ত যেন খাঁটি হয়, দীন প্রচার ও খোদার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে হওয়া দরকার, দুনইয়ার স্বার্থলাভ যেন উদ্দেশ্য না হয়।—মেরকাত ও আশেয়া'তোল্লাময়াত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈমান

হজরত নবি (ছাঃ) আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে যে শরিয়ত আনয়ন করিয়াছেন, উহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলা হয়। উক্ত নীত বিষয় অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হওয়া জরুরি। মোটামোটি ভবে উক্ত বিষয়গুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাস করাকে ইমান-মোজমাল বলা হয়। প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিত রূপে জানাকে "ইমান মোফাছ্ছাল" বলা হয়। এজমালি ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করাতে মূল ইমান হাছেল হইয়া থাকে। বিস্তারিত ভাবে ইমান আনিলে, কামেল ইমান লাভ হয়। কেবল নবি (ছাঃ) এর সত্যতা জানিলেই ইমান হইতে পারে না, কাফেরেরা তাঁহাকে সত্য নবী জানিয়াও এনকার ও অবজ্ঞা করিত, যথা وجحدوا بها , استيقنتها انفسهم এবং يعرفونه كما يعرفون ابناءهم উক্ত আয়াতদ্বয়ে বুঝা যায়। অন্তরে ভক্তি সহকারে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে। এক্ষণে মৌখিক একরার করা কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলেন, আহকাম জারি করার জন্য মৌখিক একরার করা শর্ত্ত, উহা মূল ইমানের অংশ নহে। হাফেজদ্দিন নাছাফি বলেন, ইহা এমাম আবু হানিফা (রঃ)-র মত, আবু মনছুর মাতারিদীর মত ও আশয়ারির সমধিক ছহিহ মত। কেহ কেহ বলেন, উহা মূল ইমানের রোকন (অংশ), কিন্তু আসল রোকন নহে, বরং অতিরিক্ত রোকন, এইহেতু জবরদস্তি ও অক্ষমতা অবস্থায় উহা রচিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন প্রথমটি আকায়েদ তত্ত্ববিদ্‌গণের মত এবং দ্বিতীয়টি ফকিহ্‌গণের মত। সত্য মত এই যে, যখন মৌখিক স্বীকারোক্তি তলব করা হইবে, তখন উহা ইমানের রোকন হইবে, নচেৎ উহা শর্ত্ত হইবে।

এস্থলে অন্য একটি বিষয় আছে, শরিয়ত প্রবর্ত্তক যে বিষয়গুলিকে কোফরের

চিহ্ন স্থির করিয়াছেন, যেরূপ প্রতিমা ছেজদা করা, পৈতা ধারণ করা ইত্যাদি, কেন অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও মৌখিক একরার সত্ত্বেও উপরুক্ত কার্য্য করিলে, শরিয়তের হুকুম অনুসারে কাফের হইবে। সৎ কার্য্যগুলি মূল ইমানের অংশ নহে, অবশ্য পূর্ণ ইমানের অংশ। কেন সৎ কার্য্য না করিলে, তাহাকে কাফের বলা হইবে না, বরং ফাছেক ইমানদার বলা হইবে। ইহাই ছুন্নত অল্ জামায়াতের মত, ছাবাহা ও তাবেয়িগণ এই মতের উপর দৃঢ় ছিলেন, তাঁহারা ফাছেককে ইমানদার বলিতেন, তহার উপর শরিয়তের আহকাম জারি করিতেন ও তাহাকে মুছলমানদিগের গোরস্তানে দফন করতেন। কোন কোন প্রাচীন বিদ্বান, বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক একরার ও আরকানে শরিয়তের উপর আমল করাকে ইমান বলে। মোহাদ্দেছগণ হইতেও উহা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা কামেল ইমানের ব্যাখ্যা, মূল ইমানের মর্ম্ম নহে। সেই দলের সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।—মেরকাত ও আশেঃ।

প্রথম অধ্যায়

(১) ওমার বেনেল খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় হঠাৎ একজন অতি শুভ্র বস্ত্রধারী অতি কাল কেশ বিশিষ্ট লোক আমাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন—তাঁহার মধ্যে দেশ ভ্রমণের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল না, এবং আমাদের মধ্যে কেন তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিল না, এমন কি তিনি নবি (ছাঃ)-এর নিকট বসিলেন এবং নিজের জানুদ্বয়কে তাঁহার জানুদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন করিলেন এবং নিজের করতলদ্বয় নিজের উরুদ্বয়ের (কিম্বা হজরতের উরুদ্বয়ের) উপর স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি আমাকে ইছলাম সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান কর। হজরত বলিলেন, ইছলামের অর্থ এই যে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই এবং নিশ্চয় মোহম্মদ আল্লাহতায়ালার রাছুল (প্রেরিত পুরুষ), সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নামাজ সম্পাদন করিবে, জাকাত প্রদান করিবে, রমজানের রোজা রাখিবে এবং কাবা শরিফের হজ্জ, উহার পাথেয় সংগ্রহে সক্ষম হইলে করিবে, তিনি বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। ইহাতে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আশ্চর্য্যান্বিত

হইতেছিলাম, (যেহেতু) তিনি উক্ত হজরতকে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এবং তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিতেছিলেন। (আবার) তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে ইমান সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান কর। হজরত বলিলেন, তুমি—আল্লাহ, তাঁহার ফেরশতাগণ, তাঁহার রাছুলগণ, তাঁহার কেতাবগুলি ও শেষ দিবসের (পরকালের) উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তকদীরের (অদৃষ্ট লিপির) শুভাশুভের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। তিনি বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। (তৎপরে) তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে এহছান সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান কর। হজরত বলিলেন, তুমি এরূপ ভাবে আল্লাহতায়ালার এবাদত করিবে যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, আর যদি তুমি তাহাকে দেখিতে না পাও, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। তিনি বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর আগন্তুক বলিলেন, তুমি আমাকে কেয়ামতের সম্বন্ধে সংবাদ দাও। হজরত বলিলেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ নহেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে উহার লক্ষণগুলি সম্বন্ধে সংবাদ দাও। হজরত বলিলেন, দাসী নিজের প্রভুকে জন্ম দিবে এবং তুমি নগ্নপদ, উলঙ্গ দরিদ্র ছাগরক্ষকগণকে অট্টালিকা (এমারত) সম্বন্ধে গৌরব করিতে দেখিবে। তৎপর তিনি অন্তর্হিত হইলেন। পরে আমি অনেকক্ষণ—বিলম্ব করিলাম তখন হজরত আমাকে বলিলেন, হে ওমার তুমি জান, প্রশ্নকারী কে? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক জ্ঞাত। হজরত বলিলেন, ইনি (হজরত) জিব্রাইল, তোমাদিগকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিবেন, এইহেতু তোমাদের নিকট আগমণ করিয়া ছিলেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদিছটি একটু ভিন্নভাবে রেওয়াএত করিয়াছেন। তাঁহার হাদিছে আছে, "যখন তুমি নগ্নপদ, উলঙ্গ বোধীর বোবাদিগকে জমির বাদশাহ দেখিবে (তখন কেয়ামত সন্নিকট হইবে)। কেয়ামত উক্ত পঞ্চ বিষয়ের অন্তর্গত যাহা আল্লাহ ব্যতীত কেহ অবগত নহে। তৎপরে তিনি (এই আয়ত) পড়িলেন—"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালারই নিকট কেয়ামতের এলম। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন। (শেষ পর্য্যন্ত) বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

ইছলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা। শরিয়তে আল্লাহতায়ালার

হুকুমগুলি পালন করা ও দীন ইছলামের পঞ্চ রোকন আদায় করা। অন্তরের আনুগত্যকে ইমান বলা হয় এবং জাহেরি আহকাম পালন করাকে ইছলাম বলা হয়। ইমান, ইছলাম ও সমস্ত শরিয়তকে দীন বলা হয়। আকায়েদের কেতাবে যে ইমান ও ইছলামকে একই বিষয় বলা হইয়াছে, ইহার মর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক ইমানদার মুছলমান ও প্রত্যেক মুছলমান ইমানদার, প্রকৃত পক্ষে ইছলাম ইমানের শাখা স্বরূপ।

আল্লাহতায়ালার জাত ও ছেফাতে 'ছবুতিয়া' ও 'ছলবিয়া'র উপর বিশ্বাস করিবে, তাঁহাকে সমস্ত কলঙ্কমূলক ব্যাপার হইতে পাক জানিবে।

"মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) কওলোল জমিলের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—আল্লাহতায়ালা কলঙ্কমূলক ও ধ্বংসশীল চিহ্ন সমূহ হইতে পবিত্র, তিনি পার্থিব পদার্থ—জড় জীবরে অন্তর্গত নহেন, কোন স্থানে ও দিকে স্থিতিশীল নহেন।"

এমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল-উলুম অদ্দীন কেতাবের' ১/৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, নিশ্চয় সেই আল্লাহ আকৃতি ধারী নহেন, দীর্ঘ, প্রস্থ, অধঃ উর্দ্ধ বিশিষ্ট বস্তু বা পরমাণু নহেন সীমাবদ্ধ, পরিমাণ বিশিষ্ট বা অবিভাজ্য পরমাণু নহেন, তিনি জড় ও জীবের ন্যায় পরিমাণ বিশিষ্ট ও বিভাজ্য নহেন; পরমাণু নহেন, পরমাণুপুঞ্জ তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি জড় ও জীবের গুণ বিশেষ নহেন, এইরূপ কোন গুণ তাঁহাতে মিলিত হইতে পারে না। তিনি কোন অস্তিত্ব শীলের তুল্য নহেন, কোন অস্তিত্বশীল বিষয় তাঁহার তুল্য নহে। কোরাণ শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে—"কোন বস্তুই তাঁহার তুল্য নহে।" সুতরাং তিনি কোন বস্তুরই তুল্য নহেন। নিশ্চয় পরিমাণ তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। সীমা তাঁহাকে আবর্ত্তন করিতে পারে না, দিক তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিতে পারে না। তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন, ও যে মর্ম্মে ব্যবহার করিয়াছেন, কেবল সেই ভাবে ও সেই মর্ম্মেই 'এস্তেওয়া' প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁহার উপর প্রযোজ্য, কিন্তু তিনি স্পর্শ করা উপবেশন করা স্থিতিশীল হওয়া, মিলিত হওয়া, একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা ইত্যাদি হইতে পবিত্র। আরশ তাঁহাকে বহন করিতে পারে না, বরং আরশ ও উহার বহনকারি ফেরেশতাগণ তাঁহার অনুগ্রহময় ক্ষমতা বলে সমুত্থিত এবং তাঁহার আয়ত্তাধীনে সংস্থাপিত। তিনি আরশ ও আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, পাতাল ও প্রত্যেক

বস্তু অপেক্ষা বিস্তৃত। এইরূপ আরশ, আকাশ, ভূতল ও পাতাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিকট সমান, বরং তিনি আরশ ও আকাশ অপেক্ষা যেরূপ মহিমান্বিত, ভূতল ও পাতাল অপেক্ষাও সেইরূপ গৌরবান্বিত। ইহা ব্যতীত তিনি প্রত্যেক অস্তিত্বশীলের নিকট, মনুষ্যের কণ্ঠনালী অপেক্ষা তাঁহার নিকট, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিকট উপস্থিত, কিন্তু তাঁহার নৈকট্য পার্থিক পদার্থ সমুহের নৈকট্যের তুল্য নহে, তাঁহার জাত জড় ও জীবের প্রকৃতির তুল্য নহে। তিনি কোন বস্তুতে প্রবেশ করেন না। তিনি এরূপ পবিত্র যে, স্থান তাঁহাকে আয়ত্ব করিতে পারে না, কাল তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, বরং তিনি স্থান ওকাল সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন তিনি যেরূপ ছিলেন, এখনও সেইরূপ আছেন। তিন পরিবর্ত্তন ও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন হইতে পবিত্র।

তৎপরে তাঁহার ফেরশতাগণের উপর ইমান আনিতে হইবে। তাঁহারা সূক্ষ জ্যোতিস্মান পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও আকৃতি ধারণ করিতে পারেন, তাঁহারা পুরুষ নহেন, স্ত্রীলোকও নহেন, তাঁহারা আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করেন না, তাঁহারা আল্লাহতায়ালার গৌরবান্বিত বান্দা, রাত্র দিবা তছবিহ পড়িয়া থাকেন, ইহাতে ত্রুটি করেন না, আমাদের নিশ্বাসের তুল্য তাঁহাদের তছবিহ। আল্লাহ যাহা আদেশ করেন, তাহাতে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালার আদেশে দুনিয়ার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তন্মেধ্যে জিব্রাইল, মিকাইল, এস্রাফিল ও অ্যাজরাইল শ্রেষ্ঠ। যাহারা নেকী বদী লেখেন, তাঁহারা 'কেরামন-কাতেবিন' নামে অভিহিত। কেহ কেহ মেঘ পরিচালনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মনুষ্য জাতির রক্ষনাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালা যে কেতাবগুলি নবিগণের উপর নাজেল করিয়া ছিলেন, ঐ সমস্তকে আছমানি কেতাব বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। আছমানি কেতাবগুলির সংখ্যা নিশ্চিতরূপে জানিতে না পরিলেও মোটামুটি ভাবে তৎসমস্তের উপর ইমান আনিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, ১০৪ খানা আছমানি কেতাব নাজেল হইয়াছিল। ১০খানা ছহিফা হজরত আদম (আঃ)-র উপর, ৫০ খানা হজরত শিছ (আঃ)-র উপর, ৩০ খানা হজরত ইদরিছ (আঃ)-র উপর ও দশ খানা হজরত এবরাহিম (আঃ)-র উপর, তওরাত হজরত মুছা (আঃ) -র উপর, জবুর হজরত দাউদ (আঃ) র উপর, ইঞ্জিল, হজরত ইছা (আঃ)-র উপর এবং কোর-আন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-র উপর নাজেল হইয়াছিল।

আল্লাহতায়ালাই এতৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।

বর্ত্তমানে যে তওরাত, ইঞ্জিল জবুর কিম্বা অন্যান্য কেতাব পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের কতক শিক্ষা যে প্রকৃত আছমানি কেতাবের শিক্ষা, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকাংশ যে মনুষ্য রচিত জাল কথা, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রাচীন কেতাবগুলির কতক আহকাম কোর-আন কর্ত্তৃক মনছুখ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোর-আন শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ইহার স্থির সিদ্ধান্ত আহকাম কেয়ামত অবধি মনছুখ হইবে না, এবং উহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। নিজে খোদা বলিয়াছেন, "আমি উহার রক্ষক।"

আল্লাহতায়ালা যে নবি রাছুলগণকে লোকদিগের হেদাএত করা উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আল্লাহতায়ালার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, এমাম আহমদ একটি হাদিছে নবিগণের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ সহস্র ও রাছুল গণের সংখ্যা ৩১৫ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও নবিগণ ও রাছুলগণের নির্দ্দিষ্ট সংখা নিশ্চিতরূপে স্থির করা সম্ভব নহে, তথাছ অনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহাদের উপর ইমান আনিতে হইবে। মনোনীত মতে নবী ও রাছুলগণ বেগোনাহ ছিলেন, হজরত দাউদ ও ইউছফ (আঃ) সম্বন্ধে যাহা যাহা কতক তফছির ও ওয়াজের কেতাবে লিখিত আছে, উহা ছহিহ নহে।

শেষ দিবসের অর্থ মৃত্যুর পর হইতে কেয়ামতের (পুনরুত্থানের) দিবস কিম্বা বেহেশত ও দোজখের প্রবেশ করা পর্য্যন্ত। ইহার অর্থ এই যে, গোরের শাস্তি ও শান্তি, সুরে ফুৎকার গোর হইতে সশরীরে জীবিত হইয়া হাশর প্রান্তরে উপস্থিত হওয়া, হিসাব, নেকি ও বদী ওজনের পাল্লা, পুলছেরাত, বেহেশত ও দোজখ ইত্যাদি যাহা কোরআন ও হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ইহাকে শেষ দিবস এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ইহা দুনইয়ার শেষ দিবস ও আখেরাতের প্রথম দিবস। তকদিরের উপর ঈমান আনার অর্থ এই যে, সমস্ত বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে আল্লাহতায়ালা ভাল মন্দ সমস্ত বিষয়ে অবগত হইয়া নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন ও সমস্ত জগতের যাহা ঘটিয়াছে কিম্বা ঘটিবে, সমস্তই তাঁহার নির্দ্ধারণ ও ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। ছুন্নত-অল্ জামায়াতের মত এই যে, মনুষ্যের ভালমন্দ কার্য্যের সৃষ্টি আল্লাহ করেন এবং মনুষ্যের উহা করার এক প্রকার ক্ষমতা আছে, এই হেতু সে করিয়া থাকে। মানুষ যখন নামাজ

পড়িবার ইচ্ছা করিয়া ওজু করে, জায়নামাজ বিছাইয়া নামাজ শুরু করে, তখন নিজের প্রদত্ত ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে উহা করে, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যোঙ্গের পরিচালনা আল্লাহতায়ালার হুকুমে হইয়া থাকে, যদি আল্লাহ্ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া না দিতেন, তবে এই কার্য্য সম্পাদিত হইত না, ইহা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি। এই স্থলে দুইটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, প্রথম জবরিয়া সম্প্রদায়, ইহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে, মনুষ্য প্রস্তরের ন্যায় অক্ষম, তাহার কিছুই করার ক্ষমতা নাই, সমস্তই আল্লাহতায়ালার আদেশে হইয়া থাকে, যদি এই মত সত্য হইত, তবে মনুষ্যের উপর শরিয়তের কোন হুকুম হইত না এবং সে সুফল ও প্রতিফলের ভাগী হইত না, এইরূপ মত ধারী লোক কাফের।

দ্বিতীয় কদরিয়া (মো'তাজেলা) সম্প্রদায়, তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, বান্দা নিজের কার্য্যে সম্পূর্ণ সক্ষম, ইহাতে আল্লাহতায়ালার কোন অধিকার নাই। ইহারা মনুষ্যকে নিজের কার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ধারণা করায় তাহাকে খোদার শরিক স্থির করিয়া কাফের হইয়া যায়। এই মত সত্য হইলে, মানুষ কতক কার্য্য করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইত না।

হজরত আলি (রাঃ)কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মানুষ সক্ষম কি অক্ষম ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা একখানা পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পার, এতটুকু তোমার ক্ষমতা আছে, কিন্তু দুই পা তুলিয়া শূন্য ভরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পার না, ইহাতে তোমরা অক্ষম। ইহাতে বুঝা যায় যে, মনুষ্য কার্য্যের 'কছব' (অনুষ্ঠান) করিয়া থাকে, এই হিসাবে কতকাংশে সক্ষম, কিন্তু আল্লাহ উক্ত কার্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এই হিসাবে মনুষ্য কতকাংশে অক্ষম। ইহাই সত্য মত।

হাছান বাছরি হজরত হাছান বেনে আলি (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তকদীরের মছলা কিরূপ? তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তকদীরের উপর বিশ্বাস না করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। যে ব্যক্তি তাহার গোনাহ্ করার দোষ আল্লাহতায়ালার উপর আরোপ করে, সে ব্যক্তি পাপি হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎ অসৎ কার্য্যে কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করেন না, কেননা তিনি সমস্ত বস্তুর মালিক এবং সমস্ত বস্তুর উপর সক্ষম। যদি বান্দারা কোন সৎ কার্য্যো করে, তবে আল্লাহ্ ইহাতে বাধা প্রদান করেন না। আর যদি তাহারা গোনাহ্ করে,

শাহ আবদুল হক দেহলবী লিখিয়াছেন, দীনের ভিত্তি ও পূর্ণতা ফেকহ, আকায়েদ ও তাছাওয়ফের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই হাদিছে এই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইছলাম বলিয়া ফেকহের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে, ইহাতে আহকামে-শরিয়তের বিবরণ আছে। ইমান বলিয়া আকায়েদের মছলাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এহ্ছান বলিয়া তাছাওয়ফের মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, উহা বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহতায়ালার দিকে মনঃনিবিষ্ট করা। তরিকতের পীরগণ যে সমস্ত মর্ম্মের প্রতি ইশারা করিয়াছেন, তৎসমুদয় উক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ। তাছাওরফ আকায়েদ ও ফেকহ্ অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিত রহিয়াছে, একটি অন্যটিব্যতীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আকায়েদ বিনা তাছাওয়ফ ও তাছাওয়ফ বিনা ফেক্‌হ চলিতে পারে না, কারণ আল্লাহতায়ালার হুকুম বিনা-ফেকহ্ জানা যাইতে পারা যায় না, আমল বিনা শুদ্ধ সঙ্কল্প পূর্ণ হইতে পারে না। তাছাওয়ফ ও ফেকহ ইমান (আকায়েদ) ব্যতীত ছহিহ হইতে পারে না। যেরূপ আত্মা ও শরীর একটি ব্যতীত অন্যটির অস্থিত্ব থাকিতে পারে না, এইহেতু এমাম-মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাছাওয়ফের প্রতি আমল করে, কিন্তু ফেকাহ শিক্ষা করে নাই, সে বড় কাফের হইবে! আর যে ব্যক্তি ফেকহের প্রতি আমল করে, কিন্তু তাছাওয়ফের প্রতি আমল না করে, সে ফাছেক হইবে। আর যে ব্যক্তি উভয়ের উপর আমল করে, সে বিচক্ষণ হইয়াছে।

কেয়ামতের নির্দ্ধারিত সময় আল্লাহ ব্যতীত কেহ জানে না, উহার অনেকগুলি ছোট বড় চিহ্ন আছে, এস্থলে কেবল দুইটি চিহ্নের কথা উল্লিখিত হইতেছে, অবশিষ্ট চিহ্নগুলি ফেতানের অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

প্রথম চিহ্ন এই যে, কৃতদাসী নিজের প্রভু ও মালিকের প্রসব করিবে। ইহার মর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে, ইছলাম রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, জেহাদে অনেক দারোল-হরবের স্ত্রীলোকেরা বন্দিনী হইয়া আসিবে, তাহারা মুছলমানদিগের দাসী হইবে, তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে, এই সন্তান পিতার মৃত্যুর পরে গর্ভধারিণী দাসীর মালিক হইবে। অথবা এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, মুছল মানেরা বহু জেহাদ করিবে, বহু দারোল-হরবের স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়া আনিবে। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, কোন সন্তান

নিজের মাতাকে বন্দি করিয়া আনিয়া তাহার মালিক হইয়া যাইবে, যদি ইহা প্রকাশিত না হয়, তবে সেই পুত্র সর্ব্বদা নিজের মাতার মালিক হইয়া থাকিবে, আর যদি ইহা প্রকাশিত হয়, তবে তাহার অধিকার আসার পরেই (মুক্ত) হইয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, দাসীদিগের গর্ভে বাদশাহ সকল হইবে, এক্ষেত্রে সেই বাদশাহের প্রজা তাহার মাতা হইবে।

এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, সন্তানরা মাতার সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার করিবে যেরূপ মালিক ক্রীতদাসীর সহিত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, যে ছাগলের রাখালেরা নগ্নপদ অবস্থায় থাকে এবং যাহাদের অধিকাংশ শরীর নগ্ন অবস্থায় থাকে এবং অধিকাংশ সময় যাহারা ময়দানে থাকিত, তাহারাই সম্ভ্রান্ত ও ধনী হইবে, এবং শহরের অধিবাসী হইয়া উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা প্রস্তুত করিবে এবং তজ্জন্য গৌরব গরিমা প্রকাশ করিবে।

মোল্লা আলি কারী বলিয়াছেন, এই হাদিছে বুঝা যাইতেছে যে, কেয়ামতের নিকট নিকট সময় নগ্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা পরাক্রান্ত হইবে ও ভদ্র সন্তানেরা লাঞ্ছিত হইবে, অনুপযুক্ত লোকেরা রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি সমধিক অভিজ্ঞ না হয়, তাহার উপর রাজনীতিক ব্যাপারের নেতৃত্ব অর্পন করা হইবে। হজরত আবু হোরায়রার রেওয়াএতে আছে, যখন তোমরা দেখিবে নগ্নপদ অর্দ্ধনগ্ন শরীর—সত্য কথা শুনিবে না এবং সত্য কথা বলিবে না, এরূপ লোকদিগকে জমির বাদশাহ দেখিবে, তখন কেয়ামত নিকটে বুঝিবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, কেয়ামতের সঠিক সময়ের কথা উক্ত পঞ্চ বিষয়ের অন্তর্গত যাহা খোদা ব্যতীত অন্য কেহ জানে না।

তৎপরে তিনি এই আয়াত পড়িলেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিকট কেয়ামতের নির্দ্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান রহিয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে বারি বর্ষণ করিবেন, ইহা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। গর্ভাশয়ে যে সন্তান আছে, উহা কতদিবস গর্ভে থাকিবে, পূর্ণ অঙ্গের হইবে, কিম্বা অসম্পূর্ণ শরীরের হইবে, বিজোড় হইবে, কিম্বা জোড়া হইবে, ইমানদার হইবে কিম্বা কাফের হইবে, লম্বা হইবে কিম্বা বেঁটে হইবে, ধনবান হইবে, কিম্বা নির্ধন হইবে, পুরুষ হইবে কিম্বা স্ত্রীলোক হইবে, ইহা খোদা ব্যতীত অপর কেহ জানে না। মেরকাত আশেয়াতোল্লাময়াত।

২। এবনো-ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, পঞ্চ

বিষয়ের উপর ইছলামের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে—প্রথম সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, এবং নিশ্চয়ই মোহম্মদ আল্লাহতায়ালার রাছুল। দ্বিতীয় সুন্দরভাবে নামাজ সম্পাদন করা। তৃতীয় জাকাত প্রদান করা। চতুর্থ হজ্জ করা। পঞ্চম রমজানের রোজা রাখা। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

যেরূপ গৃহের স্তম্ভ নষ্ট হইয়া গেলে, গৃহ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের কোন একটি ত্যাগ করিলে ইছলাম নষ্ট হইয়া যাইবে।

এবনো-ওমার হজরত ওমারের পুত্র, তাঁহার নাম আবদুল্লাহ, হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির এক বৎসর পূর্ব্বে ইনি পয়দা হইয়াছিলেন, তিনি পিতার সঙ্গে নাবালেগ অবস্থায় মুছলমান হইয়াছিলেন। অল্প বয়সের জন্য বদর যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। তিনি ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের রেওয়াএতে আছে, তিনি ১৪ বৎসর বয়সে ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করিতে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, হজরত তাঁহাকে এই যুদ্ধে যোগদান করিতে অনুমতি দেন নাই। তৎপরে তিনি ১৫ বৎসর বয়সে খোন্দক যুদ্ধে যোগদান করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত তাঁহাকে অনুমতি দিয়া ছিলেন। তৎপরে তিনি মওতা, ইয়ারমূক, মিসর জয় ও আফরিকা জয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি হজরত নবি (ছাঃ)-এর রীতিনীতির সমধিক অনুসরণকারী ছিলেন, হজরত যে যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই সেই স্থানে অবতরণ করিতেন। হজরত যে স্থানে নামাজ পড়িয়াছিলেন, তিনিও সেই স্থানে নামাজ পড়িতেন, যে স্থানে হজরত উট বসাইতেন, তিনি ও সেই স্থানে উট বসাইতেন, হজরত একটি বৃক্ষের নীচে নামিয়াছিলেন, তিনি সেই বৃক্ষে পানি ঢালিতেন, যেন উহা শুষ্ক হইয়া না যায়। তিনি অতি পরহেজগার ছিলেন, ফৎওয়া দিতে অতি সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। যে ছয়জন ছাহাবা হজরতের বেশী হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, ইনি তন্মধ্যে একজন। তিনি ১৬৩০টি হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। ইনি ৭৩ হিজরীতে মক্কা শরিফে এন্তেকাল করেন, মোছাচ্ছাব নামক স্থানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল। তহজিবোল-আছমা, ১/২৭৮-২৮১।

৩। আবুহোরায়রা (রাঃ)র বর্ণনা-নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন ইমানের সত্তরের উপর কিছু বেশী শাখা আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শাখা কলেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করা এবং উহার নিম্নতম শাখা পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু (কন্টক, প্রস্তর ও অপবিত্র বস্তু) দূর করিয়া দেওয়া এবং লজ্জাও ইমানের একটি শাখা। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

মূল ইমান একটি বৃক্ষ, উহার অনেকগুলি শাখা আছে, এই হাদিছে সত্তরের কিছু অধিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অবিকল এই কথা ছহিহ মোছলেমে আছে। ছহিহ বোখারিতে ষাটের কিছু অধিক বলিয়া লিখিত আছে। আয়নি বলেন, আবুজর-হেরোবি বোখারির যে নোছখা লিখিয়াছেন, উহাতে ছহিহ মোছলেমের ন্যায় সত্তরের কিছু অধিক লিখিত আছে। এমাম ছইউতি বলেন, এমাম বোখারি আবুহোরায়রা হইতে সন্দেহ ভাবে লিখিয়াছেন, ষাটের কিছু অধিক, কিম্বা সত্তরের কিছু অধিক। তৎপরের শব্দগুলি ছহিহ মোছলেমে আছে, ছহিহ বোখারিতে নাই। হাদিছে যে লজ্জা শব্দ আছে, উহার অর্থ—ইমান সংক্রান্ত লজ্জা যাহা মনুষ্যকে মন্দ কার্য্য হইতে বাধা প্রদান করে, যাথা লোকদিগের সাক্ষাতে গুপ্তাঙ্গ খোলা ও স্ত্রী সঙ্গম করা। এমাম ছইউতি 'নেকায়া' কেতাবে উক্ত শাখাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যত্রে তৎসমস্ত বর্ণনা করার আশা থাকিল।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, কোন রেওয়াএতে ষাটের অধিক ও কোন রেওয়াএতে সত্তরের অধিক বলা হইল কেন? কেহ কহে বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে ষাটের অধিকের সংবাদ পাইয়াছিলেন, পরে সত্তরের অধিক সংবাদ পাইয়াছিলেন, এইহেতু দুই প্রকার কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এইস্থলে নির্দ্দিষ্ট ষাট বা সত্তর সংখ্যা উদ্দেশ্য নহে, বরং উহার অর্থ বহু সংখ্যক।

এই হাদিছের রাবির নাম আবু-হোরায়রা, ইহা কুনইয়াতি নাম, জাহিলিএতের যুগে তাঁহার নাম আব্দ-শামছ্ কিম্বা আব্দ আমর ছিল, ইছলামে তাঁহার নাম আবদুল্লাহ কিম্বা আবদুর রহমান ছিল, হাকেম ও এবনো-আবদুলবার বলেন, সমধিক ছহিহ মতে তাঁহার নাম আবদুর রহমান, তাঁহার পিতার নাম ছাখ্‌র তিনি দওছ বংশে ছিলেন, তিনি খয়বরের যুদ্ধের বৎসর মুছলমান হইয়াছিলেন, সেই হইতে সর্ব্বদা হজরতের সঙ্গে থাকিয়া এলম শিক্ষা করিতেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা

বড় হাফেজে হাদিছ ছিলেন, ৮ শত লোক তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। তাঁহা হইতে ৫৩৬৪টি হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি একদিবস আস্তিনের মধ্যে করিয়া একটি বিড়াল লইয়া যাইতে ছিলাম, হজরত (ছাঃ) আমাকে দেখিয়া বলিলেন,ইহা কি ? আমি বলিলাম, একটি বিড়াল। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আবু-হোরায়রা (অর্থাৎ বিড়ালের পিতা) সেই হইতে তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইলেন। তিনি ৭৮ বৎসর বয়সে ৫৭ হিজরীতে মদিনা শরিফে এন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বকি গোরস্থানে তাঁহাকে দফন করা হয়। মেরকাত ও তহজিবোল-আছমা।

৪। আবদুল্লাহ বেনে আমরের বর্ণনা—নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, মছুলমানগণ যাহার রসনা ও হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি খাঁটি মুছলমান। আল্লাহ যাহা নিষেধ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিয়াছে সেই ব্যক্তি প্রকৃত হেজরতকারী। ইহা বোখারির যেওয়াএত।

মোছলেমের রেওয়াএতে আছে, নিশ্চয় এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মুছলমানদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? হজরত বলিয়াছিলেন, মুছলমানগণ যাহার রসনা ও হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি (শ্রেষ্ঠ)।

টীকা

হাদিছের অর্থ—যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে গালি না দেয়, অভিসম্পাত প্রদান না করে, কাহারও নিন্দাবাদ, মিথ্যা দোষারোপ ও চোগলখুরি না করে বা রাজদরবারে কাহারও দোষ প্রকাশ না করে, হস্তদ্বারা কোন লোককে প্রহার বা হত্যা না করে কিম্বা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া না দেয়, অথবা ঘর বাড়ী প্রাচীর ভাঙ্গিয়া না ফেলে, কিম্বা কোন লোকের অযথা দুর্ণাম না লেখে, সেই ব্যক্তি খাঁটি মুছলমান। এস্থলে মুছলমানগণের কথা উল্লিখিত হইলেও আশ্রিত কাফেরদের উক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে, এবনো-হাব্বানের রেওয়াএতে মুছলমানগণ স্থলে লোকের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে হস্ত ওর সনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যেহেতু উক্ত অঙ্গদ্বয় দ্বারা মনুষ্যের অধিক পরিমাণে ক্ষতি করা হয়, হাদিছের মূল উদ্দেশ্য এই

যে, যেন কোন অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা মনুষ্যের ক্ষতি করা না হয়। আরও হাদিছের উদ্দেশ্য এই যে, যেন অন্যায় ভাবে কাহাকেও কষ্ট দেওয়া না হয়, যদি শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী কাহারও উপর হদ কিম্বা তা'জির করা হয়, কাহাকেও ধমক দেওয়া হয়. প্রহার করা হয়, গালি দেওয়া হয়, বালকদিগকে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়, কিম্বা আক্রমণকারীকে ধাক্কা দেওয়া হয়, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না। রসনাকে হস্ত শব্দের পূর্ব্বে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, রসনা দ্বারা সমধিক ক্ষতি হইয়া থাকে ও বেশী পরিমাণ যাতনা ভোগ হইয়া থাকে। উহাতে জীবিত ও মৃতের যাতনা দেওয়া যায় আম ও খাস সকলেই ব্যথিত হইয়া থাকে।

হাদিছের মূল উদ্দেশ্য এই যে, মুছলমান মাত্রেরই এইরূপ স্বভাব সম্পন্ন হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার দ্বারা কেহ ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যথিত না হয়, ইহার মর্ম্ম ইহা নহে যে, কেবল এইরূপ স্বভাব সম্পন্ন হইলেই খাঁটি মুছলমান হইবে— যদিও শরিয়তের অন্যান্য আহকাম ও আরকান পালনের ত্রুটি করে। মূল মন্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করার পরে মুনষ্য দিগের হক বজায় করে, সেই ব্যক্তি খাঁটি মুছলমান। দারোল-কোফর হইতে দারোল-ইছলামে গমন করা জাহেরি হেজরত নামে অভিহিত হয়। আর স্বভাবের দোষগুলি ও নফছ ও শয়তানের কামনা ও বাসানগুলি ত্যাগ করাকে বাতেনি হেজরত বলা হয়। এই হাদিছে মোহাজেরদিগকে নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে ত্যাগ করিতে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে. তাঁহারা যেন কেবল জাহেরি হেজরতে প্রতারিত না হন এবং কেবল উহা যথেষ্ট মনে না করেন।

এই হাদিছের রাবি আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতার নাম আমর বেনেলআছ, ইনি কোরাএশী ছাহমি বংশোদ্ভব ছিলেন, ইনি নিজের পিতার পূর্ব্বে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বয়সে তাঁহার পিতা অপেক্ষা ১১ কিম্বা ১২ অথবা ১৩ বৎসর ছোট ছিলেন। তিনি বড় আবেদ, আলেম, পরহেজগার ছিলেন, ছাহাবির পুত্র ছাহাবি ছিলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হজরতের হাদিছ ও এলম শিক্ষা করিয়াছিলেন। ছহিহ বোখারিতে আছে, আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ বেনে আমর ব্যতীত আমা আপক্ষা সমাধিক হজরতের হাদিছ ও রেওয়াএতকারী কেহ নাই। কেননা তিনি হাদিছ লিখিতেন, আর আমি উহা লিখিতাম না। আবদুল্লাহ বেনেআমর হইতে কেবল ৭শত হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে।

তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হাদিছ তত্ববিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার রেওয়াএত কম হওয়ার কারণ এই যে, তিনি মিসরে থাকিতেন, তথায় মোহাদ্দেছগণের যাতায়াত কম হইত, পক্ষান্তরে আবু হোরায়রা মদিনা থাকিতেন, তথায় চারি দিক হইতে মুছলমানেরা উপস্থিত হইতেন। তিনি নিজের পিতার সহিত শামদেশের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে নিজের পিতার পতাকাধারি ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কত হিজরীতে কোথায় এন্তেকাল করিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, ৬৩ হিজরীতে, কেহ বলেন, ৬৫ হিজরীতে মিসরে, কেহ বলেন, ৬৭ হিঃ মক্কাতে, কেহ বলেন, ৫৫ হিঃ তায়েফে, কেহ বলেন, ৬৮ হিঃ কেহ বলেন, ৬৫ হিঃতে পেলেষ্টাইনে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর ছিল। তাহঃ ১/২৮/১৮২, মেরকাত, ১/৬৩,আশেঃ ১/৪৯/৫০।

৫। আনাছ (রাঃ) র বর্ণনা-নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ ইমানদার হইতে পারিবে না—যতক্ষণ (না) আমি তাহার নিকট তাহার পিতা,তাহার পুত্র ও সমস্ত লোক অপেক্ষা সমধিক প্রীতিভাজন হই। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

মহব্বত (মায়া মমতা) দুই প্রকার আছে, প্রথম প্রাকৃতিক মহব্বত, যেরূপ লোকে সন্তান সন্ততির প্রতি মায়া মমতা করিয়া থাকে, ইহা মনুষ্যের ক্ষমতার বাহিরে, প্রকৃতির আকর্ষণে অনিচ্ছার মানুষ ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এস্থলে এই মায়া মমতা আলোচ্য বিষয় নহে। এস্থলে জ্ঞান প্রসূত মমতা হাদিছের লক্ষ্যস্থল হইবে, উহার মর্ম্ম এই যে, মনুষ্যের অন্তর একটি বিষয় ভাল বাসে না, কিন্তু বিবেক বুদ্ধির আকর্ষনে নিজেকে উহার দিকে লইয়া যায়, যথা—পীড়িত ব্যক্তির মন কটু ঔষধ সেবন করা পছন্দ করে না, কিন্তু জ্ঞান তাহাকে উহা সেবন করিতে উদ্বুদ্ধ করে, যেহেতু সে জানে যে, ইহাতে পীড়ার উপশম হইবে।

এইরূপ যদি নবি (ছাঃ) আদেশ করেন যে, কাফের পিতামাতা ও সন্তান সন্ততিতে হত্যা করিতে হইবে এবং কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শহিদ হইতে হইবে, ইহা প্রকৃতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই আদেশ পালন করিতে হইবে। এইরূপ যদি পিতামাতা সন্তান সন্ততি তাহাকে কোন কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু নবী (ছাঃ) উহা নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে হজরতের আদেশ পালন করিবে। কেননা

সে জানে যে, হজরতের আদেশ পালন করিলে, মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। মূল কথা, নবি (ছাঃ)-এর সন্তোষলাভ সমস্ত লোকের সন্তোষলাভ ও স্বার্থ সিদ্ধি অপেক্ষা অগ্রগণ্য ধারণা করিবে। যখন হজরত নবি (ছাঃ)-এর মহব্বত অন্যান্য সমস্ত লোকের মহব্বত অপেক্ষা প্রবল হইবে, সেই সময় সেই ব্যক্তি খাঁটি ইমনদার হইবে। কাজি বলিয়াছেন, যখন কেহ হজরতের ছুন্নতের সহায়তা করে, তাঁহার শরিয়তের উপর বিপক্ষদের আক্রমণকে প্রতিহত করিতে থাকে এবং অন্তরের অন্তস্থল হইতে কামনা করে যে, যদি তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিতাম, তবে মোবারক কদমে নিজের প্রাণ ও অর্থরাশি বিলাইয়া দিতাম, তা' হইলে সেই ব্যক্তি হজরতের মহব্বত অর্জ্জন করিয়াছে জানিতে হইবে। হাদিছ শরিফে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) ওমার (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার অবস্থা কি? তুমি কি কেবল আমাকে ভালবাস, না অন্যান্য বিষয়কে ভালবাসিতে আমার সহিত শরিক করিয়া থাক? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যেরূপ আপনাকে ভালবাসি, সেইরূপ নিজের প্রাণ, সন্তান সন্ততি ও অর্থ সম্পদকে ভালবাসি। তখন নবি (ছাঃ) হজরত ওমারের বক্ষঃদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া আত্মিক ফয়েজ নিক্ষেপ করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তোমার অবস্থা কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, পরিজন ও অর্থ সম্পদের মমতা রহিত হইয়া গিয়াছে, কেবল নিজের প্রাণের মমতা বা[illegible] রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার তিনি হজরত ওমারের বক্ষঃদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া জিজ্ঞা[illegible] করিলেন, এইবার তোমার অবস্থা কি? ইহাতে তিনি বলিলেন, আপনার মহব্ব[illegible] ব্যতীত আমার অন্তরে আর কিছুই মহব্বত বাকি নাই। তখন হজরত বলিলেন, হে ওমার, তোমার ইমান পূর্ণ হইয়াছে। এই হাদিছের রাবি হজরত আনাছ, ইহার পিতার নাম মালেক, দাদার নাম নাজার, পরদাদার নাম জামজাম, ইনি মদিনা শরিফের খাজরাজ বংশীয় আনছারি ছিলেন। হজরত তাঁহার কুনইয়াতি নাম 'আবু হামজা' রাখিয়াছিলেন, ইনি আট কিম্বা নয় বৎসর বয়সে হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া দশ বৎসর যাবৎ তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর দোওয়ার জন্য ছাহাবাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, হজরত (ছাঃ) তাঁহার মাতা উম্মে ছোলেমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি কিছু খোর্ম্মা ও ঘৃত হজরতের নিকট উপস্থিত করেন। হজরত বলিয়াছিলেন, তোমরা তোমাদের

ঘৃত ও খোর্ম্মাকে পাত্রে রাখিয়া দাও। তৎপরে তিনি গৃহের এক কোণে নফল নামাজ পড়িয়া ওম্মেছোলেমাও তাহার গৃহবাসিদিগের জন্য দোওয়া করেন। তখন উম্মে-ছোলেমা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমার একটু আবদার আছে। হজরত বলিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন,আপনার খাদেম আনাছ। ইহাতে তিনি তাহার দুনইয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের জন্য দোওয়া করেন। তিনি বলেন, হে খোদা, তুমি তাহাকে অর্থ ও সন্তান সন্ততি দান কর, তাহাতে বরকত প্রদান কর। তিনি আনছার সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিক অর্থশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার একটি উদ্যান ছিল, বৎসরে দুইবার ফলকর হইত। উহাতে একটি রায়হান পুষ্পবৃক্ষ ছিল, উহা হইতে মৃগনাভির সুগন্ধ আসিত। এবনো-কোততায়বা বলিয়াছেন, তাঁহার বয়স এক শতের উপর হইয়াছিল, তাঁহার পুরুষ সন্তানগণের সংখ্যা একশত ছিল। তাঁহা হইতে ২২৮টি হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে। তারিখে বোরিতে আছে, যে দিবস তিনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন, সেই দিবস মোখরিক বলিয়াছিল, অর্দ্ধেক এলম বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ৯৩ হিজরীতে বসরাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।— তহজিবোল আছমা, ১/১২৭/১২৮, মেরকাত, ১/৬৪, আশেঃ, ১/৫০/৫১।

৬। অনাছের বর্ণনা ঃ—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় যাহার মধ্যে থাকে, সে ব্যক্তি তদ্দারা ঈমানের মাধুর্য্যলাভ করিয়াছে— প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল তাহার নিকট অন্য সমস্ত বিষয় হইতে সমধিক প্রীতিভাজন হয়। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি কোন লোককে ভালবাসে, কেবল আল্লাহতায়ালার জন্য তাহাকে ভালবাসে, তৃতীয় যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা তাহাকে কোফর হইতে মুক্ত করিবার পরে সে পুনরায় উহাতে প্রবেশ করা এরূপ না পছন্দ করে, যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া না পছন্দ করে। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

আল্লাহতায়ালার জন্য কোন কোন লোককে ভালবাসার অর্থ—টাকা, কড়ি, আত্মীয়তা বা দুনইয়ার কোন লোভ ও স্বার্থের খাতিরে ভালবাসা না হয়, বরং তাহার দীনদারির উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভ হইবে এই ধারণায় তাহাকে ভালবাসা হয়।

যাহাকে আল্লাহ ইছলামে পয়দা করিয়া কোফর হইতে রক্ষা করিয়াছেন,

কিম্বা য়িহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক ইত্যাদি মত হইতে উদ্ধার করিয়া মুছলমানে পরিণত করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি পুনরায় উক্ত কোফরমূলক মত গ্রহণ করা এত অপ্রিয় বোধ করে, যেরূপ তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপ্রিয় বোধ করে।

৭। আব্বাছ বেনে আবদুল-মোত্তালেবের বর্ণনা—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক, ইছলামকে দীন ও মোহাম্মদকে রাছুল রূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।—মোছলেম।

টীকা

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত বিপদের উপর ধৈর্য্য-ধারণ করে তাঁহার নেয়ামতগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাঁহার কাজা ও কদরের (অদৃষ্ট লিপির) উপর রাজি থাকে, শরিয়তের আদেশগুলি পালন করে এবং উহার নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করে, আর নবি (ছাঃ) এর পূর্ণ তাবে'দারি করে, তাঁহার ছুন্নত, রীতি-নীতি চলন চরিত্র অবলম্বন করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ঈমানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে। এই হাদিছের রাবি হজরত আব্বাছ (রাঃ) ইনি আবদুল-মোত্তালেবের পুত্র, হজরত নবি (ছাঃ) এর চাচা, তিনি বয়সে হজরত নবি (ছাঃ) এর দুই কিম্বা তিন বৎসরের জ্যেষ্ঠ। তাঁহার মাতার নাম নোতায়লা, তিনিই প্রথমে কা'বা গৃহকে রেশমীবস্ত্রে আবৃত করিয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, হজরত আব্বাছ (রাঃ) বাল্যকালে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মাতা মানসা করিয়াছিলেন, যদি আমি তাহাকে প্রাপ্ত হই, তবে কা'বা গৃহকে চাদরে আবৃতকরিব। তৎপরে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করেন। হজরত আব্বাছ ইছলামের পূর্ব্বে কোরাএশ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও গৌরাবান্বিত ছিলেন। তাহার উপর মক্কার ঘর সংস্কার করার ও হজ্জ্ব যাত্রীদিগকে পানি দেওয়ার ভার ছিল। তিনি যে সময় পর্ব্বতের ঘাঁটিতে আনছারদল হজরতের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, তখন হজরতের সঙ্গে ছিলেন। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধে মোশরেকদিগের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তিনি বন্দি হন, কিছু টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার পরে তিনি মুছলমান হন। কেহ কেহ বলেন তিনি হেজরতের পূর্ব্বে মুছলমান

হইয়া নিজের ইছলাম গ্রহণকে গোপন রাখিয়াছিলেন, তিনি মক্কা শরীফে থাকিয়া মোশরেকদিগের সংবাদ নবি (ছাঃ) এর নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন এবং যে দুর্ব্বল মুছলমানগণ মক্কা শরিফে থাকিতেন, তাহাদের সহায়তা করিতেন, বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তিনি মদিনা শরিফে গমন করার ইচ্ছা করিলে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আপনার মক্কা শরিফে অবস্থিতি করা ভাল। তিনি নবি (ছাঃ) র সঙ্গে হোনাএন যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যখন লোকেরা পলায়ন করিয়াছিল, তিনি নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে স্থির ভাবে ছিলেন। তখন হজরত (ছাঃ) তাঁহাকে লোকদিগকে প্রর্ত্যাবর্ত্তন করার জন্য ডাকিতে বলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল, তিনি তাহাদিগকে ডাকিলেন তাহারা হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া মোশরেকদিগের উপর আক্রমণ করেন, ইহাতে আল্লাহ শত্রুদিগকে পরাস্ত করেন এবং মুছলমানদিগকে জয়যুক্ত করেন। হজরত (ছাঃ) তাঁহার খুবই সম্মান করিতেন, তিনি কোরাএশদিগের উপকার করিতেন, তিনি বড় জ্ঞানী, দাতা ছিলেন, ৭০টি গোলাম মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার দশটি পুত্র ও তিনটি কন্যা ছিল। তিনি জুমার দিবস মদিনা শরিফে ৮৮ বৎসর বয়সে ১২ই রজবে বা রমজান মাসে ৩৩ কিম্বা ৩৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন, তাঁহার কবর বাকি করবস্থানে প্রসিদ্ধ। তাঁহা কর্ত্তৃক ৩৫টি হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে।

৮। আবু হোরায়ুরার বর্ণনা—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, মোহাম্মদের আত্মা যাঁহার আয়ত্তাধীনে আছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই উম্মতের মধ্যে যে কোন য়িহুদী ও খ্রীষ্টান আমার নবুয়তের কথা শ্রবণ করতঃ মরিয়া যায় এবং আমি যাহার দিক হইতে প্রেরিত হইয়াছি, উহার উপর ইমান না আনে, সে দোজখিদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।— মোছলেম।

টীকা

এই হাদিছে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে হজরতের উম্মত বলা হইয়াছে কেননা যাহারা হজরতের নবুয়তের কথা শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা উম্মতে দাওয়াত বলিয়া কথিত হয়। আর যাহারা তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছেন, তাহারা 'উম্মতে-এজাবাত' বলিয়া অভিহিত হইবে। এস্থলে কেবল য়িহুদী ও খ্রীষ্টান বলিয়া কথা নহে, মুছলমান

ব্যতীত যে কোন সম্প্রদায় হউক—য়িহুদী খ্রীষ্টান হউক, আর পৌত্তলিক, নাস্তিক হউক, হজরতের নবুয়তের কথা অবগত হইয়া তাঁহারা শরিয়তের উপর ইমান না আনিলে, চির দোজখী হইবে।— মেরকাত, ১/৬৭ পৃষ্ঠা।

এই হাদিছে যে আরবি শব্দ আছে, উহার অর্থ ক্ষমতা হইবে, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন যে উহার অর্থ হস্ত লিখিয়াছেন, উহা ভ্রান্তিমূলক অনুবাদ কেননা। ইহাতে নিরাকার খোদাতায়ালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা সপ্রমাণ হয়। মেরকাত, ১/৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯। আবুমুছা-আশয়ারির বর্ণনা ঃ—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে—প্রথম একজন কেতাব ধারি, যে নিজের নবীর উপর ইমান আনিয়াছে এবং (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ)র উপর ইমান আনিয়াছে। দ্বিতীয় একটি ক্রীতদাস যখন সে আল্লাহতায়ালার হক ও নিজের প্রভুদিগের হক আদায় করে। তৃতীয় এক ব্যক্তি যাঁহার নিকট একটি ক্রীতদাসী ছিল, সে তাহার সহিত সঙ্গম করিত, তৎপরে সে তাহাকে আদব শিক্ষা দিল উৎকৃষ্ট আদব শিক্ষা দিল এবং (শরিয়তের মছলা) শিক্ষা দিল এবং উৎকৃষ্ট নীতি শিক্ষা দিল, তৎপরে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহার সহিত নেকাহ করিল। তাহারও দুইটি ছওয়াব হইবে। —বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

শেষ ব্যক্তি তাহাকে মুক্তি করিয়া দেওয়ায় একটি নেকী ও তাহার সহিত নেকাহ করার জন্য দ্বিতীয় নেকী পাইবে। কেহ বলেন তাহাকে আদব ও শরিয়ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি নেকী ও আজাদ করিয়া নেকাহ করার জন্য দ্বিতীয় নেকী পাইবে।

হজরত আবুমুছা আশয়ারির নাম আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতার নাম কয়েছ, ইহার মাতার নাম তাইয়েবা, আহাবের কন্যা। তিনি মুছলমান হইয়া মদিনা শরীফে এন্তেকাল করেন। হজরত আবু মুছা, নবি (ছাঃ) এর হেজরতের পূর্বে মক্কা শরিফে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মুসলমান হন। ইনি তিনবার হেজরত করিয়াছিলেন, প্রথম ইমন হইতে মক্কা শরীফে মক্কা হইতে হাবশা এবং তৃতীয়বারে হাবশা হইতে

মদিনা শরিফে হেজরত করেন। নবি (ছাঃ) তাঁহাকে জোবাএদ, আদন ও ইমনের সাগর উপকূলে আমেল নিয়োজিত করিয়াছিলেন। হজরত ওমার বেনেল-খাত্তাব (রাঃ) তাঁহাকে কুফা ও বাসরাতে আমেল নিয়োজিত করেন। তাঁহা কর্ত্তৃক ৩৬০টি হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে। তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ৫০ কিম্বা ৫১, বা ৫২, অথবা ৪৪ হিজরিতে মক্কা কিম্বা কুফাতে এন্তেকাল করেন।

১০। ওমারের পুত্রের বর্ণনা ঃ—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন "আমি লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি— যতক্ষণ (না) তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য নাই এবং নিশ্চয় মোহম্মদ (ছাঃ) আল্লাহতায়ালার প্রেরিত এবং সুন্দর ভাবে নামাজ সম্পাদন করে এবং জাকাত প্রদান করে। যখন তাহারা এই কার্য্য করে, তখন ইছলামের হক ব্যতীত তাহারা আমা হইতে নিজেদের রক্ত ও অর্থ সম্পদ রক্ষা করিতে পারিবে। আর তাহাদের হিসাব আল্লাহ তায়ালার নিকট। বোখারি ও মোছলেম, কিন্তু মোছলেম 'ইছলামের হক ব্যতীত" এই শব্দগুলি বর্ণনা করেন নাই।

টীকা

শরিয়তের পাঁচটি রোকন যে কোন সম্প্রদায় সম্পাদন না করে, তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করা খোদার আদেশ, এস্থলে কেবল তিনটি রোকনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, রোজা ও হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয় নাই, কেননা সেই মময় উক্ত বিষয়দ্বয় ফরজ হইয়াছিল না। হাদিছের অর্থ—যতক্ষণ তাহারা মুছলমান না হয়, কেননা ছহিহ বোখারির রেওয়াএতে আছে, যতক্ষণ (না) তাহারা কলেমা তাইয়েবা পড়ে, আমার উপর এবং আমার শরিয়তের উপর ঈমান আনে। অধিকাংশ টীকাকার বলেন, ইহা কেবল মোরশেকদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, নাছায়ির রেওয়াএতে 'মোশরেকগণ' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। আসলে-কেতাব সম্বন্ধে ইহা কথিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, মুছলমান ব্যতীত সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ইহা কথিত হইয়াছে। বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, যদি মুছলমান আজান, খৎনা ইত্যাদি ইছলামের চিহ্নমূলক কোন ছুন্নত ত্যাগ করে এবং উহার উপর হঠকারিতা প্রকাশ করে, তবে

জামানার খলিফা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন। যাহারা মুছলমান হইবে, তাহাদের প্রাণ ও অর্থ সম্পদ নিরাপদে থাকিবে, কিন্তু যদি কেন ব্যভিচার, মদপান ও মানুষ হত্যা করে, তবে উহার হদ (নির্দ্দিষ্ট শাস্তি) ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ যদি কাহারও অর্থ কাড়িয়া লইয়া থাকে, তবে উহা তাহার নিকট লইয়া হকদারকে দেওয়া হইবে।

এবনো-হাজার বলেন, অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, অন্যান্য সম্প্রদায় চারিটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিলে, যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে—প্রথম ইছলাম স্বীকার করা, দ্বিতীয় 'জিজইয়া' কর দেওয়া, তৃতীয় আশ্রয় গ্রহণ করা, চতুর্থ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। ইহার কোন একটি স্বীকার না করিলে, তাহাদের সহিত হজরতের যুদ্ধ করার আদেশ হইয়াছিল। যদি কেহ প্রকাশ্যভাবে ইছলাম গ্রহণ করে কিন্তু অন্তরে কাফেরি মত ধারন করে, তবে মুছলমানগণ ইছলামের হুকুম তাহার উপর জারি করিবেন এবং তাহার প্রাণ ও অর্থ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন কিন্তু পরকালে খোদার নিকট তাহার কোফরের বিচার গ্রহণ করা হইবে। —মেরকাত, ১/৭০/৭১।

১১। আব্বাছের বর্ণনা ঃ—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমাদের নামাজের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলার (কা'বা শরিফের) দিকে মুক করে এবং আমাদের জবহ করা পশু ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি এইরূপ মুছলমান যে, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার জেম্মাদারি ও তাঁহার রাছুলের জেম্মাদারি রহিয়াছে, কাজেই তোমরা আল্লাহতায়ালার জেম্মাদারিতে তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিওনা।" —বোখারি।

টীকা

নামাজ পড়া, কা'বা গৃহকে কেবলা করা এবং মুছলমানদিগের জবহ করা বস্তু ভক্ষণ করা মুছলমানির চিহ্ন, ইহা কোন সম্প্রদায় করে না, যে ব্যক্তি এই কার্য্যগুলি করিবে, সে ব্যক্তি মুছলমান, সে আল্লাহ ও রছুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রাণ, অর্থ ও সম্ভ্রম রক্ষা করা খোদা ও রাছুলের আশ্রিত ব্যক্তির প্রাণ, অর্থ সম্পদ ও সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি নষ্ট করিওনা।—মেরকাত, ১/৭২, আশেঃ, ১/৫৪।

১২। আবু হোরায়রার বর্ণনা ঃ—

একজন প্রান্তরবাসি (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি আমাকে এরূপ একটি কার্য্য প্রদর্শন করুন যে, যদি আমি উহার অনুষ্ঠান করি, তবে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। হজরত বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার এবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের অংশী স্থাপন করিওনা, ফরজ নামাজ সুসম্পন্ন করিবে, ফরজ জাকাত আদায় করিবে এবং রোমজান মাসের রোজা করিবে। সে ব্যক্তি বলিল যে, যে খোদার আয়ত্ত্বাধীনে প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার উপর কিছু বৃদ্ধি করিব না এবং ইহা অপেক্ষা কিছু কম করিব না। যখন যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়া চলিয়া যায়, তখন হজরত বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি একজন বেহেশতী লোককে দেখিতে আগ্রহান্বিত হয়, সে যেন এই লোকটির দিকে দৃষ্টিপাদ করে।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

শেরেক করার অর্থ প্রতিমা-পূজা হইতে পারে, আর অস্পষ্ট শেরেক রিয়াকারি হইতে পারে। এস্থলে হজ্জ, ছুন্নত ও নফলের কথা উল্লিখিত হয় নাই, যেহেতু সেই সময় উল্লিখিত বিষয়গুলি করার ব্যবস্থা নাজেল হইয়া ছিল না।

—মেরকার ১/৭২/৭৩।

১৩। ছুফ্ইয়ান বেনে-আবদুল্লাহ ছাকাফির বর্ণনা ঃ—

আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আমাকে ইছলাম সম্বন্ধে এরূপ কথা বলুন যে, যেন আপনার পরে (অন্য রেওয়াএতে আপনা ব্যতীত) কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করিতে হয়। হজরত বলিলেন, তুমি বল, আমি আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনিলাম, তৎপরে তুমি স্থির প্রতিজ্ঞ থাক। —মোছলেম।

টীকা

এস্তেকামাত শব্দের অর্থ —আদিষ্ট বিষয়গুলি পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করা, ইহাতে অন্তর ও শরীরের আমল—ঈমান, ইছলাম ও এহছান সমস্তই আসিয়া গেল, কেননা কোন প্রকার বক্রতা থাকিতে এস্তেকামাত লাভ

হইতে পারে না। ছফিগণ বলিয়াছেন, সহস্র কারামত অপেক্ষা এস্তেকামাত উৎকৃষ্ট। আর ইহাও সম্ভব যে, খোদার উপর ঈমান আনার অর্থ সমস্ত এবাদত আদায় করা ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করা, আর উহার উপর এস্তেকামাত কর, ইহার অর্থ উক্ত উভয় বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ থাক।

এস্তেকামাত (স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা) যে অতি গুরুতর বিষয়, এইহেতু হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, ছুরাহুদ আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, কেননা উহাতে নাজেল হইয়াছে, فاستقم كما امرت তুমি স্থির প্রতিজ্ঞ থাক যেরূপ তুমি আদিষ্ট হইয়াছ। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, সমস্ত কোরআনের মধ্যে নবি (ছাঃ)-এর উপর এই আয়ত অপেক্ষা সমধিক কঠিন কোন আয়ত নাজেল হয় নাই। ফখরদ্দিন রাজি বলিয়াছেন, এস্তেকামাত অতি কঠিন বিষয়, কেননা ইহাতে আকায়েদ, আমল ও চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক পথে চলা বুঝা যায়। এমাম গাজ্জালী বলিয়াছেন, দোজখের পোল-ছেরাতের উপর চলা যেরূপ কঠিন, দুনইয়াতে ঠিক সোজা পথে চলা সেইরূপ কঠিন, উভয়টি কেশ অপেক্ষা সমধিক সূক্ষ্ম ও তরবারি অপেক্ষা ধারাল।

এই পথে চলা যে কঠিন তাহা এই হাদিছে বুঝা যায়;—

"তোমরা সোজা পথে চল, কখন তোমরা ঠিক সোজা পথে চলিতে পারিবেনা, কিন্তু এবাদত করিতে খুব চেষ্টা-চরিত কর।" ঠিক কথা, যাহা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না, তাহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা উচিত নহে। ইহাতে ইঙ্গিতকরা হইয়াছে যে, কেহ যেন এই এস্তেকামাত কার্য্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে ধারণা না করে এবং ইহা ধারণা না করে যে, নফছে-লাওয়ামার স্বভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, ইহাতে সে গরিমা ও প্রতারণায় নিক্ষিপ্ত হইবে— যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। কেহ কেহ বলেন, এস্তেকামাতের অর্থ—মৃত্যু অবধি সমস্ত সময় পর্য্যন্ত হাল ও মাকামগুলির উপর অচল অটল অবস্থায় থাকা। মনুষ্যের সর্ব্বদা এবাদতে নিমগ্ন থাকার শক্তি না থাকার কারণ এই যে, মনুষ্যের মৃত্তিকা ভুল ভ্রান্তির পানির দ্বারা খামির করা হইয়াছিল—যাহা হইতে গোনাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইহেতু হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের সকলেই গোনাহগার, গোনাহগারদিগের মধ্যে তওবাকারিগণই উত্তম। বিচক্ষণগণ বলেন, ছায়েরএলাল্লাহ সম্বন্ধে মতিস্থির রাখাকে এস্তেকামাত বলা হয়। নবিগণের মধ্যে এস্তেকামাত ইহা অপেক্ষা সমধিক উন্নত,

উহা ছায়ের লিল্লাহ সম্বন্ধে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা।

এই হাদিছের রাবি ছুফইয়ান, তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ, দাদার নাম রবিয়া, ইনি তায়েফের বাশেন্দা, ছোকাএফ বংশধর ও একজন ছাহাবা ছিলেন, হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহাকে তায়েফের আমেল নিয়োজিত করিয়াছিলেন।—মেরকাত, ১/৭৩/৭৪

১৪। তালহা বেনে ওবায়দুল্লাহ্র বর্ণনা ঃ—

"একজন নজদবাসি লোক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-র নিকট উপস্থিত হইল, তাহার মস্তকের কেশ এলোথেলো ছিল, আমরা তাহার মৃদু শব্দ শুনিতেছিলাম এবং সে ব্যক্তি কি বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এমনকি সে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল, পরে হঠাৎ সে ইছলাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, ইহাতে হজরত বলিলেন, রাত্র দিবস পাঁচবার নামাজ। পরে সে ব্যক্তি বলিল, আমার উপর এই পাঞ্জোগানা নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ আছে কিনা? হজরত বলিলেন না, কিন্তু যদি নফল পড়। হজরত বলিলেন, (দ্বিতীয়) রমজান মাসের রোজা রাখা। ইহাতে সে বলিল আমার উপর ইহা ব্যতীত অন্য রোজা আছে কি? হজরত বলিলেন, না কিন্তু যদি তুমি নফল রোজা কর। হজরত বলিলেন, (তৃতীয়) জাকাত দেওয়া। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল, আমার উপর ইহা ব্যতীত অন্য খয়রাত আছে কি? হজরত বলিলেন, না কিন্তু যদি তুমি নফল ছদকা কর। তালহা বলেন, সে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া ইহা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, খোদার শপথ, আমি ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত করিব না এবং কম করিব না। ইহাতে হজরত বলিলেন, যদি এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় মুক্তির অধিকারী হইয়াছে।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

সেই সময় বেতের ও ঈদ ফরজ ওয়াজেব হইয়াছিল না, এইহেতু উক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয় নাই। নজ্দ তেহামা হইতে এরাক দেশ পর্য্যন্তকে বলা হয়। উহার আভিধানিক অর্থ উচ্চ ভূমি।

হজরত তালহা একজন ছাহাবা, তাঁহার পিতার নাম ওবায়দুল্লাহ, ইনি কোরএশ সম্প্রদায়ের তমিমি বংশধর ছিলেন, ইনি হজরত আবুবকরের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হজরত যে দশজন ছাহাবার বেহেশতী হওয়ার সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম, যে আট জন মুছলমান সর্ব্বপ্রথমে মুছলমান হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যে পাঁচ জন লোক হজরত আবুবকরের হস্তে মুছলমান হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। যে ছয়জন পরামর্শ কমিটির সভ্যের উপর হজরত নবি (ছাঃ)সন্তুষ্ট থাকিয়া এন্তেকাল করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি প্রথম মোহাজের দলের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করেন নাই, কিন্তু হজরত তাঁহাকে উহার অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ওহোদ ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য জেহাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) যখন ওহোদের কথা বর্ণনা করিতেন, তখন বলিতেন, এই যুদ্ধের সমস্ত বীরত্ব তালহার ছিল। তালহা ওহোদের যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে অচল ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, একটি তীর হজরতের লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হইয়াছিল, তালহা নিজের হস্ত দ্বারা উহা রোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার হস্ত অবশ হইয়া গিয়াছিল, তখন হজরত বলিয়াছিলেন, তালহার জন্য বেহেশত ওয়াজেব হইয়াছে। তাঁহার শরীরে ২৪টি জখম হইয়াছিল। তাঁহা হইতে ৩৮টি হাদিছ রেওয়াএত করা হইয়াছে। তিনি ৩৬ হিজরীতে জামাদিওল আউওয়ালের দশই তারিখে 'জোমাল' যুদ্ধের দিবস শহীদ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর ছিল। কেহ কেহ ৫৮, ৬২ কিম্বা ৬০ বৎসর বলিয়াছেন। তাঁহার কবর বাসরাতে আছে। এবনো-কোতায়বা মায়ারেফে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে প্রথমে কান্তারা নামক পল্লীতে দফন করা হইয়াছিল, তাঁহার ত্রিশ বৎসর দফনের পরে তাঁহার ভগ্নী হজরত আএশা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পান, ইহাতে তিনি মৃত্তিকা হইতে পানি বাহির হওয়ার অনুযোগ করেন এবং তাঁহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করার আদেশ করেন, তাঁহার তাজা লাশ বাহির করা হয়, কেবল তাঁহার যে পার্শ্বটি মৃত্তিকার সংলগ্ন ছিল, উহা পানির জন্য সবুজ হইয়াগিয়াছিল। তৎপরে বাসরাতে তাঁহাকে দফন করা হয়।— তহজিঃ, ১/২৫/২৫২, আশেঃ ৫৫, মাজাহেরে-হক, ১/২৭।

১৫। এবনো-আব্বাছের বর্ণনা ঃ—

"নিশ্চয় আবদুল কয়েছ সম্প্রদায়ের দূতেরা যে সময় নবি (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত

হইয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, কোন্ সম্প্রদায়? কিম্বা কোন্ দূত দল? তাহারা বলিয়াছিলেন, 'রবিয়া' সম্প্রদায়। হজরত বলিলেন, সম্প্রদায়ের বা দূত সকলের শুভ আগমন হইয়াছে, তাহারা লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইবে না। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমরা নিষিদ্ধ মাস সমূহে ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারি না, আমাদের ও আপনাদের মধ্যে এই কাফের মোজার সম্প্রদায় অন্তরায় রহিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে সত্য মিথ্যা নির্ণয়কারী বিষয়ের আদেশ প্রদান করুন যাহা আমরা, যাহারা আমাদের পশ্চাতে আছেন তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা বেহেশতে দাখিল হইতে পারি। আর তাহারা তাঁহার নিকট সুরার পাত্র সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হজরত তাহাদিগকে চারিটী বিষয়ের আদেশ করিলেন এবং চারটি বিষয় নিষেধ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনিতে হুকুম করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা জান কি, অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার অর্থ কি? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, ইহার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহতায়ালার রাছুল। আর নামাজ সুসম্পন্ন করিতে, জাকাত প্রদান করিতে ও রমজানের রোজ করিতে আদেশ দিলেন এবং তোমরা বৃদ্ধ লুণ্ঠিত সামগ্রীক এক পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে। আরও হজরত তাহাদিগকে চারিটি পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন, (১) সবুজ রঙ্গের সোরাহি বিশেষ, (২) লাউখোল, (৩) খোদিত বৃক্ষ মূল পাত্র, (৪) পিচ জড়িত পাত্র। আর তিনি বলিলেন, তোমরা এই বিষয়গুলি স্মরণ কর এবং তোমাদের পশ্চাতে যাহারা আছেন, তাহাদিগকে জ্ঞাপন কর। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম। হাদিছের শব্দগুলি বোখারির।

টীকা

নিষিদ্ধ মাসগুলির অর্থ জোল-কা'দা, জোল-হাজ্জ, মোহার্রাম ও রজব এই চারি মাস। আরবেরা উক্ত চারি মাসে পরস্পরে যুদ্ধ করিতেন না, এই মাসগুলির সম্মান করা উদ্দেশ্যে তাহারা তৎসমস্তের মধ্যে যুদ্ধ করা হারাম জানিতেন। যাহারা সেই সময়ে মুছলমান হইতেন, বিদেশ যাত্রাকালে শত্রুদের অত্যাচারের ভয় করিতেন,

কিন্তু উক্ত চারি মাসে তাহারা নিরাপদে ও নির্ভীকভাবে বিদেশ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এইহেতু আবদুল কয়েছের সম্প্রদায়ের দূতেরা বলিয়াছিলেন যে, আমরা এই চারিমাস ব্যতীত অন্য সময়ে মোজার সম্প্রদায়ের কাফেরদিগের অত্যাচারের ভয়ে মদিনা শরিফে আগমণ করিতে অক্ষম, এইহেতু এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছি, সকল সময়ে আবশ্যক মত এই স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইবে না।

হজরত (ছাঃ) তাহাদিগকে চারিটি কার্য্যের আদেশ করিয়াছিলেন, প্রথম অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনা, হজরত (ছাঃ) ঈমানের অর্থ— "আল্লাহতায়ালার একত্ববাদ (আহাদানিএত) ও মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রেরিতত্বের (রেছালাতের) সাক্ষ্য প্রদান করা" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নামাজ পাঠ করা। তৃতীয় জাকাত, প্রদান করা, চতুর্থ রমজান মাসের রোজা করা। হজরত (ছাঃ) উল্লিখিত চারিটি বিষয়ের আদেশ করিয়া পঞ্চম একটি বিষয়ের বর্ণনা অতিরিক্ত ভাবে করিয়াছেন, উহা যুদ্ধে লুণ্ঠিত বিষয়ের এক পঞ্চমাংশ বয়তুল-মাল ফাণ্ডে প্রদান করা। এই বর্ণনা করার কারণ এই যে, তাহারা মোজার সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হজরত যে চারিটি বিষয়ের আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নামাজ পাঠ, জাকাত প্রদান, রমজানের রোজা ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ প্রদান, তিনি এস্থলে বরকতের জন্য ঈমানের কথা অতিরিক্ত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা তাহারা ঈমানদার ছিলেন। হজরত (ছাঃ) চারিটি পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেহেতু মদ্যপায়িরা এই পাত্রগুলিকে মদের পাত্র রূপে ব্যবহার করিত, মুছলমানগণ তৎসমুদয় ব্যবহার করিলে, তাহাদের সমভাবাপন্ন হইতে হয়, এইহেতু উহা বর্জ্জন করিতে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কিম্বা উক্ত পাত্রগুলিতে খোর্ম্মা ভিজাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কেননা এই পাত্রগুলিতে ভিজান বস্তু সত্বরই ঝাঁজ যুক্ত ও নেশাকর হইয়া থাকে, এইহেতু হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তোমরা মশকে খোর্ম্মা ভিজাইয়া রাখ, যেহেতু উহাতে ঝাঁজ ও নেশা দেরীতে এবং অল্পই হইয়া থাকে।

অধিকাংশ বিদ্যান বলিয়াছেন, ইহা প্রথম মদ হারাম হওয়া কালের ব্যবস্থা ছিল, যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম বলবৎ হইয়া উহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন এই হুকুম মনছুখ হইয়া যায়।

এই হাদিছের রাবি আবদুল্লাহ, ইনি হজরত আব্বাছ (রাঃ)-এর পুত্র, হজরত নবি (ছাঃ) এর চাচাত ভাই, তাঁহার মাতার নাম লোবাবা ছিল, ইনি হারছের কন্যা ও নবি (ছাঃ)-এর স্ত্রী ময়মুনা (রাঃ)র ভগ্নি ছিলেন। তিনি হেজরতের তিন বৎসর পূর্ব্বে পয়দা হন এবং নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের সময় ১৩ কিম্বা ১৫ বৎসর বয়সের ছিলেন এবং এই উম্মতের বিবেচক আলেম ছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহার হেকমত, ফেক্‌হ ও কোরানের অর্থ জ্ঞান লাভের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি দুইবার হজরত জিবরাইল (আঃ) কে দেখিয়াছিলেন। হজরত ওমার (রাঃ) বড় বড় ছাহাবাগণের মধ্যে তাঁহাকে নিকটে স্থান দিতেন এবং তাঁহার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন।

তিনি সমধিক সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট, সমধিক শুদ্ধ ভাষাভাষি, সমধিক প্রবীণ আলেম ছিলেন, তরজামানোল-কোরান ও সুলতানোল-মোফাছ্‌ছেরিন তাঁহার উপাধি ছিল, তিনি হজরত আলি বেনে আবিতালেবের শিষ্য ছিলেন, বুদ্ধিমান ধৈর্য্যধারী, ক্রোধ সম্বরণকারি লম্বা দেহধারী, স্থুলাকার, শ্বেত লোহিত বর্ণধারী, সুন্দর মুখশ্রী বিশিষ্ট ও বহু এলমধারি ছিলেন, শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি হজরত এবনে মছউদের পরে ৩৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, সমস্ত অঞ্চল হইতে লোকেরা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আগমণ করিতেন। হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহার সম্মান করিতেন, তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিতেন, অল্প বয়স্ক হইলেও তাঁহাকে অগ্রগণ্য স্থির করিতেন, লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ফৎওয়া বিশ্বাসযোগ্য ধারণা করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ চারিজন আবদুল্লাহ নামীয় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন। যে ছয়জন হজরত নবি (ছাঃ)-এর বেশী হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন। এমাম আহমদ বেনে হাম্বল বলিয়াছেন, আবু হোরায়রা এবনো-ওমার, জাবের, এবনো-আব্বাছ, আনাছ ও আএশা (রাঃ) এই ছয় জন ছাহাবা অধিক সংখ্যক হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন এবং দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। ছাহাবাগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক ফৎওয়া তাঁহা কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। আলি বেনেল মদিনি বলিয়াছেন ছাহাবাগণের মধ্যে এবনো মছউদ, জয়েদ বেনে ছাবেত ও এবনো-আব্বাছ এই তিনজন ছাহাবার বহু শিষ্য ছিল, তাহারা উক্ত শিক্ষকগণের ফেক্‌হ সংক্রান্ত ফৎওয়া প্রচার করিতেন। ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, তিনজন লোক অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবনো-আব্বাছ

তাঁহার সময়ে, শা'বি তাঁহার সময়ে এবং ছুফইয়ান ছওরি তাঁহার সময়ে। তাঁহা কর্ত্তৃক হজরত নবি (ছাঃ) এর ১৬৮০টি হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ৭১ বৎসর বয়সে ৬৮ হিজরীতে তায়েফে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। মোহম্মদ বে নল হানফিয়া তাঁহার জানাজা পড়িয়া বলিয়াছিলেন, এই উম্মতের প্রবীণ আলেম ইহজগত ত্যাগ করিলেন। ময়মুন বেনে মোহরান বলিয়াছেন, আমি এবনো-আব্বাছের জানাজাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, যখন জানাজা পাঠের জন্য তাঁহাকে রাখা হয়, তখন শ্বেত বর্ণের একটি পক্ষী তাঁহার কাফনে পতিত হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করে, পরে চেষ্টা করিয়া উহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। যখন তাহাকে দফন করা হয়, একজন অদৃশ্য লোকের রসনাতে এই আয়াত শুনিলাম;—

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي *

তাঁহার দাড়ীতে জরদ রংএর খেজাব দেওয়া ছিল। যে সময় হজরত ওছমান (রাঃ) অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় তিনি লোকদিগকে লইয়া হজ্জ করিয়াছিলেন, অতিরিক্ত ক্রন্দনের জন্য তাঁহার দুই চেহরাতে অশ্রুর চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল। হজরত আলি (রাঃ) তাঁহাকে বাসরাতে কর্ম্মচারি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তিনি হজরত আলি (রাঃ)র নিহত হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করতঃ হেজাজের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর হাদিছ ও আবুবকর, ওমার এবং ওছমানের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমধিক আলেম, ফেকহ তত্ত্বে সমধিক বিজ্ঞ, কোরআনের তফছির, আরবি সাহিত্য, কবিতা, অঙ্ক শাস্ত্র ও ফারাএজ সম্বন্ধে সমধিক পারদর্শী ছিলেন। তিনি এক দিবস ফেকহ, অন্য দিবস কোরআনের তফছির, এক দিবস যুদ্ধ তত্ত্ব, এক দিবস কবিতা এবং অন্য দিবস আরবদিগের ইতিহাস শিক্ষা দিতে বসিতেন। যে কোন আলেম তাঁহার নিকট বসিতেন, তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া পড়িতেন। যে কোন প্রশ্নকারি তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিত, তাঁহার নিকট উহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইত। ছহিহ বোখারিতে আছে হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে নিজের বক্ষঃস্থলের সহিত মিলাইয়া লইয়া দোওয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাহাকে কোরআনের এলম, হেকমত শিক্ষা প্রদান কর এবং তাহাকে ফকিহ কর। বহু ছাহাবা ও তাবেয়ি তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত

করিয়াছেন। তহজিবোল-আছমা, ১/২৭৪ —২২৬; মেরকাত, ১/৭৬—৭৯। আঃ, ১/৫৬—৫৮।

১৬। ওবাদা বেনে-ছামেতের বর্ণনা ঃ—

নবি (ছাঃ) এর চারিদিকে তাঁহার একদল ছাহাবা ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা এই শর্ত্তে আমার নিকট বয়য়ত কর যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার সহিত কোন বিষয়ের অংশী স্থাপন করিবে না, চুরি করিবেনা, ব্যাভিচার করিবেনা, নিজেদের সন্তান সন্ততিদিগকে হত্যা করিবেনা, নিজেদের পক্ষ হইতে মিথ্যা অপবাদ রচনা করিবেনা এবং শরিয়ত সঙ্গত কার্য্যে বিরুদ্ধাচরণ করিবেনা। তৎপরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তাহার বিনিময় আল্লাহতায়ালার নিকট আছে। আর যে ব্যক্তি তৎসমস্ত হইতে কোন কার্য্যে লিপ্ত হয়, পরে দুনিয়াতে উহার শাস্তি প্রাপ্ত হয়, উহা তাহার পক্ষে কাফ্‌ফারা হইঁবে। আর যে ব্যক্তি তন্মধ্য হইতে কোন কার্য্যে লিপ্ত হয়, তৎপরে আল্লাহ তাহার পক্ষে উহা ঢাকিয়া রাখেন, তাহার ব্যাপার আল্লাহতায়ালার উপর ন্যস্ত থাকে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। ইহাতে আমরা এই শর্ত্তে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলাম। —বোখারি ও মোছলেম।

কোরান শরিফের ছুরা মোমতাহেনার আয়াতে আল্লাহতায়ালা হজরত নবি (ছাঃ) কে যে যে শর্তে স্ত্রীলোকদিগকে বয়য়ত গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এস্থলে তিনি পুরুষ ছাহাবাগণকে সেই সেই শর্ত্তে বয়য়ত করিয়াছিলেন, ছুরা ফৎহের আয়াতে পুরুষদিগকে হাতে হাত রাখিয়া বয়য়ত গ্রহণ করার কথা বুঝা যায়। ছহিহ বোখারি ও নাছায়ির হাদিছে আছে হজরত নবি (ছাঃ) স্ত্রীলোকদিগকে মৌখিক বয়য়ত গ্রহণ করিতেন, তিনি কখনও স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়া বয়যত করিতেন না। শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল-জমিলে লিখিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা কাপড়ের এক পার্শ্ব ধরিবে এবং বয়য়তের পীর অন্য পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া বয়য়ত গ্রহণ করিবেন। মশহুর হাদিছ গুলি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নবি (ছাঃ) কখন হেজরত ও জেহাদের জন্য, কখন ইছলামের আরকান সুসম্পন্ন করার জন্য কখন রণক্ষেত্রে স্থির ও অচল থাকার জন্য এবং কখনও ছুন্নত দৃঢ়রূপে ধারণ করার, বেদয়াত বর্জ্জন করার এবং এবাদত গুলির উপর আগ্রহান্বিত থাকার

জন্য বয়য়ত গ্রহণ করিতেন।

মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন ছাহেব বয়য়তে-শরিয়ত, বয়য়তে-তরিকত বয়য়তে-মা'রেফাত ও বয়য়তে-হকিকত এই চারি প্রকার বয়য়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত (ছাঃ) যে কয়েকটি শর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সন্তান হত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, আরবেরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করিত, বা অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ দিলে, কলঙ্ক ও দুর্ণাম হইবে ধারণায় কন্যাদিগকে প্রোথিত করিয়া ফেলিত। এস্থলে উহা নিষেধ করা হইয়াছে।

উক্ত শর্তগুলির মধ্যে একটি এই যে, নিজেদের পক্ষ হইতে গড়িয়া পিটিয়া কাহারও উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিও না, এস্থলে হাত পা বলিয়া জাত ও সমস্ত শরীর মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, যেহেতু অধিকাংশ কার্য্য হস্ত ও পদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হাত ও পায়ের দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত শরীর দ্বারা কাহারও মিথ্যা অপবাদ রটাইও না। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, কাহারও সাক্ষাতে তাহার দুর্ণাম করিও না, ইহাতে পরস্পরে কলহ ফাছাদ ঘটিতে পারে। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, বাতীল ধারণা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও অপবাদ করিও না। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, যে সন্তানটি তোমার ঔরষজাত নহে, উহা নিজের ঔরষজাত বলিয়া দাবি করিও না। যদি কেহ উল্লিখিত গোনাহ গুলির মধ্যে কোন গোনাহ করে, পরে এই কার্যের জন্য তাহার উপর হদ জারি করা হয়, তবে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। ইহা শেরক ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি গোনাহ কার্য্যের জন্য কথিত হইয়াছে। আর যদি উল্লিখিত গোনাহ গুলির মধ্যে কোন গোনাহ করে এবং খোদা উহা গোপন করিয়া রাখে, এ জন্য তাহার উপর হদ জারি না করা হয়, তবে উহা আল্লাহতায়ালার মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করিলে মাফ করিয়া দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে, শাস্তি দিতে পারেন। ইহাই ছুন্নত-অল জামাতের মত, পক্ষান্তরে বেদয়াতি মো'তাজেলা দল বলেন যে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া খোদার পক্ষে ওয়াজেব, এই হাদিছটি তাহাদের উক্ত মতবাদের খণ্ডন করিয়া দিতেছে। মেরঃ, ১/৮০, আঃ ১/৫৮।

ওবাদা বেনে-ছাবেত আনছারি হজরতের একজন ছাহাবা ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদ, খোন্দক, বয়য়াতোর-রেজওয়ান ও অন্যান্য যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম আ'কাবা ও দ্বিতীয় আ'কাবাতে নবী (ছাঃ) এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আ'কাবার

রাত্রে একজন নকীব (নেতা) ছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) আবু-মেরছাদ গানাবীর সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত তাঁহাকে ছদকা আদায়কারী কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি আহলে-ছোফ্‌ফা (বারামদাবাসী) দিগকে কোরাণ শিক্ষা দিতেন। শামদেশ অধিকৃত হইলে, হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহাকে, মোয়াজেকে এবং আবুদ্দারদাকে এই উদ্দেশ্যে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তথাকার অধিবাসীদিগকে কোরাণ শিক্ষা দিবেন এবং উহা বুঝাইয়া দিবেন। ইহাতে তিনি হেম্‌ছ নামক স্থানে, হজরত মোয়াজ প্যালষ্টাইনে এবং হজরত আব্দুদ্দার্‌দা দেমাশকে অবস্থিতি করিলেন। তৎপর হজরত ওবাদা (রাঃ) প্যালেষ্টাইনে আগমন করেন। তাঁহা কর্ত্তৃক ১৮১টি হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে তিনিই প্রথমে প্যালেষ্টাইনে কাজী পদে নিয়োজিত হন। তিনি আলেম, সজ্জন, সুশ্রী, লম্বা ও স্থূলকায় ছিলেন। তিনি ৭২ বৎসর বয়সে ৩৪ হিজরীতে বয়তুল-মোকাদ্দছে এন্তেকাল করেন। তঃ, ১/২৫৭ পৃষ্ঠা।

হজরত (ছাঃ) প্রত্যেক হজ্জের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিজকে এই উদ্দেশ্যে পেশ করিতেন যে, তাহারা যেন তাঁহার উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করে। এই হেতু তিনি খজরজ সম্প্রদায়ের একদলের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহাতে তাঁহারা হজরতের কথা মান্য করিয়া লন। দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহাদের দলের ১২ জন লোক হজ্জের সময় উপস্থিত হইয়া পাহাড়ের ঘাঁটির নিকট তাঁহার হস্তে বয়য়ত করেন, ইহাকে আ'কাবা'র প্রথম বয়য়ত বলা হয়। তৃতীয় বৎসরে তাঁহাদের ৭০জন লোক হজ্জে আগমন করতঃ ঘাঁটীর নিকট সমবেত হন এবং প্রত্যেক দল হইতে এক এক জনকে নকীব (নেতা) রূপে নির্ব্বাচিত করেন এবং তাঁহারা হজরতের নিকট বয়য়ত করে, ইহাকে আ'কাবার দ্বিতীয় বয়য়ত বলা হয়। মাজমায়োল-বেহার, ২/৪০৩ পৃষ্ঠা।

১৭। আবুছইদ আনছারীর বর্ণনা ঃ—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বকরাঈদ কিম্বা ঈদোল-ফেৎরের দিবস ঈদগাহের দিকে বাহির হন এবং স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে স্ত্রীলোকদিগের দল, তোমরা ছদ্‌কা প্রদান কর, কেননা আমি তোমাদিগকে দোজখবাসিদের অধিকাংশ দেখিতেছি, ইহাতে তাহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, ইহা কিজন্য

হইল? হজরত বলিলেন, তোমরা অধিক পরিমাণ অভিসম্পাত করিয়া থাক এবং স্বামিদিগের সহিত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।

আমি তোমাদের একজন অপেক্ষা সমধিক ক্ষীণ বুদ্ধি, ক্ষীণ ধর্ম্ম, সুচতুর পুরুষের মতিভ্রমকারী (অন্য কাহাকেও) দেখি নাই। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধির ক্রটি কি হইয়াছে? হজরত বলিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য পুরুষ সাক্ষ্যের অর্দ্ধেকের তুল্য নহে কি? তাহারা বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, ইহাই তাহাদের বুদ্ধি হীনতার পরিচয়। হজরত বলিলেন, যখন স্ত্রীলোক ঋতুবতী হয় তখন নামাজ পড়েনা এবং রোজা করেনা ইহা নহে কি? তাহারা বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, ইহাই তাহাদের দীনের ক্রটি। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

স্ত্রীলোকেরা বেশী পরিমাণ অভিসম্পাত প্রদান করে এবং স্বামীর অবাধ্যতা করে, এই হেতু পুরুষদিগের চেয়ে তাহারা অধিক সংখ্যক দোজখী হইবে, এই হেতু তাহাদিগকে ছদকা দান করিতে আদেশ করা হইয়াছে। ছদকাতে দোজখের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। হাদিছে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ছদকার ছায়াতে থাকিবে—যতক্ষণ না লোকদিগের হিসাব নিকাশ শেষ হয়। এক টুকরো খোর্ম্মা দ্বারা হইলেও দোজখের অগ্নি হইতে নিস্কৃতি লাভ কর।

লা'নত শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম আল্লাহতায়ালার নিজ রহমত (দয়া অনুগ্রহ) হইতে কোন লোককে দূরে নিক্ষেপ করা (বঞ্চিত ও নিরাশ করা), দ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট রহমত হইতে বঞ্চিত করা। প্রথম অর্থের হিসাব কোন নির্দ্দিষ্ট লোককে কাফের হইলেও অভিসম্পাত প্রদান করা (লা'নত দেওয়া) হারাম, কেননা ইহাও সম্ভব যে, সে মুছলমান হইয়া মরিতে পারে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কাফের অবস্থায় মরিবার সংবাদ অকাট্য দলিলে প্রমাণিত হইয়াছে, যথা আবু-জহাল ও ইবলিছ, এইরূপ লোকের উপর অভিসম্পাত প্রদান করা জায়েজ হইতে পারে। এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কোন ছেফাতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাত প্রদান করা জায়েজ হইতে পারে, যথা সুদখোর, মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত প্রদান করা।

দ্বিতীয় অর্থ মুছলমানদিগের উপর উহা প্রয়োগ করা জায়েজ হইতে পারে। মূল কথা, অভিসম্পাত প্রদান করা দূষিত বিষয়, যদি লা'নতের অযোগ্য ব্যক্তিকে লা'নত দেওয়া হয়, তবে লা'নত দাতার উপর উহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

স্ত্রীলোকেরা স্বামীর অকৃতজ্ঞা হইয়া থাকে, যদিও শত সহস্র প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দ্য তাহা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়, তবু একবারে একটু ত্রুটি হইলে, বলিয়া ফেলে যে, তুমি কিছু কর নাই।

স্ত্রীলোকেরা যেরূপ জ্ঞানবান সুচতুর পুরুষের মতিভ্রম ঘটাইয়া থাকে, এইরূপ কেহ করিতে পারে না। এইহেতু হজরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা ক্ষীণবুদ্ধি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন হইয়াও যেরূপ বুদ্ধিমান সুচতুর পুরুষদিগের জ্ঞান লোপ করিয়া ফেলে এইরূপ অন্য কেহই করিতে পারে না। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা হজরত নবী (ছাঃ) কে বলেন, আমাদের ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ত্রুটি কিরূপে হইল? হজরত বলিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্দ্ধেকের তুল্য নহে কি? তাহারা বলিলেন, হাঁ, হজরত বলিলেন, ইহাই তাহাদের জ্ঞানের ত্রুটির প্রমান। তৎপরে হজরত বলিলেন, স্ত্রীলোকেরা ঋতুকালে নামাজ ও রোজা করে না। ইহাই তাহাদের ধর্ম্মের ত্রুটির প্রমাণ।

এই হাদিসের রাবি ছা'দ বেনে মালেক বেনে ছেনান, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবুছইদ, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নাম খোদরাহ ছিল। এইহেতু তিনি খুদ্‌রি নামে অভিহিভ হইয়াছেন। ইনি মদিনার আনছার দল ভূক্ত ছিলেন, তিনি ওহোদের যুদ্ধের সময় নাবালেগ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, ইহার পরে তিনি ১২টি যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি হজরতের অল্প বয়স্ক ছাহাবাগণের মধ্যে প্রবীণ ফকিহ ছিলেন, তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে ৭৪ কিম্বা ৬৩ বা ৬৫ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।—তহজিব, ৩/৪৭৯—৪৮৯।

১৮। আবুহোরায়রার বর্ণনা ঃ—

নবি (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আদম সন্তান আমার উপর অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা সিদ্ধ ও উচিত নহে এবং উক্ত ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ তাহার পক্ষে ইহা উচিত নহে, সে ব্যক্তি যে আমার উপর অসত্যারোপ করে, ইহার অর্থ এই যে, সে বলিয়া থাকে, আল্লাহ

প্রথমে আমাকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ তিনি আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন না। আমার পক্ষে তাহাকে পুনর্জীবিত করা অপেক্ষা প্রথম সৃষ্টি করা সমধিক সহজ নহে, সে ব্যক্তি যে আমাকে গালি দিয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, সে ব্যক্তি আমার জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে। আমি এরূপ অদ্বিতীয় অভাব রহিত যে আমার পুত্রকন্যা নাই এবং পিতামাতা নাই এবং কেহই আমার তুল্য নাই। এবনো আব্বাছের রেওয়াএতে এতটুকু বেশী আছে, সেযে, আমাকে গালি দিয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে, সে বলিয়া থাকে যে, আমার সন্তানসন্ততি আছে। আমি ইহা হইতে পবিত্র যে, আমি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি স্থির করিব।

টীকা

এই হাদিছটীকে হাদিছে-কুদ্‌ছি বলা হয়, যে কথাটি হজরত নবি (ছাঃ) এলহাম কিম্বা স্বপ্নযোগে শিক্ষা প্রাপ্ত হন কিম্বা যে মর্ম্মটি ফেরেশতা দ্বারা অবগত হইয়া কোন শব্দে প্রকাশ করেন, ইহাকে হাদিছে কুদ্‌ছি বলা হয়। আর হজরত জিবরাইল (আঃ) বিশিষ্ট শব্দ সহ যাহা নাজেল করেন, উহাকে কোরআন বলা হয়।

কাফেরেরা বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবেন না, ইহাতে কোরআনের উপর অসত্যারোপ করা হয়, কিন্তু আল্লাহ বলেন, নূতন ধরণের কোন বস্তু সৃষ্টি করা সমধিক কঠিন, দ্বিতীয়বার উহা সৃষ্টি করা স্বাভাবিক অপেক্ষাকৃত সহজ, অবশ্য আল্লাহতায়ালার শক্তির নিকট উভয় কার্য্য একই প্রকার সহজ।

খ্রীষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ) কে ও ইহুদীরা হজরত ওজাএর (আঃ)কে খোদার পুত্র বলিয়া থাকে। আর মোশরেকেরা ফেরেশতাগণকে খোদার কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, ইহাতে খোদাকে গালি দেওয়া হয়। আল্লাহ এরূপ মহান পবিত্র যে, তাহার পুত্রকন্যা ও স্ত্রী হইতেই পারে না। বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।—আঃ, ১/৬০। মেঃ, ১/৮২/৮৩।

১৯। আবু হোরায়রার উক্তি ঃ—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আদম

সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়া থাকে, সে জামানাকে (কালকে) গালি দিয়া থাকে, অথচ আমি কালের পরিচালক (সৃষ্টিকারক), আমার আয়ত্ত্বাধীনে কার্য্য রহিয়াছে, আমি রাত্রদিবা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। —বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, লোকে আমার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়া থাকে যাহা আমি নাপছন্দ থাকি এবং আমার উপর এরূপ বিষয়ের আরোপ করিয়া থাকে যাহা আমার পক্ষে অনুপযুক্ত। কোন দুঃখ ক্লেশ ও বিপদ উপস্থিত হইলে, লোকে কালের দোষ বর্ণনা করিয়া থাকে এবং জামানার নিন্দাবাদ করিয়া বলে যে, কালের চক্রে আমার উপর বিপদ আসিয়াছে। আল্লাহ বলেন, আমি কালের সৃষ্টিকারী ও পরিবর্ত্তনকারি, জগতের সৃষ্টি হইতে উহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যে সময় হইবে উহাকে কাল ও জামানা বলা হয়, ইহা রাত্রি ও দিবার পরিবর্ত্তনে সংঘটিত হয়, আল্লাহ এই পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন, কাজেই জামানাকে গালি দিলে উহার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে গালি দেওয়া হয়। রাগেব বলেন, বিপদ, আপদ, ভাল-মন্দ নির্দ্ধারণকারি একমাত্র আল্লাহ, লোকে জামানাকে উহার নির্দ্ধারণকারি ধারণায় উহাকে গালি দিয়া থাকে, কাজেই এইরূপ কার্য্যে প্রকৃত পক্ষে খোদাতায়ালাকে গালি দেওয়া হয়। ভাল মন্দ সমস্ত কার্য্য আল্লাহতায়ালার ক্ষমতাধীন। এস্থলে যে আরবি 'ইয়াদ' শব্দ আছে, উহার অর্থ হস্ত নহে, কারণ আল্লাহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়ব হইতে পবিত্র, উহার অর্থ ক্ষমতা—মেঃ, ১/৮৩/৮৪, আঃ, ১/৬০/৬১।

২০। আবুমুছা আশয়ারির উক্তি ঃ—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মন্দ কথা শ্রবণ করিয়া সমধিক ধৈর্য্যধারণকারি আল্লাহতায়ালা অপেক্ষা অন্য কেহই নাই, লোকেরা তাঁহার সন্তান থাকার কথা প্রকাশ করিয়া থাকে, তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে শান্তিতে (নিরাপদে) রাখেন এবং উপজীবিকা প্রদান করেন। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা শ্রেষ্ঠতম ধৈর্য্যধারি, কেননা লোকেরা তাঁহার

যাতনাদায়ক কথা বলিয়া থাকে, তাঁহার সন্তানসন্ততি থাকার দাবি করিয়া থাকে, ইহা খোদার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ও অযৌক্তিক, তাহাদের এইরূপ অযৌক্তিক ও অযাথা অপবাদ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সেই কারুণিক আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং সকল প্রকার সম্পদ ও জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন। যদি তাহারা তওবা করে, তবে খোদা তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, নচেৎ এই মহাগোনাহ কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন না, অবশ্য পরকালে ইহার শাস্তি প্রদান করিবেন। এইহেতু খোদার একনাম صبور ছাবুর অন্য নাম حليم হালিম।

এই হাদিছে এই উপদেশ শিক্ষা করিতে হইবে যে, কেহ কোন লোককে কষ্ট দিলে, সহ্য করিতে হইবে এবং উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে না, ইহাই খোদার ছেফাতে রঞ্জিত হওয়ার অর্থ।—আঃ ১/৬১. মেঃ ১/৮৪।

২১) মোয়াজের উক্তি ঃ—

তিনি বলিয়াছেন, আমি একটি গর্দ্দভের উপর নবি (ছাঃ)-এর পশ্চাতে এমতাবস্থায় উপবিষ্ঠ ছিলাম যে, আমার মধ্যে ও তাঁহার মধ্যে পালানের পশ্চাদ্দিকের কাষ্ঠ ব্যতীত অন্তরাল ছিল না। তৎপরে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হে মোয়াজ, তুমি অবগত হইয়াছ কি যে, আল্লাহতায়ালার নিজের বান্দাগণের উপর কি হক আছে? আর আল্লাহ্তায়ালার উপর বান্দাগণের কি হক আছে? (তদুত্তরে) আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বিলিলেন, নিশ্চয় বান্দাগণের উপর আল্লাহতায়ালার হক এই যে, তাহারা উক্ত খোদার এবাদত (উপাসনা) করিবেন এবং তাহার সহিত কোন বিষয়ের অংশী স্থাপন করিবেন না। আর আল্লাহতায়ালার উপর বান্দাগণের হক এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সহিত কোন বিষয়ের অংশী স্থাপন না করে, আল্লাহ তাহাকে (চির) শাস্তি প্রদান করিবেন না। ইহাতে আমি বলিলাম, ইয়া-রাছুলে খোদা আমি কি লোকদিগকে এই বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করিব না? হজরত বলিলেন, তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিওনা, ইহাতে তাহারা নির্ভর করিয়া (সৎকার্য্য ত্যাগ করিবে)।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

নবি (ছাঃ) নম্রতার হিসাবে কখন কখন গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিতেন। হজরত (ছাঃ) ও ছাহাবা প্রবর হজরত মোয়াজ (রাঃ) একই গর্দ্দভের উপর আরোহন করিয়াছিলেন, ছাহাবা মোয়াজ হজরতের পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন, উভয়ের মধ্যে পালানের পশ্চাদ্দিকের একখণ্ড কাষ্ঠ ছিল —যাহার উপর আরোহীগণ ভর দিয়া থাকে। বান্দাগণের উপর খোদার হক এই যে, তাহারা আল্লাহতায়ালার এবাদত করেন এবং শেরক, কোফর, ও প্রতিমা পূজা না করেন, ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, তাহারা বিশুদ্ধ ভাবে এবাদত করেন এবং লোক দেখাইবার ও শুনাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত না করেন (অর্থাৎ রিয়াকারি না করেন)। আল্লাহতায়ালার উপর বান্দাগণের হক এই যে, যে ব্যক্তি শেরক ও কোফর না করে, আল্লাহ তাহাকে কাফেরদিগের ন্যায় শাস্তি দিবেন না (চির দোজখী করিবেন না)। আর এইরূপ অর্থ হইতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার এবাদত বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করে এবং উহাতে 'রিয়াকারি' না করে, আল্লাহ তাহাকে আদৌ শাস্তি প্রদান করিবেন না। ছাহাবা মোয়াজ লোকদিগেকে এই সুসংবাদ প্রকাশ করিতে চাহিলে, হজরত বলিয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করিও না, কেননা তাহারা ইহা শ্রবণ করিলে, ইহার উপর নির্ভর করতঃ সৎকার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে না। হজরত নবি (ছাঃ) এই হাদিছ প্রকাশ নিষেধ করা সত্ত্বে তিনি ইহা প্রকাশ করিলেন কেন, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, ইহার কারণ এই যে, হজরত মোয়াজ (রাঃ) বুঝিয়া ছিলেন যে, যে নব ইছলামধারিগণ শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল না, তাহাদের সম্বন্ধে হজরতের এই নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎপরে তাহাদের মধ্যে এই আদেশ নিষেধ পালন সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিম্বা হজরতের হাদিছ প্রকাশ করার আদেশ ও উহা গোপন করার ভীতি শ্রবণ করতঃ ইহা রেওয়াএত করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে, যাহারা ইহা শ্রবণ করিলে, সৎকার্য্য করা ত্যাগ করিয়া বসিবে, তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল, আর যাহারা এইরূপ স্বভাব স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন না, ইনি তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হজরত মোয়াজের পিতার নাম জাবাল ছিল, তাঁহার কুনইয়াতি নামআবু আবদুল্লাহ আনছারি ছিল। তিনি খজরজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যে ৭০জন মদিনাবাসি আনছার হজ্জের মওসুমে নিভৃত ঘাটীতে উপস্থিত হইয়া হজরত নবি

(ছাঃ) এর নিকট বয়য়ত ও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ইনি বদর ও তৎপরবর্ত্তী যুদ্ধ সমূহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হজরত (ছাঃ) তাঁহাকে ইয়মন দেশের কাজী ও শিক্ষক নিয়োজিত করিয়াছিলেন। হজরত ওমার, এবনো-ওমোর ও এবনোল আব্বাছ ও অন্যান্য ছাহাবগণ তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন, তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। মেঃ ১/৮৪/৯৫, আঃ ১/৬১/৬২।

২২) অনাছের উক্তি—

মোয়াজ নবী (ছাঃ) এর পশ্চাদ্দিকে আরোহণ করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় নবি (ছাঃ) বলিলেন, হে মোয়াজ, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমি আপনার খেদমত ও আদেশ পালনে উপস্থিত আছি এবং আপনার সমর্থন ও সহায়তা কল্পে প্রস্তুত আছি, হজরত এইরূপ তিনবার তাঁহাকে ডাকিলেন এবং তিনি তিনবার এইরূপ উত্তর দিলেন। হজরত বলিলেন, যে কেহ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য (মা'বুদ) কেহ নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহতায়ালার রাছুল, খোদা তাহার উপর দোজখের অগ্নি হারাম করিয়া দিবেন। মোয়াজ বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমি কি লোকদিগকে এই সংবাদ প্রদান করিবন না? ইহাতে তাঁহারা আনন্দিত হইবেন, হজরত বলিলেন, তাহা হইলে, তাহারা ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন। তৎপরে মোয়াজ গোনাহর আশঙ্কায় মৃত্যুকালে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

এবনোল-মোছাইয়েব বলিয়াছেন, এই হাদিছটী ফরজগুলি এবং আদেশ নিষেধ নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে কথিত হইয়াছিল। হাছান বাছারি বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি উক্ত কালেমা পড়িয়া উহার হক ও ফরজ আদায় করিয়াছে, তাহার পক্ষে আল্লাহ দোজখ হারাম করিবেন। কেহ কেহ উহার অর্থে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তওবা ও অনুতাপ করা কালে উক্ত কালেমা পড়ে, তৎপরে অন্য ফরজের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তাহার উপর দোজখের অগ্নি হারাম হইবে। ইহা এমাম বোখারির মত। সমধিক ছহিহ মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি উক্ত কলেমা পড়ে, তাহার পক্ষে চিরকালের জন্য দোজখের অগ্নি ভোগ করা হারাম করিয়া দিবেন।

হজরত বলিয়াছেন, তুমি এই সংবাদ লোকদিগকে শুনাইও না, কারণ তাহারা এই শুভ সংবাদ অবগত হইতে পারিলে, আল্লাহতায়ালার দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতঃ পূর্ণভাবে এবাদত করিতে ত্রুটি করিবে, ইহাতে তাহাদের দরজা অল্প ও অবস্থা অবনত হইবে। ইহা অধিকাংশ আম লোকের অবস্থা, পক্ষান্তরে খাস লোকেরা এই শুভ সংবাদ অবগত হইলে; এবাদত কার্য্যে সমধিক সাধ্য সাধনা করিয়া থাকেন, যেরূপ নবি (ছাঃ) এর বিশিষ্ট ছাহাবাগণের অবস্থা। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন এলম গোপন করে, তাহার মুখে অগ্নির লাগাম স্থাপন করা হইবে। এই হাদিছের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, হজরতের হাদিছ লোকদিগকে শুনান ওয়াজেব, এই ওয়াজেব ত্যাগ ও উক্ত আশঙ্কায় হজরত মোয়াজ মৃত্যু কালে উপরোক্ত হাদিছটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।—মেঃ, ১/৮৫/৮৬, আঃ, ১/৬২।

২৩) আবুজারের উক্তি ঃ—

তিনি বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলাম যে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র শুভ্র ছিল এবং তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তৎপরে আমি তাঁহার নিকট এমতাবস্থায় উপস্থিত হইলাম যে, তিনি জাগরিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বলিলেন যে, যে কোন বান্দা বলে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য (প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, তৎপরে এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে ও চুরি করে। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যদিও সে ব্যক্তি ব্যাভিচার করে ও চুরি করে। আমি বলিলাম, যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে ও চুরি করে। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে ও চুরি করে, (তবু) আবু জার্রের অসন্তোষ সত্ত্বেও (সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে)। আবু জর্র যখন এই হাদিছটী বর্ণনা করিতেন, তখন বলিতেন, যদিও আবুর্জর ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। বোখারী ও মোছলেম।

টীকা

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, ইমানদার ব্যক্তি গোনাহ করিয়া (মহাগোনাহ) করিলেও হয় খোদার দয়া অনুগ্রহে ক্ষমা লাভ অন্তে, বা নবী (ছাঃ) -এর শাফায়াতে, কিম্বা গোনাহ পরিমাণ দোজখে শাস্তি ভোগ করিয়া পরিণামে বেহেশতে প্রবেশ করিতে

পারিবে। ইহাই ছুন্নত অল-জামায়েতের মত। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, গোনাহ করিয়া করিলে, নেকিগুলি নষ্ট হয় না।

আবুর্জার, জোন্দব বেনে জানাদা গেফারির কুনইয়াতি নাম, তিনি ছাহাবাণের মধ্যে প্রবীণ ও সংসার বিরাগী ছিলেন, তাঁহার মতে জাকাত দিলেও অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখা গোনাহ কার্য্য হয়। তিনি মক্কা শরিফে মুছলমান হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি নব-ইসলামধারীগণের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন, তৎপরে নিজের সম্প্রদায়ের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তাহাদের নিকট অবস্থিতি করিতেন, পরে খোন্দক যুদ্ধ অন্তে মদিনা শরিফে নবি (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন। তৎপরে তিনি রাবাজা নামক স্থানে বাসস্থান স্থির করেন। হজরত ওছমান (রাঃ)-র খেলাফত কালে ৩২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। তিনি নবী (ছাঃ)-র নবুয়ত লাভের পূর্ব্ব হইতে খোদার এবাদতে নিমগ্ন থাকিতেন। বহু ছাহাবা ও তাবিয়ি তাঁহার নিকট হাদিছ রোওয়াএত করিয়াছেন। মেঃ, ১/৮ ও আঃ, ১/৬২/৬৩।

২৪। ওবাদা বেনে ছামেতের উক্তি ঃ—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, তাঁহার কোন অংশী নাই, সত্যই মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত (রাছুল)। সত্যই ইছা আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও তাঁহার রাছুল, তাঁহার দাসীর পুত্র এবং একটি বাক্য— যাহা মরয়েমের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি আত্মা (রুহ), বেহেশত সত্য এবং দোজখ সত্য, সে ব্যক্তি যে কোন কার্য্য করিয়া থাকুক, আল্লাহ তাহাকে বেহেশতে দাখিল করিবেন। —বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

হজরত ঈছা (আঃ) আল্লাহতায়ালার বান্দা ও রাছুল, ইহাতে খ্রীষ্টান দিগের মতের অসারতা প্রকাশ করা হইতেছে, যেহেতু তাহারা উক্ত হজরতকে স্বয়ং খোদা কিম্বা তাহার পুত্র বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। আরও য়িহুদিদের মতের খণ্ডন

করা হইতেছে, যেহেতু তাহারা উক্ত হজরতের নবুয়ত ও রেছালত অস্বীকার করিয়া থাকেন।

হজরত ইছা (আঃ) আল্লাহতায়ালার দাসী মরয়েমের পুত্র, ইহাতে খ্রীষ্টানদিগের মতের অসারতা প্রকাশ করা হইতেছে, যেহেতু তাঁহারা উক্ত হজরতকে খোদার পুত্র বলিয়া দাবি করিয়া থাকেনে। আরও ইহাতে য়িহুদিদিগের মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে, যেহেতু তাঁহারা হজরত মরয়েমের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার বাক্য বলা হইতেছে, যেহেতু তিনি বিনা পিতা ' কোন' (كن)শব্দ হইতে পয়দা হইয়া ছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার প্রেরিত রুহ বলা হইয়াছে, যেহেতু তিনি আল্লাহতায়ালার হুকুমে বিনা বীর্য্যে পয়দা হইয়াছিলেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরত মরয়েমের পিরাহানে ফুৎকার করিয়া রুহকে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন ইহাতে তিনি বিনা বীর্য্যে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি উল্লিখিত মতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, গোনাহ করিয়া থাকিলেও ক্ষমা লাভ করিয়া, কিম্বা শাস্তি ভোগ করিয়া পরিণামে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। —আঃ, ১/৬৪. মেঃ ১/৮৬/৮৭।

২৫। আমর বেনেল-আছের উক্তি ঃ—

তিনি বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) -এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আপনি নিজের ডাহিন হস্ত প্রসারিত করুন, যেন আমি আপনার নিকট বয়য়ত করিতে পারি। তখন তিনি আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। ইহাতে আমি নিজের হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলাম। তখন হজরত বলিলেন, হে আমর, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, অমি একটি শর্ত্ত করিব ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি শর্ত্ত করিবে? আমি বলিলাম, যেন আমার গোনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। তিনি বলিলেন, হে আমর, তুমি কি অবগত হও নাই যে, নিশ্চয় ইছলাম উহার পূর্ব্বের গোনাহগুলি লোপ করিয়া দেয়। নিশ্চয় হেজরত উহার পূর্ব্বের গোনাহগুলি লোপ করিয়া দেয়, আরও নিশ্চয় হজ্জ উহার পূর্ব্বকার গোনাহগুলি লোপ করিয়া দেয়। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। আবু হোরায়রা হইতে অস্পষ্ট শেরক ও গরিমা সংক্রান্ত দুইটি হাদিছ আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করিলে, রিয়া ও গরিমার অধ্যায়ে সত্বরেই বর্ণনা করিব।

টীকা

শেখ তুরপুস্তি (রঃ) বলিয়াছেন, কোন কাফের ইছলাম গ্রহণ করিলে, মনুষ্যের হক নষ্ট হউক, আর আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন হউক, ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, প্রত্যেক প্রকার গোনাহ মাফ হইয়া যায়। আর দারোল-কোফর হইতে দারোল ইছলামে হেজরত করিলে হজ্জ করিলে, মনুষ্যের হক নষ্ট করার গোনাহ মাফ হয় না। বরং গোনাহ কবিরাগুলি মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা নাই। এক্ষেত্রে হাদিছের অর্থ এইরূপ হইবে যে, হজ্জ ও হেজরতে পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ মাফ হইয়া যায়। হাদিছের এইরূপ অর্থ হইতে পারে, হজ্জ ও হেজরতে মনুষ্যের হক সংক্রান্ত বড় বড় গোনাহ মাফ হইতে পারে—যদি উহার তওবা করা হইয়া থাকে (উহার তওবা অর্থ এই যে, উহার ক্ষতি পূরণ করা হইয়া থাকে কিম্বা হকদারের নিকট হইতে মাফ লওয়া হইয়া থাকে) শরিয়তের মূল নিয়ম কানুনগুলি হইতে এই মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য স্পষ্ট মর্ম্মবাচক হাদিছের মর্ম্মের ন্যায় এই অস্পষ্ট মর্ম্মের হাদিছের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মতের উপর টীকাকারগণ একমত হইয়াছেন।

আমাদের কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, ইছলাম গ্রহণ করিলে, উহার পূর্ব্বকার কোফর, গোনাহ এবং আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙ্ঘনের গোনাহ মাফ হইয়া যায়। মনুষ্যের হক সংক্রান্ত গোনাহ সকলের মতে হজ্জ ও হেজরত করিলে মাফ হয় না। দারোল-ইছলামের মুছলমান বাদশাহর আশ্রিত কাফের মুছলমান হইলে মনুষ্যের অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত হক, কিম্বা অন্য প্রকার ক্ষতি কারক হক মাফ হয় না।

দারোল-হরবের কাফের মুছলমান হইলে মনুষ্যের অর্থ সংক্রান্ত হক মাফ হয় না।

এবনো-হাজার বলিয়াছেন, হজ্জ করিলে মনুষ্যের হক ব্যতীত পূর্ব্বকার গোনাহগুলি মাফ হইয়া যায়, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, হাদিছে যেরূপ হজ্জ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ হজ্জ করে, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং উহাতে স্ত্রী সঙ্গম না করে এবং ফেছক না করে, সে এরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে যেরূপ মাতা সন্তান প্রসব করার দিবস হইয়া থাকে।

নাবাবী, কাজি এয়াজ প্রভৃতি বলিয়াছেন, ছুন্নত অল্-জামায়াতের মত এই

যে, মনুষ্যের হক ব্যতীত অন্য গোনাহগুলি মাফ হইয়া যায়, বরং গোনাহ কবিরাগুলি বিনা তওবা মাফ হয় না। কতক টীকাকার বলিয়াছেন, অর্থ সংক্রান্ত হক (জাকাত, ফেৎরা, কাফফারা) হেজরত ও হজ্জে মাফ হয় না, সকলের মতে হেজরত ও হজ্জে মনুষ্যের হক মাপ হয় না। অবশ্য কতক হাদিছে আছে যদি আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করেন যে, কোন বান্দাকে মাফ করিয়া দিবেন, অথচ তাহার উপর মনুষ্যের হক বাকী থাকে, তবে তিনি উক্ত দাবিদারকে উচ্চ দরজা প্রদান করিয়া রাজি করাইয়া দাবি ছাড়াইয়া লইবেন। একদল শাফেয়ি আলেম বলিয়াছেন, হজ্জ করিলে মনুষ্যের হক মাফ হইয়া যায়। ইহার প্রমাণে তিনি এবনো-মাজার এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন—নবি (ছাঃ) আরফার দিবস বৈকালে উম্মতের গোনাহ মাফির দোওয়া করিয়াছিলেন, ইহাতে মনুষ্যের হক ব্যতীত সমস্ত গোনাহ মাফির দোওয়া কবুল হইয়াছিল। তৎপরে তিনি মোজদালেফাতে ফজরে মনুষ্যের হক মাফির দোওয়া করিয়াছিলেন, পরক্ষণেই তিনি হাস্য করিয়া উঠিলেন। এই হাস্য করার কারণ এই যে, আল্লাহতায়ালা উম্মতের সমস্ত প্রকার গোনাহ মাফির দোওয়া মঞ্জুর করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা দর্শনে ইবলিছ অতিরিক্ত ধৈর্য্যহারা ও বিব্রত হইয়াছিল। মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন যে, এই হাদিছের ছনদ জইফ, ইহা দলীল হইতে পারে না। যদি ইহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে এরূপ অর্থ হইবে, যে হকের প্রতিকার করার কোন উপায় না থাকে, কিম্বা যে হকের ক্ষতি পূরণ করা হইয়াছে, কিম্বা খাস নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে যাহারা হজ্জে গিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই হাদিছ কথিত হইয়াছে।

আমর বেনেল আছ কোরাএশদিগের মধ্যে একজন অতিবিবেচক ব্যক্তি ও হজরতের প্রসিদ্ধ ছাহাবা ছিলেন, তিনি জাহেলিএতের জামানাতে কোরা এশদের মধ্যে বীরপুরুষ ছিলেন। নবি (ছাঃ) জাতোছ-ছালাছেল যুদ্ধে তাঁহাকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। তিনি অতি সজ্জ্বন, বুদ্ধিতে প্রবীন এবং বাহ্যভাব অপেক্ষা অন্তরে বিশুদ্ধ ছিলেন। নবি (ছাঃ) তাঁহাকে ওছমানের কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শামদেশ অধিকারে তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন, হজরত ওমারের জামানাতে তিনি মিসর অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ও হজরত ওছমানের পক্ষ হইতে তথায় শাসন কর্ত্তা নিয়োজিত হইয়াছিলেন। হজরত মোয়া' বিয়ার জামানাতে তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি সেই অবস্থায়

এন্তেকাল করেন। তিনি এক শত বৎসর বয়সে সমধিক ছহিহ মতে ৫৮ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। ছহিহ মোছলেমে আছে, মৃত্যুকালে তিনি বিব্রত ও অস্থির হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ বলিলেন, হে পিতঃ, আপনি এইরূপ অস্থির হইতেছেন কেন? আপনি নবি (ছাঃ) এর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁহার খেদমতে থাকিয়া বহু কার্য্য করিয়াছেন, এজন্য আশান্বিত হউন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, জীবনে আমার তিন প্রকার অবস্থা ছিল, পরিণামে না জানি কি হইবে? প্রথমতঃ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট সর্ব্বপ্রধান শত্রু ছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করিয়াছি এবং তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার নিকট লোকদিগের মধ্যে সব চেয়ে বড় মিত্র হইলেন, তাঁহার সেবাতে নিয়োজিত ছিলাম, তাঁহার অনুগত এবং আদেশ পালনকারী ছিলাম। তৃতীয়তঃ তাঁহার পরে দেশাধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব অপূর্ব্ব ঘটনা সকল উপস্থিত হইয়াছিল, এই স্থলে ত্রুটি বিচ্যুতি ও অনেকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, না জানি পরিণামে কি হইবে? আল্লাহ সমধিক অভিজ্ঞ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোয়াজের উক্তি ঃ—

"তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আমাকে এরূপ কার্য্যের সংবাদ প্রদান করুন—যাহা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং আমাকে দোজখ হইতে দূরে রাখিবে। হজরত বলিলেন, তুমি নিশ্চয়ই মহাকার্য্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, নিশ্চয় উহা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে সহজ যাহার উপর আল্লাহ উহা সহজ করিয়া দিয়াছেন। তুমি আল্লাহতায়ালার এবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করিব না। নামাজ সুসম্পন্ন করিবে, জাকাত প্রদান করিবে, রমজানের রোজ করিবে এবং কা'বা গৃহের হজ্জ করিবে। তৎপরে হজরত বলিলেন, আমি কি তোমাকে সৎকার্য্যের দ্বারগুলির দিকে পথ প্রদর্শন করিব না? রোজা ঢাল স্বরূপ, ছাদকা, গোনাহকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয় যেরূপ পানি অগ্নিকে নির্ব্বাপত করে। তৎপরে রাত্রিকালে নামাজ, এ সম্পর্কে তিনি এই আয়ত পড়িলেন—

"তাহাদের পার্শ্বদেশ শয়নস্থল (শয্যা) হইতে দূরে থাক, তাহারা ভয় ও আশা পূর্ব্বক নিজেদের প্রতিপালককে ডাকিয়া থাকে এবং আমি যাহা তাহাদিগকে জীবিকা প্রদান করিয়াছি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি উহা জানে না যাহা তাহাদের কার্য্যের বিনিময় স্বরূপ তাঁহাদের জন্য গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।"

তৎপরে তিনি বলিলেন, আমি কি দীনের শীর্ষ, স্তম্ভ ও কব্দুদের (পৃষ্টের) উচ্চ অংশের পথ প্রদর্শন করিব না? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাছুলাল্লাহ। হজরত বলিলেন, দীনের শীর্ষ এছলাম, উহার স্তম্ভ নামাজ এবং কব্দুদের উচ্চ অংশ জেহাদ। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে তৎসমস্তের মূল বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব না? আমি বলিলাম, হাঁ, হে রাছুলে খোদা। তখন তিনি নিজের রসান ধারণ করিয়া বলিলেন, তুমি ইহাকে সাবধানে রাখ। ইহাতে আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে খোদা, আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, তজ্জন্য কি ধৃত হইব? হজরত বলিলেন, হে মোয়াজ, তোমার মাতা তোমার উপর ক্রন্দন করুক, মনুষ্যকে তাহাদের রসনার কথাগুলি ব্যতীত অন্য কিছু অধোমুখে কিম্বা নাসিকার উপর দোজখে নিক্ষেপ করিতে পারে কি? আহমদ্ তেরমেজি ও এবনো-মাজা।

টীকা
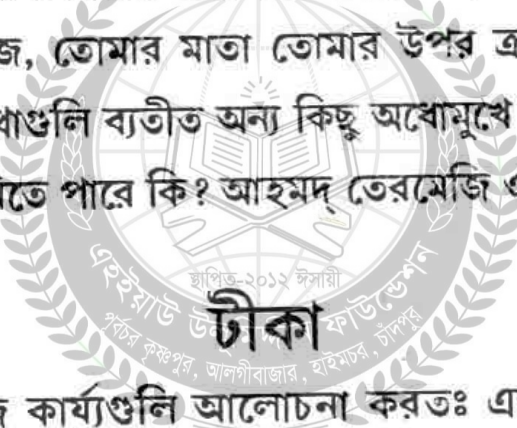
প্রথমে ফরজ কার্য্যগুলি আলোচনা করতঃ এস্থলে কয়েকটী নফল এবাদতের উচ্চ দরজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম নফল রোজা, রোজাকে দোজখ কিম্বা শয়তানের চক্র হইতে অন্তরাল (ঢাল) স্বরূপ বলা হইয়াছে। কেননা রোজা করিলে, ক্ষুধা পিপাসা বশতঃ শিরার রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়, শয়তান উক্ত রক্ত যোগে শিরাতে শিরাতে প্রধাবিত হইয়া থাকে। রোজাতে উক্ত রক্ত শুষ্ক হইয়া শয়তানের গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, কাজেই শয়তান মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে গোনাহ করার অন্তরাল হইয়া যায় এবং দোজখের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। মূল কথা, রোজা দুনইয়াতে কামশক্তিকে প্রশমিত করে এবং পরকালে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি প্রদান করে।

কোন কোন বিদ্যান বলিয়াছেন, যখন রোজাতে অন্তরের মধ্যে শয়তানের প্রবেশের পথগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উক্ত অন্তরের কালিমা দূরীভূত হইয়া

যায়, গায়েবের নুর দ্বারা ছেফাতের হেকমত ও লতিফাগুলির গুপ্ততত্ব পরিলক্ষিত হয়, উক্ত জ্যোতিগুলির প্রভাবে সমস্ত প্রকার গোনাহ ও দোষ দূরীভূত হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ নফল ছদকা, ইহাতে গোনাহগুলি মুছিয়া যায়, যেরূপ পানি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যদি মনুষ্যের হক নষ্ট হয়, তবে হকদারকে তাহার দাবির বিনিময়ে এই ছদকার নেকী প্রদান করা হইবে। তৃতীয়তঃ রাত্রকালে নিশীথ সময়ে তাহাজ্জদ নামাজ পড়া, ইহা সাধুসজ্জন লোকদের বিশিষ্ট বিষয়, ইহাতে গোনানগুলি মাফ হইয়া যায়।

হজরত (ছাঃ) এই তাহাজ্জদ নামাজ পাঠ ও দান করার ফজিলত সংক্রান্ত ছুরা ছেজদার দুইটী আয়ত পাঠ করিয়াছিলেন।

তিনি ইছলামকে দীনের মস্তক স্বরূপ, নামাজকে উহার স্তম্ভ স্বরূপ ও জেহাদকে শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম আমল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জেহাদ কয়েক প্রকার, দীনকে প্রবল পরাক্রান্ত করা উদ্দেশ্যে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করা। দ্বিতীয় নফছের সহিত জেহাদ করা, শরিয়তের আহকামের উপর আমল করা, উহার কামনা বাসনা ত্যাগ করা এবং অসৎ স্বভাব দুরীভূত করা ও সৎস্বভাব অবলম্বন করা উদ্দেশ্যে উহার সহিত সংগ্রাম করা। ইহাতে এল্‌ম ও ন্যায় বিচার লাভ হয়, ক্রোধ ও কামশক্তি পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, ইহা প্রথম জেহাদ অপেক্ষা সমধিক কঠিন। এইহেতু কথিত হইয়াছে, আমরা ছোট জেহাদ হইতে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলাম। কেননা মনুষ্যের অভ্যন্তরে নফছ বাদশাহ স্বরূপ, রুহ (জীবাত্মা), কামনা ও কামশক্তি উহার সৈন্য স্বরূপ। নফ্‌ছ নিজের বেলায় অন্ধ, সে নিজের ধ্বংসের পথ দেখিতে পায় না।, হিতাহিতের প্রভেদ করিতে পারে না, অবশ্য যখন আল্লাহ নিজের হেকমত দ্বারা তাহার চক্ষুকে আলোকিত করিয়া দেন, তখন সে শত্রুদিগকে ও মিত্রদিগকে চিনিতে পারে। তখন সে নিজের লোভরূপ শূকরকে, হিংসারূপ কুক্কুরকে, ক্রোধরূপ নেকড়ে বাঘকে, কামশক্তিরূপ গর্দ্দভকে ও শয়তানরূপ সর্পকে দেখিতে পাইয়া অসৎস্বভাবগুলি ত্যাগ করে এবং সৎস্বভাবগুলি দ্বারা সজ্জিত হয়।

আর তৃতীয় প্রকার কলবের জেহাদ, উহার অর্থ অন্তরকে পরিস্কৃত করা এবং খোদা ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধ হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করা।

চতুর্থ রূহের জেহাদ, উহার অর্থ এই যে, নিজের অস্তিত্ব খোদার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়া।

তৎপরে হজরত বলিয়াছেন, উল্লিখিত সমস্ত প্রকার এবাদত রসনার সদ্ব্যবহার দ্বারা সুদৃঢ় হইতে পারে, কাজেই যে কথায় তোমার কোন উপকার নাই, তুমি সে রূপ কথা বলিও না। কেননা যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে, সে বেশী প্রলাপ বলিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বেশী বলে, তাহার গোনাহ বেশী হইয়া থাকে। বেশী কথাতে অসংখ্য ফাছাদ হইয়া থাকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, এহইয়াওল-উলুম কেতাব পাঠ করা উচিত। এইহেতু হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিতেন, যদি আল্লাহতায়ালার জেকর ভিন্ন বোবা হইতাম, তবে কি উত্তম হইত !

ছাহাবা মোয়াজ হজরতকে বলিয়াছিলেন, আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, উহার কি হিসাব হইবে এবং উহাতে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে ? হজরত বলিয়াছেন, তোমার মাতা তোমর উপর ক্রন্দন করুক—অর্থাৎ তোমার মৃত্যু আসুক, এস্থলে হজরত উহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই, হজরত তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া, অমনোযোগিতা হইতে সাবধান করা, ব্যাপারটীর গুরুত্ব প্রকাশ করা ও আশ্চার্য্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে উহা বলিয়াছিলেন। কাঁচি দ্বারা যে ফসল কর্ত্তন করা হয়, তিনি মুখের কথাগুলিকে উহার সহিত তুলনা দিয়াছেন, যেরূপ কাঁচি ফসল কর্ত্তন করিতে থাকে, অপরিপক্ক ও শুস্ক (পরিপক্ক), উৎকৃষ্ট ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ করে না, সেইরূপ কতক লোকের রসনা ভাল মন্দ প্রত্যেক প্রকার কথা বলিয়া থাকে, অর্থ এইরূপ হইবে—কোফর, ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ, কটু কথা, গিবত (পরনিন্দা), অযাথা অপবাদ ও ফাছাদ জনক কথা প্রভৃতি রসনার কথাগুলি মনুষ্যকে অধোমুখে দোজখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কেননা, পরীক্ষা করিলে, তুমি কচিৎ দুই একজন ব্যতীত এরূপ কোন লোককে দেখিতে পাইবে না, যে নিজের রসনাকে মন্দ কথা হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হয় এবং যে কথা দোজখে প্রবেশ করা অনিবার্য্য করিয়া দেয় তাহা উহা হইতে প্রকাশিত না হয়।

এই শেষ উপদেশটী মহা সৌভাগ্য লাভের প্রথম সোপান, মহা বোজর্গীর সৌরভ ইহা হইতে প্রকাশিত হয়। যদি তুমি শরিয়তের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তবে মৌনাবলম্বন উহা রক্ষাণাবেক্ষণের উৎকৃষ্ট সহায়তাকারী, আর যদি তরিকতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তবে মৌনাবলম্বন উহার প্রসিদ্ধ শর্ত্ত ও প্রধান অবলম্বন স্বরূপ, কেননা যখন রসনা মৌনী হয়, তখন অন্তর বাক্শক্তিস্পন্ন হয়। খোদার সহিত

গুপ্ত কথা বলার সুযোগ ঘটে এবং তাহার উপর রহমতের বারি বর্ষণ ও জ্যোতিঃধারা পতন আরম্ভ হয়।

আর যদি হকিকতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তবে মৌনাবলম্বন ছালেকদিগের শেষ দরজা ও খোদাপ্রাপ্তি পথের পথিকদিগের শেষ মরতবা। এইহেতু বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি খোদার মা'রেফাত লাভ করিয়াছে, তাহার রসনা বোবা হইয়া যায়। —মেঃ, ১/৯০/৯১।

(২) আবুওমামার উক্তি ;

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য ভাল বাসে, তাঁহার জন্য মন্দ জানে, তাঁহার জন্য দান করে এবং তাহার জন্য দান হইতে বিরত থাকে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ঈমানকে পূর্ণ করিল। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। তেরমেজি কিছু অগ্রপশ্চাৎ করিয়া মো'য়াজ বেনে আনাছ হইতে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন, ইহাতে আছে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি নিজের ঈমানকে পূর্ণ করিল।

টীকা

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্য্য করে, নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা বা স্বার্থ সিদ্ধি করা উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করে না যদি কোন লোকের সহিত ভালবাসা করে, তবে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ উদ্দেশ্যে করে। আর যদি কোন লোকের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ বা শত্রুতা করে, তবে আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যেই করে। যদি কোন স্থলে দান করে, তবে খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করে। আর যদি কোন স্থলে দান না করে, তবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই উহা করে। যদি কথা বলে, তবে খোদার সন্তুষ্টির জন্যই বলিয়া থাকে, আর যদি মৌনাবলম্বন করিযা থাকে, তবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তাহা করে। যদি লোকদের সহিত মিলিত হয়, তবে তাঁহার সন্তোষ উদ্দেশ্যে মিলিত হয়। আর যদি নির্জ্জনবাস অবলম্বন করে, তবে তাঁহার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যেই করে। কোরআনে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ

আল্লাহতায়ালার জন্য।"

উল্লিখিত হাদিছে মিত্রতা, শত্রুতা, দান করা ও দান হইতে বিরত থাকা কেবল এই চারিটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, যেহেতু এই চারিটী নফছের কামনা, মানুষ ইহা কেবল আল্লাহতায়ালার জন্য অল্পই করিয়া থাকে। যখন মনুষ্য উক্ত চারিটী বিষয় বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করা অতি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে, তখন সহজেই অন্যান্য বিষয়গুলি বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, এইহেতু তাহার ঈমান পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

"আবুওমামা" কুনইয়াতি নাম, তাঁহার আসল নাম ছোদাইয়োন, তিনি বাহেলের অধিবাসী এবং মিসরে অবস্থিতি করিতেন, তৎপরে তিনি শামদেশের হেম্‌ছ নামক স্থানের বাসিন্দা হইয়া ছিলেন, তিনি ৭১ বৎসর ৮৬ কিম্বা ৮১ হিজরীতে উক্ত স্থানে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তিনি অধিক হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন; তাঁহার অধিকাংশ হাদিছ শামীদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। বহু লোক তাঁহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। শামদেশে যে ছাহাবাগণ এন্তেকাল করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের শেষ। —মেরকাত, ১/৯২, আশেঃ, ১/৬৭।

(৩) আবু জার্রের উক্তি ঃ—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার জন্য ভালবাসা ও তাঁহার জন্য বিদ্বেষভাব পোষণ করা আমলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এই হাদিছটী আবুদাউদ মোজাহেদ হইতে, তিনি একজন লোক হইতে ও সেই লোক আবুর্জার হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। এই মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞাতনামা লোকটী কে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। তেবরানি উৎকৃষ্ট ছনদে এই মর্ম্মের একটি হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে বুঝা যায় যে, সেই অজ্ঞাতনামা লোকটী হজরত আবুদুল্লাহ বেনে আব্বাছ। অন্যান্য হাদিছে কলেমার পরে নামাজকে শ্রেষ্ঠতম আমল বলা হইয়াছে, আর এই হাদিছে অন্যরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

কাজেই উভয় হাদিছের মধ্যে এইরূপ সমতা স্থাপন করিতে হইবে যে, জাহেরি আমলগুলির মধ্যে নামাজ শ্রেষ্ঠতম আমল এবং আন্তরিক আমলগুলির মধ্যে আল্লাহতায়ালার জন্য ভালবাসা ও শত্রুতা শ্রেষ্ঠতম আমল। ইহাকে শ্রেষ্ঠতম আমল এইহেতু বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রকার কল্যাণের মূল খোদার মহব্বত। এই মহব্বত প্রবল হইলে সে ব্যক্তি খোদার জন্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বিষয়কে ভালবাসিবে না এবং খোদার জন্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের সহিত শত্রুতা করিবে না। ইহাতে সমস্ত আদিষ্ঠ বিষয় পালন করিতে ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এমাম গাজ্জালি লিখিয়াছেন, যদি কেহ একজন পাচককে এইহেতু ভালবাসে যে খাদ্যসামগ্রী সুন্দররূপে রন্ধন করে এবং দরিদ্র ও নেককারদিগকে খাওয়াইয়া থাকে, তবে এই ভালবাসা আল্লাহতায়ালার জন্য হইবে। যদি কেহ এইহেতু শিক্ষককে ভালবাসে যে সে তাঁহার নিকট হইতে এল্‌ম শিক্ষা করিবে এবং উহা দুনইয়া অর্জ্জনে অবলম্বন করিবে, তবে এই ভালবাসা আল্লাহতায়ালার জন্য হইবে না। আঃ, ১/৬৭, মেঃ, ১/৯২।

(৪) আবু হোরায়রার উক্তি;—

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, (কামেল) মুছলমান উক্ত ব্যক্তি হইবে— যাহার রসনা ও হস্ত হইতে মুছলমানগণ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। (কামেল) ঈমানদার উক্ত ব্যক্তি হইবে, যাহাকে লোকেরা নিজেদের জীবন অর্থ-সম্পদ সম্বন্ধে বিশ্বাসভাজন স্থির করে। তেরমেজি ও নাছায়ি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। বয়হকি, শোয়াবোল-ঈমানে ফাজালার রেওয়াএতে এইটুকু বেশী রেওয়াএত করিয়াছেন যে, প্রকৃত মোজাহেদ (ধর্ম্ম যোদ্ধা) উক্ত ব্যক্তি হইবে যে আল্লাহ তায়ালার বন্দিগীতে নিজের নফছের সহিত যুদ্ধ করে এবং প্রকৃত হেজরতকারী উক্ত ব্যক্তি হইবে যে ক্ষুদ্র বৃহৎ গোনাহগুলি ত্যাগ করে।

টীকা

তছহিহ্ কেতাবে আছে, এই হাদিছটী এই শব্দগুলির সহিত সম্পূর্ণ ভাবে ছেহাহছেত্তার মধ্যে নাই। অবশ্য ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে ইহার প্রথম ও তৃতীয় অংশ বিভিন্ন শব্দের সহিত আবদুল্লাহ বেনে ওমারের ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে।

অবশিষ্ঠ দুই অংশ ছোনানে (আবুদাউদ, তেরমেজি ইত্যাদিতে) ফাজালা,

আবুহোয়ারা ও আবুদুল্লাহ-বেনে-আমর-বেনেল-আছের রেওয়াএতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য হাকেম মোস্তাদ্‌রেকে মোছলেমের শর্তানুযায়ী ফাজালা বেনে-ওবাএদের রেওয়াএতে এই শব্দগুলির সহিত সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার দ্বিতীয় অংশকে প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিছের প্রথমাংশের অর্থ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের অর্থ এই যে,যে ব্যক্তির হস্ত ও মুখ দ্বারা মুছলমানদিগের জীবন ও অর্থ সম্পত্তির কোন অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, সেই ব্যক্তিই খাঁটি ঈমানদার।

তৃতীয়াংশের অর্থ—নফছ খোদার আদেশ পালনে বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে, কাজেই যে ব্যক্তি নফছের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া ফেলে এবং সম্পূর্ণরূপে খোদার বন্দিগীকে আত্ম-নিয়োগ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে জেহাদকারী।

শেষাংশের অর্থ—যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বৃহৎ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার গোনাহ ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত হেজরতকারী। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ফাজালা হজরতের ছাহাবা, তাঁহার পিতার নাম ওবাএত। ইনি আওছ সম্প্রদায়ের আনছারি দলভুক্ত ছিলেন। ইনি প্রথমে ওহোদ যুদ্ধে ও পরে অন্যান্য যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। হোদায়বিয়াতে বৃক্ষের নিম্নদেশে তিনি হজরত নবি (ছাঃ)-এর নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি জেহাদ করিতে শামদেশে গমন করতঃ দেমাশ্‌কে বাসস্থান স্থির করেন। যে সময় হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ছিফ্‌ফিনের দিকে রওয়ানা হইয়া যান, তিনি তথায় কাজী পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহার খেলাফতের জামানাতে ইনি ৫৩ হিজরীতে উক্ত স্থানে এন্তেকাল করেন।—মেঃ, ১/৯২/৯৩,আঃ, ১/৬৮।

(৫) আনাছের উক্তি; ঃ—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেই বলিতেন, যে ব্যক্তি গচ্ছিত দ্রব্য (আমানত) রক্ষা করে না, তাহার (পূর্ণ) ঈমান নাই। আর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তাহার (পূর্ণ) দীন নাই। বয়হকি 'শোয়াবোল-ঈমান' কেতাবে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

টীকা

হজরত (ছাঃ) যখনই খোৎবা পড়িতেন, উহার অধিকাংশে ক্ষেত্রে এই উপদেশ দিতেন যে, যে ব্যক্তি কাহারও জীবন, পরিজন ও অর্থ সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার ঈমান খাঁটি হইতে পারে না। ঈমান খাঁটি না হওয়ার কারণ এই যে ইহা লোকের অর্থ সম্পদ্ আত্মসাৎ করিতে, সম্ভ্রম নষ্ট করিতে, স্ত্রী হরণ করিতে ও প্রাণ হত্যা করিতে উত্তেজিত করে। এই সমস্ত এইরূপ জঘন্য কার্য্য যে তৎসমস্তের দ্বারা ঈমান হ্রাস পাইতে থাকে এবং ক্ষতিতে পরিণত হইতে থাকে, এমন কি উহার অতি কম মাত্রা স্থায়ী থাকে। অনেক সময় উহা কোফরের দিকে আকর্ষন করে। এইহেতু বলা হইয়া থাকে যে গোনাহ কোফরের কামনাকরী।

আর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ও শপথ ভঙ্গ করে, তাহার দীন পূর্ণ হইতে পারে না।

কোন বিদ্বান এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্যগুলি করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার পক্ষে এইরূপ আশঙ্কা বিচিত্র নহে যে, সে ভবিষ্যতে কোফরি কার্য্যে পতিত হইবে।

যেরূপ হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি শস্যক্ষেত্রের চারিপার্শ্বে বিচরণ করে, অচিরে সে শস্যক্ষেত্রে পতিত হইবে।

কেহ এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কোরআন শরীফে আছে—

انا عرضنا الامانة على السموات الخ *

ইহার সার অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার মিছাকের দিবস আছমান, জমি, পাহাড় ইত্যাদির উপর আমানাত রক্ষা করার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তৎসমস্তই উহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, কেবল হজরত আদম (আঃ) উহা বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই আমানতের অর্থ শরিয়ত। উক্ত হাদিছের এইরূপ অর্থ হইবে যে, যে ব্যক্তি শরিয়ত-স্বরূপ আমানাতকে স্বীকার না করে, তাহার ঈমান নাই।

আরও কোরআন শরিফে আছে, আল্লাহতায়ালা মিছাকের দিবস বলিয়াছেন;—

الست بربكم قالوا بلى *

"আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিল, হাঁ।"

যে ব্যক্তি উক্ত মিছাকের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ফেলে, তাহার দীন ও ঈমান নাই। মেঃ ১/৯৩, আঃ, ১/৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) ওবাদা বেনেছ-ছামেতের উক্তি;—

তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য আর কেহ নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহতায়ালার রাছুল, আল্লাহতায়ালা তাহর উপর চিরদোজখী

হওয়া হারাম করিয়া দিবেন।" মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এই হাদিছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ে মোয়াজের হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) ওছমান (রাঃ)র উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, অথচ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জানে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য আর কেহই নাই, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

যে ব্যক্তি উক্ত মৰ্ম্মের উপর অন্তরের সহিত দৃঢ় বিশ্বাস করে, অথচ মৌখিক একরার করিতে সক্ষম হইয়া একরার করে, কিম্বা মৌখিক একরার করিতে অক্ষম হইয়া কেবল অন্তরে বিশ্বাস করে, অথবা মৌখিক একরার করা ওয়াজেব হওয়ার

কথা অজ্ঞাত থাকে এবং কেহ তাহাকে মৌখিক একরার করিতে আদেশ না দেয়, তবে এক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি ঈমানের পরে কোন গোনাহ্ করিয়া না থাকে, কিম্বা গোনাহ্ করার পরে খোদা তাহাকে মাফ করিয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে প্রথমেই বেহেশতে দাখিল হইবে। আর যদি দোজখে দাখিল হয়, তবে শাস্তি গ্রহণ অন্তে কিম্বা শাফায়াতের পরে শেষে বেহেশতে দাখিল হইবে। উক্ত হদিছে কেবল আল্লাহতায়ালার অহদানিয়তের কথার উল্লেখ থাকিলেও হজরত নবি (ছাঃ) এর রেছালাতের কথা স্বীকার করা জরুরী হইবে, কেননা "লা-এলাহা-ইল্লাল্লাহ" উভয় প্রকার শাহাদাতের খাস নাম।

যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান আনার পরে মৌখিক একরার করার কিম্বা এবাদতে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, সে ব্যক্তি চিরদোজখী হইবে কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, অন্তরে ঈমান আনিয়া মৌখিক একরার করা ওয়াজেব জানা সত্ত্বেও মৌখিক একরার করার সময় পাইয়াও উক্ত প্রকার একরার না করিলে চিরদোজখী হইবে না।

মোল্লা আলি কারী বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বের হাদিছে বুঝা যায় যে, মৌখিক একরার না করিলে চিরদোজখী হইবে। ইহা না হইলে আবু তালেবকে কাফের বলা সঙ্গত হইত না।

ওছমান হজরতের তৃতীয় খলিফা। ইনি আফ্‌ফানের পুত্র ও কোরাএশি ছিলেন। নবি (ছাঃ) দারোল-আরকামে প্রবেশ করার পূর্ব্বে তিনি হজরত আবুবকর (রাঃ) র হস্তে মুছলমান হইয়াছিলেন, তিনি দুইবার আবিসিনিয়া দেশে হেজরত করিয়াছিলেন। তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর কন্যা রোক্‌ইয়া (রাঃ)র পীড়ার জন্য বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই এবং নবি (ছাঃ) উক্ত জেহাদে তাঁহার জন্য একটি অংশ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি হোদায়বিয়াতে বয়য়তোর-রেদওয়ানের সময় উপস্থিত ছিলেন না। কেননা নবি (ছাঃ) তাঁহাকে সন্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে মক্কা শরিফে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বয়য়তের সময় নবী (ছাঃ) নিজের ,ক হস্তকে অন্য হস্তের উপর রাখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা ওছমানের জন্য। ওছমান (রাঃ) জোন্নুরাএন নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তিনি পর্য্যায়ক্রমে হজরতের দুই কন্যা রোকইয়া ও উম্মে-কুলছুমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি শ্বেত-বর্ণের

না-বেঁটে না-লম্বা সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন, ২৪ হিজরীর মহর্রম মাসের প্রথম দিবসে খলিফা নিয়োজিত হইয়াছিলেন। মিসরের আছওয়াদ্ নজিরি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, শনিবারের রাত্রে তাঁহাকে জান্নাতোল-বাকি গোরস্তানে দফন করা হয়।

তাঁহার বয়স সেই দিবস ৮২ বৎসর ছিল। তাঁহার খেলাফত প্রায় ১২ বৎসর ছিল। বহুলোক তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছিলেন। মেঃ, ১/৯৩/৯৪, আঃ, ১/৬৯।

(৩) জাবেরের উক্তি;—

হজরত বলিয়াছেন, দুইটি বিষয় ওয়াজেবকারী। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলে খোদা, ওয়াজেব কারীদ্বয় কি কি? হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় যে, আল্লাহতায়ালার সহিত কোন বিষয়ের অংশ স্থাপন করে, তবে সে ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি এই অবস্থাতে মৃত্যুপ্রায় হয় যে, আল্লাহতায়ালার সহিত কোন বিষয়ের শরিক না করে, তবে সে ব্যক্তি বেহেশতে দাখিল হইবে।—মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

কেহ কোফর বা শেরেক করিয়া বিনা তওবা মরিলে চিরদোজখী হইবে। কেহ শেরক বা কোফর না করিয়া মরিলে, হিসাব অন্তে প্রথম অবস্থাতে কিম্বা আজাব অন্তে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।   শব্দের অর্থ বেহেশত কিম্বা দোজখ ওয়াজেবকারী। উহা আমল করিলে বেহেশতে কিম্বা দোজখে প্রবেশ করা জরুরি হইয়া পড়ে।

হজরত জাবের, আবদুল্লাহর পুত্র ও আমরের পৌত্র'। তিনি আনছার সম্প্রদায় ভুক্ত একজন প্রসিদ্ধ ও বহু হাদিছ রেওয়াএতকারী ছাহাবা ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পিতা দ্বিতীয় 'আকাবাতে' উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি সমধিক ছহিহ মতে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। ইহার পরে তিনি নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে ১৮টি জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি আনছার দলের মধ্যে একজন 'নকিব' ছিলেন এবং শাম ও মিসরে গমন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। এমাম মহাম্মদ বাকেরা ও অন্যান্য বহু লোক তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত

কারিয়াছিলেন। তিনি ৯৪ বৎসর বয়সে ৭৪ হিজরীতে মদিনা শরিফে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মদিনা শরীফে তিনি ছাহাবাগণের মধ্যে সর্ব্বশেষে মৃত্যুপ্রায় হইয়াছিলেন— আঃ, ১/৬৯, মেঃ ১/৯৪।

(৪) আবু হোরায়রার উক্তি;—

তিনি বলিয়াছেন, আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর চারিদিকে উপবিষ্ট ছিলাম এবং আমাদের সঙ্গে আবুবকর, ওমার আরও একদল লোক ছিলেন। এমতাবস্থায় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া গেলেন, পরে আমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া অনেক্ষণ অনুপস্থিত থাকিলেন, এবং আমরা ভীত হইয়া পড়িলাম যে, আমাদের অজ্ঞাতসারে শত্রুরা পক্ষ হইতে তাঁহার উপর অত্যচার হইতে পারে, এজন্য বিব্রত হইতে ছিলাম। ইহাতে আমরা (অনুসন্ধানের জন্য) দণ্ডায়মান হইলাম, আমিই প্রথমে বিব্রত হইয়াছিলাম। তৎপরে আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলাম, এমন কি আমি আনছারি বনি-নাজ্জারের প্রাচীর বেষ্টিত খোর্ম্মা উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি উহার কোন দ্বার প্রাপ্ত হই কিনা, এজন্য উহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হইলাম না। হঠাৎ একটি ঝরণা দেখিতে পাইলাম—উহা বাহিরের একটি কুণ্ডা হইতে প্রাচীরের মধ্য দেশে প্রবেশ করিতেছে। রবি 'শব্দের অর্থ পয়ঃপ্রণালী। তিনি বলিয়াছেন, আমি হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া নবি (ছাঃ) এর নিকট প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি বলিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, তৎপরে উঠিয়া গেলেন, আমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া অনেকক্ষণ অনুপস্থিত থাকিলেন, ইহাতে আমরা আতঙ্কিত হইলাম যে, শত্রুরা আমাদের অজ্ঞাতসারে কি জানি আপনাকে আপনার মিত্রগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হত্যা করিয়া ফেলে, ইহাতে আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম, আমি প্রথমেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হেতু আমি উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, যেরূপ শৃগাল হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে। আর এই লোকগুলি আমার পশ্চাতে আছেন। তখন হজরত আমাকে তাঁহার (মোবারক) জুতাদ্বয় প্রদান করিয়া বলিলেন, হে আবুহোরায়রা তুমি আমার এই জুতাদ্বয় লইয়া যাও। যে কেহ এই উদ্যানের

পশ্চাদ্দিক্ হইতে এমতাবস্থায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করে যে, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস সহ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, তুমি তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি প্রথমেই ওমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আবুহোরায়রা, এই জুতাদ্বয় কি? আমি বলিলাম, ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর (মোবারক জুতাদ্বয় , তিনি আমাকে এই হেতু এই জুতাদ্বয় সহ প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমি এইরূপ গুণসম্পন্ন, যে কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করি সে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস সহ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, আমি তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিব। তখন ওমার আমার স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে (বক্ষঃস্থলে) প্রহার করিলেন, ইহাতে আমি নিতম্বের উপর পতিত হইলাম। পরে ওমার বলিলেন, হে আবুহোরায়রা, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর, ইহাতে আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং ক্রন্দন সহ (তাঁহার নিকট) আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং ওমার আমার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম যে, তিনি আমার পশ্চাতে আছেন। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুহোরায়রা তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, আমি ওমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনি আমাদের যে বিষয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিলাম। ইহাতে তিনি আমার বক্ষঃদেশে এরূপ ভাবে প্রহার করিলেন যে, আমি আমার নিতম্বের উপর পতিত হইলাম। তৎপরে তিনি বলিলেন, তুমি প্রত্যাবর্তন কর। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, হে ওমার, কি বিষয়—তুমি যাহা করিয়াছ তাহা করিতে তোমাকে উত্তেজিত করিয়াছে? ওমার বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমার পিতা ও মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউন, আপনি কি আপনার (মোবরাক) জুতাদ্বয় সহ আবুহোরায়রাকে এই হেতু প্রেরণ করিয়াছেন যে, যে কেহ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস সহ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিবে? হজরত বলিলেন, হাঁ। ওমার বলিলেন, আপনি এইরূপ করিবেন না, কেননা নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, লোকেরা ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে, কাজেই তাহাদিগকে ত্যাগ করুন, যেন তাহারা আমল করিতে থাকেন। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, তবে তাহাদিগকে ত্যাগ কর (ও সুসংবাদ প্রদান করিও না)। মোসলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

হজরত আবুহোরায়রা (রাঃ) উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত খোর্ম্মা উদ্যানের দ্বার অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই, তিনি অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য বশতঃ উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, কিম্বা উহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। من بئر خارجة ইহার অর্থ — (উক্ত উদ্যানের) "বাহিরের কুঙা হইতে।" কেহ কেহ বলিয়াছেন, খারেজা একটী লোকের নাম, সে উক্ত কুঙার মালিক ছিল। অনুবাদ এইরূপ হইবে— খারেজা নামক ব্যক্তির কুঙা হইতে। উক্ত পয়ঃপ্রণালীর মুখ ক্ষুদ্র ছিল, এইরূপ তিনি হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া উহার মধ্য দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যেরূপ শৃগাল হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। নবি (ছাঃ) হজরত আবুহোরায়রার নিকট মোবারক জুতাদ্বয় প্রেরণ করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে ছাহাবাগণ বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি হজরতের নিকট হইতে আসিতেছেন, যদিও তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য ছিল, অথচ জুতাদ্বয় দর্শনে তাঁহাদের অন্তরে অধিকতর শান্তি লাভ হইবে, এই হেতু এই কার্য্য করা হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া জুতা পাঠাইবার কারণ এই যে, সেই সময় হজরতের নিকট অন্য কোন বস্তু ছিল না। জুতা ব্যবহারে সহজে পথ চলা সম্ভব হইয়া থাকে, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, প্রাচীন উম্মতদিগের উপর যে কঠিন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পরে তাঁহার উম্মতের উপর তৎপরিবর্ত্তে সহজ পন্থা স্থির করা হইয়াছিল। আরও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মৌখিক অঙ্গীকারের পরে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকিতে হইবে। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, খোদার অহদানিএতের উপর কেবল দৃঢ় বিশ্বাস করা যথেষ্ট নহে, বরং সক্ষমাবস্থায় মৌখিক একরার করা জরুরি, কিম্বা মৌখিক একরার তলব করা কালে মৌখিক একরার করা জরুরি, ইহা সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের মত। এইরূপ যদি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে, তবে কেবল মৌখিক একরার যথেষ্ট নহে, ইহার উপর বিদ্বানগণের একমত হইয়াছে। অবশ্য মৌখিক একরার ইমানের অংশ কিম্বা শর্ত্ত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কোন ওজর আপত্তি হইলে মৌখিক একরার রহিত হইতে পারে।

যদি কেহ বলেন, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আবুহোরায়রা (রাঃ) কে যে সুসংবাদ প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, হজরত ওমার কি জন্য উহা রদ

করিলেন। ইহার উত্তর এই যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা প্রচার করা ওয়াজেব নহে, ইমানদারদিগের অন্তরে শান্তি প্রদান উদ্দেশ্যেই এই সুসংবাদ দেওয়ার আদেশ হইয়াছিল। যদি লোকেরা ইহা শ্রবণ করে, তবে ইহার উপর নির্ভর করতঃ আমল করা ত্যাগ করিয়া বসিবেন, ইহা স্বয়ং নবি (ছাঃ) হজরত মোয়াজকে বলিয়াছিলেন। হজরত তাঁহাদের ভালবাসা ও অন্তরের বিশুদ্ধ ভক্তি অবগত হইয়া দয়াপরবশ হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত ওমারের কার্য্যে সেই হিতজনক কার্য্যটীর কথা তাহার মনে উদয় হয় এবং তিনি বলেন যে, তুমি তাহাদিগকে আমল করিতে দাও। —মেঃ, ১/৯৪—৯৭, আঃ—৭২।

(৫) মোয়াজ বেনে জাবালের উক্তি;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কলেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য প্রদান করা বেহেশতের কুঞ্চিকাসকল। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন—

مفاتيح বহুবচন, একবচন مفتاح, এস্থলে কুঞ্চিকাসকল বলার কারণ এই যে, ঈমানদারগণের কিম্বা কয়েকটী বেহেশতের সংখ্যাধিক্য হিসাবে কুঞ্চিকাসকল বলা হইয়াছে।— আঃ, ১/৭২।

(৬) ওছমান (রাঃ)র উক্তি ঃ—

তিনি বলিয়াছেন, যে সময় নবি (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছিলেন তাঁহার ছাহাবাগণের মধ্যে কয়েকজন তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এমন কি তাঁহাদের কতকের সন্দেহে পতিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ওছমান বলিয়াছেন, আমি উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় ওমার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ছালাম দিলেন, কিন্তু আমি ইহা অনুভব করিতে পারিলাম না, ইহাতে ওমার আবুবকর (রাঃ)র নিকট অনুযোগ উপস্থিত করিলেন, তৎপরে তাঁহারা উভয়ে (আমার নিকট) উপস্থিত হইলেন, এমন কি উভয়ে আমাকে ছালাম দিনেল। তখন আবুবকর বলিলেন, তোমাকে কিসে উত্তেজিত করিয়াছে যে তুমি তোমার ভ্রাতা ওমারের ছালামের উত্তর প্রদান কর নাই? আমি বলিলাম, আমি এমত কার্য্য করি নাই। ইহাতে ওমার বলিলেন, হাঁ, খোদার শপথ, তুমি নিশ্চয়ই ইহা করিয়াছ। ওছমান বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, খোদার শপথ, আমি ইহা অনুভব করিতে পারি নাই যে, নিশ্চয়

আপনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ছালাম করিয়াছিলেন। নিশ্চয় একটি বৃহৎ কার্য্য তোমাকে ইহা অনুভব করিতে বিরত রাখিয়াছে। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, হাঁ। আবুবকর বলিলেন, উহা কি বিষয়? আমি বলিলাম, খোদাতায়ালা নিজের নবীকে এই বিষয়ের মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে মারিয়া ফেলিলেন। আবুবকর বলিলেন, আমি তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম আমার পিতা ও মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউন, আপনি ইহার সমধিক যোগ্য পাত্র। আবুবকর বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা, এই বিষয়ের মুক্তি কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যে কলেমাটি আমার চাচার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম, তৎপরে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমা হইতে উহা স্বীকার করিয়া লয়, উহাই তাহার জন্য মুক্তি। আহমদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এই বিষয়ের মুক্তি বলিয়া কি মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে এই দীনে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি কিসে হইবে? ইহাও অর্থ হইতে পারে, শয়তানের চক্র, দুনইয়ার আসক্তি, উহার কামনা বাসানা চরিতার্থ করিতে আত্মনিয়োগ ও গোনাহগুলির অনুষ্ঠান হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? উক্ত কলেমার মর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি লাভ হইবে। এই কলেমা সর্ব্বদা পাঠ করিলে, অন্তর বিশুদ্ধ ও মন পবিত্র হইবে, ইহাতে শয়তানের চক্র, দুনইয়ার আসক্তি ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করিতে প্রশ্ন এইরূপ হইতে পারে যে, কলেমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া মরিয়া গেলে, বেহেশতে প্রবেশ করিবে, এই হাদিছটি স্বয়ং হজরত ওছমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই কিরূপে তাহার ইহা বলা সমীচীন হইবে যে, তিনি হজরতের নিকট উহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। আর উহা ইছলামের প্রথম শিক্ষা, হজরত ওছমান (রাঃ) উহা জানিতেন না, ইহা বলা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইবে? যদিও ইহার এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, বিপদ ও অস্থিরতা

আপনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ছালাম করিয়াছিলেন। নিশ্চয় একটি বৃহৎ কার্য্য তোমাকে ইহা অনুভব করিতে বিরত রাখিয়াছে। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, হাঁ। আবুবকর বলিলেন, উহা কি বিষয়? আমি বলিলাম, খোদাতায়ালা নিজের নবীকে এই বিষয়ের মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বে মারিয়া ফেলিলেন। আবুবকর বলিলেন, আমি তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম আমার পিতা ও মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউন, আপনি ইহার সমধিক যোগ্য পাত্র। আবুবকর বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা, এই বিষয়ের মুক্তি কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যে কলেমাটি আমার চাচার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম, তৎপরে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমা হইতে উহা স্বীকার করিয়া লয়, উহাই তাহার জন্য মুক্তি। আহমদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এই বিষয়ের মুক্তি বলিয়া কি মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে এই দীনে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি কিসে হইবে? ইহাও অর্থ হইতে পারে, শয়তানের চক্র, দুনইয়ার আসক্তি, উহার কামনা বাসানা চরিতার্থ করিতে আত্মনিয়োগ ও গোনাহগুলির অনুষ্ঠান হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? উক্ত কলেমার মর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি লাভ হইবে। এই কলেমা সর্ব্বদা পাঠ করিলে, অন্তর বিশুদ্ধ ও মন পবিত্র হইবে, ইহাতে শয়তানের চক্র, দুনইয়ার আসক্তি ইত্যাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করিতে প্রশ্ন এইরূপ হইতে পারে যে, কলেমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া মরিয়া গেলে, বেহেশতে প্রবেশ করিবে, এই হাদিছটি স্বয়ং হজরত ওছমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই কিরূপে তাহার ইহা বলা সমীচীন হইবে যে, তিনি হজরতের নিকট উহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। আর উহা ইছলামের প্রথম শিক্ষা, হজরত ওছমান (রাঃ) উহা জানিতেন না, ইহা বলা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইবে? যদিও ইহার এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, বিপদ ও অস্থিরতা

হেতু তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অথচ প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে, শয়তানের চক্র হইতে নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? ইহা অন্য রেয়াএত হইতে প্রকাশিত হয়।

কতক ছাহাবা বিশেষতঃ হজরত ওছমান (রাঃ) নফছের অছওয়াছাতে পতিত হইয়াছিলেন, উক্ত অছওয়াছা কি? আল্লামা এবনো-হাজার মক্কি বলিয়াছেন, উহা এই যে, তাঁহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, নবি (ছাঃ) এর এন্তেকালের জন্য দীন ইছলাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, উহার জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইবে এবং উহার ছেলছেলা সমাপ্ত হইবে। আঃ, ১/৭২/৭৩।

(৭) মেকদাদের উক্তি;—

তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠ এমন কোন ইষ্টক ও মৃত্তিকাজাত কিম্বা পশমি গৃহ থাকিবে না—যাহাতে আল্লাহতায়ালা ইছলামের কালেমা, সম্মনিত লোককে সম্মানিত ও নীচ লোককে অপমানিত করিয়া প্রবেশ করাইবেন না, হয় আল্লাহ তাহাদিগকে সম্মানিত করিবেন, তৎপরে তাহাদিগকে উক্ত কলেমার অধিকারী করিবেন, কিম্বা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, যাতে তাহারা উহার অনুগত হইবে। আমি বলিলাম, ইহাতে সমস্ত দীন আল্লাহতায়ালার জন্য হইবে। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এস্থলে জমিনের অর্থ আরব উপদ্বীপ ও উহার নিকটবর্ত্তী দেশগুলি। ইষ্টক ও মত্তিকাজাত ঘরের অর্থ শহর ও পল্লীগ্রামের ঘরগুলি। পশমি ঘরের অর্থ ময়দান ও অরণ্যবাসিদের তাঁবু, কেননা তথাকার লোকেরা উষ্ট্র ইত্যাদির লোমজাত কম্বল দ্বারা তাঁবু প্রস্তুত করিতেন। আরব উপদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শহর পল্লী হউক, আর ময়দান জঙ্গল হউক, প্রত্যেক স্থানে ইছলামের কলেমা প্রবেশ করিবে, যে কেহ এই ইছলাম গ্রহণ করে, সম্মানিত হইবে। আর যে কেহ উহা অস্বীকার করে, আল্লাহ তাহাকে অপমানিত করিবেন। সে বাধ্য হইয়া মুছলমানদিগের আশ্রিত হইবে, কিম্বা লাঞ্ছিত অবস্থায় জিজইয়া কর দিতে বাধ্য হইবে, রাবি বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, সর্ব্বতোভাবে ইছলাম প্রবল হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে (শেষ জামানাতে) পৃথিবীতে কোফরের অস্তিত্ব থাকিবে না, স্বেচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, সমস্ত লোক ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। কাজেই সমস্ত দীন আল্লাহতায়ালার জন্য

হইবে।— মেঃ, ১/৯৮/৯৯, আশেঃ, ১/৭৪।

মেকদাদ হজরতের একজন ছাহাবা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম আমর ও দাদার নাম ছায়া'লাবা, কিন্তু তিনি আছওয়াদের পুত্র বলিয়া এই হেতু প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আছওয়াদ বেনে আবদে-ইয়াগুচ্ছের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাকে পোষ্য পুত্র করিয়াছিলেন। তিনি 'বাহবা' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তথায় হত্যাকাণ্ডের মামলাতে অভিযুক্ত হইয়া তথা হইতে ইয়মনের কেন্দাদা সম্প্রদায়ের দিকে পলায়ন করেন এবং তাহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তৎপরে তিনি তথায় একটি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া তথা হইতে মক্কা শরিফের দিকে পলায়ন করেন এবং তথায় আছওয়াদ বেনে আবদে-গুছে-জুহরির সহিত সন্ধি করেন, এই হেতু তিনি বাহরাণি, কেন্দি ও জুহরি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ইছলামের প্রথম জামানাতে ইছলাম গ্রহণ করিয়া হজরতের সহচর রূপে ছিলেন। মক্কা শরিফে ৭জন লোক প্রথমে ইছলাম প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মেকদাদ বেনেল আছওয়াদ অন্যতম। তিনি হাবশার দিকে হেজরত করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি মক্কা শরিফে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি মদিনা শরিফের দিকে হেজরত করিয়াছিলেন এবং নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতা আমর কেন্দাদা সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে ৩৩ হিজরীতে মদিনা শরীফের ৩ কিম্বা ১০ মাইল দূরে জারফ নামক স্থানে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, লোকেরা তাঁহাকে স্কন্ধ দেশে বহন করিয়া মদিনা শরীফে লইয়া জান্নাতোল-বাকি নামক গোরস্তানে দফন করিয়াছিলেন।—তহজিবোল-আছমা, ২/১১১/১১২, তহজিবোত্তহজিব, ১০/২৮৫/২৮৬।

(৮) অহাব বেনে-মোনাব্বেহের উক্তি;—

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কলেমায়- তাইয়েবা কি বেহেশতের কুঞ্চিকা নহে? ইহাতে তিনি বলেন, হাঁ, সত্য, কিন্তু এমন কোন কুঞ্চিকা নাই যাহার দন্ত শ্রেণী নাই। যদি তুমি দন্ত শ্রেণী যুক্ত চাবি আনয়ন করিতে পার, তবে তোমার জন্য দ্বার উদঘাটন করা হইবে, নচেৎ তোমার জন্য উহা উদঘাটন করা হইবে না। বোখারি কোন অধ্যায়ের মুখবন্ধে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

অহাব বেনে মোনাব্বেহকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কলেমায়-তাইয়েবা বেহেশতের কুঞ্চিকা, কাজেই বিনা আমলে- বেহেশতে দাখিল হওয়া দরকার, লোকেরা ইহা শ্রবণে অন্যান্য আমল করিবে কেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, চাবির কতকগুলি দাঁত হইয়া থাকে, উহার দাঁত না থাকিলে, তালা ও দ্বার খোলা সম্ভব হয় না। তিনি বলিয়াছেন, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব ও জাকাত উক্ত চাবির দাঁত, ইহা সম্পাদন না করিলে, বেহেশতের তালা খোলা সম্ভব হইবে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার নেক আমল সম্পাদন ও বদ আমল ত্যাগ উক্ত কুঞ্চিকার দাঁত। মোল্লা আলি কারি বলেন, কেয়ামতে হিসাব অন্তে প্রথমে যে দল বেহেশতে প্রবেশ করিবে, তাহাদের সঙ্গী হইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাহিলে ঈমানের সহিত নেক আমল করা ও বদ আমল ত্যাগ করা জরুরি, নচেৎ কেবল ঈমানের জন্য দোজখে শাস্তি ভোগ করিয়া পরিণামে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহা ছুন্নত অল্‌জামায়াতের মত। সমধিক উৎকৃষ্ট মতে দাঁতগুলির অর্থ বিনা সন্দেহে অন্তরে কলেমার মর্ম্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা, বিনা কপটতায় উহার মৌখিক একরার করা এবং বিনা অবজ্ঞা ও বাদ প্রতিবাদে আহকামে-ইছলামের অনুসরণ করা। ইহা প্রথমে হউক, আর পরিণামে হউক, খোদার অনুমতি হইলে, বেহেশতের দ্বার খোলা সম্ভব হইবে। —মেঃ, ১/৯৯, আঃ, ১/৭২।

অহাব, মোনাব্বেহের পুত্র, ইয়মনের ছানয়া রাজধানীর দুই মঞ্জেল দূরে জেমার নামক পল্লীর অধিবাসী ছিলেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হইলেও ছাহাবাগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এই হেতু তিনি তা'বেয়ি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছাহাবা জাবের, এবনো-আব্বাছ, এবনো-আমর বেনেল আছি, আবু ছইদ খুদরি, আবুহোরায়রা, আনাছ ও নো'মান বেনে বসির হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী হওয়াতে কাহারও মতভেদ নাই। তিনি ১১২ কিম্বা ১১০ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তহজিবোল আছমা, ২/১৪৯।

৯। আবু হোরায়রার উক্তি ঃ—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে একজন নিজের ইছলামকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে সম্পাদন করে, তখন যে কোন সদনুষ্ঠান করে, তাহার জন্য দশগুণ হইতে সাত গুণ পর্য্যন্ত উহা লিখিত হয় । আর যে কোন গোনাহ্ কার্য্য অনুষ্ঠান করে, উহার তুল্য লিখিত হয় এমন কি আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করে। —বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

কেহ ইছলামের কার্য্যগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে সম্পাদন করিলে, আল্লাহ, তায়ালা একটী নেকির ফল ১০ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। কোরআন শরীফে দানকারীর সম্বন্ধে একটি শস্যের দ্বারা সাত শত শস্য উৎপন্ন করেন, এই উদাহরণে একটি নেকিতে ৭শত নেকির ফল পাওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আমল বিশেষের, ব্যক্তি বিশেষের এবং অবস্থা বিশেষের জন্য নেকি বদী কম বেশী হইয়া থাকে, কিম্বা খোদা অনুগ্রহ বশতঃ এইরূপ বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ফল প্রদান করেন। মাওয়ারদী বলিয়াছেন, নেকী সাত শত গুণ অপেক্ষা অধিক হয় না। এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা, কেননা ছহিহ্ মোছলেমে সাত শতগুণ হইতে আরও বহুগুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মক্কা শরীফের হেরমে একটি নেকীতে লক্ষ নেকীর কথা আছে। এবনো হাজার বলিয়াছেন, মক্কা শরিফের হেরমে এক রাক্য়াত নামাজ পড়িলে, ১০ হাজার কোটি রাক্য়াত নামাজের ছওয়াবের কথা আছে। মূল কথা, নিম্নে দশ নেকি এবং উর্দ্ধে সংখ্যাতীত ছওয়াবের কথা আছে। স্থান কাল পাত্র ভেদে গোনাহের পরিমাণ কম বেশী হইলেও খোদার অনুগ্রহে একটি গোনাহ্ কার্য্য করিলে, মাত্র একটি গোনাহ লিখিত হয়।।এমনকি কেয়ামতে আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ কালে, হয় তিনি উহার শাস্তি প্রদান করিবেন, না হয় তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহাও অর্থ হইতে পারে, তাহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এইরূপ নেকি ও বদীর অবস্থা থাকিবে। মেঃ ১/৯৯/১০০।

১০। আবু-ওমামার উক্তি;—-

“নিশ্চয় এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঈমানের চিহ্ন কি? ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, যে সময় তোমার সৎকর্ম্ম তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার দুষ্কর্ম্ম তোমাকে দুঃখিত করে, সেই সময় তুমি (পূর্ণ)

ঈমানদার।" সে ব্যক্তি বলিল "ইয়ারাছুলে-খোদা গোনাহ কার্য্যের লক্ষণ কি? তিনি বলিলেন "যে সময় তোমার অন্তরে কোন বিষয় সন্দেহ উৎপাদন করে, তখন তুমি উহা পরিত্যাগ কর।" আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

সৎকার্য্য করিয়া যদি কাহারও মনে এই কার্য্যে ক্ষমতা লাভের জন্য আনন্দ ও শান্তি অনুভূত হয়, এবং গোনাহ করিয়া উহার শাস্তির ভয়ে তাহার অন্তরে অনুশোচনা ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার ঈমান পূর্ণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি এবাদত ও গোনাহ কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকে এবং কেয়ামতের দিবস এতদুভয়ের প্রতিফলের প্রতি বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি ঈমানদার, পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করে না এবং নির্ভীক ভাবে গোনাহ্ করিয়া থাকে।

শেখ এমাম আলেম আরেফ আবদুল অহাব-মোত্তাকি মক্কি (কোঃ) 'হাবলোল-মতিন' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন, তরিকতের পথের পথিকের চারিটী বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা জরুরি, প্রথম তওহিদ, আল্লাহ অদ্বিতীয় সমস্ত ছেফাতে-কামালের সহিত গুণান্বিত উপকার, অপকার, ভাল মন্দ দান করা, দান না করা সমস্তই খোদার তক্দির অনুসারে হইয়া থাকে। ইহাতে লাভ এই হইয়া থাকে যে, মানবের উপকার ও অপকারের দিকে মন আকৃষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়, খোদাতায়ালার উপর আত্মনির্ভর করা এবং জীবিকা পৌঁছাইতে দৃঢ়ভাবে তাহাকে অবলম্বন বলিয়া বিশ্বাস করা। ইহাতে উপকার এই হইবে যে, চেষ্টা চরিত্র করিতে অতিরিক্ত সাধ্যসাধনা করিবে না এবং নিরবলম্বন হইলে উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইবে না।

তৃতীয়, নেকি ও বদীর ছওয়াব ও শাস্তি লাভের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা। ইহাতে উপকার এই হইবে যে, এবাদত কার্য্যে সততলিপ্ত থাকিবে এবং গোনাহ রাশি হইতে দূরে থাকিবে।

চতুর্থ আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক অবস্থাতে বান্দাদিগের কার্য্য-কলাপ জ্ঞাত আছেন—ইহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের বাহ্যভাব ও অন্তরকে বিশুদ্ধ করিতে অতিরিক্ত সাধ্য-সাধন করা।

শেখ এবনো-আতাউল্লাহ এস্কেন্দরি 'তেকাবে-হেকামে'

শেখ এবনো-আতাউল্লাহ্ এস্কেন্দরি 'কেতাবে-হেকামে' লিখিয়াছেন, মনুষ্যের অন্তরের মৃত হওয়ার চিহ্ন এই যে, এবাদত কার্য্যগুলি নষ্ট হইয়া গেলে অনুতপ্ত না হওয়া ও গোনাহ্ অনুষ্ঠান করিলে, লজ্জিত না হওয়া।

গোনাহ্ কার্য্যের লক্ষণ কি, তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যে কার্য্যে তোমার অন্তর উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, উহাতে শান্তি লাভ হয় না, উহাকে গোনাহ্ বুঝিতে হইবে। এই অর্থে হজরত বলিয়াছেন, যে কার্য্য তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে, উহা পরিত্যাগ কর।

আরও হজরত বলিয়াছেন, মুফতিগণ ফৎওয়া দিলেও নিজের অন্তরের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর। যে অন্তর ঈমানের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, দৃঢ় ঈমানের আলোকে অলোকিত ও পরিষ্কৃত ও পরহেজগারির অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ অলি কামেল ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে দ্বিধা ও ইতস্ততঃ বোধ করিলে ও সন্দিহান হইলে, বুঝিতে হইবে যে, এই কার্য্যে কিছু গোনাহ্ আছে। ইহা সাধারণ মুছলমানদিগের অন্তরের ব্যবস্থা নহে, কেননা উহা গোনাহ্ ও অন্ধকারের কালিমাতে কলুষিত হওয়ার জন্য নেকীকে বদী ও বদীকে নেকী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। আরও ইহা জানা আবশ্যক যে, যে স্থলে কোরআন হাদিছ এবং এজমা এই শরিয়তের দলীলগুলি পাওয়া না যায় এবং আলেমগণের মত বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় একটী মতকে প্রবল করা উদ্দেশ্যে অন্তর প্রসারতা ও অন্তরের ফৎওয়া গ্রহণীয় হইবে, শরিয়তের দলীল বর্ত্তমান থাকিতে উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

সন্দেহ যুক্ত বিষয় ত্যাগ করা এহতিয়াত, আর কোন কার্য্য করা উত্তম হইলে, উহার বিপরীতটী ত্যাগ করা এহতিয়াত। --- মেঃ, ১/১০০, আশেঃ, ১/৭৫।

১১। আমর বেনে-আবাছার উক্তি :---

তিনি বলিয়াছেন, আমি রাছুলল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা, এই কার্য্যে কোন্ ব্যক্তি আপনার সহযোগী আছেন? তিনি বলিলেন, একজন স্বাধীন ও একজন দাস। আমি বলিলাম, ইছলামের চিহ্ন কি? তিনি বলিলেন, মিষ্ট বাক্য বলা, খাদ্য বস্তু ভক্ষণ করান। আমি বলিলাম, ঈমানের চিহ্ন কি? তিনি বলিলেন, ধৈর্য্য ধারণ করা ও দানশীলতা। রাবি বলেন, আমি

বলিলাম, ইছলামের কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ? তিনি বলিলেন, মুছলমানেরা যাহার রসনা ও হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, (এই কার্য্য শ্রেষ্ঠ)। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ঈমানের কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ? হজরত বলিলেন, সংস্বভাব। তিনি বলেন, আমি বলিলাম কোন্ নামাজ শ্রেষ্ঠ? হজরত বলিলেন নামাজের কেয়াম লম্বা করা। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, কোন হেজরত শ্রেষ্ঠ? হজরত বলিলেন, তোমার প্রতিপালক যাহা অপছন্দ করেন, তুমি তাহা ত্যাগ করিবে। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, কোন্ জেহাদ শ্রেষ্ঠ? হজরত বলিলেন, যাহার দ্রুতগামী ঘোটক নিহত হইয়াছে এবং তাহার রক্তপাত করা হইয়াছে (নিজে নিহত হইয়াছে)। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, কোন্ সময় শ্রেষ্ঠ? হজরত বলিলেন, শেষ রাত্রের মধ্যমাংশ। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

আবাছার পুত্র আমর হজরতের নিকট কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্রথম প্রশ্ন আপনার সাক্ষী ও ইছলাম ধর্ম্মের সহযোগী কে আছেন? হজরত বলিয়াছেন, একজন স্বাধীন লোক ও একজন দাস। সেই স্বাধীন ব্যক্তি হজরত আবুবকর (রাঃ), সেই দাস জয়েদ বেনে হারেছা। কেহ কেহ জয়েদ স্থলে বেলালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সত্য মত, কেননা ছহিহ মোছলেমে হজরত আবুবকর ও বেলালের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আলির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, যেহেতু তিনি বালক ছিলেন। এইরূপ হজরত খদিজার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, কেননা ইহা গোপনে অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। কেহ কেহ উহার অর্থে বলিয়াছেন, সমস্ত প্রকার মনুষ্য, স্বাধীন হউক, আর দাস হউক, আমার এই ধর্ম্মে সহযোগিতা করিয়াছে এবং করিবে।

ইছলামের চিহ্ন ও রীতিনীতি কি, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে হজরত সংস্বভাব ও উৎকৃষ্ট গুণগুলির প্রতি ইশারা করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে কেবল বিনয় ব্যবহার ও দান-শীলতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা এতদুভয়ের প্রভাব লোকদের উপর পৌঁছিয়া থাকে, কিম্বা প্রশ্নকারীর পক্ষে এই স্বভাব দুইটী উল্লেখ করা সমধিক শ্রেয়ঃ ছিল, এইহেতু এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রশ্নকারীর পক্ষে যে স্বভাব ও চরিত্রটী শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, তাহাকে সেইটীর কথা বলা হইয়াছে।

ঈমানের রীতিনীতি ও শাখা কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করিতে ধৈর্য্য ধারণ করা ও আল্লাহ্‌তায়ালার ফরজগুলি আদায় করিতে বীরত্ব প্রকাশ করা। হাছান বাছারি (রঃ) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এবাদত করিতে গোনাহ্ হইতে বিরত থাকিতে এবং বিপদে ধৈর্য্য-ধারণ করা এবং দুন্‌ইয়ার বিরাগভাজন হইয়া পরোপকার করা ও দরিদ্রদিগকে দান করা।

মুছলমান হওয়ার সমধিক উপযুক্ত পাত্র কে, ইহার উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি রসনা ও হস্ত দ্বারা লোকদিগকে কষ্ট না দেয়।

ঈমানের রীতিনীতি কি? ইহার উত্তরে হজরত সংস্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হাস্য মুখে আলাপ করা, দান খয়রাত করা, লোকের কষ্ট নিবারণ করা, কলহ ফাছাদ না করা, সুখে-দুঃখে লোকদিগকে সন্তুষ্ট করা ইহাই সংস্বভাব। ছাহাল বলিয়াছেন, কষ্ট সহ্য করিয়া লওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, অত্যাচারীর উপর অনুগ্রহ করা এবং তাহার জন্য ক্ষমা চাওয়া। ইহা স্বভাবের নিম্ন দরজা।

কোন্ নামাজ উৎকৃষ্ট, ইহার উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যে নামাজের কেয়াম লম্বা করা হয়, উহাই উৎকৃষ্ট, কেহ বলিয়াছেন, যে নামাজের কেরাত দীর্ঘ করা হয়, কিম্বা যে নামাজে 'খশু' خشوع অধিকতর হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট। কনুত শব্দের অর্থ এবাদত, 'খশু' নামাজ, 'দোয়া' কেয়াম ও ছকুত (মৌন) হইয়া থাকে। এস্থলে অধিকাংশের মতে উহার অর্থ কেয়াম। কেয়াম লম্বা করা উৎকৃষ্ট, কিম্বা ছেজদা লম্বা করা উৎকৃষ্ট, ইহাতে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, কেয়াম লম্বা করা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ বলিয়াছেন। ছেজদা লম্বা করা শ্রেষ্ঠ। কতকে বলিয়াছেন, রাত্রের নামাজে কেয়াম লম্বা করা আফজল। আর দিবসের নামাজে ছেজদা লম্বা করা আফজল। প্রত্যেক দলের দলীল ছেফরোছ-ছায়াতের টীকায় লিখিত হইয়াছে। কতকে বলেন, উভয় রোকন দরজাতে তুল্য, কোরআন পাঠের জন্য কেয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিনয় ভাবের জন্য ছেজদার শ্রেষ্ঠত্ব। হানাফী জমায়াতের মতে কেয়াম আফজল, কেননা ইহাতে কষ্ট ও খেদমত অধিকতর হইয়া থাকে।

খোদাতায়ালা যাহা না পছন্দ করেন, তাহা ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ হেজরত ইহার অন্যান্য অর্থ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি বীরত্ব ও সাধ্য সাধনা করতঃ জেহাদ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার জেহাদের ঘোটক শহীদ হইয়া গিয়াছে, সে বিশুদ্ধ আখেরাতের ছওয়াব লাভ করিয়াছে এবং লুণ্ঠিত অর্থ সম্পদ ও দুনইয়া লাভের জন্য দীনের কার্য্য করেন নাই, এই জেহাদ শ্রেষ্ঠতম। কোন্ সময় উৎকৃষ্ট, ইহার উত্তরে হজরত শেষ রাত্রের মধ্যভাগ বলিয়াছেন, উহা শেষ চতুর্থ ভাগ, কিম্বা পঞ্চম ভাগ, কিম্বা ষষ্ঠ ভাগ, উহাতে বেশী অন্তরশুদ্ধি হয়, রিয়াকারীর সম্ভাবনা থাকে না, ঐ সময়ে জাগরণ অতি কষ্টকর, জনতা শূন্য অবস্থা হওয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। মেঃ ১/১০১, আঃ, ১/ ৭৫-৭৭।

আবাছার পুত্র আমর, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু নোজাএহ্, কিম্বা আবু শোয়াএব, একজন নেক ছাহাবা, তিনি প্রথম ইছলামে মুছলমান হইয়া ছিলেন, তিনি ইছলাম গ্রহণে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কা শরিফে নবী (ছাঃ) এর নিকট মুছলমান হইয়া তথায় অবস্থান করার প্রার্থনা করেন। ইহাতে তিনি বলেন, তুমি এক্ষণে এই স্থলে থাকিতে সক্ষম হইবে না, কিন্তু তুমি এখন নিজের সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন কর। যখন আমার হেজরত করার সংবাদ শ্রবণ করিবে, সেই সময় আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তৎপরে তিনি মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন। তাহার হেজরতের লম্বা হাদিছ ছহিহ্ মোছলেমে ভয়ের নামাজের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তিনি হজরত আবু জর্রের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, খোন্দক যুদ্ধের পরে মদিনা শরিফে আগমন করতঃ তথাকার অধিবাসি হইয়াছিলেন, তৎপরে শামের বাসেন্দা হইয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক ৩৮টী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বনু-ছালেম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, হেমছ্ নামক স্থানে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তহজিবোল-আছমা, ২/৩১/৩২।

১২। মোয়াজ বেনে-জাবালের উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করে যে, তাঁহার সহিত কোন বস্তুর অংশী স্থাপন না করে, পাঞ্জগানা নামাজ পড়ে এবং রমজানের রোজা রাখে, তাহার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা আমি কি লোকদিগকে ইহার সুসংবাদ প্রদান করিব না? হজরত বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহারা আমল করিতে থাকুন। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

যে ব্যক্তি স্পষ্ট শেরক ত্যাগ করে, শর্ত্ত রোকন সহ নিয়মিত রূপে দৈনিক পাঞ্জগানা নামাজ পড়ে এবং রমজানের এক মাস রোজা রাখে, তাহার গোনাহ্ ছগিরাগুলি মাফ হইয়া যাইবে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে গোনাহ্ কবিরাগুলি মাফ করিতে পারেন, নচেৎ তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্যের হক গুলি হকদারদিগকে রাজি করিয়া মাফ করিয়া দিতে পারেন, নচেৎ তাহারা হক পরিমাণ নেকী কাড়িয়া লইবে।

এস্থলে কেবল নামাজ ও রোজার কথা বলা হইয়াছে, কেননা সেই সময় হজ্জ ও জাকাতের হুকুম নাজিল হইয়াছিল না, কিম্বা হজ্জ ও জাকাত কেবল অর্থশালীদের ব্যবস্থা। উক্ত সুসংবাদ প্রচার না করার কারণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। — মেঃ, ১/১০১।

১৩। উক্ত মোয়াজের বর্ণনা ;—

নিশ্চয় তিনি নবী (ছাঃ) এর নিকট ঈমানের শ্রেষ্ঠ রীতিনীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তুমি আল্লাহ্তায়ালার জন্য প্রীতি স্থাপন করিও তাহার জন্য শত্রুতা করিও, নিজের রসনাকে আল্লাহ্তায়ালার জেক্রে সংলিপ্ত রাখিও। তিনি বলিলেন, ইহার পরে কি কবির? হজরত বলিলেন, তুমি নিজের জন্য যাহা ভালবাস, লোকের জন্যও তাহা ভাল বাসিও এবং নিজের জন্য যাহা না পছন্দ কর, লোকের জন্যও তাহা না পছন্দ করিও। —আহমদ।

টীকা

নিজের নফছের কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মিত্রতাও শত্রুতা করিবে না, বরং আল্লাহ্তায়ালার মিত্রকে মিত্ররূপে ও তাহার শত্রুকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিবে। আল্লাহ্তায়ালাকে হাজের নাজের জানিয়া সর্ব্বদা জেক্রে সংলিপ্ত থাকিবে, অন্তরের উদাসিনতা সহ কেবল মৌখিক জেক্র সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না। সকল লোকের হিতাকাঙ্খী হইবে, কাহারও অহিত কামনা করিবে না। — মেঃ,১/১০১। আঃ, ১/৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহা গোনাহ্ সমূহ ও কপটতার লক্ষণগুলি।

প্রথম অধ্যায়।

১) আবদুল্লাহ বেনে মছউদের উক্তি ;—

এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, ইয়া রাছুলে-খোদা, কোন্ গোনাহ্ আল্লাহ্তায়ালার নিকট গুরুতর? তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহ্তায়ালার তুল্য স্থির কর, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তৎপরে কোন্ গোনাহ্? হজরত বলিলেন, তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা কর যে, তোমার সহিত অন্নাহার করিবে। তিনি বলিলেন, অতঃপর কোন্ গোনাহ্? হজরত বলিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা। তৎপরে আল্লাহ্ উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য নাজেল করিলেন—"আর যাহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে না, সত্য ভাবে ব্যতীত উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে না, যাহাকে আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন এবং ব্যভিচার করে না, আয়ত শেষ পর্য্যন্ত। বোখারি ও মোছলেম।"

টীকা

যে গোনাহ্গুলির জন্য শরিয়তের হদ স্থির করা হইয়াছে, কিম্বা যে গোনাহ্গুলির জন্য বিশেষ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, অথবা অকাট্য দলীলে যে গোনাহ্গুলি নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং দীনের মর্য্যাদা হানী হওয়ার কারণ হয়, তৎসমস্তকে মহা পাপ (গোনাহ্-কবিরা) বলা হয়। এইরূপ না হইলে, ক্ষুদ্র (ছগিরা) গোনাহ্ বলিয়া অভিহিত করা হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক গোনাহ্ উহার নিম্ন শ্রেণীর অপেক্ষা বৃহত্তর, আর উহার উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, কখন কখন ব্যক্তি বিশেষ ও অবস্থা বিশেষে গোনাহ্ ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া থাকে। এই হেতু বলা হইয়া থাকে, নেক্কারদিগের নেকীগুলি নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গোনাহ। কখন পাত্র বিশেষে গোনাহ্ ছোট বড় হইয়া থাকে, যেরূপ হেয় নগন্য

ও নিরক্ষরদিগের প্রতি অবজ্ঞা করা সৈয়দ ও আলেমদিগের প্রতি অবজ্ঞা করার তুল্য হইতে পারে না, প্রথমটী ক্ষুদ্র গোনাহ্ এবং দ্বিতীয়টী বৃহৎ গোনাহ্।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্তায়ালার মহিমার সমক্ষে বৃহৎ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হঠকারিতা ও বারম্বার করাতে কোন গোনাহ্ ক্ষুদ্র থাকে না, বরং বৃহৎ হইয়া যায়। আর এস্তেগফার করিলে, কোন গোনাহ্ বৃহৎ থাকে না। কেহ কেহ বলেন, কোন্ কোন্গুলি কবিরা গোনাহ্ তাহা অব্যক্ত রাখা হইয়াছে, যেন প্রত্যেক গোনাহ্ মাত্রকে বড় বলিয়া ধারণা করে এবং নির্ভীক না হইয়া যায়। বড় গোনাহ্গুলির শ্রেণী ভেদ আছে, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুতর ও জঘন্যতর। কতকগুলি এই পরিচ্ছেদের হাদিছগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল উল্লিখিত গুলির মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ নহে, বরং উপস্থিত লোকদের ও জিজ্ঞাসাকারিদের নিকট অহি অনুসারে কতকগুলি বর্ণনা করা হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। জালালউদ্দিন দাওয়ানি 'আকায়েদে-আজোদিয়া'র টীকাতে কোন শাফিয়ি বিদ্বান্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, গোনাহ্কবিরাগুলি; যথা -অযথা ভাবে প্রাণ হত্যা করা, ব্যভিচার করা, পুংসঙ্গম করা, চুরি করা, মদ ও কোন মাদক দ্রব্য সেবন, শূকরের মাংস ভক্ষণ, বলপূর্ব্বক কাহারও অর্থ আত্মসাৎ করা, কাহারও উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সুদ খাওয়া, স্বেচ্ছায় বিনা আপত্তি, রমজানের রোজা নষ্ট করা, মিথ্যা শপথ করা, আত্মীয়তার হক বর্জ্জন করা, মুছলমান পিতামাতাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া, কাফেরদের সহিত জেহাদ করিতে গিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা, পিতৃহীন বালক বালিকাদের অর্থ আত্মসাৎ করা, ওজন পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নামাজ পড়া, জাকাত না দেওয়া, মুছলমানদিগের সহিত অযথা ভাবে যুদ্ধ করা, নবী (ছাঃ) এর উপর অসত্যারোপ করা, পয়গম্বরের ছাহাবাগণকে গালি দেওয়া, বিনা আপত্তি সাক্ষ্য গোপন করা, উৎকোচ গ্রহণ, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিরোধ ঘটান, বাদশাহ্র নিকট পর নিন্দা করা, শক্তি থাকা সত্বেও সৎকার্য্যে আদেশ ও অসৎকার্য্যের নিষেধ ত্যাগ করা, শিক্ষা করার পরে কোরআন ভুলিয়া যাওয়া, জীবদিগকে দগ্ধ করা, অকারণে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়া হয়।

স্বামীর সহিত যোগ স্থাপন না করা, খোদার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, তাঁহার শাস্তি হইতে নির্ভীক হওয়া, আলেম ও হাফেজদিগকে অবজ্ঞা করা এবং স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করা। ইহা ব্যতীত আরও অনেক গোনাহ আছে। শেখ এবনো-হাজার "জাওয়াজের" নামক কেতাবে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

কোন হাদিছে সাতটী বড় গোনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোন হাদিছে তিনটি কিম্বা চারিটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যে স্থলে যে কয়টির বর্ণনা করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই স্থলে সেই কয়েকটির বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উহার সংখ্যা ৭০টি স্থির করিয়াছেন। ছইদ বেনে জোবাএর উহার সংখ্যা ৭০০ স্থির করিয়াছেন।

গোনাহ চারি প্রকার, এক প্রকার বিনা তওবা মাফ হয় না, উহা কোফর। দ্বিতীয় প্রকার, এস্তেগফার ও বিবিধ নেকি দ্বারা মাফ হওয়ার আশা করা যায়। তৃতীয় প্রকার এস্তেগফার দ্বারা মাফ হইয়া থাকে, বিনা তওবা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করিলে, মাফ করিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন। চতুর্থ মনুষ্যের হক, দুনইয়াতে মাফ লইলে, কিম্বা অবিকল বস্তুটী বা উহার বিনিময় ফেরৎ দিলে মাফ হইতে পারে। পরকালে অত্যাচারির নেকী অত্যাচারগ্রস্তকে দেওয়া হইবে কিম্বা অত্যাচারগ্রস্তের গোনাহ অত্যাচারির উপর নিক্ষেপ করা হইবে, অথবা আল্লাহতায়ালা নিজের অনুগ্রহ ও দান দ্বারা তাহাকে রাজি করিয়া দিবেন!

সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক স্থাপন করা, দোয়া এবং এবাদতে তাঁহার তুল্য আহ্বান করা। ند শব্দের অর্থ জাত ও ছেফাতে তুল্য, কিন্তু কার্য্যকলাপ ও আহকামে বিপরীত হয়। ضد শব্দের অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ, আল্লাহতায়ালার তুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই। যদিও পৌত্তলিকগণ প্রতিমাগুলিকে খোদার তুল্য কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা করে না কিম্বা বলে না, কিন্তু উহাদের পূজা ও সম্মান করিয়া থাকে, যেন উহাদিগকে খোদার তুল্য জানিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, অই প্রতিমাসকল তাহাদিগকে খোদার শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোনাহ কোফর, শেরক উহার একাংশ, এস্থলে কোফরের একাংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। কোফরের পরে অন্যায়ভাবে মুছলমানের প্রাণ হত্যা সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ। প্রাণ হত্যার মধ্যে আত্মীয়

স্বজনের হত্যাকাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও কদর্য্য গোনাহ, ইহাতে একেত প্রাণ হত্যা, দ্বিতীয় আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করা হইয়া থাকে। আত্মীয় হত্যার মধ্যে পিতা হত্যা, পরে পুত্র কন্যা হত্যা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গোনাহ, কোফরেরা জাহিলিয়াতের জামানাতে দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা অযোগ্য পাত্রে কন্যা দানের লজ্জায় সন্তানদ্দিগকে জীবিতাবস্থায় গোরে দফন করিত। ইহাতে একেত আল্লাহতায়ালার জীবিকাপ্রদাতা হওয়ার ও খোদার উপর নির্ভরশীলতার ধারণা নষ্ট হয় এবং এইরূপ নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ হত্যাতে হৃদয় কাঠিন্যের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, এইহেতু ইহা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোনাহ।

ইহার পর স্ত্রী হরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ, কিন্তু প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা অপেক্ষাকৃত বড় গোনাহ, কেননা ইহাতে একেত ব্যভিচার, দ্বিতীয় ইহাতে প্রতিবেশীর হক নষ্ট ও তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, ইহা অতি জঘন্য কার্য্য। হজরত একটি আয়ত বর্ণনা করিয়া হাদিছের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক প্রকার হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচার গোনাহ, কিন্তু সন্তান হত্যা ও প্রতিবেশীর সহিত ব্যভিচার এই 'কয়েদ' قيد সমধিক দোষ ও লাঞ্ছনা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্যে যোগ করা হইয়াছে, কিম্বা জিজ্ঞাসাকারীর বিশিষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

আয়তটি ছুরা ফোরকানের শেষাংশ। এই আয়ত হইতে হজরতের হাদিছটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তির প্রাণ হত্যা খোদা হারাম করিয়াছেন, উহা মুছলমান ও আশ্রিত কাফের এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কাফেরের প্রাণ, দারোল-হরবের কাফের ব্যতীত উপরোক্ত ব্যক্তিদের প্রাণ হত্যা হারাম করা হইয়াছে, কিন্তু ন্যায় ভাবে হত্যা করাতে কোন দোষ হইবে না, মুছলমান মোরতাদ্দ হইয়া গেলে, বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করিলে কিম্বা কাহারও প্রাণ অন্যায়ভাবে হত্যা করিলে, তাহার প্রাণ হত্যা করা জায়েজ হইবে।—মেঃ ১।১০২।১০৩, আঃ১।৭৭।৭৮।

মছউদের পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু আবদুর রহমান, ইনি হোজাএল বংশধর ছিলেন, ইহার মাতার নাম উম্মো-আব্দ, ইনি আবদুরের কন্যা, বংশোদ্ভবা ইনিও হোজাএল বংশোদ্ভবা ছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ নব-ইছলামধারীদিগের মধ্যে ষষ্ঠ ছিলেন, নবি (ছাঃ)

দারোল-আরকামে দাখিল হওয়ার পূর্ব্বে, হজরত ওমারের মুছলমান হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি মুছলমান হইয়াছিলেন, ইনি ছাহাবা ছিলেন, ইহার মাতা মুসলমান হইয়া হেজরত করিয়াছিলেন, ইনিও ছাহাবিয়া ছিলেন। হজরত আবদুল্লার আবিসিনিয়ার (হাবশের) দিকে, তৎপরে মদিনার দিকে হেজরত করিয়া ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদ, খোন্দক, বয়য়তোর-রেজওয়াল ও মুছাঃ জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি বদরের দিবস আবু জেহলকে আহত করিয়াছিলেন এবং ইয়ার মুকের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। নবি (ছাঃ) তাঁহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত ছফরে তাহার নিকট নিজের মেছওয়াক, বদনা ও জুতাদ্বয় সমর্পন করিয়াছিলেন। যখন হজরত দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তিনি তাঁহাকে জুতা মোবারক পরিধান করাইতেন। যখন তিনি উহা খুলিয়া বসিতেন, এবনো-মছউদ উহা নিজের হাতে রাখিতেন। তিনি অধিক পরিমাণ নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার খেদমত করিতেন। তিনি নবি (ছাঃ) হইতে ৮৪৮টি হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। বহু ছাহাবা ও অসংখ্য বড় বড় তাবেয়ি তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। শেষ অবস্থাতে তিনি কুফাতে অবস্থান করিতেন, তিনি ৩২ কিম্বা ৩৩ হিজরীতে ৬০ বৎসরের কিছু বেশী বয়সে কুফাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি মদিনা শরিফে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে তথায় এন্তেকাল করেন এবং বকি গোরস্তানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল, তাঁহার জানাজা হজরত ওছমান, কিম্বা জোবাএর অথবা আম্মার বেনে ইয়াছের পড়িয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। তিনি ছাহাবাগণের মধ্যে প্রধান নেতৃস্থানীয়, ফকিহ, কোরআন ফেকহ ও ফাতাওয়াতে অগ্রগণ্য, সচ্চরিত্র ও কোরআন হাদিছের অনুসরণকারি ছিলেন। হজরত এবনে-মছউদ ও তাঁহার মাতা এত অধিক পরিমাণ নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইতেন যে, আবু মুছা (রাঃ) তাঁহাদিগকে হজরতের আহলে-বয়েত ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত এবনো-মছউদ চলন, চরিত্র, স্বভাব ও রীতিনীতিতে হজরত নবি (ছাঃ)এর সমধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন।

হজরত বলিয়াছিলেন, তোমরা চারি জনের নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা কর—প্রথম আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, দ্বিতীয় আবুহোজায়ফার মুক্তদাস

ছালেম, তৃতীয় মোয়াজ, চতুর্থ ওবাই বেনে কা'ব। হজরত এবনে-মছউদ বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার শপথ, কোরআন শরিফের কোন্ ছুরা কোথায় নাজেল হইয়াছিল এবং কোন্ আয়ত কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাহা আমি জানি। হজরত বলিয়াছিলেন, তোমরা উম্মে আবদের পুত্র (এবনে-মছউদের) কওলকারারকে দৃঢ়ভাবে ধারণা কর। হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহাকে কুফার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট আম্মারকে আমির এবং এবনো-মছউদকে শিক্ষক ও মন্ত্রী স্বরূপ পাঠাইলাম, তাঁহারা উভয়ে 'নজিব' ও আহলে-বদর ছাহাবাগণের অন্তর্গত, তোমরা এতদুভয়ের অনুসরণ কর। আমি এবনো-মছউদকে নিজের নিকট স্থান না দিয়া তোমাদের জন্য মনোনীত করিলাম, তিনি এলমে-পূর্ণ পাত্র। যখন লোকে নিদ্রিত হইতেন, তিনি উঠিয়া এবাদত করিতেন, প্রভাত অবধি মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহার আওয়াজ শুনা যাইত। তিনি এন্তেকাল করিলে, হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, তিনি নিজের তুল্য কাহাকেও ত্যাগ করেন নাই। তিনি পীড়িত হইলে, হজরত ওছমান (রাঃ) সেবা শুশ্রুষার জন্য উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি কিসের অভিযোগ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, গোনাহরাশির অভিযোগ করিতেছি। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি বিষয়ের কামনা করেন? এবনো-মছউদ বলিলেন, আমার প্রতিপালকের রহমতের কামনা করি। তিনি বলিলেন, আমি কি আপনার জন্য কোন হাকিমের (চিকিৎসকের) আদেশ করিব? এবনো-মছউদ বলিলেন, হাকিমই ত' আমাকে পীড়াগ্রস্ত করিয়াছে। খলিফা বলিলেন, আমি কি আপনার জন্য কোন দানের ব্যবস্থা করিব না? তিনি বলিলেন, আমার পক্ষে উহার প্রয়োজন নাই। খলিফা বলিলেন, আপনার কন্যাদের জন্য উহা প্রয়োজন হইবে। তিনি বলিলেন, আপনি কি আমার কন্যাদের দরিদ্রতার আশঙ্কা করেন? নিশ্চয় তাহাদিগকে প্রত্যেক রাত্রে ছুরা 'ওয়াকেয়া' পড়িতে আদেশ করিয়াছি। নিশ্চয় আমি নবি (ছাঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে ছুরা 'ওয়াকেয়া' পড়িবে, কখনও সে ক্ষুধার্থ থাকিবে না। তাঁহার তিনটি পুত্র ছিল, আবদুর রহমান আতাবা ও আবু ওবায়দা (আমের)। তাহজিবোল-আছমা, ১।২৮৮-২৯০।

২) আমরের পুত্র আবদুল্লাহ্র উক্তি ;—

"রাছুলে-খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, মহা গোনাহ্ (নিম্নোক্ত বিষয়গুলি) আল্লাহ্তায়ালার সহিত অংশী স্থাপন করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া, প্রাণ হত্যা করা ও বিগত বিষয়ের উপর মিথ্যা শপথ, বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। আনাছের রেওয়াএতে মিথ্যা শপথ স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উল্লিখিত হইয়াছে। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

প্রথম গোনাহ্টী কোফর, এস্থলে শেরকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যেহেতু আরবেরা উহা করিত। পিতা মাতার মধ্যে কোন একজনের হক নষ্ট করা গোনাহ্ কবিরা। কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন, তাহাদিগকে এরূপ কষ্ট দেওয়া মহা গোনাহ্ —যাহা স্বভাবতঃ পুত্রগণ হইতে অসহনীয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মোবাহ কার্য্যে তাহাদের আদেশ লঙ্ঘন করা গোনাহ্ কবিরা। এই হাদিছে প্রত্যেক অবস্থাতে পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া গোনাহ্ কবিরা হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু শরিয়তের বিনা আদেশে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া গোনাহ্ কবিরা বুঝিতে হইবে, শরিয়তের আদেশ মতে তাহাদিগকে কষ্ট দিলে, ক্ষমার পাত্র হইবে। ইহা অন্যান্য হাদিছ হইতে বুঝা যায়। পিতা মাতা কাফের হইলেও কাফেরি কার্য্যে তাহাদের সাহায্য করা ব্যতীত খোরপোশ ইত্যাদিতে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নহে, তাহাদের সহিত নম্রতা ও অনুগ্রহ করা ওয়াজেব, ইহা হাদিছে আছে। পিতা মাতার ন্যায় দাদা দাদি ও নানা নানীর হক পালন করা ওয়াজেব, আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি ও সহায়তাকারি, এইরূপ পিতামাতা কর্ত্তৃক পয়দা হইয়া তাহাদের সহায়তা লাভ করিতে হয়, এইহেতু খোদার হক ও পিতামাতার হক আদায় করার আদেশ একত্রে করা হইয়াছে।

তৃতীয় অন্যায় ভাবে প্রাণ হত্যা গোনাহ্ কবিরা। চতুর্থ বিগত কোন ঘটনার জন্য মিথ্যা শপথ করা, যথা — খোদার শপথ আমি ইহা করিয়াছি বা বলিয়াছি, অথচ সে উহা করে নাই, কিম্বা বলে নাই। ইহাকে আরবিতে يمين غموس 'এমিনে গমুছ', বলা হয়, যেহেতু ইহা গোনাহ্ সমুদ্রে, কিম্বা দোজখের অগ্নিতে

ডুবাইয়া থাকে। এইহেতু উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কেহ্ কেহ্ উহার অর্থে বলেন, মিথ্যা হলফ করতঃ একজনের অর্থ আত্মসাৎ করা। বিগত ঘটনার কথা এই জন্য বলা হইয়াছে, যদি সে হলফ করিয়া বলে যে, ভবিষ্যতে এইরূপ করিব। যদি না করে, তবে উহার কাফ্ফারা দিলে, গোনাহ্ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বোখারির রেওয়াএতে মিথ্যা হলফের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বোখারি ও মোছলেমের উভয়ের রেওয়াএতে উহার স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গোনাহ্ কবিরা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। — মেঃ, ১/১০৩/১০৪, আঃ, ১/৭৮/৭৯।

৩) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা সাতটী ধ্বংসকারি বিষয় হইতে বিরত থাক। ছাহাবাগণ বলিলেন, তৎসমস্ত কি কি ? হজরত বলিলেন, আল্লাহ্তায়ালার সহিত অংশী স্থাপন করা, জাদু করা, ন্যায় ভাবে ব্যতীত এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন; সুদ ভক্ষণ করা; পিতৃহীন বালক বালিকার অর্থ গ্রাস করা; কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধের দিবস পলায়ন করা এবং সতী-স্বাধ্বী ঈমানদার অসতর্কা স্ত্রীলোকদিগের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করা — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

হজরত এই হাদিছে ৭টী গোনাহ্ কবিরার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম কোফর, দ্বিতীয় জাদু, এই বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের নফছের এরূপ ক্ষমতা লাভ হয় যে গুপ্ত প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারগুলি প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এবনো-হাজার ও কারাফি বলিয়াছেন, জাদু কয়েক প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম ছিমিইয়া, মৃত্তিকাজাত কতকগুলি বস্তু কিম্বা কতকগুলি বিশিষ্ট বাক্য মিশ্রিত ও সংযোগ করার পঞ্চইন্দ্রিয় কিম্বা কোন ইন্দ্রিয় কতকগুলি খাদ্য, সুগন্ধি বা তত্তুল্য বস্তুর প্রকৃত বা কৃত্রিম আকৃতি অনুভব করিয়া থাকে। দ্বিতীয় হিমিইয়া কতকগুলি আছমানি বিষয়ের ক্রীয়াকলাপ দ্বারা উপরোক্ত ব্যাপারগুলি সংঘটিত হয়।

তৃতীয় কতকগুলি পশু বিশিষ্ট বস্তু দ্বারা উহা সংঘটিত হয়। চতুর্থ তেলেছমাত, খনিজ পদার্থে এরূপ কতকগুলি বিশিষ্ট নাম অঙ্কিত করা যে, উক্ত তেলেছমাতকারিদের মতে আকাশ ও নক্ষত্রমালার সহিত উক্ত নামগুলির নব-ইছলামধারিদিগের মধ্যে ষষ্ঠ ছিলেন, নবী (ছঃ) দারোল-আরকামে দাখিল হওয়ার পূর্ব্বে হজরত ওমারের মুছলমান হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি মুছলমান হইয়াছিলেন, ইনি ছাহাবা ছিলেন, ইহার মাতা মুসলমান হইয়া হেজরত করিয়াছিলেন, ইনিও ছাহাবিয়া ছিলেন। হজরত আবদুল্ললাহ আবিসিনিয়ার (হাবশের) দিকে, তৎপরে মদিনার দিকে হেজরত করিয়া ছিলেন। তিনি বদর, ওহোদ, খোন্দক, বয়য়তোর-রেজওয়াল ও অন্যান্য জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি বদরের দিবস আবু জেহলকে আহত করিয়াছিলেন এবং ইয়ার মুকের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। নবী (ছাঃ) তাঁহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। হজরত ছফরে তাহার নিকট নিজের মেছওয়াক, বদনা ও জুতাদ্বয় সমর্পন করিয়াছিলেন। যখন হজরত দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তিনি তাঁহাকে জুতা মোবারক পরিধান করাইতেন। যখন তিনি উহা খুলিয়া বসিতেন, এবনো-মছউদ উহা নিজের হাতে রাখিতেন। তিনি অধিক পরিমাণ নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার খেদমত করিতেন। তিনি নবী (ছাঃ) হইতে ৮৪৮টী হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। বহু ছাহাবা ও অসংখ্য বড় বড় তাবেয়ি তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। শেষ অবস্থাতে তিনি কুফাতে অবস্থান করিতেন, তিনি ৩২ কিম্বা ৩৩ হিজরীতে ৬০ বৎসরের কিছু বেশী বয়সে কুফাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি মদিনা শরিফে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে তথায় এন্তেকাল করেন এবং 'বকি' গোরস্তানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল, তাঁহার জানাজা হজরত ওছমান, কিম্বা জোবাএর অথবা আম্মার বেনে ইয়াছের পড়িয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। তিনি ছাহাবাগণের মধ্যে প্রধান নেতৃত্বস্থানীয়, ফকিহ, কোরআন ফেকহ ও ফাতাওয়াতে অগ্রগণ্য, সচ্চরিত্র ও কোরআন হাদিছের অনুসরণকারি ছিলেন। হজরত এবনে-মছউদ ও তাঁহার মাতা এত অধিক পরিমাণ নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইতেন যে, আবু মুছা (রাঃ) তাঁহাদিগকে হজরতের আহলে-বয়েত ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত এবনো-মছউদ

চলন চরিত্র, স্বভাব ও রীতিনীতিতে হজরত নবী (ছাঃ) এর সমধিক নিকটবর্ত্তী ছিলেন।

হজরত বলিয়াছিলেন, তোমরা চারি জনের নিকট হইতে কোরআন শিক্ষা কর — প্রথম আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ, দ্বিতীয় আবুহোজায়ফার মুক্তদাস ছালেম, তৃতীয় মোয়াজ, চতুর্থ ওবাই বেনে কা'ব। হজরত এবনে-মছউদ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার শপথ, কোরআন শরিফের কোন ছুরা কোথায় নাজেল হইয়াছিল, এবং কোন্ আয়ত কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাহা আমি জানি। হজরত বলিয়াছিলেন, তোমরা উম্মে আবদের পুত্র (এবনে-মছউদের) কওলকারারকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। হজরত ওমার (রাঃ) তাঁহাকে কুফার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট আম্মারকে আমির এবং এবনে-মছউদকে শিক্ষক ও মন্ত্রী স্বরূপ পাঠাইলাম, তাঁহারা উভয়ের 'নজিব' ও আহলে-বদর ছাহাবাগণের অন্তর্গত, তোমরা এতদুভয়ের অনুসরণ কর। আমি এবনো-মছউদকে নিজের নিকট স্থান না দিয়া তোমাদের জন্য মনোনীত করিলাম, তিনি এলমে পূর্ণ পাত্র। যখন লোকে নিদ্রিত হইতেন, তিনি উঠিয়া এবাদত করিতেন, প্রভাত অবধি মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহার আওয়াজ শুনা যাইত। তিনি এন্তেকাল করিলে, হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, তিনি নিজের তুল্য কাহাকেও ত্যাগ করেন নাই। তিনি পীড়িত হইলে, হজরত ওছমান (রাঃ) সেবা শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি কিসের অভিযোগ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, গোনাহ্‌রাশির অভিযোগ করিতেছি। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি বিষয়ের কামনা করেন? এবনো-মছউদ বলিলেন, আমার প্রতিপালকের রহমতের কামনা করি। তিনি বলিলেন, আমি কি আপনার জন্য কোন হাকিমের (চিকিৎসকের) আদেশ করিব? এবনো-মছউদ বলিলেন, হাকিমই ত' আমাকে পীড়াগ্রস্ত করিয়াছেন। খলিফা বলিলেন, আমি কি আপনার জন্য কোন দানের ব্যবস্থা করিব না? তিনি বলিলেন, আমার পক্ষে উহার প্রয়োজন নাই। খলিফা বলিলেন, আপনার কন্যাদের জন্য উহা প্রয়োজন হইবে। তিনি বলিলেন, আপনি কি আমার কন্যাদের দরিদ্রতার আশঙ্কা করেন? নিশ্চয় তাহাদিগকে প্রত্যেক রাত্রে ছুরা 'ওয়াকেয়া' الواقعة পড়িতে আদেশ করিয়াছি। নিশ্চয় আমি নবী (ছাঃ) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি

প্রত্যেক রাত্রে ছুরা 'ওয়াকেয়া' পড়িবে, কখনও সে ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে না। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল, আবদুর রহমান আতাবা ও আবু ওবায়দা (আমের)। তাহজিরোল-আছমা, ১/২৮৮-২৯০।

স্বামীর সহিত যোগ স্থাপন না করা, খোদার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, তাঁহার শাস্তি হইতে নির্ভীক হওয়া, আলেম ও হাফেজদিগকে অবজ্ঞা করা, এবং স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করা। ইহা ব্যতীত আরও অনেক গোনাহ্ আছে। শেখ এবনো-হাজার "জাওয়াজের" নামক কেতাবে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

কোন হাদিছে সাতটী বড় গোনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোন হাদিছে তিনটী কিম্বা চারিটীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যে স্থলে যে কয়েকটী বর্ণনা করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই স্থলে সেই কয়েকটীর বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উহার সংখ্যা ৭০টী স্থির করিয়াছেন। ছইদ বেনে জোবাএর উহার সংখ্যা ৭০০ স্থির করিয়াছেন।

গোনাহ্ চারি প্রকার, এক প্রকার বিনা তওবা মাফ হয় না, উহা কোফর। দ্বিতীয় প্রকার, এস্তেগফার ও বিবিধ নেকী দ্বারা মাফ হওয়ার আশা করা যায়। তৃতীয় প্রকার এস্তেগফার দ্বারা মাফ হইয়া থাকে, বিনা তওবা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করিলে মাফ করিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন। চতুর্থ মনুষ্যের হক, দুনইয়াতে মাফ লইলে, কিম্বা অবিকল বস্তুটি বা উহার বিনিময় ফেরৎ দিলে মাফ হইতে পারে। পরকালে অত্যাচারির নেকী অত্যাচার গ্রস্থকে দেওয়া হইবে কিম্বা অত্যাচার গ্রস্থের গোনাহ্ অত্যাচারির উপর নিক্ষেপ করা হইবে, অথবা আল্লাহ্তায়ালা নিজের অনুগ্রহ ও দান দ্বারা তাহাকে রাজি করিয়া দিবেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্ আল্লাহ্তায়ালার সহিত শরিক স্থাপন করা, দোওয়া এবং এবাদতে তাঁহার তুল্য আহ্বান করা। ند শব্দের অর্থ জাত ও ছেফাতে তুল্য, কিন্তু কার্য্যকলাপ ও আহকামের বিপরীত হয়। ضد শব্দের অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ, আল্লাহ্তায়ালার তুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই। যদিও পৌত্তলিকগণ প্রতিমাগুলিকে খোদার তুল্য কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণা করে না

কিম্বা বলে না, কিন্তু উহাদের পূজা ও সম্মান করিয়া থাকে, যেন উহাদিগকে খোদার তুল্য জানিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, এই প্রতিমা সকল তাহাদিগকে খোদার শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোনাহ্ কোফর, শেরক উহার একাংশ এস্থলে কোফরের একাংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। কোফরের পরে অন্যায়ভাবে মুছলমানের প্রাণ হত্যা সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্। প্রাণ হত্যার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের হত্যাকাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও কদর্য্য গোনাহ্, ইহাতে একেত প্রাণ হত্যা, দ্বিতীয় আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করা হইয়া থাকে। আত্মীয় হত্যার মধ্যে পিতা হত্যা, পরে পুত্র কন্যা হত্যা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গোনাহ্, কোফরেরা জাহিলিএতের জামানাতে দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা অযোগ্য পাত্রে কন্যা দানের লজ্জায় সন্তানদিগকে জীবিতাবস্থায় গোরে দফন করিত। ইহাতে একেত আল্লাহ্তায়ালার জীবিকাপ্রদাতা হওয়ার ও খোদার উপর নির্ভরশীলতার ধারণা নষ্ট হয় এবং এইরূপ নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ হত্যাতে হৃদয় কাঠিন্যের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, এইহেতু ইহা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোনাহ্।

ইহার পর স্ত্রী হরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা বড় গোনাহ্ কিন্তু প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা অপেক্ষাকৃত বড় গোনাহ্, কেননা ইহাতে একেত ব্যভিচার, দ্বিতীয় ইহাতে প্রতিবেশীর হক নষ্ট ও তাহার সহিত বিশ্বাসঘাকতা করা হয়, ইহা অতি জঘন্য কার্য্য। হজরত একটী আয়ত বর্ণনা করিয়া হাদিছের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক প্রকার হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচার গোনাহ্, কিন্তু সন্তান হত্যা ও প্রতিবেশীর সহিত ব্যভিচার এই 'কয়েদ' قيد সমধিক দোষ ও লাঞ্ছনা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্যে যোগ করা হইয়াছে, কিম্বা জিজ্ঞাসাকারীর বিশিষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

আয়তটী ছুরা ফোরকানের শেষাংশ। এই আয়ত হইতে হজরতের হাদিছটী আবিস্কৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তির প্রাণ হত্যা খোদা হারাম করিয়াছেন, উহা মুছলমান ও আশ্রিত কাফের এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কাফেরের প্রাণ, দারোল-হরবের কাফের ব্যতীত উপরোক্ত ব্যক্তিদের প্রাণ হত্যা হারাম করা হইয়াছে, কিন্তু ন্যায় ভাবে হত্যা করাতে কোন দোষ হইবে না, মুছলমান মোরতাদ্দ হইয়া গেলে, বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করিলে কিম্বা কাহারও প্রাণ অন্যায় ভাবে হত্যা করিলে, তাহার প্রাণ হত্যা করা জায়েজ হইবে। — মেঃ, ১/১০২/১০৩, আঃ, ১/৭৭/৭৮।

মছউদের পুত্র আবদুল্লাহ্, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু আবদুর রহমান, ইনি হোজাএল বংশধর ছিলেন, ইহার মাতার নাম উম্মো-আব্দ ইনি আবদুদের কন্যা, বংশোদ্ভবা ইনিও হোজাএল বংশোদ্ভবা ছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ সম্বন্ধ আছে, ইহাতে স্বভাবতঃ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া (খাছিএত) সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাকে তেলেছমাত বলে। পঞ্চম ক্ষতিকারক মন্ত্র।

কতকগুলি তৃণের মূল সংগ্রহ করিয়া নদীতে, কিম্বা কূপে, অথবা গোরে, বা গৃহের পূর্ব্বদিকের দ্বারে স্থাপন করা হয় এবং উহাতে মন্ত্র পাঠ করা হয়, ইহাতে উহার সহিত সংলগ্ন জ্বেন শয়তান কর্ত্তৃক কতকগুলি ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। কখন কার্য্য কিম্বা কথার দ্বারা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে ধুম, কিম্বা অন্য বস্তু প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কিম্বা ইহা ব্যতীত উহার ক্ষতি সাধন করে, ইহাতে সে পীড়িত হইয়া পড়ে, কিম্বা মরিয়া যায়। জাদুগির কখনও ঝেঁটার উপর বসিয়া পড়ে, উহা তাহাকে শূন্য মার্গে উড়াইয়া লইয়া যায়। এইরূপ মন্ত্র দ্বারা জ্বেনকে হাজির করিয়া যাহা আদেশ করে, সে তাহাই শুনিয়া থাকে।

কেহ কোন ঔষধ, কিম্বা ধুম দ্বারা, কিম্বা ক্ষতিকারক বস্তু পান করাইয়া জাদু করিয়া থাকে।

জাফেরানির টীকাতে আছে, আমাদের মতে জাদু মন্ত্রের ক্রিয়া সত্য সত্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। বেরিজাদার হাশিয়ায়-ইজাহে আছে, শামনি বলিয়াছেন, উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া হারাম। ইহাতে বুঝা যায় যে, যদিও কেহ মুছলমানদিগকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করা উদ্দেশ্যেও শিক্ষা করে, তবু উহা হারাম হইবে।

তাহাবি মুহিত হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, হাদিছে টোট্‌কা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, উহা এই যে, স্ত্রীকে স্বামীর ভালবাসা করাইয়া দেয়। কাজিখানে উহা হারাম হওয়ার কথা লিখিত আছে। এবনো-অহবাল উহা হারাম হওয়ার হেতুবাদে বলিয়াছেন যে, উহা এক প্রকার জাদু। এবনোশ-শেহনা বলিয়াছেন, উহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, কেবল কতকগুলি আয়তে কোরআন লেখা টোট্‌কা বলা হয় না, বরং উহার সহিত অতিরিক্ত কোন বিষয় (অর্থাৎ জাদু) আছে।

ফৎহোল-কদীরে আছে, জাহেরে-মজহাব অনুসারে জাদুকরের তওবা কবুল

করা হইবে না। উহাকে হত্যা করা ওয়াজেব হইবে।

এমাম আবুমনছুর মাতুরিদী বলিয়াছেন, যে মন্ত্রে ঈমান নষ্টকারী বিষয় থাকে, উহাতে কাফের হইবে। নচেৎ কাফের হইবে না। এমাম কারাফি মালেকি ও এবনো-হাজার এই মত সমর্থন করিয়াছেন। যদি কোন শব্দে, কিম্বা কার্য্যে বা এ'তেকাদে-কোফর থাকে, তবে এইরূপ মন্ত্রে কাফের হইতে হয় নচেৎ কাফের হইবে না।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, যে কোন প্রকার জাদু মন্ত্র টোট্‌কাতে লোকের ক্ষতি হয় এবং ফাছাদ সৃষ্টি করা হয়, কাফেরিমূলক না হইলেও তাহাকে হত্যা করা ওয়াজেব হইবে।

মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, যদি উহাতে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা থাকে, কিম্বা আল্লাহ্‌তায়ালাকে যেরূপ তা'জিম করা হয়, সেইরূপ অন্য কোন বস্তুকে তা'জিম করা হয়, কিম্বা উহারা সমস্ত প্রকার হালাল জানে, তবে সে কাফের হইবে।

ভোজ বাজি (ভেল্কি) , উহাকে আরবিতে শো'বাজা বলা হয়। মেছবাহ কেতাবে আছে, উহা জাদুর ন্যায় এক প্রকার ক্রীড়া, উক্ত ক্রীড়াতে লোকে বস্তু বিশেষকে কৃত্তিম আকারে দেখিয়া থাকে। একদল লোক পথে চক্রাকারে বসিয়া থাকে, তাহারা কোন মনুষ্যের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা সংযোগ করিয়া দেওয়া এবং মৃত্তিকা হইতে টাকা প্রস্তুত করা ইত্যাদি অপূর্ব্ব বস্তু সকল দেখাইয়া থাকে। এবনো-হাজার তাহাদিগকে জাদুকর বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন, যদি তাহারা যাদুকর নাও হয়, তবে তাহাদের পক্ষে উহা করা জায়েজ নহে এবং কাহারও পক্ষে তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া থাকা জায়েজ নহে। মালিকিদের কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি (কৃত্রিম ভাবে) এক ব্যক্তির হস্ত কাটিয়া ফেলে, কিম্বা তাহার উদরে ছুরি চালাইয়া দেয়, যদি উহা জাদু হয়, তবে তাহাকে হত্যা করা হইবে, নচেৎ তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। দোর্‌রেল-মোখতারে ইহাকে হারাম বলা হইয়াছে। ভাগ্য গণনা করা ও তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হারাম। শামি, ১/৪০/৪১/৪২, মেরকাত, ১/১০৪।

তৃতীয় অন্যায় ভাবে প্রাণ হত্যা করা যাহা আল্লাহ্ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

চতুর্থ সুদ ভক্ষণ করা। পঞ্চম এতিমের অর্থ আত্মসাৎ করা। ষষ্ঠ যখন মুছলমানদিগের দল শত্রুদিগের দিকে জেহাদ করিতে ধাবিত হয়, সেই সময় সমর ক্ষেত্র ত্যাগ করতঃ পলায়ন করা মহাগোনাহ্। নুতন ইছলামে দশ জন কাফের থাকিলে, একজন মুছলমানের পলায়ন করা হারাম ছিল, ইহার পরে এই আদেশ মনছুখ হয়। শেষ সিদ্ধান্ত এই হয় যে, দুই জন কাফের উপস্থিত হইলে, একজন মুছলমানের পলায়ন করা গোনাহ্ কবিরা, ইহার অধিক হইলে, সমর ক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েজ হইবে। সপ্তম যে স্ত্রীলোকেরা ঈমানদার সতী ও সতর্কা, তাহাদের উপর অযথা ভাবে ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করা গোনাহ্ কবিরা। এইরূপ লোককে ৮০ কোড়া মারার ব্যবস্থা কোরআন শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে।

কাফের স্ত্রীলোকদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করা গোনাহ্ কবিরা নহে। আশ্রিতা কাফের স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দেওয়া গোনাহ্ ছগিরা, ইহাতে ৮০ কোড়া মারার ব্যবস্থা হইবে না। মোছলমান দাসীর উপর এইরূপ অপবাদ প্রয়োগ করিলে, হদ জারি করা হইবে না, কিন্তু তা'জিরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিরূপ তা'জির দিতে হইবে, তাহা খলিফার মতের উপর নির্ভর করে। যদি কোন ঈমানদার পুরুষের উপর ঐরূপ অপবাদ প্রয়োগ করে, তবে ঐরূপ ৮০ কোড়া মারিতে হইবে, এই অপবাদ গোনাহ্ কবিরা বলিয়া গণ্য হইবে। মেঃ, ১/১০৪/১০৫, আঃ, ১/৭৯।

৪। আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যভিচারি ব্যভিচার করে না, যখন সে ব্যভিচার করে অথচ সে ঈমানদার থাকে, কোন চোর চুরি করে না — যে সময় সে চুরি করে, অথচ সে ঈমানদার থাকে। কোন মদ্যপায়ী মদ পান করে না — যখন সে মদ পান করে, অথচ সে ঈমানদার থাকে। কোন লণ্ঠনকারি কোন লুণ্ঠিত দ্রব্য এই অবস্থায় লুণ্ঠন করে না, যে লোকেরা তাহার দিকে নিজের চক্ষুকে সমুত্থিত করিয়া থাকে যখন সে উহা লুণ্ঠন করে, অথচ সে ঈমানদার থাকে। তোমাদের কেহ লুণ্ঠিত দ্রব্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে না — যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, অথচ সে ঈমানদার থাকে। কাজেই তোমরা নিজেদিগকে এইরূপ কার্য্য হইতে সাবধানে রাখ, সাবধানে রাখ। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

ব্যভিচারি যখন ব্যভিচার করে, চোর যখন চুরি করে এবং মদ্যপায়ী যখন মদপান করে, তখন তাহারা পূর্ণ ঈমানদার থাকে না, কিম্বা আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি হইতে নির্ভীক ও নিশ্চিত থাকে না, অথবা আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালনকারী ঈমানদার থাকে না। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, এইরূপ গোনাহ্গারদিগের পরিণামে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, উক্ত গোনাহ্ করা অবস্থাতে তাহার ঈমান বাহির হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় তাহার মস্তকের উপর বিরাজ করিতে থাকে, উহা ত্যাগ করিলে, পুনরায় ঈমান প্রত্যাবর্ত্তন করে। কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন, উক্ত অবস্থায় সে লজ্জাশীল থাকে না, যদি সে আল্লাহ্তায়ালা হইতে লজ্জা করিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস করিত যে, তিনি তাহাকে দেখিতেছেন, তবে এইরূপ কুৎসিত কার্য্য করিতে পারিত না। যখন কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কোন দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইতে থাকে, তখন লোকেরা তাহার অসীম সাহস দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া কিম্বা আক্রমণে ত্রাসিত হইয়া অনিমিষনেত্রে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, তাহার নিকট রোদন ক্রন্দন করিতে থাকে, কিন্তু উহা প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় না, এই অবস্থায় উক্ত লুণ্ঠনকারী পূর্ণ ঈমানদার থাকিতে পারে না।

যখন কোন ব্যক্তি যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য উহার ভাগ বন্টনের পূর্ব্বে চুরি করে, কিম্বা গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করে, তখন সে পূর্ণ ঈমানদার থাকিতে পারে না। হজরত বলেন, তোমরা এইরূপ অপকর্ম্ম হইতে সাবধানে থাক। মেঃ, ১/১০৫। আশেঃ, ১/৮০/৫।

এবনো-আব্বাছের রেওয়াএতে আছে, কোন হত্যাকারী হত্য করে না — যখন সে হত্যা করে, অথচ সে ঈমানদার থাকে। একরামা বলিয়াছেন, আমি এবনো-আব্বাছকে বলিলাম, কিরূপে তাহা হইতে ঈমান দূরীকৃত হয়। তিনি বলিলেন, এইরূপ (বহিষ্কৃত হয়)এবং এক হস্তের অঙ্গুলিগুলি অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্য প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তৎপরে তৎসমুদয় বাহির করিয়া লইলেন। তৎপরে যদি গোনাহ্ ত্যাগ করে, তবে উক্ত ঈমান তাহার দিকে এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তিনি এক হস্তের অঙ্গুলিগুলি অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া দিলেন। আবু-আবদুল্লাহ (এমাম বোখারি) বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হইবে না এবং তাহার পক্ষে ঈমানের জ্যোতিঃ হইবে না। ইহা বোখারির শব্দ।

টীকা

এই হাদিছে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, গোনাহ্‌গারের ঈমান গোনাহ্ করার কালে বাহির হইয়া যায় এবং তওবা ব্যতীত উহা ফিরিয়া আসে না , কিন্তু ইহা ছুন্নত অল-জামায়াতের মতের বিপরীত, কাজেই হাদিছের প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপ লইতে হইবে যে, গোনাহ্ করা কালে পূর্ণ ঈমান, উহার জ্যোতিঃ উহার ফল স্বরূপ লজ্জা, ভয়, দয়া অনুগ্রহ ও পরহেজগারি তাহা হইতে দূরীভূত হয়। এইহেতু এমাম বোখারি উপরোক্ত প্রকার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এই হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, তওবা ব্যতীত ঈমানের জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসে না, কিন্তু এস্থলে তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণীয় হইবে, উহা এই উক্ত গোনাহ্ ছাড়িয়া আসিলে, উহা ফিরিয়া আসে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আবু-হোরায়রার হাদিছ হইতে এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। ইহাতে আরও সপ্রমাণ হয় যে, এমাম বোখারির মতে আমল মূল ঈমানের অংশ নহে, বরং পূর্ণ ঈমানের অংশ। কতক লোক ধারণা করিয়া থাকে যে, মোহাদ্দেছগণের মতে আমল মূল ঈমানের অংশ তাহাও বাতীল মত, তাঁহাদের নিকট আমল পূর্ণ ঈমানের অংশ। মেঃ, ১/১০৬, আঃ, ১/১০৮।

একরামা, হজরত এবনো-আব্বাছের মুক্ত গোলাম। ইনি মগরেরের বর্ব্বর সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তিনি প্রধান তাবেয়ি ছিলেন। তিনি হাছান বেনে আলি, আবু কাতাদা, এবনো-আব্বাছ, এবনো-ওমার, এবনো-আমর, আবু-হোরায়রা, আবু ছইদ ও মোয়াবিয়া প্রভৃতি ছাহাবাগণের নিকট হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন। একদল তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি তাঁহার নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনো-মইন, আবুহাতেম, বোখারি, আমর বেনে দীনার আজালি এবনো আদী তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। ছেহাহ লেখকগণ মোছলেম ব্যতীত তাঁহার হাদিছ নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এবনো-মইন বলেন, যে কেহ তাঁহার উপর দোষারোপ করে, তাহার ইছলামে ত্রুটী আছে। আজালি বলেন, লোকে তাঁহার উপর যে দোষারোপ করিয়া থাকে, তিনি তাহা হইতে পবিত্র। — তহজিবোল-আছমা, ১/৩৪১।

৬) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কপট ব্যক্তির লক্ষণ তিনটী। ১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, ২) যখন অঙ্গীকার করে, উহা ভঙ্গ করে। ৩) যখন তাহার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে। বোখারি ও মোছলেম একযোগে ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। মোছলেম এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন — যদিও সে রোজা করে, নামাজ পড়ে, এবং ধারণা করে যে, নিশ্চয় সে মুছলমান।

টীকা

এই হাদিছে কয়েকটী প্রশ্ন হইতে পারে, প্রথম এই যে, এই হাদিছে মোনাফেকের তিনটী রীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। হইয়াছে ইহার পরবর্ত্তী হাদিছে চারিটি রীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরতবি বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে হজরতকে তিনটী লক্ষণের কথা জানাইয়াছিলেন, পরে চারিটীর কথা জানাইয়াছেন, এইহেতু দুইপ্রকার কথা বলা হইয়াছে। শেখ এবনো-হাজার আস্কালানি বলিয়াছেন, ছহিহ মোছলেমের এক রেওয়াএতে আছে, মোনাফেকের চিহ্ন গুলির মধ্য হইতে তিনটী এই .... ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত এস্থলে কপটতার চিহ্নগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন নাই, বরং কতকগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য হাদিছে আরও কতকগুলি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই রীতি গুলি কোন কোন মুছলমানের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহার কাফের না হওয়া সর্ব্ববাদি সম্মত মত। প্রথম উত্তর এই যে, মোনাফেক দুই প্রকার প্রথম আমলের হিসাবে মোনাফেক, অর্থাৎ এক প্রকার কার্য্য করে, উহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। দ্বিতীয় আকিদার হিসাবে মোনাফেক — অর্থাৎ অন্তরে কাফেরি আকিদা রাখে এবং মুখে ইছলামি আকিদা প্রকাশ করে। প্রথম অর্থের হিসাবে সে ফাছেক হয়, আর দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে কাফের হয়। প্রত্যেকে অন্তরের বিপরীত ভাব মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে, এইহেতু এস্থলে আমলি মোনাফেককে এ'তেকাদি মোনাফেকের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

ইহাও অর্থ হইতে পারে, যাহারা উক্ত কার্য্যগুলি অধিক পরিমান করিয়া থাকে, এমন কি উহা তাহাদের অভ্যাস হইয়া পড়ে, ইহা তাহাদিগকে প্রকৃত মোনাফেকির

দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে এই রীতি গুলি, কিম্বা উহার কোনটী দৈবাৎ অনুষ্ঠিত হইলে, উক্ত হুকুম হইবে না। হাদিছটী উক্ত ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হইবে — যাহা কর্ত্তৃক অধিক পরিমাণ এই কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বয়জবি বলিয়াছেন, এই হাদিছের অর্থ সর্ব্ব সাধারণের জন্য ব্যাপক হইতে পারে, যেন অতি জরুরী ভাবে উক্ত রীতিগুলি হইতে সকলেই অপসারিত করা হয়, কারণ এই যে, উক্ত স্বভাবগুলি অতি কদর্য্য মোনাফেকির অগ্রদূত, যেহেতু উহাতে একেত কোফর আছে, তদুপরি শ্রেষ্ঠতম প্রতিপালকের সহিত বিদ্রুপ ও ধোকাবাজি করা হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত কার্য্যগুলি মুসলমানদিগের স্বভাবগুলির বিপরীত। মুছলমানের পক্ষে অতি জরুরী যে, যেন উহার সীমার নিকট উপস্থিত না হয়।

ইহার অর্থ ওরফি মোনাফেকি হইতে পারে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখে যাহা বলে অন্তরে উহার বিপরীত ভাব থাকে। এই অর্থ গ্রহণ করা শ্রেয়। মূল কথা, কোন মুসলমানের মধ্যে মোনাফেকির চিহ্নগুলি থাকিলে, তাহার মোনাফেক হওয়া জরুরী নহে। হজরত যেরূপ মাজাজি অর্থে কোন কোন গোনাহ্‌কে কোফর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলেও সেইরূপ 'মাজাজি' অর্থে কতকগুলি গোনাহ্‌কে মোনাফেকি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে উহার প্রকৃত (হকিকি) অর্থ অভিপ্রেত নহে।

কেহ কেহ বলেন, নবী (ছাঃ) এই হাদিছে তাঁহার জামানার মোনাফেকগণের কিম্বা বিশিষ্ট কোন মোনাফেকের চিহ্নগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, যেন ছাহাবাগণ এই লক্ষণগুলি দ্বারা তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকেন। তিনি তাহাদের নামগুলি উল্লেখ করেন নাই। যেন তাহারা লাঞ্ছিত না হয় এবং অনিষ্টের উত্তেজনা হয় — মেঃ, ১/১০৬/১০৭, আঃ ১/৮১।

৭। আমরের পুত্র আবদুল্লাহর উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, চারিটী রীতি যাহার মধ্যে থাকে, সে বিশুদ্ধ মোনাফেক (কপট) হইবে। যাহার মধ্যে উক্ত চারটীর মধ্যে কোন একটী রীতি থাকে, তাহার মধ্যে কপটতার একটী রীতি থাকিবে, যতক্ষণ (না) উহা ত্যাগ করে — ১) যখন তাহার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে;

২) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে,৩) যখন অঙ্গীকার করে, উহা ভঙ্গ করে; ৪) যখন কলহ করে, কটু কথা বলে। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

উক্ত চারিটী রীতি, বিশেষতঃ স্বভাবগত ভাবে কোন ঈমানদারের মধ্যে সমবেত হইতে পারে না। তুরাপুস্তি বলিয়াছেন, এই রীতি গুলি যাহার মধ্যে সমবেত হয় এবং সর্ব্বদা সে উহাতে লিপ্ত থাকে, তাহার মোনাফেক হওয়া যোগ্য ব্যবস্থা। গোনাহ্গার ইমানদার তৎসমস্ত আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে না, যদি তাহার মধ্যে একটী স্বভাব পাওয়া যায়, অন্যটী পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, সে ব্যক্তি মোনাফেকের তুল্য হইবে, যেরূপ বলা হইয়া থাকে, জয়েদ ব্যাঘ্রের তুল্য। মেঃ ১/১০৮।

৮। ওমারের পুত্রের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মোনাফেকের দৃষ্টান্ত একটী ছাগীর তুল্য যে পুংছাগ অন্বেষণে দুইটী ছাগ যুথের দিকে যাতায়াত করে, একবার এই ছাগযুথের দিকে, একবার সেই ছাগযুথের দিকে ধাবিত হয়।

টীকা

যে ছাগী সঙ্গমের আসক্তিতে পুংছাগের অন্বেষণে একবার এই ছাগযুথের দ্বিতীয়বার অন্য ছাগযুথের দিকে ধাবিত হয়, মোনাফেক ব্যক্তি অবিকল উক্ত ছাগীর তুল্য সে কামনা বাসনা ও স্বার্থের বিতাড়নে অধীর হইয়া একবার মুছলমানদিগের দিকে, অন্যবার কাফেরদের দিকে ইতস্ততঃ করিতে থাকে। — মেঃ, ১/১০৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১) ছাফ্ওয়ান বেনে আছ্ছালের উক্তি ;—

একজন য়িহুদী নিজের সহচরকে বলিল, তুমি আমাকে এই নবীর নিকট লইয়া

যাও, ইহাতে তাহার সহচর তাহাকে বলিল, তুমি নবী বলিও না। নিশ্চয় যদি তিনি তোমার কথা শুনেন, তবে তাহার চারিটী চক্ষু হইবে। তৎপরে উভয়ে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নয়টী প্রকাশ্য নিদর্শনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিলেন, ১) তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সহিত কোন বিষয়কে অংশী স্থাপন করিও না। ২) তোমরা চুরি করিও না। ৩) তোমরা ব্যভিচার করিও না। ৪) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ হারাম বলিয়াছেন, ন্যায় ভাবে ব্যতীত তাহাকে হত্যা করিও না। ৫) নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির নিকট এইহেতু লইয়া যাইও না যে, সে তাহাকে হত্যা করে। ৬) তোমরা জাদু করিও না। ৭) তোমরা সুদ ভক্ষণ করিও না। ৮) কোন সতী স্ত্রীলোকের উপরে ব্যভিচারের অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিও না। ৯) কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধের দিবস পলায়ন করার জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।

বিশেষতঃ য়িহুদীগণ, তোমাদের পক্ষে জরুরী যে, তোমরা শনিবার সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করিও না। ছাফাওয়ান বলিয়াছেন, তৎপরে তাহারা উভয়ে হজরতের দুই হস্ত ও দুই পদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি নবী। হজরত বলিলেন, তোমরা আমার অনুসরণ করিবে, এসম্বন্ধে কি বিষয় তোমাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছে। উভয়ে বলিলেন, নিশ্চয় দাউদ (আঃ) নিজ প্রতিপালকের নিকট দোওয়া করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা তাঁহার বংশ হইতে নবী হইবেন। আরও নিশ্চয় আমরা ভয় করি যে, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তবে য়িহুদীগণ আমাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিবেন। তেরমেজি, আবু দাউদ ও নাছায়ী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

তাঁহার চারিটী চক্ষু হইবে, ইহার মর্ম্ম এই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। নয়টী আহকামের মধ্যে একটী বাদশাহের নিকট কোন নির্দ্দোষ লোকের মিথ্যা দোষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে হত্যা করা। শনিবারের সম্মান নষ্ট করিয়া উক্ত দিবসে মৎস্য শিকার করিও না। ইহা য়িহুদীদের বিশিষ্ট হুকুম। য়িহুদীগণ দশটী

যাও, ইহাতে তাহার সহচর তাহাকে বলিল, তুমি নবী বলিও না। নিশ্চয় যদি তিনি তোমার কথা শুনেন, তবে তাহার চারিটী চক্ষু হইবে। তৎপরে উভয়ে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নয়টী প্রকাশ্য নিদর্শনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিলেন, ১) তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সহিত কোন বিষয়কে অংশী স্থাপন করিও না। ২) তোমরা চুরি করিও না। ৩) তোমরা ব্যভিচার করিও না। ৪) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ হারাম বলিয়াছেন, ন্যায় ভাবে ব্যতীত তাহাকে হত্যা করিও না। ৫) নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির নিকট এইহেতু লইয়া যাইও না যে, সে তাহাকে হত্যা করে। ৬) তোমরা জাদু করিও না। ৭) তোমরা সুদ ভক্ষণ করিও না। ৮) কোন সতী স্ত্রীলোকের উপরে ব্যভিচারের অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিও না। ৯) কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধের দিবস পলায়ন করার জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।

বিশেষতঃ য়িহুদীগণ, তোমাদের পক্ষে জরুরী যে, তোমরা শনিবার সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করিও না। ছাফাওয়ান বলিয়াছেন, তৎপরে তাহারা উভয়ে হজরতের দুই হস্ত ও দুই পদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি নবী। হজরত বলিলেন, তোমরা আমার অনুসরণ করিবে, এসম্বন্ধে কি বিষয় তোমাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছে। উভয়ে বলিলেন, নিশ্চয় দাউদ (আঃ) নিজ প্রতিপালকের নিকট দোওয়া করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা তাঁহার বংশ হইতে নবী হইবেন। আরও নিশ্চয় আমরা ভয় করি যে, যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তবে য়িহুদীগণ আমাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিবেন। তেরমেজি, আবু দাউদ ও নাছায়ী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

তাঁহার চারিটী চক্ষু হইবে, ইহার মর্ম্ম এই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। নয়টী আহকামের মধ্যে একটী বাদশাহের নিকট কোন নির্দ্দোষ লোকের মিথ্যা দোষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে হত্যা করা। শনিবারের সম্মান নষ্ট করিয়া উক্ত দিবসে মৎস্য শিকার করিও না। ইহা য়িহুদীদের বিশিষ্ট হুকুম। য়িহুদীগণ দশটী

আহকাম জিজ্ঞাসা করিতে ইছচ্ছা করতঃ সকল ধর্ম্মের ব্যাপক নয়টী আহকাম সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে ছওয়াল করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিশিষ্ট হুকুমটি অন্তরে সংগোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যখন হজরত তাহাদের প্রকাশ্য প্রশ্নগুলির জওয়াব দিয়া তাহাদের অন্তর নিহিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তখন তাহারা আনন্দিত হইয়া হজরতের হস্ত ও পদদ্বয় চুম্বন করিলেন।

এই হাদিছে হজরতের হস্ত পদ চুম্বন করা সপ্রমাণ হইল, ইহাকে তকরিরি হাদিছ বলা হয়, কিন্তু মেশকাতের ৪০১ পৃষ্ঠায় হজরত মস্তক নত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এইহেতু প্রথমোক্ত হাদিছকে مخصوص منه البعض বলা হইবে, অর্থাৎ মস্তক অবনত না করিয়া হস্ত পদ চুম্বন করা জায়েজ হইবে।

যদিও তাহারা হজরতকে নবী বলিয়া জানিত, কিন্তু কেবল ইহাতে ঈমান হয় না, বরং ভক্তি সহকারে উহা স্বীকার করিলে, ঈমান হইতে পারে। তাহারা যে হজরতের আদেশ পালন ও অনুসরণ না করার দুইটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটী এই যে, হজরত দাউদ (আঃ) তাঁহার বংশ হইতে নবী হওয়ার দোয়া করিয়া ছিলেন, ইহা, অমূলক কথা। তিনি এরূপ দোয়া করেন নাই, কেননা তওরাত ও জবুরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) শেষ নবী হওয়ার কথা এবং তাঁহার দীন সমস্ত দীনের মনছুখকারী বলিয়া লিখিত আছে, কাজেই তিনি ঐরূপ দোয়া করিতে পারেন না। দ্বিতীয় হজরত ইছা (আঃ) তাঁহার বংশধর ছিলেন, কেন তাহারা তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

আছ্ছালের পুত্র ছাফওয়ান। তিনি কুফার মোরাদী বংশধর ছিলেন, তিনি নবী (ছাঃ) এর সঙ্গে ১২টী যুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্বয়ং হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ্ রেওয়াএত করিয়াছিলেন। তহজিবোল-আছমা, ১/২৪৯ পৃষ্ঠা।

২) আনাছের উক্তি ;—

"রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তিনটী বিষয় ঈমানের ভিত্তি (মূল বস্তু), ১) যে ব্যক্তি লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিয়াছে তাহা হইতে বিরত থাকা। গোনাহর জন্য তাহাকে কাফের বলিয়া অবিহিত করিও না এবং কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে ইছলাম হইতে বাহির করিও না।

২) জেহাদ, (উহা) প্রচলিত ও স্থায়ী থাকিবে আমাকে আল্লাহ্ যে সময় প্রেরণ করিয়াছেন সেই সময় হইতে যত দিবস এই উম্মতের শেষাংশ দাজ্জালের সহিত যুদ্ধ (না) করেন। এবং কোন অত্যাচারির অত্যাচার ও কোন ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচার উহা বাতীল করিতে পারিবে না।

৩) তকদীর গুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

আবুদাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

তিনটী বিষয় ঈমানের ভিত্তি, প্রথম যে ব্যক্তি কলেমা তাইয়েব পাঠ করে, তাহাকে কোফর ব্যতীত অন্য কোন গোনাহ্ করিবার জন্য কাফের বলিয়া অভিহিত করিতে নাই, ইহাতে খারেজি নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ হইতেছে, যেহেতু তাহারা গোনার জন্য মুসলমানদিগকে কাফের বলিয়া থাকেন।

কোফর ব্যতীত অন্য কোন অপকার্য্যের জন্য মুসলমানদিগকে ইসলাম হইতে খারিজ বলিয়া গণ্য করিতে নাই। ইহাতে মো'তাজেলা নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ হইতেছে, তাহারা গোনাহ্ করিবার জন্য ফাছেকদিগকে ইছলাম হইতে খারিজ ধারণা করেন, তাহারা বলেন, ফাছেক ব্যক্তি ঈমানদার নহে এবং কাফের নহে।

ঈমানের দ্বিতীয় ভিত্তি জেহাদের প্রচারিত ও স্থায়ী থাকার প্রতি বিশ্বাস করা, উহা নবী (ছাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হইতে আরম্ভ হইয়া উক্ত সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে যে সময় এ উম্মতের শেষ এমাম মাহ্দী কিম্বা ঈছা (আঃ) দাজ্জালের সহিত জেহাদ করিবে, ইহার পরে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায়ের সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্তির পরে যত দিবস হজরত ঈছা (আঃ) দুন্ইয়াতে থাকিবেন, কোন কাফের জীবিত থাকিবে না, তাঁহার এন্তেকালের পরে একটী বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সমস্ত মুছলমান মরিয়া যাইবেন, কেবল কাফের দল দুনইয়াতে থাকিবে, কাজেই আর দুনইয়াতে যুদ্ধ হইবে না। মুছলমান খলিফা (বাদশাহ্) ন্যায় বিচারক হউক আর অত্যাচারি হউক, জেহাদের ওয়াজেব হওয়ার হুকুম রহিত হইবে না। বাদ্শাহ মুছলমান হউক, আর অত্যাচারি

হউক, তাহার সহকারি থাকিয়া জেহাদ করা ওয়াজেব হইবে, উহা ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না। এইহেতু অন্য হাদিছে আছে, আমির সং হউক, আর অসং হউক, তাহার সহিত থাকিয়া তোমাদের উপর জেহাদ করা ওয়াজেব।

ইহা উক্ত কাফের ও মোনাফেকদিগের প্রতিবাদ উপলক্ষে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহারা বলিত, ইছলামি রাজত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হইবে, হাদিছের মর্ম্ম এই যে, ইছলামি রাজত্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং এই উম্মতের মিত্রগণ জয়যুক্ত হইতে থাকিবেন এবং শত্রুগণ লাঞ্ছিত হইতে থাকিবে।

ঈমানের তৃতীয় ভিত্তি তকদীরের উপর বিশ্বাস করা। এই দুনইয়াতে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর (অদৃষ্টলিপি) অনুসারে হইয়া থাকে। মেঃ, ১/১০৯/১১০/ আঃ ১/৮৩/৮৪ পৃষ্ঠা।

৩) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন বান্দা ব্যভিচার করে, তাহা হইতে ঈমান বাহির হইয়া যায় এবং তাহার মস্তকের উপর শামিয়ানার ন্যায় থাকে। তৎপরে যখন সে উহা সমাপন করে, ঈমান তাহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে তেরমেজি ও আবু দাউদ।

টীকা

ইহার মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ظلة শব্দের অর্থ মেঘ, তাবু ছা'দ কিম্বা শামিয়ানা প্রত্যেক বস্তুর এক একটী আত্মীক (মেছালি) আকৃতি আছে, এল্‌মের আত্মীকরূপ দুগ্ধ, মৃত্যুর আত্মীকরূপ মেঘ ও ঈমানের আত্মীকরূপ শামিয়ানা। আঃ, ১।৮৪।

তৃতীয় অধ্যায়।

১) (হজরত) মোয়াজ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) আমাকে দশটী কথার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছিলেন, ১) যদিও তুমি নিহত দগ্ধ হইয়া যাও, তথাচ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত কোন বিষয়ের অংশী স্থাপন করিও না।

২) তুমি তোমার পিতামাতাকে কষ্ট দিওনা — যদিও উভয়ে তোমাকে তোমার পরিজন ও অর্থ সম্পদ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে আদেশ প্রদান করেন। ৩) স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করিও না, কেননা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করে, নিশ্চয় তাহা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার অঙ্গীকার (ওয়াদা) দূরীভূত হইয়া যায়।

৪) তুমি মদপান করিও না, কেননা মদপান প্রত্যেক অপকার্য্যের মস্তক স্বরূপ। ৫) তুমি গোনাহ্ হইতে বিরত থাক, কেননা গোনাহ্ কার্য্যে আল্লাহ্‌তায়ালার কোপ অবতীর্ণ হইয়া থাকে। ৬) তুমি কাফের দিগের সহিত যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা হইতে বিরত থাকিও— যদিও লোকেরা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ৭) যদি এমতাবস্থায় লোগদিগের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়, যে তুমি তাহাদের মধ্যে থাক, তবে তুমি নিজ স্থানে স্থির থাক। ৮) তুমি তোমার অতিরিক্ত অর্থ হইতে তোমার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। ৯) তুমি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে তাহা দিক হইতে যষ্ঠিকে উঠাইয়া রাখিওনা। ১০) খোদার হক সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিও। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

হজরত (ছাঃ) ছাহাবা মোয়াজকে দশটী বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, প্রথম উপদেশ এই যে, যদি কেহ তোমাকে হত্যা কিম্বা দগ্ধ করিয়া ফেলে, তবু তুমি অন্তরের মধ্যে শেরক ও কোফরিমূলক মত পোষণ করিওনা কিম্বা মুখে শেরক কোফরিমূলক কথা উচ্চারণ করিও না। যদি হত্যা, কিম্বা দগ্ধীভূত করার, অথবা কঠিন প্রহার বা তাহার অর্থ কাড়িয়া লওয়ার ভয় দেখাইয়া ইছলাম ধর্ম্মকে গালি দিতে কিম্বা প্রতিমা পূজা করিতে উত্তেজিত করে, তবে কি করিতে হইবে? কোরআন শরিফে আছে যদি কোফর করিতে বল প্রয়োগ করা হয়, তবে মৌখিক কাফেরি মূলক কথা বলা জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে যেন ঈমান স্থির থাকে। পূর্ণ ঈমানদারী এই যে, নিহত কিম্বা দগ্ধীভূত হইলেও কাফেরি মূলক কথা বলিবে না কিম্বা ঐরূপ কোন কার্য্য করিব না। নবি (ছাঃ) হজরত মোয়াজকে পূর্ণ ঈমানদারী ও পরহেজগারীরর ব্যবস্থা পালন

করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, কিন্তু যে কার্য্যে গোনাহ্ হয়, এইরূপ কার্য্যে তাহাদের আদেশ পালন করা নিষিদ্ধ। হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করতঃ কোন মানুষের আদেশ পালন করা জায়েজ নহে। যদি পিতামাতা অন্যায় ভাবে পুত্রের স্ত্রীকে তালাক দিতে, কিম্বা তাহার দাসদাসীকে বিক্রয় করিতে বা মুক্তি দিতে আদেশ প্রদান করে, এইরূপ তাহার অর্থ সম্পদ দান করিতে আদেশ করে তবে এবনো-হাজার বলিয়াছেন, পূর্ণ পরহেজগারির হিসাবে পুত্রের পক্ষে তাহাই করা উচিত। কিন্তু পুত্রের পক্ষে উহা প্রতিপালন করা ওয়াজেব নহে, যদিও পিতামাতা স্ত্রী কর্ত্তৃক কষ্ঠ পায়, তবু ইহা ওয়াজেব নহে কেননা ইহাতে পুত্রের ক্ষতিসাধন করা হয়, কাজেই তজ্জন্য তাহার উপর অসাধ্য ভার অর্পণ করা হইবে, পিতামাতার দয়া মমতার হিসাবে এইরূপ কষ্টসাধ্য আদেশ করা অনুচিত, ইহা করিলে তাহাদের পক্ষ হইতে অজ্ঞতামূলক কার্য্য করা হইবে । কাজেই এইরূপ আদেশ পালন করা ওয়াজেব হইবে না।

তৃতীয় উপদেশ এই যে, স্বেচ্ছায় কোন ফরজ নামাজ ত্যাগ করিবে না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি খোদার দায়িত্ব (জেম্মাদারি) হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে, দুনিয়াতে তা'জির ও তিরস্কারের যোগ্য হইবে এবং পরকালে শাস্তির যোগ্য পাত্র হইবে। একজন এমাম তাহাকে হদ্দ স্বরূপ হত্যা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা শাফেয়ি ও অন্যান্য এমামগণের মত। এমাম আবু হানিফা ও মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া কারারুদ্ধ করিতে হইবে।

চতুর্থ উপদেশ — মদ্যপান ত্যাগ করা, কেননা নেশা পানে লোকের জ্ঞান লোপ হইয়া যায়, ঈমান ও এবাদত জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হয়, যখন সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, তখন সমস্তই বিনষ্ঠ হইল।

পঞ্চম উপদেশ — গোনাহ্ ত্যাগ করা, কেননা গোনাহ্ কার্য্যে খোদা অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার কোপ অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ উপদেশ — কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করা কালে মুছলমানগণ শহিদ হইয়া গেলে কিম্বা পলায়ন করিয়া গেলে, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করা,

ইহাও পূর্ণ পরহেজগারির কথা, কেননা, কোরআন শরিফে আছে, শত্রুরা মুছলমানগণ হইতে দ্বিগুণের অধিক হইলে, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা জায়েজ হইয়া থাকে।

সপ্তম উপদেশ — যে স্থলে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি হইতে থাকে, তথা হইতে পলায়ন করিবে না, একেত ইহাতে পীড়িতেরা সেবা শুশ্রূষা অভাবে বিনষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয় যদি ধারণা করে যে, যদি সে তথা হইতে পলায়ন করে, তবে জীবিত থাকিবে এবং যদি পলায়ন না করে, তবে মরিয়া যাইবে, এইরূপ আকিদাতে সে কাফের হইয়া যাইবে। আর যে স্থলে এই মহামারি হইতেছে, তথায় যাইবে না, কেননা যদি সে মহামারীতে পতিত হয়, তবে ধারণা করিবে যে, তাহার আগমণের জন্যই ইহা ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার ইমান নষ্ট হইবে। ইহা জরুরত না হওয়ার ব্যবস্থা, যদি মহামারী স্থল হইতে অন্যত্রে যাওয়ার কিম্বা তথায় যাওয়ার আবশ্যক হয়, তবে এইরূপ যাতায়াতে কোন দোষ নাই।

অষ্টম উপদেশ — নিজের অতিরিক্ত অর্থ হইতে স্ত্রী পরিজনের জরুরী খরচ সরবরাহ করা, মধ্য ধরণের খরচ দেওয়া জরুরী। কেহ কেহ বলেন, জরুরী খরচ ব্যতীত আরও কিছু অতিরিক্ত খরচ দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

নবম উপদেশ, সর্ব্বদা স্ত্রী পরিজনকে আদব শিক্ষা দিতে থাকিবে, আবশ্যক বোধ হইলে, সামান্য প্রহার করিতেও পারিবে।

শেষ উপদেশ এই যে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে ভয় দেখাইতে থাকিবে। দরিদ্র, প্রতিবেশী ও এতিমের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিবে। আঃ, ১/৮৪/৮৫, মেঃ, ১/১১১/১১২।

২) হোজায়ফার বর্ণনা ;—

তিনি বলিয়াছেন, কপটতা (মোনাফেকি) রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর সময়ে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোফর কিম্বা ইমান ব্যতীত আর কিছুই নাই — বোখারি।

টীকা

হজরত নবী (ছাঃ) এর জামানাতে তিন প্রকার লোক ছিল, ১) ইমানদার, ২) স্পষ্ট কাফের। ৩) একদল লোক যাহারা প্রকাশ্য ভাবে ইমানদারি প্রকাশ করিলেও

অন্তরে কাফেরি মত পোষণ করিত। ইহাদিগকে মোনাফেক বলা হয়।

হজরত নবী (ছাঃ) এর জামানাতে তাহাদের উপর ইছলামের আহকাম জারি করা হইত, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইত না, তাহাদিগকে হত্যা করা হইত না, ইহার কয়েকটী কারণ ছিল, প্রথম এই যে, মুছলমানগণ তাহাদের আন্তরিক অবস্থা প্রকাশ না করার জন্য বিরুদ্ধবাদিগণ তাহাদের অবস্থা অনাবগত থাকিয়া যাইত, তাহাদিগকে মুছলমান ধারণা করিয়া লইত এবং মুছলমানদিগের সংখ্যা অধিক ধারণা করিয়া ভীত হইত এবং নিজেদের শক্তি খর্ব্ব হওয়ার ধারণা করিয়া লইত।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি মুছলমানগণ সঙ্গী মোনাফেকগণের সহিত কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তবে কাফেরেরা তাঁহাদের উপর বীত-শ্রদ্ধ হইয়া পড়িত।

তৃতীয় যে ব্যক্তি হজরত নবী (ছাঃ) এর নিজের বিপক্ষদলের সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করার অবস্থা দেখিতে পাইত, সে তাঁহার সঙ্গলাভে আগ্রাহান্বিত হইত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে তাঁহার সহযোগিতা করিত এবং সাদরে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিত।

বর্ত্তমান যুগে সাধারণতঃ দুই প্রকার লোক আছে, ১) স্পষ্ট কাফের । ২) স্পষ্ট ইমানদার, যদি বর্ত্তমানে কোন লোকের কপটতা (মোনাফেকি) প্রকাশিত হয়, তবে, তাহার উপর কাফেরির আহকাম প্রচলন করিতে হইবে।

হজরত হোজায়ফা হজরতের অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, তাঁহার কুনিয়াতি নাম আবু আবদুল্লাহ্ ছিল, ইনি আবছ বংশের লোক ছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে আব্‌ছি বলা হইত। তাঁহার পিতার নাম হোছাএন ছিল, তাঁহার লকব ছিল ইমাম। হজরত ওমার, আলি ও আবুদ্দারদা তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। হজরত ওছমানের শহীদ হওয়ার ৪০ দিবস পরে ৩৫ হিজরীতে মাদাএন শহরে তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তথায় তাঁহার মজার আছে। — মেঃ, ১/১১২। আশে, ১/৮৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শয়তানি কুমন্ত্রনার (অছওয়াছার) বিবরণ।

শয়তান কিম্বা নফছ কর্ত্তৃক যে কুচিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া কোফর ও গোনাহ্ করিতে উত্তেজিত করে, উহা ওয়াছওয়াছা নামে অভিহিত হয়। আর যে চিন্তা ইমান ও এবাদত করিতে উদ্ধুদ্ধ করে, উহাকে এলহাম বলা হয়।

ওয়াছওয়াছ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কখন উহার অর্থ শয়তান গ্রহণ করা হয়। কোরআন শরিফে من شر الوسواس এই আয়তে উহার অর্থ শয়তান গ্রহণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার নবীর অন্তরে যে এলহাম খোদার পক্ষ হইতে হইয়া থাকে, উহা দলীল হইয়া থাকে, তাঁহা ব্যতীত অন্যের এলহাম শরিয়তের প্রামান্য দলীল নহে।

প্রথম অধ্যায়

১) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ — আমার উম্মতের বক্ষদেশে (অন্তরে) যে কুচিন্তা উদয় হইয়া থাকে, উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন — যতক্ষণ তাহারা তদনুযায়ী কার্য্য না করিয়া থাকে, কিম্বা কথা না বলিয়া থাকে।— বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

রওজা লেখক ছহিহ বোখারির টীকাতে লিখিয়াছেন, অধিকাংশ আলেমের ছহিহ, স্থিরীকৃত ও মনোনীত মত এই যে, অন্তরের ধারণা বদ্ধমূল হইলে, উহার জন্য শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

এক্ষেত্রে উল্লিখিত হাদিছের অর্থ এই যে, যে মনোভাব বদ্ধমূল হয় নাই, নিশ্চয় উহা ক্ষমার যোগ্য, কেননা উহা হইতে গত্যান্তর নাই, পক্ষান্তরে বদ্ধমূল ধারণা শাস্তির যোগ্য।

এজহার লেখক 'এহইয়াওল উলুম' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্তরের ধারণা চারি প্রকার — প্রথম যেরূপ কোন লোকের পশ্চাতের দিকে একটী স্ত্রীলোক থাকে, আর হঠাৎ তাহার আকৃতি উক্ত ব্যক্তির অন্তরে উদিত হয়, যদি সে তাহার

দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখিতে পাইবে, ইহাকে আরবিতে الخاطر 'খাতের' বলা হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম حديث النفس নফ্ছের প্ররোচনা।

দ্বিতীয়, উক্ত স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য নফ্ছের (রিপুর) উত্তেজনা, ইহাকে ميل الطبع রিপুর কামনা ও উত্তেজনা বলা হয়।

তৃতীয়, উক্ত স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য মনের আদেশ, ইহাকে اعتقاد বিশ্বাস বলা হয়।

এই স্থলে রিপুর কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের সঙ্কল্প (নিয়ত) প্রধাবিত হয়, অবশ্য লোক লজ্জা ও খোদার ভয় উপস্থিত হইলে, উহা হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ, উক্ত দৃষ্টিপাত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করা, ইহাকে عزم القلب অন্তরের দৃঢ় সঙ্কল্প বলা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারে কোন শাস্তি হইবে না; কেননা ইহা মনুষ্যের ক্ষমতাধীনে নহে। তৃতীয় প্রকার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, প্রথম ক্ষমতাধীন, কাজেই উহার প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে না, দ্বিতীয় ক্ষমতাধীন নহে, কাজেই উহার উপর অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রথম প্রকারে শাস্তি হইবে এবং দ্বিতীয় প্রকারে শাস্তি হইবে না। চতুর্থ প্রকারে শাস্তি হইবে। এই দৃঢ় সঙ্কল্প ও বদ্ধমূল কু-ধারণার প্রতি শাস্তি হওয়া সম্বন্ধে কতকগুলি আয়ত নাজেল হইয়াছে অবশ্য যদি সে ব্যক্তি খোদার ভয়ে উক্ত কার্য্য ত্যাগ করে, তবে তাহার জন্য একটী নেকী লিখিত হয়; কেননা গোনাহ্ কার্য্য করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া উহা ত্যাগ করাতে নফ্ছের সহিত সংগ্রাম করা হয়, কাজেই উহাতে একটী নেকী হয়। আর যদি কোন প্রতিবন্ধকতার জন্য উহা ত্যাগ করে কিম্বা উহা না হইয়া উঠে, তবে উক্ত দৃঢ়সঙ্কল্পের জন্য একটী গোনাহ্ লিখিত হয়। ইহার অকাট্য প্রমাণ ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত ছহিহ হাদিছ। হজরত বলিয়াছেন, যখন দুইজন মুছলমান তরবারি লইয়া সংগ্রাম করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোজখে প্রবেশ করিবে। কেহ বলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, নিহত ব্যক্তির দোষ কি? হজরত বলিলেন, নিশ্চয় সে ব্যক্তি নিজের প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে হত্যা না করিয়া প্রপীড়িত অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াও হত্যা করার দৃঢ় সঙ্কল্প করার

জন্য দোজখে পতিত হইয়াছে। যখন অহঙ্কার , গরিমা, কপটতা, হিংসা প্রভৃতি অসৎ স্বভাব গুলিতে শাস্তি হইয়া থাকে, তখন অসৎ কার্য্যের দৃঢ় সঙ্কল্পগুলিতে কেন শাস্তি হইবে না? আল্লামা-তিবি বলেন, এই উম্মতের জন্য এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে গোনাহ্ হইবে না। এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, কাজি আবুবকর ইহাতে গোনাহ্ হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। কাজি এয়াজ বলিয়াছেন, ইহা অধিকাংশ প্রাচীন এমাম, ফকিহ্ ও মোহাদ্দেছের মত, কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যভিচারের দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে, গোনাহ্ হইবে, কিন্তু ব্যভিচারের তুল্য গোনাহ্ হইবে না। — মেঃ, ১/১১২/১১৩, আঃ, ১/৮৫/৮৬।

২) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) এর একদল সাহাবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই আমরা আমাদের অন্তরে এরূপ ভাব প্রাপ্ত হই — যাহা আমাদের কেহ মুখে উচ্চারণ করিতে কঠিন (ঘৃণা) বোধ করিয়া থাকে। হজরত বলিলেন, সত্যই কি তোমরা উহা প্রাপ্ত হইয়া থাক? তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ। তখন হজরত বলিলেন, উহা বিশুদ্ধ ঈমান। — মোছলেম।

টীকা

ছাহাবাগণের অন্তরে এরূপ বাতীল ধারণা উদয় হইত যাহা প্রকাশ করা তাঁহারা কুৎসিত কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, উহার বিবরণ পরবর্ত্তী হাদিছদ্বয়ে আসিতেছে — অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করিয়াছে, এরূপ ধারণা হজরত বলিলেন, এইরূপ বাতীল ভাবকে বাতীল ও কুৎসিত কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করা বিশুদ্ধ ঈমানের চিহ্ন, ইহাতে খোদার ভয় ও তাঁহার সম্মান করা হয় এবং গোনাহ্‌কে গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। কেহ কেহ উহার অর্থে বলিয়াছেন, শয়তানের কু-মন্ত্রনা অন্তরে উদয় হওয়া ঈমানের চিহ্ন, কেননা চোর দস্যুরা শূন্য গৃহে প্রবেশ করে না, যাহার অন্তরে ঈমান নাই, শয়তান তাহাকে কু-মন্ত্রনা দিতে চেষ্টা করিবে কেন? এইহেতু হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, যে নামাজে অছওয়াছা হয় না, উহা য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের নামাজ। — আঃ, ১/৮৬, মে ১/১১৪।

৩) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, শয়তান তোমাদের একজনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকে, কে অমুক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে? কে অমুক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে? এমন কি সে বলিয়া থাকে, কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করিয়াছে? যখন সে এই কথা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় তখন যেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং উহা হইতে বিরত হয়। — বোখারি ও মোছলেম।

এস্থলে শয়তানের অর্থ ইবলিছ, কিম্বা তাহার কোন সৈন্য ও সহায়তাকারী অথবা উহার অর্থ জ্বেন ও মনুষ্য শয়তান হইতে পারে।

শয়তান কোন লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে থাকে, আছমানকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? জমিকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যখন সে ব্যক্তি ইহার উত্তরে বলে, আমাদের প্রতিপালক খোদা এতদুভয়কে সৃষ্টি করিয়াছে? তখন শয়তান বলে, তোমাদের প্রতিপালককে সৃষ্টি করিয়াছে? শয়তানের এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাহাকে ভ্রান্তি ও কাফেরিতে নিক্ষেপ করা।

হজরত বলিয়াছেন, যখন শয়তান কিম্বা সেই ব্যক্তি সেই কথা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, তখন শয়তানকে বিতাড়িত করা উদ্দেশ্যে তাহাকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে, কেননা শয়তানের সহিত তর্ক করা এবং এই তর্কে জয়ী হওয়া তাহার সাধ্যাতীত, এইহেতু যে শয়তান তাহাকে অতিকদর্য্য ধারণাতে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার কটু-চক্র হইতে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্যে খোদার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করা ওয়াজেব হইবে, মুখে আউজো-বিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রজিম, বলিবে এবং তাহার অপকারিতা ও চক্র তিরোহিত করা উদ্দেশ্যে অন্তরে তাঁহার দরবারে করুন প্রার্থনা করিবে, কেননা খোদার অনুগ্রহ হইলে, শয়তান অতিদুর্ব্বল ও লাঞ্ছিত হইবে। এইহেতু শয়তানকে প্রভুর দ্বার রক্ষক কুকুরের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে, মালিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলে, কুকুরের আক্রমণ শক্তি রহিত হইয়া যায়।

তৎপরে হজরত বলিয়াছেন, উক্ত আশ্রয় গ্রহণ করার পরে যেন উক্ত প্রকার বাতীল ধারণা মনোনিবিষ্ট না করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে শয়তান তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে না, কেননা শয়তান এই আশায় তাহাকে উক্ত বাতীল ধারণায় লিপ্ত করিয়াছিল যে, তাহার এই প্ররোচিত

বাতীল ধারণাতে মনোনিবেশ করিবে এবং সে তাহার উপর প্রবল হইবে, ইহাতে সৃষ্টির গুণাবলী হইতে খোদাতায়ালার পবিত্র ও নির্ম্মল হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইবে — যদি উক্ত সন্দেহ অতি সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশ্য হয়। যে ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া উক্ত কুচিন্তাতে মনোনিবেশ না করিয়া অন্য কার্য্যে সংলিপ্ত হয়, এমন কি উহা অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যায়, নিশ্চয় সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ঈমানদার শ্রেণীভুক্ত হইবে। ইহার বিপরীত অবস্থা হইলে, সে সন্দেহে পতিত হইয়া পদস্খলিত হওতঃ দোজখের অধোদেশে নিক্ষিপ্ত হইবে। দলীল প্রমাণ উপস্থিত করিতে এবং এতদ্‌সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আদেশ করা হয় নাই, ইহার কারণ এই যে, অনাদি খোদা চিরকাল হইতে আছেন, সৃষ্টির লয় ও ক্ষয় হওয়া হইতে তিনি পবিত্র, ইহা এরূপ প্রকাশ্য সত্য যে, ইহার প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। উহা শয়তান অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, যদি তুমি তাহার সহিত তর্ক কর, তবে সে তোমাকে পরাভূত করার চেষ্টা করিবে। শয়তান মনুষ্যের অন্তরে কুমন্ত্রনা নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, ইহাতে উহার ঈমান পরীক্ষা হইয়া যায়। তাহার কুমন্ত্রনার সংখ্যা গণনা করা যায় না, যদি তুমি কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা কর, তবে সে ভ্রান্তি ও সন্দেহ উৎপাদনকারী অন্য প্রকার যুক্তি তর্ক উপস্থিত করিবে। আর যদি তুমি বিনা প্রতিবাদে উহাতে মনোনিবেশ করিতে থাক, তবে তোমার অমূল্য সময় নষ্ট এবং জীবন অন্ধকারময় হইবে। আর যদি তুমি তাহাকে পরাভূত করার চেষ্টা কর, তবে তাহার কুমন্ত্রনা সম্বন্ধে গবেষণা ত্যাগ করতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠতম মুক্তিদায়ক পন্থা।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নফ্‌ছের অলসতা ও জরুরী কার্যকলাপে নির্লিপ্ত থাকা হেতু এইরূপ কুচিন্তাগুলি উদয় হইয়া থাকে, এতৎসম্বন্ধে গাঢ়গবেষণা করিলে, সত্যপথ বিচ্যুতি ব্যতীত আর কোন ফলোদয় হইবে না, কাজেই ইহার নিরাময় করার ঔষধ খোদার শক্তির আশ্রয় প্রার্থী হওয়া ও আল্লাহ্‌র কোরআন ও তাঁহার রাছুলের ছুন্নতকে দৃঢ়রূপে ধারণ করা ব্যতীত আর কিছুই নাই। হজরত নবী (ছাঃ) প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অনুমতি দেন নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ও ছেফাত সম্বন্ধে তর্ক বাহাছ করা হারাম এবং আরও বুঝা যায় যে, দলীল প্রমাণ অবগত না হইয়া খোদার উপর ঈমান আনিলে,

উক্ত ঈমান ছহিহ হইবে। এস্থলে যে খোদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার মুখ্য উদ্দেশ্য কঠোর পরিশ্রম رياضت দ্বারা পার্থিব কলুষকালিমা হইতে নফছ (রিপু) কে পরিশুদ্ধ করা এবং অন্তরকে অন্যায় খেয়াল ধারণা হইতে নির্ম্মল করা। কেবল মৌখিক আউজো বিল্লাহ পাঠ করা শয়তানের কুমন্ত্রনা হইতে রক্ষা পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও উক্ত কার্য্যের সহায়তাকারী হইয়া থাকে। —আঃ, ১/৮৬/৮৭, মেঃ, ১/১১৪/১১৫।

৪) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে, এমন কি এই কথা বলা হয় — আল্লাহ্ সমস্ত জগতকে সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃজন করিয়াছে? যে ব্যক্তি এই ধরণের কোন বিষয় প্রাপ্ত হয়, সে যেন বলে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুলগণের প্রতি ঈমান আনিলাম। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

আরবি تساؤل শব্দের অর্থ দুই বা তদোধিক লোকের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা। এস্থলে যে দুই পক্ষে প্রশ্ন উত্তর হইয়া থাকে, এক পক্ষ মনুষ্য, অন্য পক্ষ শয়তান, কিম্বা নফ্‌ছ অথবা অন্য মনুষ্য। যে ব্যক্তি এই কথা বলে, কিম্বা এই প্রশ্ন করে, অথবা অন্তরে এইরূপ কুমন্ত্রণা উদয় হওয়ার কথা জানিতে পারে, সে যেন বলে, আমি এরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম — যিনি অনাদি ও সমস্ত কলঙ্কমূলক ভাব ও গুণাবলী হইতে পবিত্র এবং উক্ত রাছুলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম — যাহারা জাতে খোদাকে অনাদি ও সমস্ত কলঙ্ক হইতে নির্ম্মল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা আউজো বিল্লাহ স্থলে বলা হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথমে আউজো বিল্লাহ্ শেষ পর্য্যন্ত তৎপরে 'আমান্তো বিল্লাহে ও রোছোলিহি' বলা সুন্নত। তৎপরে শয়তানের বাতীল প্রশ্ন ও কুমন্ত্রণা-তিরোহিত করা উদ্দেশ্যে কি করিতে হইবে, তাহা অন্য হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে।

এস্থলে ইহা জানা উচিত যে, ঈমান দুই প্রকার, প্রথম ঈমান এস্তেদ্‌লালি استدلالی, দ্বিতীয় ঈমান তকলিদী تقلیدی দলীল প্রমাণ দ্বারা খোদার

জাত ও ছেফাত ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানে-এস্তেদ্‌লালি বলা হয়। আর দলীল প্রমাণ অবগত না হইয়া তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানে-তকলিদী বলা হয়। এই হাদিছে উভয় প্রকার ঈমান ছহিহ হওয়ার প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যদি কেহ বলে, খোদার সৃষ্টি কর্ত্তা কে? তবে কি হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি খোদার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, এইরূপ বাতীল বিশ্বাস করিয়া কেহ উহা বলে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। কাজেই 'আমান্তো বিল্লাহে ও রোছোলেহি' বলিয়া নূতন ধরণে ঈমান আনিতে হইবে।

যদি তর্ক বাহাছ স্থলে কিম্বা শয়তান অথবা নফ্‌ছের অছ্‌ওয়াছা হিসাবে উহা বলা হইয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না। এস্থলে দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে ইহা বলা হইয়াছে, ইহাই সমধিক যুক্তি-যুক্ত মত। মেঃ, ১/১১৫/আঃ,১/৮৭।

৫) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নাই, কিন্তু তাহার সহিত জ্বেন জাতি হইতে একজন সহচর এবং ফেরেশ্‌তাগণ হইতে একজন সহচর নিয়োজিত করা হইয়াছে। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি কি নিজেকেও এই দলের অন্তর্ভূক্ত করিতে ইচ্ছা করেন? হজরত বলিলেন, আমি নিজেকেও এই দলের অন্তর্ভূক্ত করি; কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে উহার উপর প্রবল করিয়াছেন, কাজেই সে আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর সে আমাকে সৎকার্য্য ব্যতীত আদেশ করে না। — মোছলেম।

টীকা

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত দুইজন সহচর নিয়োজিত করিয়াছেন, একজন জ্বেন সম্প্রদায় হইতে, সে তাহাকে অসৎ কার্য্যের জন্য উত্তেজিত করে, তাহার নাম الوسواس, 'ওয়াছওয়াছ' সে ইবলিছের সন্তান, যখনই কোন আদম সন্তান পয়দা হয়, তখনই ইবলিছের সেই সন্তানটী পয়দা হয়। এক রেওয়াএতে আছে, যখনই কোন আদম সন্তান পয়দা হয়, তখনই তাহার তুল্য একটী জ্বেন (শয়তান) পয়দা হয়, তাহাকে হামজাদ নামে অবিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় একজন ফেরেশ্‌তা তাহার সহিত নিয়োজিত করা হয়, এই ফেরেশ্‌তা তাহাকে সৎকার্য্য করার আদেশ করেন, ইহার নাম 'মোলহেম' الملهم

মূল মাছাবিহ কেতাবে এই রেওয়াএতটী নাই। হোমায়দী নিজের কেতাবে এবং ছাগানি 'মাশারেক' কেতাবে ছহিহ মোছলেম হইতে এই রেওয়াএতটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা তিব্বি বর্ণনা করিয়াছেন। এবনোল-মালেক, 'মাছাবিহ' কেতাবের টীকাতে এবনো-মছউদের উক্ত রেওয়াএতটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই হেতু মেশকাত প্রণেতা এই রেওয়াএতটী বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপ জ্বেন ও ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত করার কারণ এই যে, ইহাতে অবাধ্য ও গোনাহ্‌গারদিগের নীচতা ও জঘন্য প্রবৃত্তি এবং আনুগত্য ও সৎলোকদের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সঙ্গে কি একজন জ্বেন সহচর নিয়োজিত করা হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আমার সঙ্গে ও উহা নিয়োজিত করা হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সহায়তা করিয়া তাহার উপর প্রবল পরাক্রান্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে সে আমার অনুগত ও বাধ্য হইয়াছে।

এস্থলে যে, فاسلم শব্দ আছে, উহাতে দুই প্রকার রেওয়াএত আছে, প্রথম فاسلم মিম, অক্ষরটী পেশযুক্ত হইবে ; দ্বিতীয় فاسلم মিম অক্ষরটী জবর সংযুক্ত হইবে। তেরমজিতে আছে, এবনো ওয়ায়না বলিয়াছেন, মিম অক্ষরটী পেশযুক্ত হইবে, উহার অর্থ — " আমি উহার অপকারিতা হইতে নিরাপদে থাকি।" জবর সংযুক্ত হইলে, উহার অর্থ হইবে — " উক্ত জ্বেন (শয়তান) মুছলমান হইয়াছে, কিন্তু শয়তান মুছলমান হয় না।

দারমিতে আছে, আবু মোহাম্মদ বলিয়াছেন, জবর সংযুক্ত হইবে, উহার অর্থ — সে আমার অনুগত ও বাধ্য হইয়াছে।

এমাম খাত্তাবি প্রথম রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, পক্ষান্তরে কাজি এয়াজ দ্বিতীয় রেওয়াএতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন। উভয় রেওয়াএত প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জবর সংযুক্ত রেওয়াএতের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হইতে পারে। —" সে মুছলমান হইয়া গিয়াছে।"

তুরপুস্তি বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক কার্য্য করিতে সক্ষম, কাজেই ইহা অসম্ভব নহে যে, খোদাতায়ালা অনুগ্রহ বশতঃ আমাদের নবী (ছাঃ) কে এইরূপ বিশিষ্ট সম্মান প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহার সহচর জ্বেনটী মুছলমান হইয়া গিয়াছে।

এবনো-হাজ্বার ইবলিছের একটী সন্তানের মুছলমান হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে এই 'হাছান' (উৎকৃষ্ট) হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন, 'ইবলিছের পুত্র হাম্বা হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া উল্লেখ করিয়াছিল যে, সে হাবিলের হত্যাকালে তথায় উপস্থিত ছিল, হজরত নূহ (আঃ) ও তাঁহার পরবর্ত্তী লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিল, তৎপরে বলিল, হজরত ঈছা (আঃ) আপনাকে ছালাম জানাইয়েছেন, ইহাতে হজরত তাঁহার ছালামের জওয়াব দিলেন। তৎপরে সে বলিল, হুজুর, আপনি আমাকে কোরআন শরিফের কিছু অংশ শিক্ষা দিন, ইহাতে হজরত তাহাকে ছুরা ওয়াকেয়া, মোরছালাত, নাবা, তকবির, ফালাক, নাছ ও এখলাছ শিক্ষা দিলেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

নেহায়া প্রণেতা লিখিয়াছেন, হাদিছে আসিয়াছে, হজরত আদমের সহচর শয়তানটী কাফের ছিল, আর আমার সহচর শয়তানটী মুছলমান। ইহাও তুরপুস্তির মতের সমর্থন করে।

কোন বোজর্গ বলিয়াছেন, সহচর শয়তানটী অনেক সময় সৎকার্য্যের উপদেশ প্রদান করে, কিন্তু ইহাতে তাহার দূরভিসন্ধি থাকে, কেননা সে ক্ষুদ্র সৎকার্য্যের জন্য উত্তেজিত করিয়া গরিমা, অহঙ্কার ইত্যাদি বৃহৎ গোনাহ্ কার্য্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এমন কি উক্ত উপকার সেই অপ রের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। এইহেতু বলা হইয়া থাকে যে, যে গোনাহ্ লাঞ্ছনা ও নম্রতার সৃষ্টি করে, উহা উক্ত এবাদত অপেক্ষা উত্তম যাহা গরিমা ও অহঙ্কারের সৃষ্টি করে।

হাদিছের শেষ অংশে আছে, সেই শয়তান সৎকার্য্য ও এবাদত ব্যতীত কোন অপকার্য্যের জন্য আমাকে উত্তেজিত করে না। এই অংশটুকু জবরযুক্ত রেওয়াএতের উভয় প্রকার অর্থের সমর্থন করে। কোন রেওয়াএতের আসিয়াছে فاسلم অর্থাৎ সে আমার অনুগত হইয়াছে, — মেঃ, ১/১১৬, আঃ, ১৮৭।

৬) আনাছের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় শয়তান রক্ত প্রধাবিত হওয়ার ন্যায় মনুষ্যের শরীরের মধ্যে প্রধাবিত হইয়া থাকে। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

ইহার দুই তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম শয়তানের চক্র ও কুমন্ত্রনা। মনুষ্যের সমস্ত শরীর ও শিরার মধ্যে এরূপ অজ্ঞাতসারে প্রধাবিত হয়, যেরূপ রক্ত তাহার সমস্ত শরীর ও শিরার মধ্যে প্রধাবিত হইয়া থাকে, ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, শয়তান মনুষ্যদিগকে পথভ্রান্ত করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম এবং তাহাদের মধ্যে যে নফছে-আম্মারা আছে, উহার শক্তি শরীরের আভ্যন্তরিক রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শয়তান তদ্দ্বারা তাহাদের মধ্যে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এহইয়া বেনে মোয়াজ বলিয়াছেন, শয়তান অবকাশ প্রাপ্ত, আর তুমি বিবিধ কার্য্যে সংলিপ্ত; শয়তান তোমাকে দেখিতে পায়, কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতে পাও না; তুমি শয়তানকে বিস্মৃত হইয়া থাক, কিন্তু শয়তান তোমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে না, আর তোমার শরীরে আভ্যন্তরিক নফ্‌ছে-আম্মারা তোমার ক্ষতি সাধনের জন্য শয়তানের সহায়তা করিয়া থাকে; আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তোমরা তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর। শয়তান তাহার সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে, যেন তাহারা দোজখের অধিবাসি হয়।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থ এই যে, শয়তান মনুষ্যের সাহচার্য্য ত্যাগ করে না, সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিয়া কূটচক্র বিস্তার করিতে থাকে, যত দিবস সে জীবিত থাকে, যেরূপ রক্ত তাহার শরীরে তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে।

তৃতীয় প্রকার অর্থ এই যে, যেরূপ বায়ু সূক্ষ্ম বস্তু, শয়তান সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থগুলির অন্তর্গত , কাজেই সে তাহার রক্ত কণিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে। — মেঃ, ১।১১৯।১২০, আঃ, ১।৮৭।৮৮।

৭) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আদম সন্তানদিগের মধ্যে কোন সদ্য-প্রসূত সন্তান নাই, কিন্তু শয়তান তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে তাহাকে আঘাত করিয়া থাকে, ইহাতে সে শয়তানের আঘাতে উচ্চশব্দে ক্রন্দন করিয়া চিৎকার করিতে থাকে, কেবল মরয়েম ও তাঁহার পুত্র (এই ঘটনা হইতে স্বতন্ত্র)। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

অন্য রেওয়াএতে আছে, প্রত্যেক আদম সন্তান পয়দা হওয়া কালে শয়তান তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিয়া থাকে। বোখারির এক রেওয়াএতে আছে, প্রত্যেক মনুষ্যের ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে শয়তান দুই অঙ্গুলী দ্বারা তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিয়া থাকে, কিন্তু মরয়েমের পুত্র ঈছা পয়দা হইলে, শয়তান আঘাত করা উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলে, পর্দ্দার উপর আঘাত করিয়াছিল। হাকেম প্রভৃতির অন্য রেওয়াএতে আছে, প্রত্যেক সদ্যপ্রসূত সন্তান শয়তান কর্তৃক উক্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহার জন্য সে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, কিন্তু মরয়েম ও তাঁহার পুত্র ঈছা উক্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেননা মরয়েমের মাতা তাঁহার পয়দা হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ আমি মরয়েম ও তাহার সন্তান সন্ততিকে তোমার আশ্রায় ত্যাগ করিতেছি। ইহাতে তাহার মধ্যে একটী পর্দ্দা স্থাপন করা হইল, শয়তান উক্ত পর্দ্দার উপর আঘাত করিয়াছিল।

মো'তাজেলা নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় শয়তানের আঘাত করা অস্বীকার করিয়া উহার কূটার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সন্তানের উচ্চশব্দে ক্রন্দন করা বলায় তাহাদের এই প্রকার কূটার্থ বাতীল হওয়া প্রমাণিত হয়।

এবনোর-রুমি বলিয়াছেন, শিশু সন্তান মাতৃগর্ভে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে ছিল, সে তদপেক্ষা সমধিক প্রশস্ত ও শান্তিময় স্থান দুনিয়াতে আগমন করতঃ কি জন্য ক্রন্দন করে, ইহার কারণ এই যে, সে দুনইয়ার কষ্ট ও যন্ত্রনা হইতে ভয় পাইয়া ইহা করিয়া থাকে। মোল্লা আলি কারি বলেন, ইহা হাদিছের অর্থ হইতে পারেন না, আরও ইহার দ্বিত্রীয় কারণ হইতে পারে, ইহা হাদিছের বিপরীত নহে।

শয়তান অঙ্গুলীর দ্বারা আঘাত করে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সে সন্তানকে দীন ইছলাম হইতে বিভ্রান্ত করিতে এবং গোমরাহি ও ফাছাদের ক্রিয়া তাহার শরীরে বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয়।

হজরত ঈছা ও তাঁহার মাতা শয়তানের আঘাত হইতে পবিত্র থাকার জন্য ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) অপেক্ষা দরজাতে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, কেননা তাঁহার ফজিলত, মো'জেজা ও কারামত এত অধিক ছিল যে কোন নবীর মধ্যে তাহা ছিল না।

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী (রঃ) বলিয়াছেন, হজরত নবী (ছাঃ) এর অবস্থা সমস্ত আদম সন্তান হইতে স্বতন্ত্র ছিল। হজরত নিজের ব্যতীত অন্যান্য আদম সন্তানের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, হজরতের দরজা পবিত্রাতে এত উচ্চ যে, তাঁহার পয়দাএশের সময় শয়তানের পক্ষে তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করার সাধ্য কি? মেঃ, ১।১১৭, আঃ, ১।৮৮।

বাইবেলের প্রকাশিত বাক্যে যে ঘটনা লিখিত আছে, উহার সার মর্ম্ম এই যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর পয়দাএশের সময় শয়তান তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন একজন ফেরেশ্তা শয়তানকে ধরিয়া এক পর্ব্বতের উপর নিক্ষেপ করে। ইহাও উক্ত মতে সমর্থন করে। অনুবাদক।

৮) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে উচচশব্দে ক্রন্দন শয়তানের অঙ্গুলিদ্বয়ের আঘাত দ্বারা হইয়া থাকে। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

نزغته শব্দের অর্থ বল্লম বিদ্ধ করা, যষ্টি দ্বারা ক্ষত করিয়া দেওয়া, এস্থানে উহার অর্থ আঘাত করা। কেহ কেহ উহার অর্থ ওছওয়াছা (কুমন্ত্রনা) দেওয়া ও ফাছাদে নিক্ষেপ করা লইয়াছেন, কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কেননা সদ্য প্রসূত শিশুকে শয়তান কি কুমন্ত্রনা দিবে এবং কিরূপে ফাছাদ ও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিবে?

আঃ, ১/৮৮, মেঃ, ১/১১৭।

৯) জাবেরের বর্ণনা ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইবলিছ নিজের সিংহাসন পানির উপর স্থাপন করিয়া থাকে, তৎপরে লোকদিগকে ভ্রান্ত করা উদ্দেশ্যে নিজের সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকে, অনন্তর তাহাদের মধ্যে সমধিক ভ্রান্ত করিই পদ মর্য্যাদাতে তাহার নিকট সমধিক নৈকট্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একজন উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকে, আমি অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছি। ইহাতে শয়তান বলে, তুমি কিছুই কর নাই। হজরত বলিয়াছেন, তৎপরে তাহাদের একজন উপস্থিত হইয়া বলে, আমি উক্ত আদম সন্তানকে ত্যাগ করিনাই, এমন কি আমি তাহার মধ্যে ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছি। হজরত বলিয়াছেন, তখন শয়তান তাহাদিগকে নিজের নিকট লইয়া বলে, তুমি আমার উৎকৃষ্ট সহায়তাকারী।

আ'মাশ বলিয়াছেন, আমি উক্ত জাবের সম্বন্ধে ধারণা করি যে, তিনি বলিয়াছেন, তৎপরে শয়তান তাহার সহিত আলিঙ্গন করে। — মোছলেম।

টীকা

এক রেওয়াএতে আছে, শয়তান সমুদ্রে নিজের সিংহাসন স্থাপন করিয়া থাকে, সে অহঙ্কার, পরাক্রম (শান শওকত) ও অবাধ্যতা প্রকাশ উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়া থাকে, ইহাতে সে এই গরিমাতে মাতোয়ারা হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার যেরূপ আরশ আছে, তাহারও একটী সিংহাসন আছে। আল্লাহ্তায়ালা 'এস্তেদরাজ' استدراج স্বরূপ তাহাকে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কোন কাফের ও ধর্ম্মদ্রোহী দ্বারা যে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, উহাকে 'এস্তেদরাজ' বলা হয়। ভবিষ্যতে দাজ্জাল কর্ত্তৃক এইরূপ অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইবে।

কতক নিরক্ষর তরিকতপন্থী উহাকে খোদার আরশ এবং শয়তানকে খোদা ধারণা করিয়া থাকে। নাফহাতোল-উনছিয়া কেতাবে আছে, কতক ছুফি এইরূপ ভ্রান্তিতে (গোমরাহিতে) পতিত হইয়াছিল। এবনো-ছাইয়াদের কাহিনী এইরূপ ঘটনার সমর্থন করে। হজরত নবী (ছাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ছাইয়াদের পুত্র, তুমি কি দেখিয়া থাক? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল, আমি পানির উপর সিংহাসন দেখিয়া থাকি। ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তুমি ইবলিছের

সিংহাসন দেখিয়া থাক।

মিসরে একজন যোগী সন্ন্যাসী ছিল, সে সমাগত লোকদিগের অন্তরের কথা বলিয়া দিত, কাফেরেরা যোগ সাধনার বলে এইরূপ কাশফ শক্তি পাইয়া থাকে, ইহা কারমত নহে বরং এস্তেদরাজ হইবে, কাফেরদের পরকালে বেহেশ্‌ত ও মুক্তি হইবে না, কিন্তু তাহারা যে দুনিয়াতে অন্তর শুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিল, পার্থিব ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়াছিল, ইহার ফল স্বরূপ খোদাতায়ালা তাহাদিগকে পৃথিবীতে কিছু অলৌকিক কার্য্য দেখাইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। যখন তাহারা পরকালে নিজেদের কল্পিত সাধ্য সাধনাও সৎকার্য্য ফল খোদার নিকট চেষ্টা করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, তোমার উপরোক্ত কার্য্যগুলির ফল দুনিয়াতে দেওয়া হইয়াছে, পরকালে তৎসমস্তের বিনিময় পাইবে না।

কোরআন শরিফে আছে, কাফেরদিগের আমলগুলি উক্ত ভষ্মগুলির তুল্য হইবে — যে সমস্তের উপর কঠিন বায়ু প্রবাহিত হইয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। শয়তান যে খোদার নিকট কেয়ামত পর্য্যন্ত জীবিত থাকার, মনুষ্যদিগের চক্ষু হইতে অদৃশ্য থাকার এবং তাহাদের শিরা শিরাতে প্রবাহিত হওয়ার আকাঙ্খা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহার কৃত এবাদতগুলির ফল স্বরূপ উহা প্রদান করিয়াছিলেন। মিসরবাসি উক্ত যোগী কর্তৃক বহু মুছলমান ভ্রান্ত হইতেছিল দেখিয়া একজন আলেম হলাহল বিশ্রিত একখানা ছুরি অতি গোপন ভাবে লইয়া তাহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে সন্ন্যাসী, তুমি দ্বারটি উদ্ঘাটন কর। ইহাতে সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল, হে আলেম, তুমি হলাহল মিশ্রিত লুক্কায়িত ছুরিখানা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া আসিলে আমি দ্বার খুলিয়া দিব, আলেম উহা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তুমি আমার লুক্কায়িত ছুরির সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিলে? সন্ন্যাসী বলিল, আমি নিজের নফ্‌ছের কামনা বাসনার বিপরীতকার্য্য করিয়া থাকি, এইহেতু কাশ্‌ফ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া লোকের অন্তরের অবস্থা অবগত হইয়া থাকি। আলেম বলিলেন তুমি মুছলমান হইবে? সে বলিল, হ্যাঁ মুছলমান হইব, তৎপরে সে কলেমা পড়িয়া মুছলমান হইয়া গেল। আলেম বলিলেন, তুমি কি জন্য মুছলমান হইলে? সন্ন্যাসী বলিল, আপনার কথা শুনিয়া আমি আমার নফ্‌ছকে এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে মুছলমান হইতে অস্বীকার করিল। আর আমার চিরন্তর প্রথা অনুসারে নফ্‌ছের

বিরুদ্ধাচরণ করা আবশ্যক মনে করি, কাজেই মুছলমান হওয়া আমার পক্ষে জরুরী। ইহা নোজ্‌হাতোল মাজালেশে আছে।

কেহ কেহ হামজাদ (নফছে আম্মারা) অনুগত করার আমল করিয়া থাকে, এই আমল সিদ্ধ হইলে, তাহার হামজাদ সমাগত লোকদের মনের কথা অবগত হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাও কারামত ও বোজর্গী নহে, বরং শয়তানি ভেল্কি বুঝিতে হইবে।

মাজালেছোল-আবরারে আছে, পীরের বড় কারামত শরিয়তের উপর স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা।

তরিকায়-মোহম্মদীতে আছে ;—

পীর ছর্রি-ছকতি (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন অলী বৃক্ষরাজি পূর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করেন এবং প্রত্যেক বৃক্ষের উপর এক একটী পক্ষী মিষ্ট স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলে, আচ্ছালামো আলায়কা-ইয়া রাছুলাল্লাহ্, তবে সেই সময় তাঁহাকে ভীত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ উহা শয়তানের ভেল্কী হইতে পারে।

পীর বাএজিদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ বায়ুর উপর সমাসীন হয়, তবে যতক্ষণ তাহাকে শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিতে না দেখ, ততক্ষণ তাহাকে পীর বলিয়া ধরিণা করিও না, বরং উহা শয়তানের ভেল্কী বলিয়া জানিতে হইবে।

পাঠক, হাদিছের অর্থের দিকে মনোনিবেশ করুন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, শয়তানের পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করার অর্থ মনুষ্যদিগের উপর পরাক্রান্ত হওয়া এবং তাহাদিগকে ভ্রান্ত করার জন্য আধিপত্য বিস্তার করা, কিন্তু উহার প্রকাশ্য অর্থই ছহিহ। سرایا عربی শব্দ বহু বচন, উহার এক বচন سریة উহার অর্থ একদল সৈন্য যাহা শত্রুদের দিকে প্রেরিত হয়। নেহায়াতে আছে, উহার অর্থ একদল সৈন্য যাহার উর্দ্ধ সংখ্যা ৪০০, ইহারা শত্রুদের দিকে প্রেরিত হয়, ইহারা সৈন্যদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সমধিক মনোনীত হইয়া থাকে।

শয়তান নিজের সৈন্যদ্গিকে লোকদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন তাহাদ্গিকে বিপথগামী করে, কিম্বা গোনাহ্‌গুলিকে সজ্জিত ও মনোরমরূপে প্রকাশ করিয়া তাহাদ্গিকে পরীক্ষা করিয়া থাকে, এমন কি তাহারা উক্ত গোনাহ্ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। উক্ত চেলাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি

লোকদিগের বেশী ভ্রান্ত করিতে কিম্বা কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি তাহার সমধিক প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একজন শয়তানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে থাকে, আমি অমুককে চুরি করিতে এবং অমুককে মদ পান করিতে উত্তেজিত করিয়া উহাতে সংলিপ্ত করিয়াছি। তখন শয়তান বলে, তুমি কোন বৃহৎ কার্য্য করিতে পার নাই। তৎপরে দ্বিতীয় চেলা আসিয়া বলে, আমি অমুকের সঙ্গে থাকিয়া তাহার স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দিয়াছি। ইহাতে শয়তান তাহাকে নিজের নিকটে লইয়া বলে, তুমি আমার উৎকৃষ্ট সহায়তাকারী কিম্বা পুত্র।

এস্থলে ছহিহ পান্ডুলিপিতে আছে نعم انت কিন্তু এবনো-মালেক বলেন, نعم انت হইবে, ইহার অর্থ এইরূপ হইবে — "হ্যাঁ তুমি বড় কার্য্য করিয়াছ।" এক্ষেত্রে صرت شيئا عظيما উহা মানিয়া লইতে হয় এবং উহা ছহিহ নোছখার বিপরীত, কাজেই ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা হইবে। এই হাদিছের আ'মাশ নামীয় একজন রাবি বলিয়াছেন, "আমি ধারণা করি যে, আমার শিক্ষক আবুছফইয়ান তালহা বেনে নাফে মক্কি শয়তান তাহাকে নিকটবর্ত্তী করিয়া লয়" শব্দগুলির পরে ইহাও রেওয়াএত করিয়াছেন, " পরে শয়তান তাহার সহিত আলিঙ্গন (মোয়ানাকা) করিয়া থাকে।" কিম্বা প্রথমোক্ত শব্দগুলির স্থলে দ্বিতীয় শব্দটী রেওয়াএত করিয়াছেন। ইহাও অনুবাদ হইতে পারে, শয়তান তাহাকে নিকটে লইয়া বলে, তুমি সৎপুত্র, (কিম্বা উৎকৃষ্ট সহায়তাকারী), তৎপরে তাহার সহিত আলিঙ্গন করে। ইহা এজহারে আছে, সৈয়দ জামালদ্দিন শব্দের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহার অর্থে বলিয়াছেন আ'মাশ বলেন, আমি ধারণা করি, জাবের উক্ত শব্দ রেওয়াএত করিয়াছেন।

কেহ কেহ এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, আ'মাশ বলেন, আমি ধারণা করি, নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, এইরূপ অনুবাদ সমধিক যুক্তিযুক্ত।

শয়তানের এইরূপ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সহিত আলিঙ্গন করার কারণ এই যে, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে, ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে, আর শয়তান ব্যভিচার ও জারজ সন্তানের আধিক্য ভালবাসে, যেহেতু তাহারাই পৃথিবীতে অশান্তি ঘটাইয়া থাকে এবং শরিয়তের সীমাগুলি লঙ্ঘন

করিয়া থাকে। এই হেতু দারমির একটী হাদিছে আসিয়াছে, জারজ সন্তান বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না, ইহার কারণ এই যে, অধিক ক্ষেত্রে জারজ সন্তানগুলি শিক্ষার অভাবে সৎস্বভাব ও সৎগুণ রাশি সঞ্চয় করার সুযোগ পায় না, বরং অসৎস্বভাব আয়ত্ব করিয়া থাকে, এইহেতু সে (হিসাব অন্তে) বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কুরীতি ও অসৎস্বভাগুলি বর্জ্জন করতঃ সৎগুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হয়, তবে প্রথম অবস্থাতেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে)। মেঃ, ১/১১৮ পৃষ্ঠা।

ফেক্‌হের কেতাবে যে জারজ সন্তানদিগের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ বলিয়া লিখিত আছে, যদি তাহারা শরিয়তের এল্‌ম শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর যদি তাহারা আলেম হয়, তবে তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়াতে কোন দোষ হইবে না। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার অর্থ তালাকে-বাএন দেওয়া হইতে পারে, এরূপ অবস্থাতে স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম হইয়া যায়, অথচ স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করিয়া হারামে লিপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই হারাম সঙ্গমে যে সন্তান পয়দা হয় উহা জারজ (হারামজাদা) হইয়া থাকে। ইহাতে পৃথিবীতে ব্যভিচার ও জারজ সন্তানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিতে থাকে, গোনাহ্ রাশি সঞ্চয় করিতে থাকে, তজ্জন্য দুনিয়ার উৎসন্ন এবং ইহজগৎ ও পরজগতে আদম সন্তান দিগের লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ হইয়া থাকে।

হাদিছে আছে, বনি-ইছরাইল দিগের মধ্যে প্রথম ফাছাদ স্ত্রী লোকদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহার ব্যাখ্যায় মাজাহেরে-হক টীকাতে লিখিত আছে, হজরত মুছা ও হারুন (আঃ) কোন যুদ্ধে গমন করিয়া ছিলেন, বনি-ইছরাইলদের একজন নেতা তাবুর মধ্যে ব্যভিচার করিতে থাকে, ইহাতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া বহু সহস্র লোক প্রাণ ত্যাগ করে। হরজত মুছা ও হারুন (আঃ) ইহার কারণ জানিতে পারেন, অবশেষে হজরত হারুন (আঃ) তাহাদের উভয়কে হত্যা করিয়া ফেলিলে, উক্ত মহামারী বিদূরীত হয়।

এইহেতু মাওলানা রুমি বলিয়াছেন ;—

ر ز زنا افتد بلا اندر جہات " অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যভিচারের জন্য বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।"

হাদিছ শরিফে শেষ যুগে ব্যভিচার বেশী হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন, বেগানা স্ত্রী লোককে স্পর্শ করিলে, হস্তের ব্যভিচার হয়, তাহার কথা কামভাবে শ্রবণ করিলে, কর্ণের ব্যভিচার হয় ও তাহার দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, চক্ষের ব্যভিচার হয়।

এই ব্যভিচারের দ্বার রুদ্ধ করার জন্যই ইছলামে পর্দ্দার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইউরোপে এই ব্যভিচারের স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে, এইহেতু যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই আছে। বহু লোকের প্রাণ নষ্ট হওয়া এই কুকার্য্যের ফল স্বরূপ।

কেহ কেহ স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদের অর্থে বলেন শয়তানের প্ররোচনা কর্ত্তৃক তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য, শত্রুতা, কলহ বিবাদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে উভয়ে পৃথক হইয়া যায়; তাহাদের মধ্যে সঙ্গম কার্য্য রহিত হইয়া যায়, সন্তানদিগের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে, বংশ লোপ পাইতে ও আদম সন্তানদের সংখ্যা কম হইতে থাকে। শেষ দুই প্রকার অর্থ আশেয়াতোল্লামায়াতের ১/৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। লেখক বলেন, এই হেতু ইছলামে বিধবা বিবাহের সমধিক তা'কিদ করা হইয়াছে।

১০) জাবেরের বর্ণনা ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্য সত্যই শয়তান আরব উপদ্বীপে নামাজ অনুষ্ঠান কারিগণ তাহার এবাদত (উপাসনা) করিবে, ইহা হইতে নিরাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কলহ সংগ্রাম উপস্থিত করিতে (আশাযুক্ত হইয়া আছে)। মোছলেম।

টীকা

আরবের জমিকে উপদ্বীপ বলা হইয়াছে, যেহেতু উহার তিনদিকে পারস্য উপসাগর, আরব সাগর, নীলনদ, দেজলা ও ফোরাত নদী ইত্যাদি আছে।

এস্থলে শয়তানের অর্থ শয়তানের চেলাগণ কিম্বা তাহাদের নেতা ইবলিছ, শয়তানের উপাসনার অর্থ প্রতিমা পূজা, যেহেতু শয়তান ইহার জন্য লোকদিগকে উত্তেজিত ও আহ্বান করিয়া থাকে, এই হেতু ইহাকে শয়তানের উপাসনা বলা হইয়াছে। এই হেতু কোরআন শরিফে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর কথা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, يا ابت لا تعبد الشيطان "হে আমার পিতঃ! তুমি শয়তানের উপাসনা করিও না।" এই হাদিছে নামাজ পাঠকারিগণের অর্থ ইমানদারগণ। এই অর্থে এক হাদিছে আছে, আমি নামাজিদিগকে হত্যা করিতে তোমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছি। ইমানদার দিগকে নামাজিগণ নামে অভিহিত করার উদ্দেশ্য এই যে, নামাজ শ্রেষ্ঠতম কার্য্য এবং অতি প্রকাশ্য আমল, ইহাতে তাহাদের ইমানদার হওয়া বুঝা যায়। হাদিছের সার মর্ম্ম এই যে। আরবের ইমানদারগণ প্রতিমা পূজা করিবে না। যদিও মিথ্যুক মোছায়লামা ও জাকাত অমান্যকারিগণ ইছলাম ত্যাগ করতঃ মোরতাদ্দ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা প্রতিমা পূজা করে নাই। হাদিছের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, আরবের ইমানদারগণ একাধারে নামাজ ও শয়তানের উপাসনা করিবে না, পক্ষান্তরে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ একাধারে উভয় কার্য্য করিয়া থাকে। এমাম মালেক বলিয়াছেন, আরবের অর্থ মক্কা, মদিনা ও ইয়মন।

যদিও শয়তান নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছে যে, আরবের মুসলমাগণ প্রতিমা পূজা বা অন্য প্রকার শের্ক করিবে না। তবু সে তাহাদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ, কলহ ফাছাদ যুদ্ধ সংগ্রাম সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে, কিম্বা এইরূপ অনুবাদ হইবে, তাহাদিগকে কলহ ফাছাদ, সংগ্রাম ও হত্যা কাণ্ড সংঘটন কার্য্যে উত্তেজিত করিতে প্রবল করিতে প্রবল আশা রাখে, নবী (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের মধ্যে বা আরবদিগের মধ্যে যে সমস্ত কলহ ফাছাদ এবং যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, হজরত তৎসমুদয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ইহা তাঁহার একটী মো'জেজা। কলহ ফাছাদ ও বাদ বিসম্বাদ মহা গোনাহ্।

কোরআন শরিফে আছে ;—

والفتنة اشد من القتل ●

"অশান্তি ও ফাছাদ হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা গুরুতর।"

আরও ছুরা রা'দে আছে ;—

ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ۝

"আর (যাহারা) জমিতে অশান্তি ঘটাইয়া থাকে, তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য কদর্য্য বাসস্থান হইবে।"

হজরত বলিয়াছেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে ঐ ব্যক্তিরা অতি মন্দ যাহারা একজনের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া ফাছাদের সৃষ্টি করিয়া থাকে, বন্ধুদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে এবং নির্দ্দোষ লোকদিগের উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগের চেষ্টা করে।

উক্ত হাদিছের এইরূপ অর্থ হইতে পারে, আরবের মুছলমানগণ নিজেদের দীন পরিবর্ত্তন করিবেন না, ইছলামের ভিত্তি ধ্বংস করিবেন না ও চিরস্থায়ী ভাবে কোফর ও শেরক মূলক ধর্ম্মের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। — আঃ, ১/৮৯,মেঃ১/১১৮/১১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১) এবনো-আব্বাছের বর্ণনা ;—

"নিশ্চয় নবী (ছাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল, সত্য সত্যই আমি মনে মনে একটী বিষয়ের চিন্তা করিয়া থাকি। সত্যই উহা মুখে উচ্চারণ করা অপেক্ষা আমার অঙ্গার হইয়া যাওয়া আমার পক্ষে সমধিক প্রীতিজনক। হজরত বলিলেন, উক্ত খোদার সর্ব্ববিধ প্রশংসা যিনি তাহার ব্যাপারটীকে অছওয়াছতে পরিণত করিয়াছেন । — আবুদাউদ।

টীকা

এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হজরত আমার মনে আল্লাহ্‌তায়ালার পার্থিব বস্তুর ভাবাপন্ন হওয়ার কুচিন্তা উদয় হয়, যদি আমি অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাই তবু ভাল, কিন্তু উক্ত কুচিন্তাটী মুখে প্রকাশ করিতে রাজি নহি। হজরত বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করি, যাহার অনুগ্রহে সে নিজের অন্তরে উদিত বা শয়তানের নিক্ষিপ্ত কুচিন্তার উপর বিশ্বাস না করিয়া

উহা মন্দ ও গর্হিত বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছে। শয়তান ইতিপূর্ব্বে লোকের অন্তরে উক্ত রূপ কুচিন্তা বদ্ধ মূল করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কাফেরে পরিণত করিত। পক্ষান্তরে বর্ত্তমানে আমার ইমানদার উম্মতের অন্তরে কেবল মাত্র উক্ত কুচিন্তা উদয় করিয়া দিয়া থাকে, কিন্তু উহা বদ্ধ-মূল করিয়া দিতে পারে না।

ইহাতে বুঝা যায় যে, শয়তানের অছওয়াছা অন্তরে উদয় হইলে যদি উহার উপর বিশ্বাস না করে তদনুযায়ী কার্য্য না করে ও মুখে উচ্চারণ না করে, বরং উহা দূষিত বিষয় বলিয়া আউজোবিল্লাহ্ পড়িয়া অন্তর হইতে তিরোহিত করার চেষ্টা করে, তবে ইহাতে কোন গোনাহ্ হইবে না। — মেঃ, ১/১১৯. আঃ, ১/৯০।

২) এবনো-মছউদের বর্ণনা ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আদমসন্তানের, মধ্যে শয়তানের প্ররোচনা এবং ফেরেশ্‌তার উপদেশ আদেশ থাকে। কিন্তু শয়তানের উত্তেজনা অনিষ্টের ভীতি প্রদর্শন এবং সত্যের উপর অসত্যারোপ করা। পক্ষান্তরে ফেরেশ্‌তার আদেশ উপদেশ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও সত্যের উপর সত্যারোপ করা। যে ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হয়, সে যেন জানে যে, নিশ্চয় উহা খোদার পক্ষ হইতে, কাজেই যেন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয় সে যেন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তৎপরে হজরত (এই আয়ত) পাঠ করিলেন শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার ওয়াদা করে এবং তোমাদিগকে কৃপণতার (কুকার্য্যের) আদেশ প্রদান করে। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়া বলিয়াছেন, ইহা 'গরিব' হাদিছ।

টীকা

মানুষের সঙ্গে একজন ফেরেশ্‌তা ও একজন শয়তান থাকে, ফেরেশ্‌তার পক্ষ হইতে তাহার অন্তরে যে চিন্তা উদয় হয়, উহাকে এলহাম বলা হয়। আর শয়তানের পক্ষ হইতে যে ভাবধারা তাহার অন্তরে উদয় হইতে থাকে, উহাকে আছওয়াছা বলা হয়। শয়তান লোকদিগকে অনিষ্টের ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে,

তাহাদিগকে বলে যদি তোমরা এই সৎকার্য্য কর, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যদি তোমরা খোদার উপর ভরসা করিয়া তাহার এবাদতে নিমগ্ন থাক, তবে দরিদ্র ও লাঞ্ছিত হইবে। মেরকাতে ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, শয়তান তাহাদিগকে কোফর, ফেছ্‌ক ও অত্যাচার করিতে উত্তেজিত করে।

আরও শয়তান তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার হক, মানুষদিগের হক, খোদার তাওহিদ (একত্ব) নবুয়ত, পরকালে পুনরুত্থান, কেয়ামত বেহেশ্‌ত দোজখ এইরূপ সত্যঘটনার প্রতি অসত্যারোপ করিতে উত্তেজিত করে।

ফেরেশ্‌তা নামাজ রোজা ইত্যাদি সৎকার্য্য করিতে, আল্লাহ্‌তায়ালার কেতাব ও রাছুল প্রভৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি শেষোক্ত ভাব বুঝিতে পারে, সে যেন জানে যে, উহা খোদার পক্ষ হইতে, ইহা তাঁহার মহাঅনুগ্রহ, যেহেতু খোদাই উক্ত ফেরেশ্‌তাকে উহা এলহাম করিতে আদেশ করিয়াছেন। এজন্য খোদার প্রশংসা করা তাহার পক্ষে উচিত।

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা বুঝিতে পারে, তবে খোদার নিকট তাহার চক্র হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিবে। তৎপরে হজরত কোরআনের নিম্নোক্ত আয়তটী — উহার সমর্থন কল্পে পাঠ করিয়াছিলেন ; — আয়তটী এই শয়তান তোমাদিগকে বলে যদি তোমরা দান কর, তবে দরিদ্র হইয়া যাইবে। আরও কৃপনতা করিতে কিম্বা সর্ব্বপ্রকার গোনাহ্‌ করিতে উত্তেজিত করিয়া থাকে। আয়তের শেষাংশ এই, আর আল্লাহ্‌ তোমাদের গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার এবং দান অপেক্ষা অধিকতর ছওয়াব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

এমাম তেরমেজি এই হাদিছটী غريب 'গরিব' বলিয়াছেন, যে হাদিছটী এক ছনদে বর্ণিত হয়, উহাকে 'গরিব' বলা হয়। ফেরেশ্‌তার এলহামে ও শয়তানের ওয়াছওয়াছা এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করা অতি কঠিন ও সূক্ষ্ম ব্যাপার, অধিক পরিমাণ পরহেজগারি, অন্তর শুদ্ধি ও ঈমানের জ্যোতিতে অন্তরকে জ্যোতিষ্মান করিতে পারিলে , উক্ত উভয় প্রকারের মধ্যে প্রভেদ করা সহজ সাধ্য হইয়া থাকে, পীরগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, যাহার খাদ্য হারাম হয়, সে ব্যক্তি এলহাম ও অছওয়াছার মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হয় না। পীর দাক্কাক (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে খোদার উপর আত্মনির্ভর না করে, সে ব্যক্তি এতদুভয়ের

মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে না। মনের চিন্তা চারি প্রকার হইয়া থাকে— হাক্কানি, নফছানি মালাকানী ও শয়তানি। যদি মোবাহ কার্য্যের কামনা ও বাসনা অন্তরে উদয় হয়, তবে উহাকে নফ্ছানি বলা হয়। যদি হারাম কার্য্যের কামনা অন্তরে উদয় হয়, তবে উহাকে শয়তানি বলা হয়। আর যদি এবাদত কার্য্যের কামনা উদয় হয়, তবে উহাকে মালাকানী বলা হয়। আর যদি আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্যের মহাব্বত ত্যাগ করার কামনা উদয় হয়, তবে উহাকে হাক্কানি বলা হয়। এমাম গাজ্জালি মেন হাজোল আবেদীন কেতাবে ও পীর আবদুল অহ্হাব মোত্তাকি 'মাফাতিহোল-গইউব' কেতাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শরিয়তের আহকাম সম্বন্ধে এলহাম দলীল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু নফ্ছের কুমন্ত্রনা ও শয়তানের চক্র অবগত হওয়ার পক্ষে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে। হাদিছের প্রারম্ভে শয়তানের কু-মন্ত্রনা প্রথমেই বর্ণনা করা হইয়াছে কেননা উহা অনিষ্টকারী বিষয় ও লোকেরা অধিক সময়ে উক্ত অনিষ্টে পতিত হইয়া থাকে, হাদিছের শেষ ভাগে ফেরেশ্তার এলহামের আলোচনা প্রথমে করা হইয়াছে, ইহাতে উহার উচ্চ দরজার প্রতি এবং খোদার অনুগ্রহ (রহমত) তাহার কোপ (গাজাব) অপেক্ষা অগ্রগামী, ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। — মেঃ ১১৯/১২০, মেঃ ১/৯০/৯১।

৩) আবু হোরায়রার বর্ণনা ;—

নিশ্চয় নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা সর্ব্বদা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে, এমন কি বলা হইয়া থাকে, আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্ট জীবগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, যখন তাহারা ইহা বলে, তখন তোমরা বল, আল্লাহ্ অংশ বিহীন এক, আল্লাহ্ অভাব রহিত, তিনি জন্ম দান করেন নাই এবং জাত নহেন এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই। তৎপরে বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করিবে এবং বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। — আবুদাউদ।

অচিরে আমি আমর বেনে আহওয়াছের হাদিছটী খোদা ইচ্ছা করেন ত কোরবানির দিবসের খোৎবার অধ্যায়ে উল্লেখ করিব।

টীকা

লোকেরা আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ও ছেফাত সম্বন্ধে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা আরম্ভ করিলে, হজরত ইহা নিষেধ করিয়া দেন। এস্থলে লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ অর্থ হইতে পারে, অথবা নফছের ওয়াছওয়াছা অর্থ হইতে পারে। থুথু ফেলা ও আউজো বিল্লাহ পড়া শেষ অর্থের সমর্থন করে। যাহা হউক, কেহ উক্তরূপ প্রশ্ন করিলে কিম্বা কাহার ও অন্তরে উক্ত প্রকার কুচিন্তা উদয় হইলে, উহার প্রতিবাদে বলিবে, আল্লাহ্ জাত ও ছেফাতে অদ্বিতীয়, সকলেই তাঁহার সাহায্য প্রার্থী কিন্তু তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন তাঁহার পুত্র কন্যা নাই, তাঁহার পিতা মাতা নাই। তাঁহার তুল্য কেহ নাই। এরূপ গুণসম্পন্ন পবিত্র 'জাত' সৃজিত হইতে পারেন না, একমাত্র তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা। আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত ছেফাতগুলি বর্ণনা করা অন্তে এরূপ ভাবে বাম দিকে তিনবার ফুক্ দিবে যে যেন উহাতে থুথু বাহির হইয়া পড়ে। যেরূপ দুর্গন্ধময় মৃতলাশ দেখিলে, লোকে ঘৃণা বশতঃ থুথু নিক্ষেপ করিয়া থাকে, সেইরূপ শয়তানকে হেয় জ্ঞানে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্যে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করিবে, বাম দিকে থুথু ফেলার উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান অছ্‌ওয়াছা বাম দিক্ হইতে এবং রহমানি এলহাম ডাহিন দিক হইতে উদয় হইয়া থাকে। ইহাতে শয়তান দূরীভূত হইয়া যায়। তিন বার থুথু ফেলার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ ও বিতাড়ন করার সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয়, ইহাতে শয়তান বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তি তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে না এবং এই কুমন্ত্রনাটী সে না পছন্দ করে। তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শয়তান বিতাড়িত করার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়।— মেঃ, ১/১২০/ আঃ,১/৯১।

তৃতীয় অধ্যায়

১) আনাছের বর্ণনা ঃ—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা সর্ব্বদা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে, এমন কি তাহারা ইহা বলিয়া থাকে —" আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু মহিমান্বিত খোদাতায়ালাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? বোখারি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। আর মোছলেমের রেওয়াএতে আছে নবী (ছাঃ)

বলিয়াছেন, মহিমান্বিত খোদা বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমার উম্মত সর্ব্বদা বলিয়া থাকে ইহা কি? ইহা কি? এমন কি তাহারা ইহা বলিয়া থাকে — " আল্লাহ্ সৃষ্ট বস্তুগুলি সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু মহিমান্বিত খোদাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?"।

টীকা

উম্মত শব্দের অর্থ প্রত্যেক শ্রেণীর সম্প্রদায়, দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে হজরত ইছলামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন, এইহেতু দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে হজরতের উম্মতে-দাওয়াত دعوت বলা হয়। মুছলমানগণ তাঁহার আহ্বান মানিয়া লইয়াছেন, এইহেতু তাহাদিগকে উম্মতে এজাবত اجابت বলা হয়। এই হাদিছে উম্মতের অর্থ উম্মতে দা'ওয়াত হইতে পারে, তাহারা এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। আর উহার অর্থ কতক উম্মতে এজাবত হইতে পারে, তাহাদের কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। তাহারা একে অন্যের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। কিম্বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের অন্তরে এই কুচিন্তা উদয় হইয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, এই বস্তুর অবস্থা কি? এই বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, এমন কি তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়া বলিয়া ফেলে যে, খোদাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? আল্লাহ্তায়ালার নিজের নবীকে ইহা অবগত করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার উম্মত কর্ত্তৃক এইরূপ প্রশ্ন করা হইবে, তিনি যেন তাহাদিগকে ইহার জন্য ভীতি প্রদর্শন করেন। — মেঃ, ১/১২০/১২১।
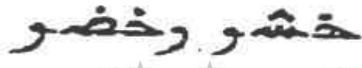
২) আবুল-আছের পুত্র ওছমানের বর্ণনা ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে- খোদা, নিশ্চয়ই শয়তান আমার মধ্যে, আমার নামাজের মধ্যে ও আমার কোরআন পাঠের মধ্যে বাধা প্রদান করিয়া আমার মধ্যে সন্দেহ উৎপন্ন করে। ইহাতে নবী (ছাঃ) বলিলেন, ইহা একটী শয়তান, উহাকে খেঞ্জের নামে অভিহিত করা হয়। যখন তুমি উহা জানিতে পার, তখন আল্লাহ্তায়ালার নিকট উহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং তোমার বাম দিকে তিন বার ফুক সহ থুথু নিক্ষেপ কর। তৎপর আমি তাহাই করিলাম, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালা আমা হইতে উহা বিদুরীত করিয়া দিলেন। — মোছলেম।

টীকা

যদি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তাঁহাকে নামাজ ও কেরাত শুরু করিতে বাধা হয়, তবে কোন প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর যদি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, শয়তান তাঁহাকে নামাজের মধ্যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তবে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, নামাজের মধ্যে কিরূপে এক সঙ্গে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করিবে? ইহার এক উত্তর এই যে, এক সঙ্গে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করিবে না। বরং পৃথক পৃথক রোকনের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, নামাজের পরে ইহা করিবে।

হাদিছের অর্থ এইরূপ হইবে, শয়তান অছ্ওয়াছা সৃষ্টি করিয়া এবাদতের আত্মাস্বরূপ খশু ও খজু خشوع وخضوع এবং উহার পূর্ণতা নষ্ট করিতেছিল। নামাজে যে শয়তানটী অছ্ওয়াছা সৃষ্টি করে, উহার নাম খেঞ্জের, বা খেঞ্জাব, অথবা খাঞ্জাব কিম্বা খোঞ্জাব। আল্লাহ্তায়ালার শক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা ব্যতীত শয়তানের অছ্ওয়াছা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই, এইহেতু তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বলা হয়।

ওছমান, আবুল-আছের পুত্র ছিলেন, তিনি ছাকাফ সম্প্রদায়ের ছিলেন, নবী (ছাঃ) তাঁহাকে তায়েফের আমেল (কর্ম্মচারী) নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি হজরতের জীবদ্দশা, হজরত আবুবকরের খেলাফত ও হজরত ওমারের খেলাফতের দুইবৎসর কাল পর্য্যন্ত তথায় উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। হজরত ওমার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আম্মান ও বাহরাএনের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ছোকাএফ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যখন হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন, ইনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন, ইনি তাহাদের মধ্যে সমধিক নবীন বয়স্ক ছিলেন, সেই সময় তাহার বয়স ২৯ বৎসর ছিল, ইহা দশম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন ছোকাএফ সম্প্রদায় নবী (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে মোরতাদ্দ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়া ছিলেন হে ছোকাএফ সম্প্রদায়, তোমরা সকলের শেষে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছ, কাজেই তোমরা সকলের প্রথমে মোরতাদ্দ হইও না, ইহাতে তাহারা সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি বাসরাতে অবস্থিতি করিতেন, ৫১ হিজরীতে তথায় মৃত্যু প্রাপ্ত হন — মেঃ, ১/১২১।

৩) কাছেম বেনে-মোহাম্মদের বর্ণনা ;—

নিশ্চয় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিল, আমি আমার নামাজে ভ্রম ও সন্দেহ করিয়া থাকি এবং উহা আমার উপর অধিক হইতে অধিকতর হইয়া থাকে। তখন তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার নামাজ সম্পাদন ও সমাপ্ত কর, কেননা উহা তোমা হইতে দূরীভূত হইবে না যতক্ষণ (না) তুমি উহা শেষ করিয়া বল যে, আমি আমার নামাজ পূর্ণ করি নাই। — মালেক।

টীকা

এক ব্যক্তি নামাজে অন্য মনস্ক হইয়া যাইত, ইহাতে শয়তান তাহাকে এই সন্দেহে নিক্ষেপ করিত যে, তুমি নামাজ পূর্ণ কর নাই, তোমার এক রাকায়াত বাকি রহিয়াছে। ইহাতে তাহার সন্দেহ প্রবল হইয়া পড়িত। সে ব্যক্তি কাছেমকে ইহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি উহা পড়িতে ও সমাপ্ত করিতে থাক, শয়তানের এই কথা শ্রবণ করিও না। এই দুচিন্তা বিদূরীত করার উপায় এই যে, তুমি নামাজ শেষ করিয়া বল যে, আমি নামাজ পূর্ণ করি নাই, কিন্তু তোমার কথা গ্রহণ করিব না এবং নামাজ দ্বিতীয় বার দোহরাইয়া পড়িব না। শয়তানের অছ্ওয়াছা দূর করার উপায় এই যে, তাহার অছ্ওয়াছা অনুসারে কার্য্য করিবে না।

একজন বোজর্গের কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে, শয়তান তাহার নিকট নামাজের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিল, তুমি এই নামাজ দোহরাইয়া পড়, তুমি উহা উত্তমরূপে আদায় কর নাই। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি উহা দোহরাইয়া পড়িব না, আমি নিজের সাধ্যমত উহা আদায় করিয়াছি, আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিজের ত্রুটির জন্য ওজর আপত্তি পেশ করিব। তখন শয়তান বলিল, তুমি নামাজে শৈথল্য ও ত্রুটী করিও না, নামাজ শৈথল্য ও ত্রুটীর বিষয় নহে। তিনি বলিলেন, আমি উহা দোহরাইব না, যাহা হইবার হইয়াগিয়াছে। ইহাতে শয়তান অতিশয় অনুরোধ করিয়া বলিল, আমি তোমার হিতকামী, নামাজ বড় এবাদত, তোমার মর্য্যাদা আল্লাহ্তায়ালার নিকট অতিউচ্চ। আল্লাহ্তায়ালার নিকট এইরূপ নামাজ লইয়া

সাক্ষাৎ করিও না। তিনি বলিলেন, আমি উহা দোহরাইব না, আমি নিজের অবনত দরজার উপর রাজি হইলাম। শয়তান বলিল, আল্লাহ্ এইরূপ নামাজ মঞ্জুর করেন না। তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক দাতা ও দয়ালু, নিজের অনুগ্রহে এইরূপ অনুপযুক্ত এবাদতকে কবুল করিয়া থাকেন। আমার দ্বারা এতদপেক্ষা সমধিক উন্নত নামাজ সম্ভব হইবে না, তুমি চলিয়া যাও, আমি কিছুতেই ইহা দোহরাইয়া পড়িব না। তখন শয়তান লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করিল।

কাছেম, মোহাম্মদের পুত্র ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের পৌত্র, একজন প্রধান তাবেয়ি ও মদিনা শরিফের সপ্ত জন ফকিহ্র মধ্যে একজন বড় ফকিহ্ ছিলেন, সমসাময়িকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, বিশ্বাসভাজন, উচ্চ সম্মানিত, আলেম ফকিহ্, এমাম পরহেজগার ও বহু হাদিছ তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা মোহম্মদের নিহত হওয়ার পরে হজরত আএশা ছিদ্দিকার ক্রোড়ে এতিমরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি এমাম জয়নোল আবেদীনের খালার পুত্র ও এমাম মোহাম্মদ বাকেরের শ্বশুর ও এমাম জা'ফর ছাদেকের নানা ছিলেন। ৭০ কিম্বা ৭২ বৎসর বয়সে ১০১ কিম্বা ১০২ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। — আঃ, ১/৯২/৯৩।
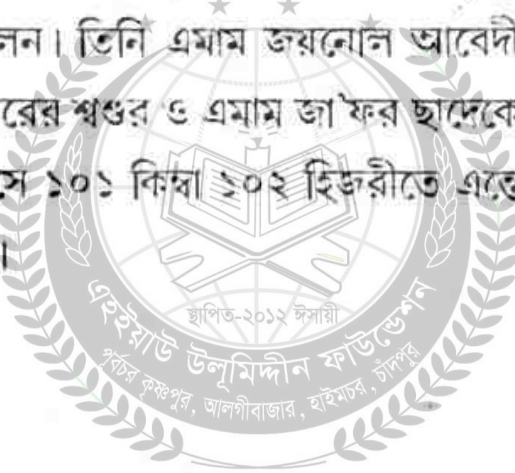
তকদিরের উপর ঈমান আনার পরিচ্ছেদ

ভাল মন্দ যাহা কিছু সংঘটিত হয়, সমস্তই আল্লাহ্তায়ালার নির্দ্দিষ্ট তকদীর অনুযায়ী হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালা আদি কালে সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা নির্দ্ধারিণ করিয়াছেন, সমস্তই তাঁহার সৃষ্টি অনুসারে হইয়া থাকে, একবিন্দু পরিমাণ কোন বিষয় তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না, ইহা সত্ত্বেও মনুষ্যদিগের নিজেদের কার্য্যে এক প্রকার ক্ষমতা আছে, তদনুযায়ী তাহারা সুফল প্রাপ্তির ও শাস্তির যোগ্য হইয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে এক প্রকার ক্ষমতা নিহিত আছে, ইহাকে আরবিতে اختيار 'এখতিয়ার' বলা হয়। জ্ঞাতসারে মনুষ্য তদনুযায়ী

আগ্রহ বশতঃ কোন কার্য্য করিয়া থাকে, কিম্বা ঘৃণা বশতঃ কোন কার্য্য ত্যাগ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে বাতব্যধি রোগীর শরীরের কম্পন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এস্থলে দুইটী ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রথম জবরিয়া সম্প্রদায়ের মত ; তাহারা বলিয়া থাকে, মনুষ্য প্রস্তরের তুল্য অক্ষম, প্রস্তর নিজে গমন করিতে পারে না। অপরের সাহায্যে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। সেইরূপ মনুষ্য অক্ষম, খোদা যাহা করান, সে তাহাই করিয়া থাকে। আর একদল বলিয়া থাকে যে, মনুষ্য নিজের কার্য্যকলাপে সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজেই নিজের কার্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহাতে খোদার কোন অধিকার নাই। ইহারা কদরিয়া নামে অভিহিত।

ছুন্নত-অল-জামায়াত সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, কোরআন ও হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা আদিকালে সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা ও সৃষ্টি করাতে সমস্তই প্রকাশিত হয়। তিনি উক্ত নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি লওহো-মহফুজে লিখিয়াছেন। তিনি সৎকার্য্যে রাজি ও অসৎকার্য্যে নারাজ। আরও কোরআন ও হাদিছে বুঝা যায় যে, মনুষ্য নিজের প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী স্বেচ্ছায় সৎ অসৎ কার্য্য করিয়া থাকে, এই জন্য তাহারা ছওয়াব ও আজাব ভোগ করিবে। এই ক্ষমতাটীকে কছব বলা হয়। মনুষ্য কোন কার্য্যের ইচ্ছা করিল, খোদাতায়ালার প্রচলিত বিধান অনুযায়ী তিনি উহার সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া তাহার হস্তপদ পরিচালিত করিয়া উহা করিতে তাহাকে সক্ষম করিয়া দিলেন, ইহার নাম খলক (সৃষ্টি করা) মনুষ্য সেই ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া তাহার সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইল, যদি খোদা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া দিতেন, তাহার হস্তপদ অচল করিয়া দিতেন, তবে সে করিতে পারিত না, মনুষ্যের এই ক্ষমতাটীকে কছব বলা হয়। তকদিরের মছলা অতি নিগূঢ় তত্ত্ব, কোন নবী ও অলী ইহার সন্ধান পান নাই। এসম্বন্ধে গভীর আলোচনা শরিয়তে না জায়েজ। এক ব্যক্তি হজরত আলী (রাঃ) র নিকট তকদিরের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা অন্ধকারময় পথ, তুমি উহাতে গমন করিও না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা একটী গভীর সমুদ্র, তুমি উহার মধ্যে প্রবেশ করিও না। তৃতীয়বার প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন. উহা আল্লাহ্‌তায়ালার গুপ্ত

তত্ত্ব, তোমার পক্ষে উহা অপ্রকাশিত, তুমি উহার অনুসন্ধান করিও না। — মেঃ, ১/১২২, আঃ, ১/৯৩/৯৪।

প্রথম অধ্যায়

১) আবদুল্লাহ বেনে-আমরের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টিসমূহের তকদিরগুলি আছমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টির ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন, আর তাঁহার আরশ পানির উপর ছিল। — মোছলেম।

টীকা

আদিকালে (আইয়ামে আজলে) সমস্ত সৃষ্ট জগতের তকদির যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মে নিহিত ছিল, আল্লাহ্‌ সমস্ত সৃষ্টির উক্ত ভূত ভবিষ্যত ঘটনাবলী লওহো-মহফুজে লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে কলম সমস্ত ঘটনা উহাতে লিখিয়া দিয়াছিল। এই লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেন ফেরেশ্‌তাগণ ভবিষ্যতের ব্যাপারগুলি অবগত হইতে পারেন, ভবিষ্যতে লওহো-মহফুজে লিখিত বিষয়গুলির তুল্য অবিকল ঘটনা ঘটিতে দেখিলে, তাঁহাদের ঈমান ও বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকিবে এবং কোন ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য আর কোন্‌ ব্যক্তি দুর্নামের পাত্র এবং প্রত্যেকের পদ মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন।

কেহ কেহ হাদিছের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আছমান ও জমির সৃষ্টির বহু কাল পূর্ব্বে সমস্ত সৃষ্টির ভবিষ্যত অবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহাকে তকদির বলা হয়। তকদীর দুই প্রকার প্রথম, যাহা অনাদি কাল হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার এলমে নিহিত আছে। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়।

দ্বিতীয় আরশে লিখিত তকদীর এই দুই প্রকার, প্রথম অপরিবর্ত্তনীয়, ইহাকে মোবরাম বলা হয়। দ্বিতীয় মোয়াল্লাক, ইহা পরিবর্ত্তন হইতে পারে, যথা — যদি অমুক ব্যক্তি হজ্জ করে, তবে ২০ বৎসর জীবিত থাকিবে, নচেৎ ১৫ বৎসর জীবিত থাকিবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি হইবে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌মে

নির্দ্ধারিত আছে। আছমান ও জমির সৃষ্টির পূর্ব্বে আল্লাহ্‌তায়ালার আরশ পানির উপর ছিল, পানি বায়ুর উপর ছিল বায়ু আল্লাহ্‌তায়ালার আয়ত্ত্বাধীনে ছিল। কেহ কেহ উহার অর্থ আরশের নিম্নস্থ পানি, কেহ কেহ উহার অর্থ সমুদ্রের পানি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম কোন বস্তু সৃজিত হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ উহা পানি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত বস্তু উহা হইতে সৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে। এবনো-হাজার বলিয়াছেন, প্রথম সৃজিত বস্তু লইয়া মতভেদ হইলেও সমধিক ছহিহ মত এই যে, প্রথম সৃষ্টি নূরে-মোহাম্মদী, তৎপরে পানি, তৎপরে আরশ। — মেঃ ১/১২১, আঃ, ১/৯৪/৯৫।

২) এবনো-ওমরের উক্তি ;—

রাছুলে-খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তু এমন কি অক্ষমতা ও কার্য্য ক্ষমতা (তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা) আল্লাহ্‌তায়ালার নিদ্ধারিত তকদীর অনুযায়ী হইয়া থাকে। —মোছলেম।

টীকা

মোজহের বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শরীরে বুদ্ধি ও বিবেচনাতে দুর্ব্বল কিম্বা ক্ষীণকায়, তাহার নিন্দাবাদ করিও না, কেননা ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর অনুযায়ী হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি তীক্ষ্ম বুদ্ধিমান দূরদর্শী ও পূর্ণ অবয়বধারী, ইহাও তাহার শক্তিতে নহে, বরং আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর অনুযায়ী হইয়া থাকে। — মেঃ ১।১২৩।

৩) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আদম ও মুছা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, ইহাতে আদম মুছার উপর জয়ী হইয়াছিলেন, মুছা বলিয়াছিলেন, তুমি আদম তোমাকে আল্লাহ্ নিজ শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তিনি তোমার মধ্যে নিজের (সৃজিত) আত্মা ফুৎকার করিয়াছেন, আর নিজের ফেরেশ্‌তাগণের দ্বারা তোমার ছেজদা করাইয়াছেন, আর নিজের বেহেশ্‌তে তোমাকে স্থান দিয়াছিলেন, তৎপরে তুমি নিজের গোনাহ্ কার্য্যের জন্য লোকদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে।

ইহাতে আদম বলিলেন, তুমি মুছা, আল্লাহ্ নিজের রেছালাত ও কালাম দ্বারা তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, আর তোমাকে তওরাতের ফলকগুলি প্রদান করিয়াছেন — যাহাতে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ আছে। আর তোমাকে গুপ্ত কথোপকথনকারী রূপে নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন। আমার সৃজিত হওয়ার কতকাল পূর্ব্বে তুমি আল্লাহ্তায়ালাকে তওরাত লিপিবদ্ধকারী প্রাপ্ত হইয়াছো? মুছা বলিলেন, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে। আদম বলিলেন, উহাতে তুমি কি পাইয়াছ যে, "আদম নিজের প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিয়া ভ্রান্ত পথের পথিক হইল? মুছা বলিলেন হাঁ। আদম বলিলেন, আমি যে কার্য্যটি অনুষ্ঠান করিব বলিয়া আমার সৃষ্টি করার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহ্ উহা লিখিয়া দিয়াছেন, আমি এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে তিরস্কার করিতেছ। নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, ইহাতে আদম মুছার উপর জয়যুক্ত হইলেন। — মোছলেম।

টীকা

হজরত আদম ও হজরত মুছা এই নবীদ্বয়ের মধ্যে কোন্ সময় এইরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রুহানি জগতে এইরূপ হইয়াছিল, আছমানে রুহদিগের সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। ইহাও হইতে পারে যে, আলমে-বরজোখে তাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যেরূপ মে'রাজের রাত্রে তাঁহাদের সহিত পরস্পরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নবীগণ গোরে জীবিত থাকিয়া নামাজ পড়িয়া থাকেন। ইহাও হইতে পারে যে, হজরত মুছার জীবদ্দশায় হজরত আদমকে জীবিত করা হইয়াছিল।

আল্লাহ্ পিতা মাতার মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজের ক্ষমতা বলে হজরত আদমকে পয়দা করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্তায়ালার সৃজিত আত্মাকে তাঁহার মধ্যে ফুৎকার করিয়াছিলেন।

এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এস্থলে ছেজদার অর্থ মস্তকের ইশারা করা, জমিতে মস্তক রাখা নহে। এবনো-মছউদ বলিয়াছেন, ফেরেশ্তাগণ আদম (আঃ এর আদেশ পালন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি ছেজদা করিয়াছিলেন, ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্তায়ালার ছেজদা করিয়াছিলেন। ওবাই বেনে-কা'ব

বলিয়াছেন, তাঁহারা আদমের নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন। মেঃ, ১/১২৩/১২৪ পৃষ্ঠা।

নবীগণ সামান্য ত্রুটী করিলে তিরষ্কৃত হইয়া থাকেন, হয় ত অন্যেরা তজ্জন্য তিরষ্কৃত ও ধৃত হইয়া থাকেন না, এইহেতু বলা হইয়া থাকে, নেককারদিগের সৎকার্য্য নবী ও রাছুলগণের অসৎকার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। হজরত আদম (আঃ) যে সময় বেহেশ্‌তে ছিলেন, তখন তাঁহার উপর শরিয়তের হুকুম নাজিল হইয়াছিল না, কাজেই সেই সময়ের গম ভক্ষণ করাকে গোনাহ্ বলা যাইতে পারে না এবং তাঁহাকে গোনাহ্‌গার বলা যাইতে পারে না। যদিও সেই সময় অন্য মনুষ্য ছিল না, তথাচ ভবিষ্যতে তাঁহাদের দুনিয়ায় আসিবার কারণ হইয়াছিল। এজন্য বলা হইয়াছে যে, তুমি লোকদিগকে জমিতে নিক্ষেপ করিয়াছ। তওরাতে অদৃশ্য বিষয়গুলির সংবাদ প্রাচীন কাহিনী, উপদেশ, আকায়েদ, হালাল, হারাম, হদ ও অন্যান্য আহকামের বিবরণ ছিল। এজন্য বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ আছে।

তুরপুস্তি বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আদম কর্ত্তৃক এই ত্রুটী সংঘটিত হওয়ার সংবাদ অবগত ছিলেন, তাঁহার এই এল্‌মের বিপরীত কার্য্য হইতে পারে না, কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালার তকদিরকে ভুলিয়া গিয়া কেবল আদমের আমলের দিকে লক্ষ্য করা ঠিক নহে।

৪) এবনো-মছউদের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, (তিনিই সত্যবাদী ও সত্য সংবাদ প্রদাতা), নিশ্চয় তোমাদের একজনের সৃষ্টির বিবরণ এই যে, সে মাতৃগর্ভে ৪০ দিবস বীর্যরূপে সংগ্রহীত থাকে, তৎপরে দ্বিতীয় ৪০ দিবসে লোহিত গাঢ় রক্তরূপে পরিণত হয়। পর ৪০ দিবসে উহা মাংস পিন্ডরূপে পরিণত হয়। তৎপরে আল্লাহ্ একজন ফেরেশ্‌তাকে তাহার নিকট চারিটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। তৎপরে তিনি তাহার আমল তাহার আয়ু, তাহার জীবিকা এবং সে হতভাগ্য কিম্বা সৌভাগ্যবান তাহা লিখিয়া দেন। তৎপরে তিনি তাহার মধ্যে আত্মা ফুৎকার করেন। যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমাদের একজন বেহেশ্‌তবাসিদিগের কার্য্য করিয়া থাকে,

এমন কি তাহার মধ্যেও উক্ত বেহেশ্‌তের মধ্যে এক হস্ত ব্যতীত ব্যবধান থাকে না, তৎপরে অদৃষ্টলিপি তাহার উপর বলবৎ হয়, ইহাতে সে দোজখবাসিদের কার্য্য করে, পরে সে উহার মধ্যে প্রবেশ করে।

আরও সত্যই তোমাদের একজন দোজখিদের কার্য্য করে, এমন কি তাহার মধ্যে এবং উক্ত দোজখের মধ্যে এক হস্ত ব্যতীত ব্যবধান থাকে না, তৎপরে অদৃষ্টলিপি তাহার উপর বলবৎ হইয়া পড়ে, ইহাতে সে বেহেশ্‌ত বাসিদিগের কার্য্য করে, তৎপরে সে উহার মধ্যে প্রবেশ করে। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

হজরত (ছাঃ) সমস্ত বিষয়ে সত্যবাদী ছিলেন, এমন কি নবুয়তের পূর্ব্বেও তিনি 'আমিন' বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ নামে অভিহিত ছিলেন। অহি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি যে সমস্ত সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অতিসত্য। এইহেতু এই হাদিছে তিনি ছাদেক ও মছদুক বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

হজরত মনুষ্যের মাতৃগর্ভে সৃজিত হওয়ার বিবরণ এইরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, পুরুষের বীর্য্য স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে পতিত হইলে. ৪০ দিবস পর্য্যন্ত তথায় সুরক্ষিত রাখা হয়। হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বীর্য্য গর্ভাশয়ে পতিত হয় ইহাতে যদি আল্লাহ্ তদ্দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তবে উহা স্ত্রীলোকের চামড়ার মধ্যে প্রত্যেক নখ ও লোম পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয় এবং ঐ অবস্থায় ৪০ দিবস অবস্থিতি করে, তৎপরে উহা রক্ত হইয়া গর্ভাশয়ের নামিয়া আসে, ইহাই বীর্য্যের সংগ্রহীত থাকার মর্ম্ম। ছাহাবাগণ হাদিছের অর্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এতৎসম্বন্ধে সমধিক সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে ইহার প্রতিবাদ করা উচিত নহে। এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এবনো-আবি হাতেম প্রভৃতি হজরত এবনো-মছউদের উক্ত হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন।

বীর্য্যের সংগৃহীত থাকার অন্য প্রকার অর্থ ছহিহ সপ্রমাণ হইয়াছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষ সঙ্গম করিলে, পুরুষের বীর্য্য স্ত্রীলোকের প্রত্যেক শীরা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রধাবিত হয়, সাত দিবসের পরে আল্লাহ্ উহা সংগৃহীত

করেন, তৎপরে হজরত আদম (আঃ) এর পরবর্ত্তী সমস্ত বংশের মধ্যে কাহারও আকৃতির সৌসাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রূপ গঠন করেন।

ছুফিগণ বলিয়াছেন, ৪০ দিবস বীর্য্যের খমির করা হয়, যেহেতু হজরত আদম (আঃ) এর মৃত্তিকা ৪০ দিবস খমির করা হইয়াছিল।

বীর্য্যকে তাহার গোরের মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া খমির করা হয়।

منها خلقناكم এই আয়তের ব্যাখ্যাতে লিখিত আছে, যে, একজন ফেরেশ্‌তা তাহার গোরের মৃত্তিকা লইয়া সেই বীর্য্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকেন। উক্ত মৃত্তিকার অংশগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় মনুষ্যের রঙ ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকার অণুপরমাণু হইতে মিশ্রিত হওয়ায় মনুষ্যের মধ্যে পিপীলিকা ও ইন্দুরের তুল্য লোভ, চটক পক্ষীর তুল্য কামশক্তি, ভল্লুকের তুল্য ক্রোধ, চিতা ব্যাঘ্রের মত অহঙ্কার, কুকুরের মত কৃপণতা,শূকরের তুল্য লালসা, ও সর্পের তুল্য দ্বেষহিংসা ইত্যাদি অসংস্বভাব এবং ব্যাঘ্রের তুল্য বীরত্ব, মোরগের তুল্য দানশীলতা, ভুতুম পেচার তুল্য অল্পেতুষ্টি, উটের তুল্য ধৈর্য্য, বিড়ালের তুল্য নম্রতা, কুকুরের তুল্য প্রভুভক্তি, কাকের তুল্য অতিপ্রতুষ্যে জাগরণ ও বাজপক্ষীর ন্যায় সাহস ইত্যাদি সংস্বভাবগুলি আছে।

বীর্য্যকে ৪০ দিবস অন্তে গাঢ় রক্তাকারে পরিণত করা হয়। তৎপরে ৪০ দিবসে উক্ত রক্ত মাংস পিণ্ড আকারে পরিণত করা হয়। এই চল্লিশ দিবসে তাহাকে হস্ত পদ অস্থি ও চর্ম্ম ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মনুষ্য আকৃতিতে পরিণত করা হয়। যদিও আল্লাহ্‌তায়ালা এক মুহূর্ত্তে মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন, তবু তিনি তাহাকে ক্রমশঃ চল্লিশ দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার কয়েকটী কারণ আছে প্রথম এই যে, যদি খোদাতায়ালা তাহাকে এক মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতেন, তবে তাহার মাতা অনভ্যস্ত থাকা হেতু এই অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে পারিত না এবং উহা মহা ব্যাধির ধারণ করিত। এই হেতু খোদা ক্রমশঃ তাহাকে বীর্য্য হইতে গাঢ় রক্ত উহা হইতে মাংস পিন্ড, উহা হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারি মানুষ রূপে পরিণত করতঃ গর্ভ হইতে বাহির করিয়া দেন, ইহাতে স্ত্রী লোকটী ক্রমান্বয়ে এই যাতনা সহ্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, ইহাতে খোদার ক্ষমতা ও নেয়ামতের গুরুত্ব প্রকাশিত হয়। যেহেতু তিনি লোকদিগকে এইরূপ অকর্ম্মণ্য ও জঘন্য পদার্থ হইতে সুন্দর আকৃতিধারি বুদ্ধিমান ও বিবেচক মানুষ আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন ইহা বুঝিতে পারিয়া এবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তৃতীয়, ইহাতে লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়াত্ত সাবধান করা হইতেছে যে, যে মহা শক্তিশালী আল্লাহ্ এইরূপ জঘন্য বীর্য্য, গাঢ় রক্ত ও মাংস পিণ্ড হইতে সজীব মনুষ্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে পরকালের পুনজীবিত করিতে পারেন।

চতুর্থ, ইহাতে লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে লোকেরা যেন কার্য্যকলাপে ত্রস্ত ব্যস্ত না হয়, বরং ধীরতা স্থিরতা সহ তৎসমস্ত সম্পাদন করেন, যেরূপ আল্লাহ্ আছমান ও জমি ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পঞ্চম, ইহাতে তাহারা যেন নিজেদের প্রথম ও শেষ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া শরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তির গৌরব না করে এবং বুঝিতে পারে যে, তৎসমস্ত খোদার দান। কোরাণে বলা হইয়াছে, লোক যেন কোন বস্তু হইতে সৃজিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গবেষণা করে। আরও কথিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টি রহস্য বুঝিতে পারে, সে খোদার অস্তিত্ব ও শক্তির কথা বুঝিতে পারিবে।

ষষ্ঠ, ইহাতে শিক্ষা দেওযা হইতেছে যে, যেরূপ জাহিরি কামালাত ক্রমোন্নতি লাভ করে, সেইরূপ বা তিনি কামালাত ও খোদা প্রাপ্তিতত্ত্বে ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ্তায়ালা কোন্ সময় একজন ফেরেশ্তাকে চারিটী বিষয় লিখিতে প্রেরণ করেন,ইহাতে হাদিছে রেওয়াএত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বয়হকির রেওয়াএতে আছে, মনুষ্যের শরীরে আত্মা ফুৎকার করার পরে উক্ত চারিটী বিষয় লিখিতে ফেরেশ্তা প্রেরিত হন। পক্ষান্তরে এই ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের উক্ত রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, তাহার দেহে আত্মা ফুৎকার করার পূর্ব্বে ফেরেশ্তা প্রেরিত হন, এই হাদিছটী বয়হকীর রেওয়াএত অপেক্ষা সমধিক ছহিহ। কিন্তু এমাম নাবাবী 'চল্লিশ হাদিছে' লিখিয়াছেন যে ছহিহ বোখারি ও

মোছলেমের রেওয়াএতে বয়হকীর রেওয়াএতের অনুরূপ প্রথমে আত্মা ফুৎকার করার কথা লিখিত আছে। সম্ভবতঃ বোখারি ও মোছলেমে উভয় প্রকার রেওয়াএত লিখিত আছে।

আছমান ও জমিন সৃষ্টি করার ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লওহো-মহফুজে (সুরক্ষিত ফলকে) যে তকদীর লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় বার তকদীর লেখাতে উহার তাকিদ করা বুঝা যায়। এক হাদিছে বুঝা যায় যে, উহা তাহার ললাটে লিখিত হয়। অন্য রেওয়াএতে আছে, তাহার হাতের তালুতে লিখিত হয়। মোজাহেদ বলিয়াছেন, এক খণ্ড কাগজে উহা লিখিয়া তাহার গলদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু লোকেরা ইহা দেখিতে পায় না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের এক রেওয়াএতে আছে যে, যে সময় হইতে বীর্য্য গর্ভাশয়ে ছিল, সেই সময় হইতে একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত হইয়া ছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি অদৃষ্ট লেখক ফেরেশ্‌তা নহেন, বরং রক্ষণাবেক্ষণ কারি অন্য ফেরেশ্‌তা হইবেন।

ফেরেশ্‌তা চারিটী বিষয় লিখিয়া দেন, প্রথম সে সৎ-অসৎ যে যে কার্য্য করিবে তাহা লিখিয়া দেন। দ্বিতীয় জীবিকা কি পরিমাণ প্রাপ্ত হইবে, হালাল, কিম্বা হারাম ভাবে উপার্জ্জন করিবে, খাদ্য সামগ্রী কিম্বা অন্য প্রকার সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে, তাহা লিখিয়া দেন। তৃতীয় তাহার আয়ু কি পরিমাণ হইবে, তাহা লিখিয়া দেন।

চতুর্থ তাহার ভাগ্যের কথা লিখিয়া দেন, সৌভাগ্যের অর্থ সে মা'রেফাত, হেকমত, এলমে আমালিও এলমে কামালাত, স্বাস্থ্য, শক্তি, টাকা, কড়ি সম্পদ লাভ করিবে। আর দুর্ভাগ্যের অর্থ সে, উক্ত বিষয়গুলি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কোন হাদিছে আছে, ফেরেশ্‌তা ইহাও লিখিতে আদিষ্ট হন যে, সে কোথায় কোথায় বিদেশ যাত্রা করিবে, জমির কোথায় কোথায় গমন করিবে, কোথায় কোথায় শয়ন করিবে, কোথায় মরিবে, কি কি বিপদ ও দুর্ঘটনা তাহার উপর আসিবে। মনুষ্যের শেষ সময়ের আমল অনুযায়ী বেহেশ্‌ত কিম্বা দোজখ লাভ হইয়া থাকে, একটী লোক সমস্ত জীবন সৎকার্য্য করিতে থাকে, তাহার বেহেশ্‌ত বাসি হওয়ার বেশী অন্তরাল থাকে না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ অহিত কার্য্য-শেরক ইত্যাদি করে, যে সে দোজখবাসি হইয়া যায়। আল্লাহ্‌ তাহার স্বেচ্ছায়

এইরূপ কার্য্য করার অবস্থা অবগত হইয়া উহা লওহো-মহফুজে লিখিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই অদৃষ্ট লিপি অনুরূপ তাহার কার্য্য হইল। এইরূপ ঘটনা অতি বিরল হইয়া থাকে।

আর একটী লোক সমস্ত জীবন শেরক , কোফর, মহা গোনাহ্ রাশি করিয়া দোজখের যোগ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু মৃত্যুর একটু পূর্ব্বে ঈমান আনিয়া সৎকার্য্য করিয়া বেহেশ্‌তী হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাহার এই কার্য্য খোদা অবগত হইয়া তকদীরে লিখিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, ইহা তকদীর অনুরূপ হইল।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দোজখী হওয়া কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার এল্‌ম অনুযায়ী হইয়া থাকে, বরং সে স্বেচ্ছায় দোজখের কার্য্য করিয়া দোজখী হইবে, আল্লাহ্ ইহা জানিয়া লিখিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যদি সে দোজখের কার্য্য না করিত, তবে দোজখী হইত না, কাজেই সে একেবারে মজবুর (বাধ্য) হইল না।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কোন সত্যান্বেষি যেন তাহার সৎকার্য্যগুলি দ্বারা প্রতারিত না হয় এবং গরিমা, অহঙ্কার ও অসৎ স্বভাবগুলি হইতে বিরত থাকে, আর আশা ও ভয়ের মধ্যে থাকে এবং তকদীরের উপর বিশ্বাসী ও রাজি থাকে। আর যদি তাহা কর্ত্তৃক অসৎ কার্য্য প্রকাশিত হয়, তবে খোদার রহমত হইতে নিরাশ হইবে না, কেননা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ হয়, তবে পরবর্ত্তী কার্য্যকে প্রথম কার্য্যের সহিত সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন।

আর যদি কোন লোক বহু সৎকার্য্য করে, কিম্বা তাহা কর্ত্তৃক বহু অলৌকিক কার্য্য প্রকাশিত হয়, তবু নিশ্চিতরূপে তাহার বেহেশতী ও দরজাধারী হওয়ার হুকুম দিবে না।

আর যদি কেহ বহু গোনাহ্ করে, তবু তাহার দোজখী হওয়ার হুকুম করিবে না, কেননা শেষ অবস্থার কার্য্যকলাপ গ্রহণীয় হইয়া থাকে, আল্লাহ্ ব্যতীত শেষ অবস্থার কথা কেহ জানে না। মেঃ, ১/১২৫। আঃ, ১/৯৬-৯৮।

৫) ছাহ্‌ল-বেনে ছা'দের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্য সত্যই বান্দা দোজখিদের কার্য্য করিয়া

থাকে, অথচ সে দোজখিদিগের অন্তর্গত হইবে। শেষ অবস্থা অনুসারে আমলগুলি গ্রহণীয় হয়। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

হাদিছের সার অর্থ এই যে, অনেক কঠিন কাফের শেষ বয়সে মুছলমান হইয়া থাকে। আবার অনেক তাপস মুছলমান শেষ অবস্থাতে কাফের হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, সর্ব্বদা সংকার্য্য করিতে ও অসং কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে, যেন অসং কার্য্য তাহার শেষ কার্য্য না হইয়া পড়ে। কেহ যেন গরিমা না করে, কেননা সে জানে না যে পরিণামে তাহার কি হইবে। — মেঃ ১।১২৮।

ছাহল ছা'দের পুত্র ও মালেকের পৌত্র, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নাম ছায়েদ বেনে কা'ব ছিল, এইহেতু তিনি ছায়েদী নামে অভিহিত হইতেন তিনি মদিনা বাসি আনছার সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, আবুল আব্বাছ তাঁহার কুনইয়াতি নাম ছিল। প্রথমতঃ তাঁহার নাম 'হাছান' ছিল, হজরত তাঁহার উক্ত নাম পরিবর্ত্তন করতঃ ছাহ্ল নাম রাখিয়া দিয়া ছিলেন। হাজান حزن শব্দের অর্থ কঠিন জমি 'ছাহ্ল' শব্দের অর্থ সমতল ভূমি। তিনিও তাঁহার পিতা হজরতের ছাহাবা ছিলেন, হজরতের এন্তেকালের সময় তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর ছিল, তিনি ৭১ বৎসর বয়সে মদিনা শরিফে এন্তেকাল করিয়া ছিলেন। মদিনাবাসি ছাহাবা গণের মধ্যে ইনি সকলের শেষে এন্তেকাল করিয়া ছিলেন। — মেঃ ১/১২৮।

৬) আএশার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) আনছার দলের একটী শিশুর জানাজা নামাজে আহূত হইয়াছিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা, কল্যাণ হউক, ইহা বেহেশতের চটকপক্ষী-কুলের মধ্যে একটী চটকপক্ষী, সে কোন গোনাহ্ করে নাই এবং গোনাহ্ করার সময় প্রাপ্ত হয় নাই। তখন হজরত বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই কি ঠিক? প্রকৃত ঘটনা উহার বিপরীত। হে আএশা, নিশ্চয় আল্লাহ্ একদলকে বেহেশ্তের যোগ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যে সময় তাহারা তাহাদের পিতৃগণের ঔরষে ছিল, সেই সময় তাহাদ্গিকে উহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর একদলকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সময় তাহারা

তাহাদের পিতৃগণের ঔরষে ছিল, সেই সময় তাহাদিগকে উহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। — মোছলেম। ক্রমশঃ

টীকা

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, শিশু সন্তান পিতা মাতার অনুরূপ হুকুম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই শিশুর পিতা মাতা বেহেশ্‌তী হইবে কি না? ইহা নিশ্চিত রূপে জানার উপায় নাই, কাজেই তাহার পিতা মাতার ঈমানে ও বেহেশ্‌তবাসি হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করায় গায়েবের উপর হুকুম করা হইয়াছে। এইহেতু হজরত (ছাঃ) আএশা (রাঃ) র কথাকে অপছন্দ করিয়াছিলেন। কোরআন, হাদিছ ও এজমা কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মুছলমানদিগের শিশু সন্তানগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর কাফেরদিগের শিশু সন্তানগুলি সম্বন্ধে তিন প্রকার মত আছে, প্রথম তাহারা দোজখে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয় ইহার সম্বন্ধে কোন হুকুম না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা। তৃতীয় তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। ইহাই ছহিহ মত, কেননা ইসলামের স্বতঃ প্রসিদ্ধ মত এই যে আল্লাহ্‌তায়ালা কোন বেগোনাহ্ (নিষ্পাপ) ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন না। এবনো-হাজার বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) এতৎসম্বন্ধে কোন অহি পাওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ বলিয়াছিলেন, মুছলমানদিগের শিশু সন্তানগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে, ইহার উপর এজমা হইয়াছে। কাফেরিদগের শিশুসন্তানগণ সমধিক ছহিহ মতে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

হজরত আএশা নবী (ছাঃ) এর স্ত্রী, উম্মোল-মো'মেনিন, হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের কন্যা। তাঁহার মাতার নাম উম্মোল-রুমান, তিনি আমের বেনে ওয়ায়মেরের কন্যা। হজরত (ছাঃ) তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং নবুয়তের দশম বৎসরে শওয়াল চাঁদে হেজরতের তিন বৎসর পূর্ব্বে মক্কা শরিফে তাঁহার সহিত বিবাহ করেন। তৎপরে তাঁহার নয় বৎসর বয়সে দ্বিতীয় হিজরীতে শওয়াল চাঁদে মদিনা শরিফে হজরত প্রথম তাহার সহিত সহবাস করেন, তিনি ৯ বৎসর হজরতের সহবাসে ছিলেন, হজরত যখন এন্তেকাল করেন, তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর ছিল। হজরত তাঁহার ব্যতীত অন্য কোন কুমারীর সহিত বিবাহ করেন নাই। তিনি ফকিহ, আলেম, শুদ্ধ ভাষা ভাষিণী, মহা প্রবীণ, বহু হাদিছ

বর্ণনাকারিণী, আরবদের ইতিহাস ও কবিতাবলী অভিজ্ঞা ছিলেন। বহু সাহাবা ও তাবেয়ি তাঁহা কর্ত্তৃক হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি ৫৭ হিজরীতে ১৭ ই রমজান বুধবারে মদিনা শরিফে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে তাঁহাকে রাত্রে বকি গোরস্তানে দফন করা হইয়াছিল। হজরত আবুহোরায়রা তাঁহার জানাজার এমাম হইয়াছিলেন, ইনি সেই সময় হজরত মোয়াবিয়ার খেলাফত কালে মদিনা শরিফে মারওয়ানের খলিফা ছিলেন। — মেঃ, ১/১২৮, আঃ, ১/৯৮/৯৯।

৭) আলি (রাঃ) র উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহার বাসস্থান দোজখের অগ্নি, কিম্বা বেহেশত লিখিত হয় নাই। তাহারা বলিলেন, আমরা কি আমাদের অদৃষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিব না? আমল ত্যাগ করিব? হজরত বলিলেন, তোমরা আমল করিতে থাক, প্রত্যেক ব্যক্তি যে বিষয়ের জন্য সৃজিত হইয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হয়, তাহাকে সৎকার্য্য করার ক্ষমতা প্রদত্ত প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য (বদ্‌বখত) হয়, তাহার জন্য অপকর্ম্ম করা সহজ করিয়া দেওয়া যায়, তৎপরে তিনি এই আয়ত পড়িলেন —"যে ব্যক্তি দান করিয়াছেন, পরহেজ করিয়াছে এবং সত্য কলেমার প্রতি সত্যারোপ করিয়াছে, অচিরে আমি সহজ পথ তাহাকে সহজ করিয়া দিব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করিয়াছে, বিমুখ হইয়াছে এবং কলেমা তওহিদের উপর অসত্যারোপ করিয়াছে, অচিরে আমি কঠিন পথ তাহার জন্য সহজ করিয়া দিব। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

পূর্ব্ব অদৃষ্টলিপির জন্য শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের প্রভূত্ব অনুসারে আদেশ নিষেধ করিয়াছেন, বান্দাগণের পক্ষে এই আদেশ নিষেধ মানিয়া চলা কর্ত্তব্য, আমলকে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ স্বরূপ স্থির করা হইয়াছে, ইহাও তকদীরের অন্তর্গত। যাহাকে সৎকার্য্য করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার অদৃষ্টে বেহেশ্‌ত লিখিত হইয়াছে বুঝিতে

হইবে। আর যাহার অসৎ কার্য্য করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য দোজখ লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। — আঃ, ১/১০০।

হজরত আলি, আবু তালেবের পুত্র আবদুল-মোত্তালেবের পৌত্র, আমিরোল-মো'মেনিন, হজরত নবী (ছাঃ) এর চাচত ভাই, তাঁহার চতুর্থ খলিফা, তাঁহার মাতার নাম ফতেমা, ইনি হাসেমের পৌত্রী ছিলেন; ইনি মুসলমান হইয়া মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন; হজরত নবী (ছাঃ) এর জীবদ্দশায় ইনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন; হজরত তাঁহার গোরে নামিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। হজরত আলির কুনইয়াতি নাম আবুল হাছান, হজরত নবী (ছাঃ) তাঁহার দ্বিতীয় কুনইয়াতি নাম আবুতোরাব রাখিয়া ছিলেন। তিনি এই নামটি পছন্দ করিতেন। হজরতে স্বীয় কন্যা ফাতেমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার পিতামাতা উভয় হাশিমি, বনুহাশেমি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি প্রথম খলিফা। যে দশ জনের বেহেশ্‌তবাসী হওয়ার সংবাদ হজরত রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, ইনি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। যে ছয়জন পরামর্শ দাতা সভ্যের উপর হজরত (ছাঃ) রাজি থাকিয়া এন্তেকাল করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। খোলাফায়ে-রাশেদীন, ওলামায়-রাব্বানিইন প্রসিদ্ধ বীর যোদ্ধা, দরবেশ ও অগ্রগামী মুছলমানদিগের মধ্যে ইনি একজন। প্রথমে কোন্ ব্যক্তি মুছলমান হইয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ বলেন, হজরত খোদায়জা (রাঃ) প্রথম মুছলমান হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) প্রথম মুছলমান । কেহ কেহ হজরত আলি (রাঃ) কে প্রথম মুছলমান বলিয়াছেন। ছহিহ মত এই যে, হজরত খোদায়জা (রাঃ) প্রথম মুছলমান তৎপরে হজরত আবুবকর, তৎপরে হজরত আলি মুছলমান হইয়াছিলেন। ছা'লাবি বলিয়াছেন, হজরত খোদায়জার প্রথম মুছলমান হওয়ার প্রতি আলেমগণের একমত হইয়াছে। তাঁহার পরে প্রথম মুছলমানকে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ইহা বলা সমধিক এহতিয়াত হইবে যে, আজাদ (স্বাধীন) পুরুষদিগের মধ্যে প্রথম মুছলমান আবুবকর, বালকদিগের মধ্যে প্রথম মুছলমান হজরত আলি, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রথম মুছলমান হজরত খোদায়জা, মুক্তদাসদিগের মধ্যে প্রথম মুছলমান জএদ বেনে হারেছা, ক্রীতদাসদিগের মধ্যে প্রথম মুছলমান হজরত বেলাল। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, হজরত আলি (রাঃ) ১০ বৎসর বয়সে মুছলমান হইয়াছিলেন। হাছান বাছারি প্রভৃতি বলিয়াছেন, তিনি ১৫ বৎসর বয়সে মুছলমান

হইয়াছিলেন। তিনি মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন, যখন নবী (ছাঃ) মক্কা হইতে মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন, তখন তিনি হজরত আলিকে খলিফা করিয়া রাখিয়া ছিলেন যেন তিনি তাঁহার পরে কয়েক দিবস মক্কা শরিফে থাকিয়া হজরতের নিকট রক্ষিত গচ্ছিত বস্তুগুলি ও তাঁহার উপর অর্পিত অছিএতগুলি আদায় করিয়া পরে মদিনা শরিফে নিজের পরিজনের সহিত মিলিত হন, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি তবুক ব্যতীত বদর, ওহোদ, খোন্দক, বয়য়তোর-রেজওয়ান, খয়বর, ফৎহে-মক্কা, হোনাএন, তায়েফ ইত্যাদি সমস্ত জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহাতে সমস্ত ঐতিহাসিকের এক মত হইয়াছে, প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তবুকের যুদ্ধের সময় হজরত তাঁহাকে মদিনা শরিফে প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। হজরত অনেক যুদ্ধে তাঁহার হস্তে পতাকা প্রদান করিয়া ছিলেন। ছইদ বেনে মোছাইয়েব বলিয়াছিলেন, তিনি ওহোদ যুদ্ধে ১৬ বার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে নবী (ছাঃ) খয়বরের জেহাদে তাঁহার হস্তে পতাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, যে তাঁহা কর্ত্তৃক খয়বর অধিকৃত হইবে।

হজরত তবুক যুদ্ধে তাঁহাকে মনিদা শরিফে প্রতিনিধি স্বরূপ ত্যাগ করিয়া গেলেন, ইহাতে হজরত আলি বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি স্ত্রীলোক ও বালকদিগের মধ্যে আমাকে খলিফা করিয়া যাইতেছেন? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, মুছা যেরূপ হারুণকে প্রতিনিধি স্বরূপ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আমিও তোমাকে সেইরূপ প্রতিনিধি স্বরূপ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু আমার পরে কোন নবী হইবে না, তুমি ইহাতে কি রাজি নও? ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) খয়বরের দিবস বলিয়াছিলেন, আমি কল্য এরূপ এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করিব যে, আল্লাহ্ তাঁহা কর্ত্তৃক উহা আমাদের অধিকার ভুক্ত করিয়া দিবেন, তিনি আল্লাহ্ ও রাছুলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ্ ও রাছুল তাঁহাকে ভালবাসেন। লোকেরা রাত্রে এই সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে থাকিলেন যে, হজরত কোন ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিবেন? প্রভাতে লোকেরা হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রত্যেকই আশা করিতেছিলেন যে, হজরত তাহাকেই উক্ত পতাকা প্রদান করিবেন। এমতাবস্থায় হজরত বলিলেন, আলি বেনে আবিতালেব কোথায়? কেহ বলিলেন তাঁহার চক্ষু উঠিয়াছে। হজরত বলিলেন,

তাঁহার নিকট লোক পাঠাও তাঁহাকে আনা হইলে, হজরত তাঁহার চক্ষে থুথু দিয়া দোয়া করিলেন, ইহাতে তাঁহার চক্ষু সুস্থ হইয়া গেল, যেন উহাতে কোন পীড়া ছিল না। তৎপরে হজরত তাঁহার হস্তে পতাকা প্রদান করিলেন। হজরত আলি বলিলেন, যতক্ষণ না তাহারা আমাদের তুল্য হয়, ততক্ষণ আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। হজরত বলিলেন, তুমি সহজ ভাবে গমন কর, তাহাদের পল্লীতে পৌঁছিয়া তাহাদিগকে ইছলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের উপর আল্লাহ্তায়ালার যে হক ওয়াজেব হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে অবগত করাও। খোদার শপথ, যদি খোদা তোমার দ্বারা এক ব্যক্তিকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন, তবে উহা তোমার পক্ষে লোহিত উষ্ট্র সমূহ অপেক্ষা উত্তম হইবে।

কোরআন শরিফে আয়তে মোবাহালা নাজেল হইলে, হজরত (ছাঃ) আলি, ফাতেমা, হাছান ও হোছাএনকে ডাকিয়া বলিলেন, হে খোদা ইহারা আমার পরিজন। ছহিহ মোছলেমে আছে, জএদ বেনে আরকাম বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থলে 'খাম' নামক তালাবের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া খোৎবা পড়িলেন, আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা করিয়া ওয়াজ করিলেন, তৎপরে বলিলেন হে লোক সকল, আমি মানুষ, অচিরে আমার প্রতিপালকের দূত (হজরত আজরাইল) আমার নিকট উপস্থিত হইবেন, আমি তাঁহার আহ্বানে ইহধাম ত্যাগ করিব, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটী বিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, প্রথম আল্লাহ্তায়ালার কোরআন উহাতে হেদাএত ও জ্যোতিঃ আছে, কাজেই তোমরা আল্লাহ্তায়ালার কেতাব গ্রহণ কর ও দৃঢ় ভাবে ধারণ কর, তিনি আল্লাহ্তায়ালার কেতাব সম্বন্ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় আমার আহলেবয়েত, আমি তোমাদিগকে আমার আহলে-বয়েত সম্বন্ধে খোদার নাম স্মরণ করিতেছি, আমার আহলে-বয়েত সম্বন্ধে খোদাকে সাক্ষী করিতেছি, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জএদ, আহলে-বয়েত কাহারা ? তাঁহার স্ত্রীগণ কি আহলে-বয়েত নহেন ? তিনি বলিলেন, তাঁহার স্ত্রীগণও আহলে-বয়েত, কিন্তু যাহাদের উপর (ওয়াজেব) ছদকা হারাম হইয়াছে, তাহারাও আহলে-বয়েত। সে ব্যক্তি বলিল, তাহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন আলি, আকিল জা'ফর ও আব্বাছের বংশধরগণ। তেরমেজিতে হাছান ছনদে আছে, হজরত বলিয়াছেন, আমি যাহার প্রিয় পাত্র, আলিও তাঁহার প্রিয় পাত্র।

আরও তেরমেজি উক্ত প্রকার ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা চারিজন লোককে ভাল বাসিতে আমার উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে ভালবাসেন আলি, আবুজর্র, মেকদাদ ও ছালমান।

তেরমেজি উক্ত প্রকার ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ; হজরত এবনো-ওমর বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) ছাহাবাগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের (বন্ধুত্বে) সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলেন, এমতাবস্থায় হজরত আলি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আগমন করিয়া বলিলেন, আপনি আপনার ছাহাবা গণের মধ্যে দুনিয়াতে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করাইয়া দিলেন, কিন্তু আমার সহিত অন্য কোন লোকের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করাইয়া দিলেন না। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি দুনিয়ায় ও আখেরাতে আমার ভাই।

মোছলেম রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত আলি বলিয়াছেন, যে খোদা বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির করিয়াছেন এবং ও নিশ্বাস (প্রাণ) সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় উম্মি নবী আমার নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে, ইমানদার ব্যতীত কেহ আমাকে ভাল বাসিবে না, আর মোনাফেক ব্যতীত কেহ আমার সহিত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে না।

তেরমেজি আবুছইদ খুদরি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত আলির সহিত যাহারা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত, আমরা তাহাদিগকে মোনাফেক ধারণা করিতাম। এবনো-মছউদ বলিয়াছেন, আমরা সমালোচনা করিতাম যে, মদিনা বাসিদিগের মধ্যে হজরত আলি শ্রেষ্ঠতম কাজী (বিচারব্যবস্থাকারী)। এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, হজরত আলি এলমের দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বড় বড় ছাহাবা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং অনেক ক্ষেত্রেও জটিল জটিল মছলগুলিতে তাঁহার ফৎওয়ার দিকে রুজু করিতেন। তাঁহার সংসার বিরাগ্যের চিহ্ন এই যে, তিনি দৈনিক চারি সহস্র দীনার দান করিতেন, অথচ ক্ষুধাতে উদরে প্রস্তর বন্ধন করিয়া রাখিতেন। তিনি কখন ঐ পরিমাণ টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুকালে ৬ শত দেরম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন দুনিয়া মৃত লাশ, যে ব্যক্তি উহা চেষ্টা করে, সে যেন কুকুর স্বভাবের লোকদের কলহে ধৈর্য্য-ধারণ করে।

তাঁহার পরিধেয় একখানা মোটা তহবন্দ ছিল যাহা তিনি ৫ দেরমে ক্রয় করিয়াছিলেন।

তিনি ৫ বৎসর খেলাফত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, হজরত ওছমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার পরে তিনি মছজেদে নাবাবীতে লেখাফতের বয়য়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা সেই সময় তিনি শ্রেষ্ঠতম ছাহাবা ছিলেন, ইহা ৩৫ হিজরীর জেল-হজ্জ মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। ছইদ-বেনে-মোছাইয়েব বলিয়াছেন, হজরত ওছমান (রাঃ) নিহত হইলে, ছাহাবাগণ হজরত আলির গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার নিকট বয়য়ত করিব, আপনিই ইহার সমধিক যোগ্য পাত্র ইহাতে তিনি বলিলেন, ইহা বদর যুদ্ধে যোগদানকারিদের মতের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা যাহার উপর রাজি হন, তিনিই খলিফা হইবেন। তাঁহাদের সকলেই হজরত আলির নিকট আগমন করিলেন। তিনি ইহা দেখিয়া মছজেদে উপস্থিত হইয়া মিম্বরের উপর আরোহণ করিলেন, প্রথমেই হজরত তালহা তাঁহার নিকট বয়য়ত করিলেন। তৎপরে অবশিষ্ট সকলেই বয়য়ত করিলেন। যখন তিনি কুফাতে প্রবেশ করিলেন, আরবের কোন হাকিম বলিলেন। আপনি খেলাফতের শ্রীবৃদ্ধি প্রদান করিলেন, কিন্তু খেলাফত আপনার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিল না। আপনার পক্ষে খেলাফতের যে পরিমাণ প্রয়োজন, খেলাফতের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ আপনার প্রয়োজন। খারিজিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার রণ কৌশল অতি বিষ্ময়কর ছিল। নবী (ছাঃ) তাঁহাকে সংবাদ দিয়া ছিলেন যে, তিনি অচিরে নিহত হইবেন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক বহু রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত আলি কোন্ বৎসরে কোন্ মাসে কোন্ রাত্রে নিহত হইবেন, তাহা তিনি জানিতেন। যখন তিনি ফজরের নামাজের জন্য বাহির হইয়া ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে হাঁসগুলি আওয়াজ দিয়া উঠিল, লোকেরা উহাদিগকে বিতাড়িত করিল, হজরত আলি বলিলেন, তোমরা উহাদিগকে ত্যাগ কর, উহারা (আমার মৃত্যুর জন্য) ক্রন্দন করিতেছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি মৃত্যুর সংবাদ অবগত ছিলেন।

ইতিহাস তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন, আবদুর রহমান বেনে-মোলজেম মোরাদী, বার্ক বেনে আবদুল্লাহ-তামিমি ও আমর বেনে বোকাএর তামিমি এই তিনজন খারিজি আহুত হইয়া মক্কা শরিফে সমবেত হইল এবং তাহারা অঙ্গীকার করিল

যে, তাহারা আলি, মোয়াবিয়া ও আমর বেনেল আছিকে হত্যা করিবে, এবনো-মোলজেম বলিল, আমি আলির জন্য নিয়োজিত হইলাম, বার্ক বলিল, আমি মোয়াবিয়ার জন্য এবং আমর বেনে বোকাএর বলিল, আমি আমর বেনেল আছির জন্য নিয়োজিত হইলাম। তাহারা অঙ্গীকার করিল যে, প্রত্যেকে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে, অথবা নিজেই হত হইবে, ইহার পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। তাহারা রমজান মাসের ১৭ই রাত্রে এই ওয়াদা অঙ্গীকার করিয়াছিল। প্রত্যেকে নিজের মনোনীত ব্যক্তি যে শহরে ছিল তাহার দিকে ধাবিত হইল। এবনো-মোলজেম জুমার রাত্রে হলাহল মিশ্রিত তরবারি দ্বারা হজরত আলির মুখমণ্ডলে আঘাত করিল, উক্ত আঘাত তাঁহার মস্তিক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। তিনি ৪০ হিজরীতে রমজান মাসে ১৯ তারিখে রবিবারে কুফাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। এমাম হাছান, হোছাএন ও আবদুল্লাহ বেনে জা'ফর তাঁহাকে গোছল দিয়া ছিলেন, তিন কাপড়ে তাঁহাকে কাফন দেওয়া হইয়াছিল। এবনো-মোলজেম যখন তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল, কা'বার প্রতিপালকের শপথ, আমি সফল-মনোরথ হইয়াছি। যখন হজরত আলি (রাঃ) অছিএত শেষ করিলেন তখন বলিলেন; আছ্ছালামো আলায়কুম অরহমতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু, তৎপরে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই বলেন নাই, এমন কি এন্তেকাল করিয়া গেলেন। ছোবহে-ছাদেকের সময় তাহাকে দফন করা হয়, তাঁহার পুত্র এমাম হাছান তাঁহার জানাজার এমাম হন। তাঁহার নিকট নবী (ছাঃ) এর 'হানুত' নামীয় সুগন্ধি বস্তুর অবশিষ্টাংশ ছিল, তিনি তদ্দ্বারা তাঁহাকে সুবাসিত করার জন্য অছিএত করিয়াছিলেন। সমধিক ছহিহ্ ও অধিকাংশের মতে তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিষলন। তিনি গন্দম বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন, না-বেঁটে, না লম্বা ছিলেন তাঁহার মস্তকের সম্মুখের অংশ কেশ হীন ছিল, তাঁহার মস্তকের কেশ ও দাড়ী সাদা হইয়া গিয়াছিল, অনেক সময় তিনি দাড়ীতে খেজাব করিতেন, তাঁহার কেশ বেশী ও লম্বা ছিল। মুখশ্রী অতি সুন্দর ছিল, সহাস্য মুখ ছিল, বহু লোক তাঁহার শোক সূচক কবিতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কুফা শহরে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল।

এবনো-কোতায়বা বলিয়াছেন, হজরত আলির পুত্র কন্যাগণের মধ্যে হাছান, হোছাএন, মোহছেন, ওম্মে-কুলছুম কোবরা ও জয়নব কোবরা ছিলেন, ইহারা

হজরত ফাতেমার গর্ভজাত ছিলেন। মোহম্মদ বেনেল হানাফিয়া. ইনি খওলার গর্ভজাত ছিলেন, ওবায়দুল্লাহ্, আবুবকর, ওমার, রোকাইয়া, এহ্ইয়া. ইহারা আছমা বেন্তে আমিছের গর্ভজাত ছিলেন। জা'ফর, আব্বাছ, আবদুল্লাহ, রামালা, ওম্মোল-হাছান, উম্মি-কুলছুম ছোগরা, জয়নব ছোগরা, জামানা, ময়মুনা, খোদাএজা, ফাতেমা, উম্মোল-কেয়াম, নফিছা, উম্মে-ছালমা, ওমামা উম্মে-আবিহা তাঁহার অন্যান্য স্ত্রীগণের পক্ষ হইতে ছিল। এবনো-হাজম জামহাতে লিখিয়াছেন, ওমর ও মোহাম্মদ আছগার তাঁহার পুত্র ছিল। — কেতাবোল-আছমা অল্লোগাত, ১/৩৪৪-৩৪৯।

৮) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম সন্তানের উপর তাহার ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সে নিশ্চয় উহা প্রাপ্ত হইবে, চক্ষের ব্যভিচার দৃষ্টিপাত করা, রসনার ব্যভিচার কথা বলা, অন্তরে কামনা ও অভিলাষ করিয়া থাকে এবং গুপ্তেন্দ্রিয় উহার সত্যতা প্রতিপাদন করে। বোখারি ও মোছলেম।

মোছলেমের রেওয়াএতে আছে, আদম সন্তানের উপর তাহার ব্যভিচারের অংশ লিখিত হইয়াছে, সে নিশ্চয় উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে — চক্ষুদ্বয় এতদুভয়ের ব্যভিচার দৃষ্টিপাত করা; কর্নদ্বয় এতদুভয়ের ব্যভিচার শ্রবণ করা ; জিহ্বা ইহার ব্যভিচার কথা বলা; হস্ত — ইহার ব্যভিচার ধরা; চরণ — ইহার ব্যভিচার গমন করা; অন্তর কামনা ও আকাঙ্খা করিয়া থাকে এবং গুপ্তেন্দ্রিয় উহার সত্যাসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া থাকে।"

টীকা

টীকাকারেরা লিখিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা মনুষ্যের মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্তরে কামশক্তি ও স্ত্রীলোকের সহিত মিলনের আকাঙ্খা সৃষ্টি করিয়াছেন, চক্ষে দর্শন শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তদ্দ্বারা অবৈধ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। কর্ণে শ্রবণ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তদ্দ্বারা অবৈধ কথা শ্রবণ করিয়া থাকে, জিহ্বাতে কথা বলার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তদ্দ্বারা অবৈধ কথা বলিয়া থাকে, হস্তে ধরিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে

তদ্দ্বারা অবৈধ স্পর্শ করিয়া থাকে, চরণে চলৎ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তদ্দ্বারা অবৈধ গমন করিয়া থাকে, গুপ্তেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন — যদ্দ্বারা সে ব্যভিচার করিয়া থাকে, ইহাই আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের অংশ নিৰ্দ্ধারিত করার অর্থ ইহার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্তায়ালা ব্যভিচার করিতে আদম সন্তানকে বাধ্য (মজবুর) করিয়াছেন। এস্থলে দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, মূল ব্যভিচার, এবং ব্যভিচারের পূৰ্ব্ব-লক্ষণ, অপর স্ত্রী লোকের দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করা, ইহা ব্যভিচারের ভূমিকা, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, অবৈধ দৃষ্টিপাত শয়তানের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্যে একটী তীর, কেননা উহা ব্যভিচারের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ব্যভিচারিণীর কিম্বা কুটনী স্ত্রীলোকের কথা শ্রবণ করা কর্ণের ব্যভিচার। এবনো-হাজার বলিয়াছেন, কামভাবে আজনবী স্ত্রীলোকের কথা সৰ্ব্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্ণের ব্যভিচার, কেননা তাহার কণ্ঠস্বর গোপনীয় বিষয় (আওরত)। সমধিক ছহিহ্ মতে ফাছাদের আশঙ্কা হইলে, উহা শ্রবণ করা কর্ণের ব্যভিচার হইবে। বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত কিম্বা কোন মধ্যস্থের সহিত ব্যভিচারের ওয়াদা (অঙ্গীকার) করা জিহ্বার ব্যভিচার করা। বেগানা স্ত্রীলোকের রূপগুণ মিলন ইত্যাদির ইঙ্গিতে কবিতা রচনা ও পাঠ করা রসনার ব্যভিচার বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যভিচারের স্থলে কিম্বা এই উদ্দেশ্যে গমন করিলে, চরণের ব্যভিচার হইবে। বেগানা স্ত্রীলোককে কামভাবে স্পর্শ করিলে, কিম্বা তাহার উপর কঙ্কর ইত্যাদি নিক্ষেপ করিলে, অথবা তাহার নিকট এতৎ সংক্রান্ত পত্র লিখিলে, হস্তের ব্যভিচার হইবে। অন্তর এই ব্যভিচারের কামনা ও বাসনা করিয়া থাকে। চুম্বন করিলে, রসনার ব্যভিচার হইবে এবং চক্ষের দ্বারা ইঙ্গিত ইশারা করিলে, চক্ষের ব্যভিচার হইবে। এই সমস্ত ব্যভিচারের পূৰ্ব্ব-লক্ষণ (ভূমিকা) স্বরূপ। অন্তরে ব্যভিচারের কামনা স্থায়ী হইলে, উহা আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে এবং উক্ত ধারণা দূরীভূত না করিলে, যদিও ব্যভিচার করার সুযোগ না ঘটে, তবু উহা ব্যভিচার ও গোনাহ্ হইবে, ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে। যদি সে ব্যক্তি প্রকৃত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার গুপ্তেন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির সমর্থন ও সত্যতা প্রতিপাদন করিল। আর যদি সে ব্যভিচার না করে, তবে তাহার গুপ্তেন্দ্রিয় তৎসমুদয়ের অসত্যতা প্রতিপাদন করিল। আর ইহাও অর্থ হইতে পারে, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে গুপ্তেন্দ্রিয় উক্ত কামনা

বাসনার সত্যতা প্রতিপাদন করিল, আর যদি উহা হইতে বিরত থাকে, তবে গুপ্তেন্দ্রিয় উক্ত কামনা বাসনার অসত্যতা প্রতিপাদন করিল।

এবনো-হাজার বলিয়াছেন, যদি গুপ্তেন্দ্রিয় উক্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে আদম সন্তান গোনাহ্ কবিরাতে (মহা গোনাহ্তে) নিমজ্জিত হইল। আর যদি কেবল ভূমিকাগুলি আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তবে গোনাহ্ ছগিরাতে (ছোট গোনাহ্তে) সংলিপ্ত হইল।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, এই ব্যাপারটী সকলের পক্ষে ব্যাপক নহে, কেননা তাঁহার খাস বান্দাগণ (নবী রাছুল ও বড় দরজার ওলিগণ) ব্যভিচার ও উহার ভূমিকাগুলি হইতে পবিত্র হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, এই ব্যাপারটী ব্যাপক ভাবে কথিত হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া থাকে, আল্লাহ্তায়ালার দয়া অনুগ্রহে খাস লোকেরা ব্যভিচারের বাহ্য ভূমিকাগুলি হইতে (বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির ব্যভিচার হইতে) পবিত্র থাকেন, কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতির হিসাবে আভ্যন্তরিক ভূমিকা (অন্তরের কামনা) হইতে নিষ্কৃতি পান না, এই আভ্যন্তরিক ভূমিকার অর্থ অনিচ্ছায় অন্তরে যে কুচিন্তা উদয় হয়, খাসলোকেরা এইরূপ চিন্তা উদয় হওয়ার মাত্র উহা দূরীভূত করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন গোনাহ্ হয় না, যেহেতু কোরআনে আছে,

لا يكلف الله نفسا الا وسعها ইহাই হজরত ইউছোফ ও জোলেখা সংক্রান্ত ولقد همت به وهم بها এই আয়তের অর্থ।

যদি আদম সন্তান কামনা বাসনা সত্বেও আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে ব্যভিচার ত্যাগ করে, তবে ছওয়াবের অংশিদার হইবে। আর যদি কোন বাধাবিঘ্নে বাধ্য হইয়া উহা ত্যাগ করে, তবে কেবল ব্যভিচারের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

৯) এমরান বেনে- হোছাএনের উক্তি ;—

" নিশ্চয় মোজায়না সম্প্রদায়ের দুইটীলোক বলিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি আমাদিগকে সংবাদ দিন, লোকে বর্ত্তমান দিবসে যাহা করিয়া থাকে এবং উহা করিতে চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকে, ইহা কি এরূপ বিষয় যাহা তাহাদের পক্ষে নিদ্ধারিত করা হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়তি (তকদির) অনুসারে তাহাদের

মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে? কিম্বা যাহা তাহাদের নিকট তাহাদের নবী আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর দলীল স্বরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে তাহারা (নিজ ক্ষমতাতে) করিবেন? ইহাতে হজরত বলিলেন, ইহা নহে, বরং তাহাদের উপর নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং (মিছাকে) তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বনিরূপিত হইয়াছে। ইহার সত্যতা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কেতাবে আছে — আয়তের অর্থ — "(আদমের) জীবনের শপথ এবং উহার শপথ যাহা তিনি সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তিনি উহাকে উহার অসৎকার্য্য ও সৎকার্য্য এলহাম করিয়াছেন। মোছলেম।

টীকা

এস্থলে مما اتاهم به نبيهم و ثبتت الحجة عليهم এই শব্দগুলি فيما يستقبلونه به কথাগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, উল্লিখিত প্রকার অনুবাদ হইবে, আর যদি প্রথমোক্ত শব্দগুলি ما يعمل الناس اليوم و يكدحون فيه এই শব্দগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তবে এইরূপ অনুবাদ হইবে ;— লোকেরা বর্ত্তমানে যাহা করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহা তাহাদের নবী তাহাদের উপর আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর দলীল স্বরূপ সপ্রমানিত হইয়াছে, ইহা কি এইরূপ বিষয় যাহা তাহাদের উপর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং পূর্ব্ব নিয়তি অনুসারে নিরূপিত হইয়াছে, কিম্বা তাহারা (নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে) ভবিষ্যতে করিবেন?

বাবু গিরিশ চন্দ্র সেন মেশকাতের অনুবাদের (তৃতীয় সংস্করণের) ৩৫ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ লিখিয়াছেন, উহা একেত ভ্রান্তিমূলক, দ্বিতীয় উহাতে হাদিছের অর্থ কিছুই বুঝা যায় না, তাঁহার লিখিত অনুবাদ এই —" অথবা তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহারা আপনাদের নিকটে তাহার কিছু (স্বাধীনভাবে) অভ্যর্থনা করিয়া লয়? তাহাদের সম্বন্ধে কি প্রমাণ স্থিরীকৃত।

হাদিছটীর সার অর্থ এই যে, নবী (ছাঃ) শরিয়ত আনয়ন করিয়াছেন, মোজেজা দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় উহা অকাট্য দলীল স্বরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য লোকেরা দুনিয়াতে যে আমল করিতে সাধ্যসাধনা করিতেছে, ইহা কি

তাহাদের অদৃষ্টের রোজে মিছাকে নিৰ্দ্ধারিত ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে? অথবা পূর্ব্বে তাহাদের জন্য কিছু নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। তাহারা ভবিষ্যতে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে নবীর আদেশ নিষেধ মান্য করিয়া চলিতেছে, বা অমান্য করিতেছে? হজরত বলিলেন, শেষ কথা নহে, বরং তৎসমস্ত পূর্ব্ব হইতে লিখিত ও নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। ইহার প্রমাণ কোরআনের এই আয়ত ; — আল্লাহ্ মানুষকে সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন করিয়া পয়দা করিয়াছেন, ইহাতে সে ভাল মন্দ বুঝিতে ও শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আল্লাহ্ তাহাকে পয়দা করিয়া তাহার মধ্যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপু দিয়াছেন, ইহাতে সেই রিপু প্রাকৃতিক ভাবে পাপ কার্য্যের দিকে ধাবিত হয়, তাহার মধ্যে নফছে-শয়তান দিয়াছেন, ইহাতে সেপাপের দিকে প্ররোচিত করিয়া থাকে। আরও তাহার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করা হইয়াছে, এই জ্ঞান তাহাকে সৎকার্য্যের জন্য উৎসাহিত করে এবং তাহার জন্য শরিয়তের দলীল প্রেরণ করা হইয়াছে, এই দলীল তাহাকে সৎকার্য্য করিতে তাকিদ করিতেছে। যদি আল্লাহ্ তাহার মধ্যে রিপু ও জ্ঞান প্রদান না করিতেন, তবে সে পাথরের তুল্য হইত, এই সমস্ত খোদার সৃষ্টি ও তকদির অনুসারে হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, কাজা ও কদর একই বিষয়, কিম্বা অন্ততঃ আভিধানিক অর্থে একই বিষয়। নেহায়া কেতাবে আছে, কদরের অর্থ খোদার নির্দ্ধারিত তকদীর, কাজার অর্থ সৃষ্টি করা, কোরআনে আছে ;—

فقضاهن سبع سموات

"তৎপরে আল্লাহ্ উহাকে সাত আছমান করিয়া পয়দা করিলেন।"

কদর ভিত্তি স্বরূপ, কাজা অট্টালিকা স্বরূপ। কতক আলেম বলিয়াছেন, কদর পরিমাণ করিতে উদ্যত ব্যক্তি, কাজা পরিমাণ করা।

কোন পীর বোজর্গ বলিয়াছেন, কদর যেরূপ কোন চিত্রকর নিজের মনে একটী ছবি নির্দ্ধারিত করিল। কাজা যেরূপ চিত্রকর শীষা দ্বারা ছাত্রের জন্য উক্ত ছবিটী অঙ্কিত করিল। শাগেরদ শিক্ষকের নক্শার উপর তাহার অঙ্কিত নক্শার উপর রং লাগাইয়া দিল, ইহাকে কছব ও এখতিয়ার (ক্ষমতা) বলা হয়। শাগেরদ নিজের ক্ষমতা সত্ত্বেও ওস্তাজের নক্শার বাহিরে যায় না। এইরূপ বান্দা নিজ

ক্ষমতাকে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজা ও কদরের বাহিরে যাইতে পারেনা। মৌলবি আবদুল জলিল সাহেব কলিকাতা মাদ্রাছার মোদার্রেছ মাওলানা ছায়াদত হোছেন সাহেব কর্ত্তৃক এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছিলেন, এস্থলে উহা উল্লেখ করা শ্রেয় মনে করিতেছি। আবদুল্লাহর একটী গরু দৈনিক কাছারির দক্ষিণ দিক, দিয়া দক্ষিণ মাঠে ঘাস খাইতে যায় আর তাহার একটী ছাগল দৈনিক কাছারির উত্তর দিক দিয়া উত্তর মাঠে ঘাস খাইতে যায়। আবদুল্লাহ উক্ত পশুদ্বয়ের স্বভাবের অবস্থা জানিয়া একখানা বহিতে লিখিয়া রাখিল, আমার গরু কাছারির দক্ষিণ দিক দিয়া দক্ষিণ মাঠে ঘাস খাইতে যাইবে। আর আমার ছাগল কাছারির উত্তর দিক্ দিয়া উত্তর মাঠে ঘাস খাইতে যাইবে। এই লেখাটী তকদীর হইল, এই লেখার জন্য কি সেই গরু কিম্বা ছাগলটী বাধ্য হইয়া দক্ষিণ কিম্বা উত্তর মাঠে যাইতেছে? উত্তর হইবে — না। তাহারা নিজের ইচ্ছায় যাইতেছে।

আল্লাহ্তায়ালা ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে, তাহা তিনি জানেন, তিনি জানেন যে, আবদুল্লাহ্কে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সহ দুনিয়াতে পাঠাইলে, দোজখের কার্য্য করিবে, কিম্বা বেহেশতের কার্য্য করিবে, ইহা জানিয়া তিনি লওহো-মহফুজে 'কলম' কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সে নিজে স্বেচ্ছায় যাহা করিবে, তাহাই লওহো-মহফুজে লিখিত হইয়াছে, কাজেই লওহো-মহফুজে লিখিত বিষয়ের ব্যতিক্রম কি করিয়া হইবে?

যদি কেহ বলেন, কেন আল্লাহ্ দোজখের যোগ্য লোকদিগকে পয়দা করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, সূত্রধর কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া কতকের দ্বারা বাক্স কতকের দ্বারা চেয়ার, কতকের দ্বারা টেবিল, কতকের দ্বারা দরওয়াজা, কতকরে দ্বারা জানালা, কতকের দ্বারা, খড়ম প্রস্তুত করিল, ইহাতে কাষ্ঠগুলির কিছু বলার অধিকার কি আছে?

রাজমিস্ত্রী কতক ইষ্টক দ্বারা অট্টালিকার ভিত্তি, কতক ইষ্টক দ্বারা দেওয়াল কতক দ্বারা ছাদ, কতক দ্বারা কারনিশ, কতক দ্বারা সিড়ি ধাপ, কতক দ্বারা রন্ধনশালা, কতক দ্বারা পায়খানাও কতক দ্বারা পুষ্করিণীর ঘাট প্রস্তুত করিল, ইহাতে কিল ইষ্টকগুলির আপত্তি করার কোন অধিকার আছে?

তিনি يفعل ما يشاء ، فعال لما يريد তাহার কার্য্যে কাহারও আপত্তি

করার কোন অধিকার নাই। — আঃ, ১/১০১, মেঃ, ১/১৩২/১৩৩।

এমরান, হোছাএনের পুত্র, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবুনোজাএম, খোজায়া বংশধর, তিনি ও আবুহোরায়রা সপ্তম হিজরীতে খয়বর যুদ্ধের দিবস মুছলমান হইয়াছিলেন, তিনি ফাজেল ফকিহ ছাহাবা ছিলেন, বাসরার বাসেন্দা হইয়াছিলেন, তথাকার কাজি ছিলেন, আবদুল্লাহ বেনে আমের তাঁহাকে কিছু দিবসের জন্য কাজি বানাইয়া ছিলেন, তৎপরে তিনি ইস্তেফা দাখিল করেন, ইহাতে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। তিনি ৫২ হিজরীতে তথায় এন্তেকাল করেন। হাছান বাসারি বলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ছওয়ার বাসরাতে আগমন করেন নাই। তিনি নবী (ছাঃ) এর সহিত বহু যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। হজরত ওমর তাঁহাকে বাসরাতে পাঠাইয়াছিলেন যেন তথাকার লোকেরা তাঁহা কর্তৃক এলম শিক্ষা করিতে পারেন। তিনি মকবুলে বারগাহ (বাক্সিদ্ধ) ছিলেন। তাহার মস্তকের কেশ ও দাড়ী সাদা হইয়া গিয়াছিল। বাসরাতে তাহার সন্তান সন্ততি ছিল। তিনি বলেন, ফেরেশ্‌তা আমাকে ছালাম করিতেন, যখন আমি শরীরে অগ্নি দ্বারা দাগ দিতে লাগিলাম, তখন ফেরেশ্‌তাগণ বিদায় লইয়া গেলেন। তিনি উহা ত্যাগ করিলে পুনরায় ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাকে ছালাম দিতে থাকেন। তিনি স্বচক্ষে ফেরেশ্‌তাগণকে দেখিতেন। তিনি ৩০ বৎসর পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা হোছাএন মুছলমান হইয়া ছিলেন, তেরমেজিতে আছে, হজরত হোছাএনকে বলিলেন, তুমি কয়টী প্রতিমার পূজা করিয়া থাক? তিনি বলিলেন, ৭ টী, ছয়টী জমিনের একটী আসমানের। হজরত বলিলেন, তুমি আগ্রহ ও ভয় সহকারে কোন্‌টীর পূজা করিয়া থাক? তিনি বলিলেন, আসমানের খোদাকে, হজরত বলিলেন, হে হোছাএন, যদি তুমি মুছলমান হও, তবে আমি তোমাকে এরূপ দুইটী কলেমা শিক্ষা দিব যদ্দ্বারা তুমি উপকৃত হইতে পারিবে। যখন তিনি মুছলমান হন, বলিলেন, হে রাছুল! আপনি যে দুইটী কলেমার ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। হজরত বলিলেন,—

اللهم الهمنى رشدى و اعذنى من شر نفسى

"আল্লাহুম্মা আলহেমনি রোশদী অ-এজ্‌নি মেন শার্রে নাফছি।" — হঃ

তা, ২/৩৫/৩৬, আঃ, ১/১০১, মেঃ, ১/১৩২

১০) আবুহোরায়রার উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা নিশ্চয় আমি যুবক, আর আমি নিজের উপর ব্যভিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি, অথচ আমি এরূপ বস্তু প্রাপ্ত হই না — যদ্দারা আমি স্ত্রী লোকদিগের সহিত বিবাহ করি, যেন তিনি তাঁহার খাসি হওয়া সম্বন্ধে অনুমতি চাহিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ইহাতে হজরত আমার কথার জওয়াব হইতে মৌনাবলম্বন করিলেন, তৎপরে আমি ঐরূপ কথা বলিলাম, ইহাতে তিনি আমার কথার উত্তর দিলেন না। তৎপরে আমি উক্ত প্রকার কথা বলিলাম, ইহাতে তিনি আমাসম্বন্ধে নিরুত্তর রহিলেন। তৎপরে আমি ঐরূপ বলিলাম, ইহাতে নবী (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুহোরায়রা, তোমার সম্বন্ধে যাহা সংঘটিত হইবে, তাহা অদৃষ্টলিপি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এক্ষণে ইহা জানা সত্ত্বেও তুমি খাসি হও, কিম্বা ত্যাগ কর। বোখারি।

টীকা

হজরত আবুহোরায়রা (রাঃ) দরিদ্র ছিলেন, তিনি টাকা কড়ি ব্যয় করিয়া স্ত্রী লোকের সহিত নেকাহ করিতে এবং তাহার ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম ছিলেন, অথচ তাঁহার পূর্ণ যৌবন কাল ছিল এবং কামশক্তি প্রবল ছিল, ভয় ছিল, হয়ত ব্যভিচার কিম্বা ব্যভিচারের ভূমিকাতে সংলিপ্ত হইয়া পড়েন, এই জন্য তিনি হজরতের নিকট নিজের অণ্ডকোষদ্বয় কর্ত্তন করিতে কিম্বা বিচিদ্বয় বাহির করিয়া ফেলিতে অনুমতি অথবা লিঙ্গটী কাটিয়া ফেলিতে চাহিলেন, তিনি তিনবার এইরূপ বলিলেন, কিন্তু হজরত কোনই উত্তর দেন নাই, চতুর্থবার হজরত বলিলেন, তুমি যাহা কিছু করিবা তাহা লওহো-মহফুজে 'কলম' কর্ত্তৃক রোজে-মিছাকে লিপিবদ্ধ করা হইয়া গিয়াছে, কলম দ্বারা লেখা শেষ হইলে, উহার কালি শুষ্ক হইয়া যায়, এইহেতু হজরত বলিয়াছেন, তুমি যাহা করিবা, কিম্বা বলিবা, অথবা তোমার উপর সংঘটিত হইবে, সে সম্বন্ধে কলম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কলম লিখিয়া শেষ করিয়াছে, এক্ষণে তুমি খাসি হও, আর নাই হও, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, এস্থলে খাসি হইতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই, বরং বলা হইতেছে, যাহা ঘটিবার তাহা যখন লিখিত হইয়াছে, তখন অকারণে অঙ্গচ্ছেদ করাতে কি ফল হইবে?

আবদুল্লাহ বেনে-তাহের 'হোছেন বেনে ফজল' কে ডাকিয়া বলিলেন, নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যাহা কিছু ভবিষ্যতে ঘটিবে সমস্তই আদিকালে 'কলম' দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আবার ছুরা রহমানে আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক দিবস নূতন নূতন কার্য্য সৃষ্টি করেন। এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আয়তের অর্থ এই যে, দৈনিক তিনি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন, ইহার এইরূপ অর্থ নহে যে, দৈনিক বিষয়গুলি নির্দ্ধারিত করেন ইহাতে আবদুল্লাহ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন করিলেন। নবী (ছাঃ) এই আয়ত তেলায়ত করিলে, ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, দৈনিক আল্লাহ্‌তায়ালার কি কার্য্য? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তিনি দৈনিক গোনাহ্ মাফ করেন, দুঃখ নিবারণ করেন, এক সম্প্রদায়কে উন্নত করেন এবং অন্য সম্প্রদায়কে অবনত করেন।

এবনো-ওয়ায়না বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট জামানা দুই দিবসে বিভক্ত, প্রথম দিবস এই দুনিয়ার জামানা ইহাতে খোদার কার্য্য আদেশ, নিষেধ, জীবন দান করা, মারিয়া ফেলা, দান করা, দান না করা। দ্বিতীয় দিবস কেয়ামতের দিবস, ইহাতে খোদার কার্য্য প্রতিফল দেওয়া ও হিসাব লওয়া।

কোন বাদশাহ নিজের উজিরকে এই আয়তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া এক দিবস সময় দিলেন, তিনি চিন্তাযুক্ত অবস্থাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার কালবর্ণের গোলামটী বলিল, হে আমার প্রভু, আপনি কি বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন, হয়ত আল্লাহ্ আমা কর্ত্তৃক উহা সহজ করিয়া দিবেন। তিনি তাহার নিকট উহার পরিচয় দিলে, সে বলিল, আমি বাদশার নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিব। উজির বাদশাহকে এই সংবাদ অবগত করাইয়া দিলেন। গোলাম বলিল, হে বাদশাহ, আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্য এই যে, তিনি দিবসের মধ্যে রাত্রিকে দাখিল করেন এবং রাত্রির মধ্যে দিবস কে প্রবেশ করাইয়া থাকেন, মৃত বস্তু হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং জীবিত বস্তু হইতে মৃতকে বাহির করেন। পীড়িতকে সুস্থ করেন, সুস্থকে পীড়িত করেন, বিপদ মুক্তকে বিপন্ন করেন, বিপন্নকে বিপদমুক্ত করেন, অবনতকে উন্নত করেন, উন্নতকে অবনত করেন। ধনবানকে দরিদ্র করেন, দরিদ্রকে ধনবান করেন। আমির বলিলেন, তুমি উৎকৃষ্ট জওয়াব দিয়াছ। আর উজিরকে আদেশ করিলেন, উজিরি পোষাকটী তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হউক,

ইহাতে গোলাম বলিল, হে আমার প্রভু ইহাও আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্য। — আঃ,১/১০১/১-২, মেঃ, ১/১৩১, তফছিরে-মাদারেক, ২/৩৯২।

বাবু গিরিশ চন্দ্র সেন ইহার শেষাংশের অনুবাদ সর্ম্পূনরূপে করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, পরে তাহার উপর অঙ্গচ্ছেদ। এস্থলে এইরূপ হইবে, কাজেই তুমি ইহা সত্ত্বেও খাসি হও, কিম্বা (উহা) ত্যাগ কর।

১১) আবদুল্লাহ বেনে আমরের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় সমস্ত আদম সন্তানের অন্তর দয়াময় খোদাতায়ালার ছেফাতগুলির মধ্য হইতে দুইটী ছেফাতের মধ্যে একটী অন্তরের ন্যায় তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকেন। তৎপরে নবী (ছাঃ) বলিলেন, হে খোদা অন্তরসমূহের পরিচালক, আমাদের অন্তরগুলিকে তোমার এবাদত কার্য্যে পরিচালিত কর। — মোছলেম।

টীকা

এমাম কামালুদ্দিন-বেনে হোমাম "মোছামারা" কেতাবের ৩৩-৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

কোরান ও হাদিছের যে শব্দগুলির স্পষ্ট মর্ম্মে খোদার 'জেছম' (সাকার) হওয়া বুঝা যায়, তৎসমস্তের উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে, যথা اصبع এছবা, قدم "কদম' ও 'ইয়াদ' শব্দ, কেননা ইয়াদ, এছবা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাত, উহার অর্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নহে বরং এইরূপ অর্থ হইবে —যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষে উপযুক্ত। আল্লাহ্ পাক উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ। কতক স্থলে (প্রয়োজন মতে) 'ইয়াদ' ও 'এছবা" শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও পরাক্রমে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, ইহার কারণ উল্লেখ করিয়াছি, উহা এই যে, যেন সাধারণ লোকেরা উহার অর্থ 'জেছম' (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) বুঝিতে না পারে।

উক্ত শব্দদ্বয়ের উক্ত প্রকার মর্ম্ম হওয়া সম্ভব হইলেও উহা নিশ্চিত মর্ম্ম হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিবে না, বিশেষতঃ আমাদের (মাতুরিয়া) সম্প্রদায়ের মত অনুযায়ী উক্ত শব্দগুলি মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত।"

কামাল-এবনে আবিশরিফ উহা টীকাতে ৩৫/৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

" মোতাশাবেহাত আয়ত ও হাদিছগুলি সম্বন্ধে বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে, এমামোল-হারামাএন এরশাদ কেতাবে উক্ত প্রকার শব্দগুলির মর্ম্ম নির্ণয় করার পন্থা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি 'নেজামিয়া' কেতাবে এইরূপ শব্দগুলির মর্ম্ম খোদার এলমের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। শেখ এজ্জদ্দিন বেনে-ছালাম কোন কোন ফাতাওয়াতে লিখিয়াছেন, যদি আরবদিগের ব্যবহৃত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে তৎসমুদয়ের মর্ম্ম নির্ণয় করা উভয় মতের মধ্যে সমধিক সত্য।

এবনো-দকিকোল ইদ বলিয়াছেন, যদি উপরোক্ত প্রকার শব্দের গৃহীত অর্থ নিকট নিকট ও আরবদিগের ব্যবহৃত অর্থ হয়, তবে অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। নচেৎ উহার মর্ম্ম খোদার উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। আমার শিক্ষক (এবনো-হোমাম) বলিয়াছেন, যদি সাধারণ লোকদিগের মতিভ্রম ঘটিবার আশঙ্কা হয়, তবে অর্থ নির্ণয় করা জায়েজ হইবে, নচেৎ উহা জায়েজ হইবে না।

উহার টীকা ৩৫ পৃষ্ঠা ;—

হাদিছটীর অর্থ এই যে, বান্দাগণের অন্তর খোদাতায়ালার ক্ষমতার নিকট সামান্য বস্তু, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকেন, যেরূপ তাহার বান্দাগণের মধ্যে একজন সামান্য বস্তুকে তাহার অঙ্গুলিগুলির দুই অঙ্গুলীর মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকে। এমাম রাজি 'আছাছোত্তকদিছ' কেতাবের ১৬৬/১৬৭। পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اصبع 'এছবা' শব্দের অর্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (অঙ্গুলী) নহে, ইহা কয়েক প্রকারে বুঝা যায়।

উহার ছহিহ মর্ম্ম এই যে, যে বস্তুটী মনুষ্য নিজের অঙ্গুলীর দ্বারা ধরিয়া থাকে, উহা তাহার ক্ষমতাধীন হয় এবং অবাধে সহজ ভাবে উহা ঘুরাইয়তে ফিরাইতে পারে। যখন অঙ্গুলী এই শক্তি ও ক্ষমতার উপকরণ হইল, তখন উক্তশব্দ পূর্ণ ক্ষমতা স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে।

এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আছমা অচ্ছেফাত' এর ২৪৯ পৃষ্ঠায় উহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

"বান্দাগণের মন খোদার ক্ষমতা ও রাজত্বের মধ্যে আছে।"

এমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবের ১/৮০ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন ;—

اصبعين শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও পরাক্রম, হাদিছের অর্থ এই ইমানদারের অন্তর দয়াময় আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা ও পরাক্রমে অধীনে আছে।"

উক্ত এমাম গাজ্জালী 'ফায়ছালোত্তাক্‌ওয়া' কেতাবের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- "মনুয্যের অন্তর ফেরেশতার উপদেশ (এলহাম) ও শয়তানের কুমন্ত্রনার মধ্যে আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা এতদুভয় দ্বারা অন্তর সমূহকে পরিবর্ত্তন করাইয়া থাকেন, এইহেতু উক্ত শক্তিদ্বয়কে اصبعين দুইটী 'এছবা' বলিয়া ইশারা করিয়াছেন।"

মোল্লা আলি কারি মেশকাতের ১/১৩৪ পৃষ্ঠায় উহার ব্যাখ্যায়

লিখিয়াছেন ;—

"মাজাজি অর্থে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর اصبع 'এছবা' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতার নিকট অন্তরগুলি পবিবর্ত্তন করা অতি সহজ, আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দাগণের অন্তরে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা করেন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন, কোন বিষয় ইহার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে পারেনা, উহার অর্থ বান্দাগণের অন্তর আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা অধীনে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, দুইটী এছবা বলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার 'জালাল' جلال ও 'একরাম' اكرام এই দুই ছেফাত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, জালাল ছেফাতের জন্য তাহার অন্তরে অসৎকার্য্যের প্রেরণা জন্মিয়া থাকে এবং 'একরাম' ছেফাতের জন্য তাহার অন্তরে সৎকার্য্যের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, দুইটী 'এছবা'র অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও গজবের লক্ষণ। রহমতের লক্ষণের জন্য তাহার মন গোনাহ হইতে এবাদতের দিকে ও গজবের লক্ষণের জন্য তাহার মন এবাদত হইতে গোনাহ্‌র দিকে পরিবর্ত্তিত হয়।

তোমাদের একজন যেরূপ একটী বিষয় করিতে সক্ষম হয়, আল্লাহ্ একেবারে সমস্ত বিষয় করিতে সক্ষম হন, একটী বিষয় অন্য বিষয়ের বাধা জন্মাইতে পারে না।

ইহাতে বুঝা যায় যে, গিরীশ বাবু যে উহার অর্থে খোদার দুইটী অঙ্গুলী লিখিয়াছেন, এই অনুবাদ ভ্রমাত্মক।

১২) আবুহোরয়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন সন্তান নাই যে, দীন ও ইমানের উপর সৃজিত হয় না, তৎপরে তাহার পিতা মাতা তাহাকে য়িহুদী বানাইয়া থাকে, খ্রীষ্টান বানাইয়া থাকে, কিম্বা অগ্নি-উপাসক (পারশিক) বানাইয়া থাকে, যেরূপ চতুষ্পদ পশু পূর্ণ অবিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারি শাবক প্রসব করিয়া থাকে, তোমরা কি তাহাদের মধ্যে কান কাটা টের পাইয়া থাক।

তৎপরে আবুহোরায়রা বলিতেন, (তোমরা ইচ্ছা করিলে পড়িতে পার) — আয়ত ; (তোমরা সুদৃঢ় ভাবে ধারণ কর) আল্লাহ্‌র দীনকে যাহার উপর তিনি লোকদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টির পরিবর্ত্তন করা হয় না। এই তওহিদ সরল সত্য পথ। — বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

আল্লাহ্‌তায়ালা আদিকালে (মিছাকের দিবস) রুহদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তদুত্তরে সমস্ত আত্মা বলিয়াছিল, হ্যাঁ। যখন কোন শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই 'দীন', ইমান ও তওহিদের উপর ভূমিষ্ঠ হয়,

সন্তান পয়দা হওয়ার পরে তাহার মধ্যে প্রকৃতির বিধান মতে হেদাএত, দীন ওইমান গ্রহণ করার শক্তি ও যোগ্যতা থাকে, যদি এই শক্তি ও যোগ্যতার উপর তাহাকে ত্যাগ করা হইত, তবে সে সর্ব্বদা হেদাএত ও দীনের উপর স্থায়ী থাকিত এবং উহা ত্যাগ করতঃ বিপথে কুপথে ধাবিত হইত না; কেননা সমস্তের অন্তরের দীন ও ইমানের সৌন্দর্য্য নিহিত হইয়া আছে, যদি মানবীয় আপদ বিপদ ও অন্যের অন্ধ অনুকরণ না হইত, তবে উহা হইতে পরান্মুখ হইত না। পরে পিতা মাতার সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে সেই সমস্ত য়িহুদী, খ্রীষ্টান, পারশিক ইত্যাদি হইয়া পড়ে। যেরূপ চুতষ্পদ পশু সুস্থ ও পূর্ণ অঙ্গের শাবক প্রসব করে, তন্মধ্যে কোন শাবক কান কাটা অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু পরে লোকেরা উহাদের কান কাটিয়া দিয়া থাকে। হজরত আবু হোরায়রার এই হাদিছের প্রমাণ কোরআনের আয়ত হইতে পেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা লোকদিগকে তওহিদ ও দীনের উপর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, (তোমরা উক্ত দীনের উপর স্থির প্রতিজ্ঞ থাক)। এই

সৃষ্টিতে তারতম্য নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইমান দুই প্রকার — প্রথম প্রকৃতি নিহিত ইমান যাহা রোজ আজল হইতে তাহার মধ্যে দেদিপ্যমান রহিয়াছে, দ্বিতীয় শরয়িইমান যাহা স্বেচ্ছায় লাভ করা হয়, যদি শরয়িইমান না থাকে, তবে কেবল প্রকৃতি নিহিত ইমানে ফলোদয় হইবে না, এই হেতু হজরত বলিয়াছেন, পিতা মাতা শিক্ষার দোষে সন্তানেরা বিপদগামি হইয়া থাকে। — এই প্রকৃতি নিহিত তওহিদ ও ইমানকে সরল সত্য দীন বলা হইয়াছে, কাইয়েম শব্দের অর্থ এরূপ সোজা যে, উহাতে কোন প্রকার বক্রতা নাই, ও তা'তিল, তশবিহ, জবর ও কদর নাই। তা'তিল تعطيل শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার কতকগুলি মোতাশাবেহাত ছেফাতকে অস্বীকার করা, তাশবিহ تشبيه শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার মানবীয় ভাবাপন্ন ও আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারি হওয়ার মত অবলম্বন করা। জবর جبر শব্দের অর্থ মানুষকে একেবারে অক্ষম ধারণা করা। কদর قدر শব্দের অর্থ মানুষকে সর্ব্বশক্তিমান ধারণা করা । এই চারি প্রকার ভ্রান্তিমূলক মত, এই চারি প্রকার কুমত যাহার মধ্যে নাই, উহা সত্য সরল পথ হইবে। — মেঃ, ১৩৬।

১৩) আবু মুছার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পাঁচটী কথার উপদেশ শুনাইলেন — ১) তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ নিদ্রাভিভূত হন না।

২) তাঁহার পক্ষে নিদ্রিত হওয়া উপযুক্ত (সম্ভব) নহে।

৩) তিনি পাল্লাকে অবনত করেন এবং উন্নত করেন।

৪) রাত্রির আমল দিবসের আমলের পূর্ব্বে এবং দিবসের আমল রাত্রির আমলের পূর্ব্বে তাঁহার ভান্ডারে উত্থাপন করা হয়।

৫) তাঁহার অন্তরাল, নুর, যদি তিনি উক্ত অন্তরাল দূরীভূত করিয়া দিতেন, তবে তাঁহার জালালের নূর উক্ত বস্তুকে দূরীভূত করিয়া দিত যাহার চক্ষু তাহার দিকে উপস্থিত হইত, উক্ত বস্তুর অর্থ তাঁহার সমস্ত সৃষ্টি। — মোছলেম।

টীকা

হজরত দাঁড়াইয়া পাঁচটী কথা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, প্রথম এই যে,

আল্লাহ্তায়ালার নিদ্রা নাই। কোরআন শরিফে আছে, আল্লাহ্তায়ালার তন্দ্রা ও নিদ্রা আসিতে পারে না।

দ্বিতীয় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে নিদ্রা আসা সম্ভব নহে, কেননা, নিদ্রা মৃত্যুর তুল্য, আরও নিদ্রা শক্তিগুলির বিশ্রামের জন্য হইয়া থাকে, আল্লাহ্তায়ালা ইহা হইতে পবিত্র।

তৃতীয় রুজি সঙ্কীর্ণ করিয়া থাকেন এবং বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, قط শব্দের অর্থ উপজীবিকা, কেননা উহা প্রত্যেক সৃষ্টির নির্দ্ধারিত অংশ। তুরপুস্তি বলিয়াছেন, ইহা কতকের গৃহিত অর্থ। আর কেহ কেহ বলেন, قط শব্দের অর্থ ওজনের পাল্লা, কেননা ইহা দ্বারা অংশকে সমান ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, এই অর্থই শ্রেয়, কেননা আবুহোরায়রার রেওয়াএতে আছে, আল্লাহ পাল্লাকেত উন্নত ও অবনত করেন। পাল্লার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার দরবার হইতে বান্দাগণের যে রুজি নাজেল হয় কিম্বা তাহাদের যে আমলগুনি তাঁহার দরবারে সমুত্থিত হয়, সেই রুওিজ আমল যে পাল্লাতে ওজন করা হয়, সেই পাল্লা অর্থ হইবে। মূল অর্থ এই— আল্লাহ্তায়ালা গোনাহ্র জন্য রুজি হ্রাস করিয়া দিয়া তাহাকে অবনত করেন এবং কখন রুজি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ও তওবার তওফিক দিয়া তাহাকে উন্নত করেন।

চতুর্থ বান্দাগণ রাত্রিকালে যে আমল করিয়া থাকেন, উহা দিবসের আমল শুরু করার পূর্ব্বেই সাত আছমানের উপর উহার সংগৃহীত স্থলে ফেরেশ্তাগণ উত্থাপন করিয়া থাকেন, এইরূপ তাহারা দিবসে যে আমল করিয়া থাকেন, তাহা ফেরেশ্তাগণ রাত্রির আমল শুরু করার পূর্ব্বে উল্লিখিত স্থলে উত্থাপন করিয়া থাকেন। এবনে-হাজার বলিয়াছেন, ফেরেশ্তাগণ দিবা ভাগে আমলগুলি আছরের নামাজের পরে ও রাত্রির আমলগুলি ফজরের নামাজের পরে লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাত সহস্র বৎসরের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া থাকেন, কেননা রেওয়াএত করা হইয়াছে, জমি ও আছমানের মধ্যে৫ শত বৎসরের পথ ব্যবধান, এক আছমান হইতে অন্য আছমান ঐ পরিমাণ পথ ব্যবধান, প্রত্যেক আছমান ঐ পরিমাণ পথ পুরু। ইহাতে ফেরেশ্তাগণের দ্রুত গমনের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ;—

রাত্রির আমলগুলি দিবসের আমলগুলির উত্থাপন করার পূর্ব্বেই এবং দিবসের আমলগুলি রাত্রের আমল উত্থাপন করার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হয়। এই আমলগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্থাপন করার পরে কেয়ামতে প্রতিফল দেওয়া কালতক আয়ত্ব ও সুরক্ষিত করিয়া রাখা হয়, কিম্বা যদিও আল্লাহ্‌তায়ালা এতৎসম্বন্ধে অবগত আছেন, তবু তাঁহার দরবারে উপস্থিত করা হয়, যেন তিনি অনুষ্ঠানকারির কৃতকার্য্যের নির্দ্ধারিত প্রতিফল প্রদান করিতে ফেরেশ্‌তাগণের উপর হুকুম করিতে পারেন।

কেহ কেহ বলেন, আমল উত্থাপন করার অর্থ — আল্লাহ্‌তায়ালা ইমানদারগণের আমলগুলি কবুল করিয়া লন, ইহাতে আমলগুলির অতিসত্বর কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পঞ্চম আল্লাহ্‌তায়ালাকে দুনিয়াতে দর্শন করা সম্ভব নহে, যেহেতু নুর অন্তরাল হইয়া আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা ঐ নুরগুলির উপর ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যে নূরগুলি ফেরেশ্‌তাগণ দেখিলে, তছবিহ ও তহলিল পড়িয়া থাকেন। যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জালাল ও গৌরবের জন্য ভীত হইয়া থাকেন। এই নূরগুলি যে পর্দ্দা ও অন্তরাল স্বরূপ হইয়া আছে, ইহা পার্থিব পর্দ্দার বিপরীত, কেননা পার্থিব আলোকে লোকে দেখিতে পায়, আর খোদার জালাল ও গৌরবের নূরগুলির জন্য মানুষেরা খোদাকে দেখিতে পায় না। যদি উক্ত অন্তরালটী তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ছেফাতের হকিকতগুলির ও জাতের মহিমার তাজাল্লি হয়, তবে সমস্ত সৃষ্টি দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে।

দর্শক ও দৃশ্য বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্তরালকে হেজাব (পর্দ্দা) বলা হয়, উহা চক্ষুকে প্রকৃত দর্শন হইতে বাধা দিয়া থাকে, ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে খোদার দর্শন লাভ অসম্ভব, কিম্বা দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহার জাতের স্বরূপ পূর্ণভাবে আয়ত্ব করা সম্ভব নহে। এই দুনিয়াতে এইরূপ পর্দ্দা সর্ব্বদা স্থায়ী থাকিবে, কিন্তু আখেরাতে যখন ইমানদারেরা মানবীয় কলুষ রাশি হইতে পরিষ্কৃত হইবেন, তখন পর্দ্দা দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং তাহারা খোদাকে দেখিতে পাইবেন। যেরূপ আয়তল-কুরছিকে সৈয়দ-আয়াত বলা হয় সেইরূপ এই হাদিছটীকে সৈয়দল-আহাদিছ বলা হয়। — মেঃ, ১/১৩৬/১৩৮।

১৪) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালার দানের ভাণ্ডার পূর্ণরাত্র দিবার অবিরত ধারে বর্ষনরূপ দান উহা হ্রাস করিতে পারে না। তোমরা ত জান যে, আল্লাহ্ যত দিবস আছমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন তত দিবস যাহা কিছু বিতরণ করিয়াছেন, উহা তাঁহার ভান্ডারস্থিত বস্তুগুলি হ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার আরশ পানীর উপর ছিল, তাঁহার আয়ত্বাধীনে পাল্লা রহিয়াছে, তিনিই (উহা) অবনত ও উন্নত করেন। — ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

মোছলেমের রেওয়াএতে আছে, يمين الله ملأي আল্লাহ্তায়ালার দান ও অনুগ্রহের ভান্ডার পূর্ণ। (আবদুল্লাহ) বেনে নোমাএর বলিয়াছেন,

ملأن سحاء لا يغيضها شي الليل و النهار

টীকা

তিনি বলিয়াছেন, يد الله ملأي ইহার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত বহু বিস্তৃত। মোজহের বলিয়াছেন, উহার অর্থ তাঁহার দানের ভান্ডার অফুরন্ত, যখন 'কোন' كن শব্দ বলিলে, যে কোন বস্তু অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার ভান্ডারে অভাব পরিলক্ষিত হইবে কেন? আবহমান কাল হইতে অবিরত ভাবে তিনি দান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভান্ডার কখন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

যদি نفقة ' سحاء الليل و النهار শব্দের বিশেষণ হয়, তবে উল্লিখিত প্রকার অনুবাদ হইবে। যদি উহা يد শব্দের বিশেষণ হয়, তবে এইরূপ অনুবাদ হইবে ; — আল্লাহ্তায়ালার দানের ভান্ডার পূর্ণ দান উহাকে হ্রাস করিতে পারে না, রাত্র দিবা অবিশ্রান্ত ভাবে উহা বর্ষণ (বিতরণ) হইতেছে, আল্লাহ্তায়ালার আয়ত্বধীনে ও অধিকারে আমল ও রুজির পাল্লা আছে, তিনি কখন রুজি হ্রাস করিয়া দেন, কখন বৃদ্ধি করিয়া দেন, এরূপ বান্দাগণের উত্থাপিত আমলগুলি কাহারও পক্ষে হ্রাস করিয়া ফেলেন, কাহারও পক্ষে বৃদ্ধি করিয়া দেন।

কেহ কেহ বলেন, অত্যাচার ও অত্যাচারিগণের আধিক্য বশতঃ ন্যায় বিচার হ্রাস করিয়া দেন, কখন সুবিচার ও ন্যায় বিচারগণের আধিক্য বশতঃ উহা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

মোছলেমের রেওয়াএতে يد الله শব্দদ্বয়ের পবিবর্ত্তে يمين الله শব্দদ্বয় আছে। উভয়ের একউ প্রকার অর্থ, ইহাতে ইঙ্গিত করা হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দানে বরকত আছে, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে উহা কবুল করে, অল্প হইলেও উহাতে বরকত দেওয়া হয়, এমন কি যাহা উপরোক্ত প্রকারের না হয় এইরূপ বহু দান অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

হাদিছে আছে; و كلتا يديه يمين , "আল্লাহ্‌তায়ালার অল্প বিস্তর উভয় প্রকার দান বরকত বিশিষ্ট।

আবদুল্লাহ বেনে নোমাএর ملأى শব্দের পরিবর্ত্তে ملآن শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা নাবাবী বলিয়াছে।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এবনো-নোমাএরের এই শব্দটী ভ্রান্তিমূলক ملأى শব্দটী ঠিক, যেরূপ অন্যান্য সমস্ত রেওয়াএতে আছে। তিবি বলিয়াছেন, যদি এই হেতু ملآن শব্দ বাতীল স্থির করা হয় যে, কোন রেওয়াএতে উহা নাই, তবে কোন আপত্তি নাই। আর যদি বলা হয় যে, يد শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক, কাজেই উহার ছেফাত (বিশেষণ) ملأى স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হওয়া উচিত, তবে ইহার উত্তর এই যে, يد শব্দের অর্থ দান ও অনুগ্রহ, ইহা পুংলিঙ্গ বাচক, এই হিসাবে উক্ত বিশেষণ ঠিক হইয়াছে।

মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, سحاء لا يغيضها شيء الليل و النهار এ এবারত ঠিক নহে (অর্থাৎ لا يغيضها سحاء الليل و النهار উচিত)।— মেঃ, ১/১৩৮।

১৫) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মোশরেকদিগের সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহারা কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ সমধিক অভিজ্ঞ।— বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

ذراري বহু বচন, ইহার এক বচন ذرية জেন ও মনুষ্যদিগের বংশকে ذرية বলা হয়, তাহারা অপ্রাপ্ত বয়সের হউক, আর প্রাপ্ত বয়সের হউক। এস্থলে মোশরেকদিগের নাবালেগ সন্তান সন্ততি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাহারা বেহেশ্‌তী হইবে, কিম্বা দোজখী হইবে, হজরতের নিকট এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।

দুনইয়ার হিসাবে পিতা মাতার মধ্যে যিনি সমধিক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, সন্তান তাহার অনুসরণ কারি হইবে। এই হেতু হাদিছে আসিয়াছে, সন্তানগণ তাহাদের পিতৃগণের অন্তর্গত। আখেরাতের ছওয়াব ও আজাব হিসাবে তাহাদের অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার এলমের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

মোশরেকদিগের নাবালেগ সন্তান ও সন্ততিগণের পরিণাম সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহারা তাহাদের পিতা মাতার অনুসরণে দোজখে প্রবেশ করিবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মূল প্রকৃতি নিহিত (ফেৎরাতি) ইমানের জন্য তাহারা বেহেশ্‌তী হইবে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা বেহেশ্‌তীবাসিদের সেবক হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের সুখ ও দুঃখ কিছুই হইবে না। বেহেশ্‌ত ও দোজখের মধ্যে থাকিবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার এলমের উপর নির্ভর করে, যদি তাহারা বালেগ অবস্থায় জীবিত থাকিত, তবে কি তাহারা ইমান আনিত, কিম্বা কাফেরি করিত, ইহা আল্লাহ্ জানেন, এই হিসাবে তাহাদ্দিগকে বেহেশতে কিম্বা দোজখে দেওয়া হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিতে হইবে। মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, ইহাই সমধিক উৎকৃষ্ট মত, কেননা হজরত (ছাঃ) এসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করেন নাই, ইহাই অধিকাংশ ছুন্নত-অল-জামায়াত সম্প্রদায়ের মত। এবনো-মালেক মাছাবিহ কেতাবের টীকাতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও আরও আছে, তাহাদের বেহেশ্‌ত ও দোজখের মধ্যে থাকার কোন প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই। আরও আ'রাফবাসিগণের পরিণাম বেহেশ্‌ত হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, পরকালে তাহাদ্দিগকে পরীক্ষা

করা উদ্দেশ্যে দোজখে প্রবেশ করিতে আদেশ করা হইবে, যাহারা এই আদেশ পালন করিবে, তাহাদ্দিগকে বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে, আর যাহারা এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাদ্দিগকে দোজখে দাখিল করা হইবে।

এবনো-হাজার বলিয়াছেন, এসম্বন্ধে কোন অহি নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে হজরত এইরূপ বলিয়াছিলেন, কাজেই সমধিক ছহিহ মতে তাহারা বেহেশ্‌তী হইবে। মেঃ ১/১৩৮/১৩৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১) ওবাদা বেনে ছামেতের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার প্রথম বস্তু কলম, তৎপরে তিনি উহাকে বলিলেন, তুমি লিখ। কলম বলিল আমি কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি নির্দ্ধারিত বিষয় লিখ। তখন কলম যাহা হইয়াছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাহা হইবে তাহা লিখিয়া ফেলিল। তেরমিজি ইহা রেওয়াএত করিয়া বলিয়াছেন, এই হাদিছটী ছনদের হিসাবে গরিব।

টীকা

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রথম সৃজিত বস্তু কলম, কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কলম সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে হুকুম করিলেন, তুমি লিখ। এজহারে আছে, আরশ, পানি ও বায়ুর পরে প্রথমে আল্লাহ্ কলম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেননা হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্ আছমান ও জমি সকল সৃষ্টি করার ৫০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করাইছিলেন, তখন তাঁহার আরশ পানির উপর ছিল। মোছলেম এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন।

(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন কোরআন শরিফে আছে, আরশ পানির উপর ছিল, কিন্তু পানি কিসের উপর ছিল? তদুত্তরে তিনি

বলিয়াছিলেন, পানি বায়ুর উপর ছিল? বয়হকী ইহা রেওয়াএত করিয়াছিলেন।

আবহারি বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কতক বস্তুর হিসাবে কলম প্রথম সৃজিত বস্তু ইহাকে اولیت اضافیہ বলা হয়। সমস্ত বস্তুর প্রথম সৃজিত বস্তু নুরে-মোহাম্মদী, তিনি প্রকৃত প্রথম, ইহাকে اول حقیقی বলা হয়। আমি ইহা 'মওরেদ' কেতাবে বর্ণনা করিয়াছি।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন, যাহা কাজা ও কদরে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা লিখ।

কলম যাহা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ফেলিল, কেহ কেহ ইহার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) এর এই কথার পূর্ব্বে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে, কলম তাহা লিখিয়া ফেলিল। কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কলম সৃজিত হওয়ার পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা তাহা লিপিবদ্ধ করিল। আবহারি বলিয়াছেন, কলমের পূর্ব্বে আরশ, পানি, বায়ু আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ও ছেফাত ছিল। আরও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা সংঘটীত হইবে কলম তাহা তাহা লিপিবদ্ধ করিল।

আবহারি 'জয়নোল-আরাব' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ابد শব্দের অর্থ অনন্তকাল আর الی কোন নির্দ্দিষ্ট কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়, কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে ابد শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল, দীর্ঘ কালের অর্থ দুনিয়া পরিসমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত, কিম্বা সৎ লোকদিগের বেহেশ্‌তে প্রবেশ করা কাল তক ও অসৎ লোকদিগের দোজখে প্রবেশ করা কাল তক। ইহাতে বুঝা যায় যে, লওহো-মহফুজে উভয় জগতের কথা লিখিত নাই।

আমি দোর্রে-মনছুরে দেখিয়াছি, এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ প্রথমে কলম সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি লিখ, ইহাতে কলম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, নির্দ্ধারিত 'তকদীর' লিখ। তখন কলম সেই হইতে কেয়ামত হওয়া কাল পর্য্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে তাহা লিখিয়াছিল, তৎপরে লিখিত বিষয়গুলি জড়াইয়া রাখা হইল এবং কলম উঠাইয়া লওয়া হইল। বয়হকি প্রভৃতি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। হাকেম উহা রেওয়াএত করিয়া ছহিহ বলিয়াছেন।

আরও দোর্রোল-মনছুরে আবু হোরায়রা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রথমে কলম তৎপরে দোয়াত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন তুমি লিখ। কলম বলিয়াছিল, আমি কি লিখিব। আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন , যাহা কিছু হইয়াছে, এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত যে কোন বিষয় সংঘটিত হইবে — কার্য্য হউক, রুজি হউক, আর আয়ূ হউক লিখ। ইহাতে কলম যাহা হইয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা লিখিয়া ফেলিল। তৎপরে কলমের মুখের উপর সিল (মোহর) লাগাইয়া দেওয়া হইল, কলম আর কিছু বলিল না এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত কথা বলিবে না, হেকিম তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। কোন কোন রেওয়াএতে আছে, প্রথমে আল্লাহ্ আক্ল عقل সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কোন রেওয়াএতে আছে, প্রথমে আমার আত্মা-সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন রেওয়াএতে আছে, আল্লাহ্ প্রথমে আরশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রথম সমস্ত বস্তুর হিসাবে বলা হয় নাই, বরং তৎসমুদয়ের সমশ্রেণীদিগের হিসাবে বলা হইয়াছে, অন্যান্য কলমের পূর্ব্বে অদৃষ্ট লেখক কলমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আছমান, জমির পূর্ব্বে আরশকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অন্যান্য আত্মাগুলির পূর্ব্বে হজরতের আত্মাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই হাদিছটী অন্যান্য ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক রেওয়াএত করা হইয়াছে, কিন্তু এই হাদিছটী একজন সাহাবা বর্ণনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহাকে 'গরিব' বলা হইয়াছে। মেঃ ১/১৩৯/১৪০।

২) মোছলেম-বেনে-ইয়াছারের উক্তি ;—

ওমার বেনেল-খাত্তাব (রাঃ) নিম্নোক্ত আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন

و اذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم الآية

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানগণ — অর্থাৎ তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী স্থির করিয়ছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ।

ওমার বলিলেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে উক্ত আয়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে শুনিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি নিজের শক্তিতে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন, তৎপরে তাহা হইতে (তাঁহার) বংশধরগণকে বাহির করিয়া বলিলেন, আমি ইহাদিগকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা বেহেশ্‌ত বাসিদিগের কার্য্য করিতে থাকিবে। তৎপরে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পার্শ করিলেন, তৎপরে তাহা হইতে (তাঁহার) বংশধরগণকে বাহির করিয়া বলিলেন, আমি ইহাদিগকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা দোজখিদিগের কার্য্য করিতে থাকিবে। তৎশ্রবণে এক ব্যক্তি বলিলেন ইয়া-রাছুলে খোদা, (যদি ঘটনা এরূপ হয়) তবে কিসের জন্য আমল করা হইবে? ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে বেহেশ্‌তের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাহাকে বেহেশতবাসিদিগের কার্য্য করার ক্ষমতা প্রদান করেন, এমন কি সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তবাসিদিগের কার্য্য কলাপের মধ্য হইতে কোন কার্য্যের উপর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিয়া দেন। আর যখন আল্লাহ্ কোন বান্দাকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাহাকে দোজখবাসিদিগের কার্য্য করার ক্ষমতা প্রদান করেন, এমন কি সে ব্যক্তি দোজখবাসিদিগের কার্য্য কলাপ হইতে কোন কার্য্যের উপর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আল্লাহ্ তাহাকে দোজখের মধ্যে দাখিল করিয়া দেন। — মালেক, তেরমেজি ও আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এই হাদিছের রাবি মোছলেম ইয়াছারের পুত্র, জোহানি সম্প্রদায় ভুক্ত, ইনি তাবেয়ি সম্প্রদায় ভুক্ত, তেরমেজি ইহার হাদিছকে 'হাছান' বলিয়াছেন, কিন্তু ইনি হজরত ওমারের নিকট কোন হাদিছ শ্রবণ করেন নাই, গ্রন্থকার নিজেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

مسح ظهره بيمينه মোল্লা আলি কারি এস্থলে بيمينه শব্দের অর্থ "খোদার শক্তি দ্বারা" লিখিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ কোদরং ছেফাত দ্বারা আদমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, এস্থলে আল্লাহ্তায়ালা আদমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করার অর্থ তিনি আদেশ করেন, তাঁহার আদেশে যে ফেরেশতাগণ গর্ভাশয়ে সন্তানগণের রূপ গঠন করেন, সেই ফেরেশ্তাগণের মধ্যে কেহ নিজের হস্ত দ্বারা হজরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেন। যেরূপ কোরআনের এক স্থানে আছে, আল্লাহ্তায়ালা আত্মা সকল কবজ করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ফেরেশ্তাগণ আত্মা সকল কবজ করিয়া থাকেন, ইহা অন্য আয়তে আছে কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার অর্থ আল্লাহ্ আদমের ঔরষে যে বংশধরগণ আছে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, মো'তাজেলা নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, এই হাদিছটী উল্লিখিত (ছুরা আ'রাফের) আয়তটীর ব্যাখ্যা স্বরূপ স্থির করা জায়েজ হইতে পারে না, কেননা আয়তে আছে, আদম সন্তানদিগের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে বাহির করিলেন, পক্ষান্তরে এই হাদিছে আছে, আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার বংশধরগণকে বাহির করিলেন, কাজেই এই হাদিছ উক্ত আয়তের ব্যাখ্যাস্বরূপ হইবে কিরূপে? ছুন্নত-অল-জামায়াতের উত্তর এই যে, আদম সন্তানদিগের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে বাহির করিয়াছেন, কিন্তু তিনি হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন কিনা, ইহা আয়তে উল্লিখিত হয় নাই। পক্ষান্তরে হাদিছে আছে যে, আল্লাহ্ হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে উভয়টী গ্রহণ করা ওয়াজেব। আয়তের হিসাবে বলা হইবে যে, আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে বাহির করা হইয়াছিল। আর হাদিছের হিসাবে বলা হয় যে, হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার বংশধরগণকে বাহির করা হইয়াছিল।

এস্থলে দুই প্রকার ওয়াদা অঙ্গীকার আছে, প্রথম রোজে-আজলে আত্মাদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা, ইহাকে মিছকে-আজালিয়ে-মাকালি বলা হয়। আর দুনিয়াতে আল্লাহ্তায়ালার তওহিদ সংক্রান্ত দলীল প্রমাণ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে উহা জ্ঞাত হওয়ার ও অঙ্গীকার করার যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা সাক্ষী করার ও অঙ্গীকার করার স্থলাভিষিক্ত হইল, ইহাকে মিছাকে হালি এনজালি বলা হয়।

কতক সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, যেরূপ দুনিয়াতে ক্রমশঃ আদম সন্তানগনকে পয়দা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মিছাকে হালি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইরূপ রোজে আজলে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মিছাকে-কওলি গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথমটী লোকে বুদ্ধি বিবেক দ্বারা অবগত হইয়া থাকে, দ্বিতীয়টী নবীগণের কথা দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

এক্ষণে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে যে, কোন্ সময় এই অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছে? কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরত আদমের বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্ব্বে মক্কা ও তায়েফের মধ্য স্থলে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আরফার নিকটবর্ত্তী বাৎনে-নোমানে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বেহেশ্তের মধ্যে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বেহেশ্ত হইতে দুনিয়াতে নাজেল হওয়ার পরে হিন্দুস্থানে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) নবী (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা আরফার বাৎনে-নো'মান নামক স্থানে আদমের ঔরষ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরষ হইতে প্রত্যেক বংশধরকে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে পিপীলিকা রাশির তুল্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি মোকাবেলা ভাবে তাহাদের সহিত কথা বলিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী রহিলাম। ছইয়েদোছ-ছনদ 'এজহার' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ আদমের পৃষ্ঠ চিরিয়া উহা হইতে তাঁহার বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ আদমের মস্তকের ছিদ্রগুলি হইতে উক্ত বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন। সমধিক যুক্তিযুক্ত মত এই যে, পৃষ্ঠের লোমকূপগুলি হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়াছিলেন।— মেঃ, ১/১৪০/১৪১।

৩) আবদুল্লাহ্ বেনে আমরের উক্তি ;—

হজরত এমতাবস্থায় বাহির হইলেন যে, তাঁহার দুই হস্তে দুইখানা কেতাব ছিল। তৎপরে তিনি বলিলেন, এই দুইখানা কেতাব কি, তাহা তোমরা জান কি?

তাহারা বলিলেন, না, ইয়ারাছুলে-খোদা, কিন্তু যদি আপনি আমাদিগকে সংবাদ দেন, (তবে জানিতে পারিব)। তখন হজরত তাঁহার ডাহিন হস্তস্থিত কেতাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইহা জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একখানা কেতাব, ইহার মধ্যে বেহেশতবাসিদিগের নাম, তাহাদের পিতৃগণেরও সম্প্রদায়গুলির নাম সকল আছে, তৎপরে হজরত তাহাদের শেষ ভাগে সংক্ষিপ্ত সার ভাবে প্রকাশ করেন। তাহাদের মধ্যে বেশী করা হইবে না। এবং তাহাদিগ হইতে কখন কম করা হইবে না। তৎপরে তিনি তাঁহার বাম হস্তস্থিত কেতাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইহা জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একখানা কেতাব, ইহাতে দোজখবাসিদিগের নামগুলি, তাহাদের পিতৃগণের ও সম্প্রদায়ের নামগুলির নাম আছে, তৎপরে তিনি তাহাদের শেষ ভাগে সংক্ষিপ্তসার কিছু প্রকাশ করিলেন। তাহাদের মধ্যে বেশী করা হইবে না, এবং কখন তাহাদিগ হইতে কম করা হইবে না। তখন ছাহাবাগণ বলিলেন ইয়া রাছুলে-খোদা, যদি ভাগ্য প্রথম হইতে নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তবে আমল কিসের জন্য? ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমরা সত্য পথে থাকিয়া সরল ভাবে আমল করিতে থাক এবং তোমাদের সাধ্যনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা বেহেশতী ব্যক্তির পরিসমাপ্তি বেহেশ্‌তবাসিদিগের আমলের সহিত হইয়া থাকে যদিও সে (ইতিপূর্ব্বে) (দোজখিদের, আমলগুলির মধ্য হইতে) কোন আমল করিয়া থাকে। আরও নিশ্চয় দোজখি ব্যক্তির পরিসমাপ্তি দোজখবাসিদিগের আমলের সহিত হইয়া থাকে যদিও সে ব্যক্তি (ইতিপূর্ব্বে বেহেশ্‌তবাসিদিগের আমলগুলির মধ্য হইতে), কোন আমল করিয়া থাকে। তৎপরে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের দুই হস্তের দিকে ইশারা করিয়া উক্ত কেতাবদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন। পরে বলিলেন, তোমাদের প্রতিপালক বান্দাগণের অবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, একদল বেহেশ্‌তী, আর একদল দোজখী। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

হজরত (ছাঃ) যে দুইটী কেতাবের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, উহা প্রকাশ্য কেতাব অর্থ হইতে পারে, কিম্বা অদৃশ্য জগতে যে কেতাবে বেহেশ্‌তী ও

দোজখিদিগের নামের তালিকা লিখিত আছে, হজরত (ছাঃ) কে আল্লাহতায়ালা উহা অবগত করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষে উহা কাশফ হইয়াগিয়াছিল, হজরত, (ছাঃ) উক্ত কাশফি কেতাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহা বলিয়া থাকিবেন। ثم اجمل على آخرهم ইহার মর্ম্ম এই বিস্তৃত ভাবে হিসাব লেখার পরে উহার শেষ ভাগে উহার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করিলেন।

উক্ত কেতাবের লিখিত বিষয়গুলি হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না, কোরআনে যে এই আয়ত আছে, لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء و يثبت উহার অর্থ এই — প্রত্যেক বিষয়ের নিশেঃষিত হওয়ার নির্দ্ধারিত সময় আছে, যাহার আয়ু শেষ হয়, আল্লাহ্ তাহার নাম মুছিয়া ফেলেন, আর যাহার আয়ু বাকি থাকে, আল্লাহ্ তাহার নাম যেরূপ লিখিত আছে, সেইরূপ বাকি রাখেন, তৎসমস্তই আল্লাহ্তায়ালার নিকট মূল কেতাবে লিখিত আছে, ইহাকে কদর বলা হয়। যেরূপ উক্ত বিষয়গুলি মুছিয়া ফেলা ও বাকি রাখাকে কাজা বলা হয়। এক্ষেত্রে রোজে-আজলে যাহা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অবিকল তাহাই কাজা (ইজাদ) করা হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন নাই।

কেহ কেহ উক্ত আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা মনছুখ হুকুমগুলিকে মুছিয়া ফেলেন। আর নাছেখ হুকুমগুলি বাকি রাখেন। কেহ কেহ উক্ত আয়তের অর্থে বলিয়াছেন।

তওবাকারীর গোনাহ্গুলি আল্লাহ্তায়ালা মুছিয়া ফেলেন এবং উহার পরিবর্তে নেকীগুলি লিখিয়া দেন। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে। ইহা সম্ভব যে, ইহা তকদীরে-মোয়াল্লাক সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,তকদীরে-মোবরাম সম্বন্ধে কথিত হয় নাই। 'জামেয়ে' ছগিরে 'তেবরাণি'র রেওয়াএতে হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কর্ত্তৃক হজরত নবী (ছাঃ) এর এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা লওহো-মহফুজকে সাদা মুক্তা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার উপরি অংশ লাল ইয়াকুতের দ্বারা প্রস্তুত, উহার কলম নূর হইতে প্রস্তুত, উহার লিখিত বিষয়গুলি জ্যোতিষ্মান আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক দিবস উহার দিকে ৩৬০ বার দৃষ্টিপাত করেন, তিনি সৃষ্টি করেন, উপজীবিকা প্রদান করেন, মারিয়া ফেলেন, জীবিত রাখেন, সম্ভ্রান্ত করেন, লাঞ্ছিত করেন, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই

করেন। এবনো-হাজার বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ যাহা করেন মুছিয়া ফেলেন, যাহা ইচ্ছা করেন, বাকী রাখেন এবং তাঁহার নিকট মূল কেতাব আছে।" এই আয়ত ও উক্ত হাদিছের মধ্যে কোন বিরোধ ভাব নাই, কেননা মুছিয়া ফেলা ও বাকি রাখা লওহো-মহফুজ ও ফেরেশ্‌তাগণের এলমের হিসাবে বলা হইয়াছে, কেননা কতিপয় বিষয় কতকগুলি শর্ত্তের সহিত আবদ্ধ থাকে, উক্ত শর্ত্তগুলি পাওয়া ও না পাওয়ার জন্য অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু উম্মোল-কেতাবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার এলমে উহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, উহাতে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। তকদিরে-মোয়াল্লকের কোন্ দিক্ সংঘটিত হইবে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার এলমে নির্দ্ধারিত আছে, এইরূপ কতক তকদীর লওহো-মহফুজে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে লিখিত থাকার নিগূঢ়তত্ত্ব এই যে এইরূপ তকদীরের নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারটী অবগত হওয়া আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ছেফাত, তাঁহা ব্যতীত কোন ফেরেশ্‌তার ইহা জানার অধিকার নাই। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা অবগত করাইয়া দিলে, জানা সম্ভব হয়, যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা নবী (ছাঃ) কে নির্দ্দিষ্ট ভাবে তাঁহার কয়েকজন ছাহাবার বেহেশ্‌তী হওয়ার সংবাদ অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন, এই হাদিছে কাফের মোশরেকদিগের দোজখি হওয়ার ও ইমানদার পরহেজগারগণের বেহেশ্‌তী হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে, কিন্তু ফাছেকদিগের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত না হইলেও প্রকাশ্য মত এই যে, তাহাদের নাম বেহেশ্‌তীদলের মধ্যে লিখিত আছে, কেননা যদিও তাহারা প্রথমতঃ দোজখে প্রবেশ করিবে, তথাচ পরিণামে বেহেশ্‌তী হইবে।

ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যখন ভাল মন্দ তকদীরে লিখিত আছে, তখন আমল কিসের জন্য? হজরত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, তোমরা তকদীরের আলোচনা করিয়া উহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছ কেন? তোমরা এবাদতের জন্য সৃজিত হইয়াছ, কাজেই আমল করিতে থাক, সত্যপথে চলিতে থাক এবং শক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে থাক। তিবি এইরূপ বলিয়াছেন। এবনো-হাজার বলিয়াছেন سددوا শব্দের অর্থ কম বেশী না করিয়া ঠিক সত্যপথে চল। قاربوا শব্দের অর্থ—যদিও পূর্ণভাবে আমল করিতে না পার, তবু উহার নিকট নিকট আমল করিতে থাক।

কেরমানি শেষ শব্দের অর্থে বলিয়াছেন, তোমরা এবাদতে সহজ নিয়ম পালন

কর, কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিওনা, কেননা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

জওয়াবের সারমর্ম্ম এই যে, মানুষ একেবারে অক্ষম নহে, একেবারে সক্ষম নহে, আজলের লেখা ও আমলের কার্য্যকারিতা এতদুভয়ের মিলনে ব্যবস্থা হইবে। আরও আমলগুলি সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ স্বরূপ, কাজেই যতক্ষণ মানুষ কার্য্য না করিবে, ততক্ষণ খোদা নিজের এলমের জন্য বেহেশ্‌ত ও দোজখ প্রদান করিবেন না। মানুষ যেরূপ কার্য্য স্বেচ্ছায় করিবে, খোদা তাহা অবগত থাকায় লিখিয়া রাখিয়াছেন , কাজেই আমল ও তকদীর একইরূপ হইল। মানুষ আজীবন বেহেশ্‌তের কার্য্য করিলেও যদি শেষ অবস্থাতে কোফর ও গোনাহ্ কবিরা করে, তবে দোজখি হইবে।

এইরূপ কেহ আজীবন শের্‌ক কোফর ও গোনাহ কবিরা করিলেও শেষ অবস্থাতে বিশুদ্ধ ইমানসহ তওবা করিলে, বেহেশ্‌তী হইবে।

আরবি قال بيديه এই বচনের অর্থ — তিনি দুই হাতের দ্বারা ইশারা করিলেন। قال بيده এর অর্থ — নিজের হস্ত দ্বারা ধরিলেন,

قال برجله তিনি নিজের পায়ের দ্বারা চলিলেন।

قالت له العينان চক্ষুদ্বয় তাহার জন্য ইশারা করিল।

قال بالماء على يده তিনি নিজের হস্তে পানি ঘুরাইলেন!

قال بثوبه তিনি নিজের কাপড় উঠাইলেন। মূল কথা, قال শব্দের অনেক প্রকার অর্থ হইয়া থাকে।

হজরত দুই হাতের দিকে ইশারা করিয়া উক্ত কেতাবদ্বয় অদৃশ্য জগতের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, তিনি অবজ্ঞা ভাবে উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আর যদি কোন প্রকাশ্য কেতাব না হয়, তবে অর্থ এরূপ হইবে, উক্ত হস্তদ্বয় মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিলেন। — মেঃ ১/১৪২/১৪৩।

৪) আবু খেজামা হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি আমাকে সংবাদ দিন, আমরা যে মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া থাকি, যে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং

যে আশ্রয় স্থলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি, এই বিষয়গুলি কি আল্লাহ্তায়ালার তকদীরের কিছু খন্ডন করিতে পারে? হজরত বলিলেন, এই বিষয়গুলিও আল্লাহ্তায়ালার তকদীর।— আহমদ, তেরমেজি ও এবনোমাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

যেরূপ আল্লাহ্তায়ালা তকদীরে পীড়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ ঔষধ দ্বারা উহা নিরাময় হওয়া তকদীরে লিখিয়া দিয়াছেন, আর ঔষধ ব্যবহারে উপকার না হইলে, বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার তকদীরে তদ্দ্বারা উপকার হওয়া নির্দ্ধারণ করেন নাই।

নেহায়াতে আছে, কতক হাদিছে মন্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অন্য হাদিছে উহা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়। উভয় প্রকারের অনেক হাদিছে উহা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়। উভয় প্রকারের অনেক হাদিছ আসিয়াছে, এই বিরোধ ভাবের সামঞ্জস্য এইরূপে হইবে যে, যে মন্ত্রে আল্লাহ্তায়ালার নাম ও ছেফাত না থাকে, কিম্বা তাহার নাজেল করা কেতাবগুলির কালাম না হয়, অথবা আরবি ভাষাতে না হয় এবং আল্লাহ্কে প্রকৃত আরোগ্য কারি না জানিয়া উক্ত মন্ত্রকে প্রকৃত আরোগ্যকারী জানে, তবে উহা নাজায়েজ হইবে। আর যে মন্ত্র কোরআনের আয়ত, আল্লাহ্তায়ালার নাম ও হাদিছের উল্লিখিত দোয়া হয়, উহা জায়েজ হইবে। আর যে মন্ত্র আরবি ব্যতীত অন্য ভাষাতে হয় (আর উহার অর্থ বোধগম্য না হয়), চারি মজহাবের এমামগণ উহা হারাম হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

হাদিছের রাবি আবু খোজামা, ইনি ইয়ামারের পুত্র, বনি হারেছ বেনে ছা'দ সম্প্রদায় ভুক্ত, ইনি নিজের পিতা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, তাঁহা হইতে জুহরি রেওয়াএত করিয়াছেন, ইনি তাবেয়ি ছিলেন। — মেঃ, ১/১৪৩/.১৪৪।

৫) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

আমরা তকদীর (অদৃষ্ট লিপি) সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিলাম, এমতাবস্থাতে রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি রাগান্বিত হইলেন

এমন কি তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল যেন তাঁহার চেহারাদ্বয়ে ডালিমের দানা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা কি ইহার জন্য (তকদীর সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে) আদিষ্ট হইয়াছ? কিম্বা আমি কি এই জন্য তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি? ইহা ব্যতীত কিছুই নহে যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা যে সময় এই সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে কছম দিতেছি, আমি তোমাদের উপর ওয়াজেব করিতেছি, তোমরা যেন এসম্বন্দে বাক্‌বিতণ্ডা করিও না।

তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনে-মাজা এইরূপ হাদিছ আমর বেনে শোয়াএব হইতে, তাঁহার পিতা হইতে, তাঁহার দাদা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

হজরত তকদীরের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে শুনিয়া অতিরিক্ত রাগান্বিত হইয়াছিলেন, কেননা তকদীরের মছলা আল্লাহ্‌তায়ালার গুপ্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে একটী, আল্লাহ্‌তায়ালার গুপ্ততত্ত্বের অনুসন্ধান করা নিষিদ্ধি, যে ব্যক্তি এসম্বন্ধে আলোচনা করে, সে ব্যক্তি হয়ত ভ্রান্ত জাবরিয়া, না হয় ভ্রান্ত কদরিয়া দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারে। মানুষ শরিয়তের আদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ জটিল বিষয় যাহার তত্ত্ব বোধগম্য নহে, উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আদিষ্ট হয় নাই। হজরত এসম্বন্ধে আলোচনা করিতে কঠোর নিষেধ করিয়াছেন।

এবনো-মাজার হাদিছে রাবির নাম আমর তাহার পিতার নাম শোয়াএব, তাঁহার দাদার নাম মোহম্মদ, তাঁহার পরদাদার নাম আবদুল্লাহ-বেনে আমর বেনেল আছ, আমরের কুনইয়াতি নাম ছহিহ মতে আবু-আবদুল্লাহ, ইনি নিজের সময়ের একজন আলেম ছিলেন। এমাম বোখারি হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে আহমদ ও একদল মোহাদ্দেছ আমরের হাদিছ প্রামান্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার হাদিছ ছহিহ বোখারিতে গ্রহণ করেন নাই। আবু-জোরয়া বলিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার হাদিছের সংখ্যা খুব বেশী, এই হেতু বিদ্বাদগণ তাঁহার হাদিছের উপর এনকার করিয়াছেন। তিনি বোছ্‌রার হাদিছগুলি

শুনিয়াছেন, তাহার নিকট যে হস্তলিপি ছিল, শোয়াএব তাহা লইয়া রেওয়াএত করিয়াছেন। আবু জোরয়া বলিয়াছেন, আমরা শোয়াএবকে জানিনা এবং তাঁহাকে বিশ্বাসী বলিয়া কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা, কিন্তু এবনো-হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করেন। এবনো-আদি বলিয়াছেন, আমর-বেনে শোয়াএব বিশ্বাস ভাজন লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজের পিতা হইতে, ইনি তাঁহার দাদা হইতে যে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা মোরছাল হইবে, কেননা শোয়াএব, আবদুল্লাহ হইতে হাদিছ শ্রবণ করেন নাই, মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, শোয়াএবের তাঁহার দাদা আবদুল্লাহ হইতে হাদিছ শ্রবণ করা সপ্রমাণ হইয়াছে, কেননা আবদুল্লাহ শোয়াএবকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন শোয়াএবের পিতা মোহম্মদ তাঁহার দাদা আবদুল্লাহর জীবদ্দশাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। সেই সময় দাদা আদুল্লাহ শোয়াএবকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা এমাম জাহাবী মিজান কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কতক বিচক্ষণ বিদ্বান বলিয়াছেন, সত্য মত এই যে, عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده এই শব্দগুলির অর্থ এইরূপ হইবে আমর তাঁহার পিতা শোয়াএব হইতে, শোয়াএব তাঁহার দাদা আবদুল্লাহ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে আবুদাউদ নাছায়ী প্রভৃতির রেওয়াএতে তাঁহার দাদা আবদুল্লাহ বেনে আমর বেনেল-আছ লিখিত আছে। কাজেই এই হাদিছে কোন দোষ নাই। এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, কেহ কেহ আমরের হাদিছের প্রতি এই হেতু এনকার করিয়াছেন যে, শোয়াএব তাঁহার পিতা মোহাম্মদের নিকট হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দাদা আবদুল্লাহর নিকট হাদিছ শ্রবণ করেন নাই, কাজেই হাদিছটী মোরছাল হইবে, কিন্তু ছহিহ মত এই যে, শোয়াএব তাঁহার দাদা আবদুল্লাহর নিকট হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন, এই হিসাবে এই ছনদের হাদিছটী মোত্তাছেল (ছহিহ)। যেহেতু তাঁহার দাদা'র অর্থ মোহম্মদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এইহেতু এই এছনাদটী ছহিহ কেতাবগুলিতে সন্নিবেশিত করা হয় নাই, কিন্তু মোহাদ্দেছগণ এই ছনদটী প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবনো-হাজার আমরের ছনদটী মনোনীত মতে সরল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। — মেঃ, ১/১৪৪/১৪৫।

টীকা

জাহিলিএতের (অজ্ঞতার) যুগে আরবেরা কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে, দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা অবমাননা হইতে নিষ্কৃতি লাভ উদ্দেশ্যে তাহাকে জীবন্ত অবস্থাতে দফন করিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা এই মহা গোনাহ করিত। হজরত বলিয়াছেন, এই রূপ স্ত্রীলোক দোজখী হইবে। আর যে কন্যাটীকে দফন করা হইয়াছে সেও দোজখী হইবে। মাতা কোফরের জন্য দোজখী হইবে আর কন্যাটী মোশরেকের কন্যা, শিশু সন্তান পিতা মাতার হুকুম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই হেতু সেই কন্যাটী দোজখী হইবে, যে আলেমগণ মোশরেকদিগের শিশু সন্তান দিগের অবস্থা পিতা মাতার অনুরূপ হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, তাহারা এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

আর যে আলেমগণ ইহার বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, তাহারা বলেন, الوائدة শব্দের অর্থ যে ধাত্রী সন্তান প্রসব করাইয়া থাকে, আর الموؤدة এর মূলে ছিল الموؤد لها অর্থাৎ শিশুর মাতা। আরবদের নিয়ম ছিল যে, যখন স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইত, তখন তাহারা একটী গভীর গর্ত্ত খনন করিত, স্ত্রীলোকটী উহার ধারে বসিয়া থাকিত এবং ধাত্রী তাহার পশ্চাতে সন্তানের অপেক্ষাতে বসিয়া থাকিত, যদি সেই স্ত্রীলোকটী পুত্র সন্তান প্রসব করিত, তবে তাহাকে জীবন্ত ত্যাগ করিত, আর কন্যা সন্তান প্রসব করিলে, সেই ধাত্রী তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া উহার উপর মৃত্তিকা ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা একটী বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, মোলায়কার দুই পুত্র নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের মাতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহার মাতা জীবন্ত কন্যাকে দফন করিত। হজরত (ছাঃ) মো'জেজা ভাবে কন্যার দোজখী হওয়ার কথা অবগত হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর তাহার মাতা ত কাফের ছিল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়া গর্ভবতী হইয়াছিল, পরে সে গর্ভপাত করিয়াছিল, ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটী ও তাহার সদ্য প্রসূত শিশুটী মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, হজরত (ছাঃ) তাহাদের সম্বন্ধে এই হাদিছটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যাপক হুকুম নহে।

দারমি বর্ণনা করিয়াছেন, একজন লোক নবী (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল, ইয়া রাছুলে-খোদা, আমরা 'জাহেলিএত' যুগের লোক ও পৌত্তলিক ছিলাম, সন্তানদিগকে হত্যা করিতাম, আমার একটী কন্যা ছিল, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, আমি যখন তাহাকে ডাকিতাম, সে আনন্দ অনুভব করিত। এক দিবস আমি তাহাকে ডাকিলাম, ইহাতে সে আমার পশ্চাদানুসরণ করিল। আমি অদূরে আমার পরিজনের একটী কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া কূপে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার শেষ অবস্থা এই যে, সে হে পিতঃ, হে পিতঃ বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। ইহাতে হজরত (ছাঃ) রোদন করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। হজরতের সভাসদগণের মধ্যে একজন বলিতে লাগিল, তুমি নবী (ছাঃ) কে দুঃখিত করিলে । তখন হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি স্থির হও, এই ব্যক্তি নিজের মনকষ্টের প্রতিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তৎপরে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার কাহিনী পুনরায় প্রকাশ কর। সে পুনরায় উহা প্রকাশ করিল। ইহাতে হজরত (ছাঃ) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের পানিতে দাড়ী মোবারক ভিজিয়া যাইতেছিল। তৎপরে হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ জাহিলিএতের যুগের আমলগুলি মা'ফ করিয়া দিয়াছেন, তুমি নূতন করিয়া আমল করিতে থাক। মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষ মুছলমান হইলে, তাহার পূর্ব্বকার গোনাহ্‌গুলি মা'ফ হইয়া যায়। আবু দাউদ এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি এবং মোণ্ডেরি এই হাদিছ সম্বন্ধে মৌনবলম্বন করিয়াছেন। হাফেজে-হাদিছ এমাম এবনো-আবদেলবার্র বলিয়াছেন, এই হাদিছটী জুহরি হইতে আবু-মোয়াজ ব্যতীত অন্য কেহ রেওয়াএত করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিনা, আবুমোয়াজ হাদিছ ভুলিয়া যাইতেন, তাহার হাদিছ গ্রহণ যোগ্য (প্রামান্য) নহে, মিরাক শাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। — মেঃ, ১/১৫২।

তৃতীয় অধ্যায়

১) আবুদ্দারদার উক্তি ;—

রাছলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সৃজিত প্রত্যেক

বান্দার পাঁচটী বিষয় পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ ও সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আয়ু, তাহার আমল, তাহার অবস্থিতি, তাহার গমনাগমন ও তাহার জীবিকা। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

আল্লাহ্‌তায়ালা আদিকালে (রোজে-আজলে) তাঁহার প্রত্যেক বান্দার পাঁচটী বিষয় লিখিয়া সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন; প্রথম তাহার আয়ু, দ্বিতীয় তাহার কার্য্যকলাপ (ভাল মন্দ আমল), তৃতীয় مستقره তাহার অবস্থিতি স্থল, কিম্বা গোরের স্থান, চতুর্থ اثره তাহার গমনাগমন (স্বদেশ কিম্বা বিদেশ যাত্রা), কিম্বা ছওয়াব ও আজাব এবং পঞ্চম তাহার জীবিকার পরিমাণ।

হজরত আবুদ্দারদা একজন ছাহাবা, তাঁহার নাম ওয়ায়মের, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবুদ্দারদা, দারদা তাঁহার কন্যার নাম, আবুদ্দারদা শব্দের অর্থ দারদার পিতা, তাঁহার পিতার নাম আমের, ইনি মদিনার আনছার সম্প্রদায় ভুক্ত, খজরজ বংশধর তিনি একটু পরে ইছলাম গ্রহণ করিয়া অতি ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। তিনি ফকিহ্ আলেম ও হেকিম ছিলেন শাম দেশে অবস্থিতি করিতেন এবং ৩২ হিজরীতে দেমাশকে তিনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন। — মেঃ ১/১৫২/১৫৩।

২) (হজরত) আএশার উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তকদির সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। আর যে ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আলোচনা করে নাই, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। এবনো মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, তকদির সম্বন্ধে অতি সামান্য আলোচনা করাও নিষিদ্ধ। টীকাকার বলেন, তকদীরের উপর ঈমান আনিয়া উহার দার্শনিক প্রমানাদির আলোচনা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ যাহা করেন, এসম্বন্ধে কাহারও জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার নাই। মেঃ, ১।১৫৩।

৩) দায়লমীর পুত্রের উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছেন, আমি কা'বের পুত্র ওবাইয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, তকদীর সম্বন্ধে আমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে কাজেই আমার নিকট একটী হাদিছ বর্ণনা করুন. বিশেষ সম্ভব আল্লাহ্ আমার অন্তর হইতে উহা দূরীভূত করিয়া দিবেন। ইহাতে তিনি বলিলেন সত্যই যদি মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁহার আছমানবাসি ও জমিবাসি বান্দাগণকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। অথচ তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অত্যাচারি নামে; অবিহিত হইবেন না। আর যদি তিনি তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার দয়া তাহাদের আমল অপেক্ষা, তাহাদের পক্ষে সমধিক কল্যাণজনক। যদি তুমি 'ওহোদ, পর্ব্বতের তুল্য স্বর্ণ আল্লাহ্তায়ালার পথে বিতরণ কর, তবে যতক্ষণ (না) তুমি তকদীরের উপর ঈমান আন ততক্ষণ আল্লাহ্ তোমা হইতে উহা কবুল করিবেন না। আরও তুমি জানিয়া রাখ যে, যাহা তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তোমা হইতে উহার গতিরোধ করা সম্ভব নহে। আর যাহা তুমি প্রাপ্ত না হইয়াছ উহা প্রাপ্ত হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। যদি তুমি উহা ব্যতীত অন্য মতের উপর মৃত্যু প্রাপ্ত হও তবে সত্যই তুমি দোজখে প্রবেশ করিবে। দয়লমির পুত্র বলিয়াছেন তৎপরে আমি মছউদের পুত্র আবদুল্লাহর নিকট উপস্থিত হইলাম ইহাতে তিনি উপরোক্ত কথা বলিলেন। তিনি বলিয়াছেন তৎপরে আমি হোজায়ফা বেনেল এমানের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনিও উক্ত প্রকার কথা বলিলেন। তৎপরে আমি জায়েদ বেনে ছাবেতের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি নবী (ছাঃ) হইতে উক্ত প্রকার হাদিছ বর্ণনা করিলেন। আহমদ আবুদাউদ ও এবনো মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

দায়লমির নাম আবু-আবদুল্লাহ কেহ কেহ তাঁহার নাম আবূ-আবদুর রহমান কিম্বা আবুজ-জোহাক ফায়রুজ দায়লমী বলিয়াছেন। তিনি হেমইয়ারি নামে অভিহিত হইতেন। যেহেতু তিনি হিমইয়ার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন। ইনি উক্ত পারস্যবাসীদিগের বংশধর যাহাদিগকে খছরু বাদশাহ এয়মন দেশে পাঠাইয়া ছিলেন। মোহম্মদ বেনে ছইদ বলিয়াছেন কতক মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন দায়লমীর নাম ফায়রুজ, হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট ফিরুজাবাদের যে প্রতিনিধিদল

আগমন করিয়া ছিলেন ফায়রুজ তাহাদের অন্যতম ছিলেন। মিথ্যাবাদী নবুয়তের দাবিকারী আছওয়াদে আনাছিকে এই ফয়রুজ হত্যা করিয়াছিলেন। হজরতের শেষ বয়সে এই হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে হজরত (ছাঃ) তিনবার বলিয়াছিলেন, ফায়রুজ সফল মনোরথ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন ফায়রুজ নাজ্জাসির ভাগিনা ছিল।

ইনি এবনোজ্জোহাক আবদুল্লাহ প্রভৃতি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। ইনি হজরত ওছমানের খেলাফত কালে, কিম্বা ৫০ হিজরীর পরে হজরত মোয়াবিয়ার জামানাতে এন্তেকাল করিয়াছেন। ইহা তহজিবোল আছমা অল্লোগত আছে। মিরাক শাহ বলিয়াছেন, এস্থলে দায়লমির পুত্রের অর্থ ফায়রুজ দায়লমী নহে, বরং ফায়রুজের পুত্র এবনো জ্জোহাক অর্থ হইবে, ইনি তাবেয়ি বিশ্বাসী ও মধ্যম শ্রেণীর তাবেয়ি ছিলেন, তাঁহার পিতা ছাহাবাগণের অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহার কয়েকটী হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভব যে, ফায়রুজের পুত্র ও জোহাফের ভ্রাতা আবদুল্লাহর অর্থ হইবে। ইনি বিশ্বাস ভাজন ও প্রধান তাবেয়িগণের অন্তর্গত ছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে ছাহাবা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্ভাবনা অতি প্রকাশ্য মত। গ্রন্থকার মেশকাতের চরিত পুস্তকে লিখিয়াছেন, দায়লমীর পুত্র জোহাক বেনে ফায়রুজ, একজন তাবেয়ি ও মিসরীদের হাদিছের রাবি। দায়লমী দায়লম শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহা একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

ওবাই বেনে কা'ব ছাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কোরআনের কারি ছিলেন, ইনি আনছার সম্প্রদায়ভুক্ত খজরজ বংশধর ছিলেন, হজরতের 'অহি' লিপিবদ্ধ করিতেন, যে ছয়জন ছাহাবা হজরতের জামানাতে কোরআন শরিফ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। নবী (ছাঃ) তাঁহার 'কুনইয়াত' আবুল-মোঞ্জের ও হজরত ওমার তাঁহার 'কুনইয়াত' আবুত্তোফাএল স্থির করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহাকে ছাইয়েদোল-আনছার ও ওমার (রাঃ) তাঁহাকে সৈয়দল মোছলেমিন উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি মদিনা শরিফে ১৯ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। বহু লোক তাঁহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

জয়েদ, ছাবেতের পুত্র, শ্রেষ্ঠতম অহি লেখক ও ফারাএজ তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ইনি আনছার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নবী (ছাঃ) এর কাতেব (লেখক) ছিলেন,

যখন হজরত (ছাঃ) মদিনাতে আগমন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১১ বৎসর ছিল। ছাহাবাগণের মধ্যে প্রবীণ ফকিহ্ ছিলেন, হজরত আবুবকরের (রাঃ) জামানাতে কোরআন সংগ্রহকারী ও উহার লেখক ছিলেন এবং হজরত ওছমানের খেলাফত কালে লিখিত কোরআন হইতে উহার প্রতিলিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে বহু লোক রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি মদিনা শরিফে ৫৬ বৎসর বয়সে ৪৫ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

হাদিছের অর্থ — দায়লমির পুত্র এবনোজ্জোহাক কিম্বা আবদুল্লাহ তকদীরের মছলা সম্বন্ধে জবরিয়া কিম্বা মো'তাজেলাদিগের কুমতে পতিত হওয়ার আশঙ্খায় ছাহাবা ওবাই বেনে কাবের নিকট এই সংক্রান্ত একটী হাদিছ জানিতে আকাঙ্খা প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ্ আছমান ও জমিনের সমস্ত অধিবাসিগণকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ইহা অত্যাচার হইবে না, বরং তাঁহার ন্যায় কার্য্য হইবে। আর যদি তিনি তাহাদের সমস্তের উপর দয়া প্রকাশ করেন, তবে ইহা তাহার বিশুদ্ধ অনুগ্রহ হইবে। আমলগুলির বিনিময় প্রদান করা তাঁহার পক্ষে জরুরী নহে। কাজেই তিনি ইচ্ছা করিলে, সমস্তের উপর অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। কিন্তু তিনি সংবাদ দিয়াছেন, অনুগত লোকদিগকে পুরষ্কার প্রদান করিবেন এবং অবাধ্যদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ যাহার তকদিরে যাহা লিখিয়াছেন, কেহই উহার খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার তকদিরে যাহা লিখিত হয় নাই, কেহই তাহা অর্জ্জন করিতে পারে না। এই তকদীর যে কেহ বিশ্বাস না করে, তাহার কোন এবাদত গ্রহণীয় হইবে না এবং দোজখী হইবে।

— মেঃ, ১/১৫৩/১৫৪।

৪) নাফেয়ের উক্তি ;—

সত্যই একব্যক্তি এবনো ওমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, নিশ্চয় অমুক আপনাকে ছালাম জানাইতেছেন। ইহাতে এবনো-ওমার বলিলেন সত্যই আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি বেদয়াত মত প্রকাশ করিয়াছে। সত্যই যদি সে বেদয়াত মত প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তুমি তাহার পক্ষ হইতে আমাকে ছালাম জানাইও না। নিশ্চয় আমি নবী (ছাঃ) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমার উম্মতের মধ্যে কিম্বা এই উম্মতের মধ্যে অর্থাৎ তকদির অমান্যকারিদের মধ্যে

যখন হজরত (ছাঃ) মদিনাতে আগমন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১১ বৎসর ছিল। ছাহাবাগণের মধ্যে প্রবীণ ফকিহ্ ছিলেন, হজরত আবুবকরের (রাঃ) জামানাতে কোরআন সংগ্রহকারী ও উহার লেখক ছিলেন এবং হজরত ওছমানের খেলাফত কালে লিখিত কোরআন হইতে উহার প্রতিলিপি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে বহু লোক রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি মদিনা শরিফে ৫৬ বৎসর বয়সে ৪৫ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

হাদিছের অর্থ — দায়লমির পুত্র এবনোজ্জোহাক কিম্বা আবদুল্লাহ্ তকদীরের মছলা সম্বন্ধে জবরিয়া কিম্বা মো'তাজেলাদিগের কুমতে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় ছাহাবা ওবাই বেনে কাবের নিকট এই সংক্রান্ত একটী হাদিছ জানিতে আকাঙ্খা প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ্ আছমান ও জমিনের সমস্ত অধিবাসিগণকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ইহা অত্যাচার হইবে না, বরং তাঁহার ন্যায় কার্য্য হইবে। আর যদি তিনি তাহাদের সমস্তের উপর দয়া প্রকাশ করেন, তবে ইহা তাহার বিশুদ্ধ অনুগ্রহ হইবে। আমলগুলির বিনিময় প্রদান করা তাঁহার পক্ষে জরুরী নহে। কাজেই তিনি ইচ্ছা করিলে, সমস্তের উপর অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। কিন্তু তিনি সংবাদ দিয়াছেন, অনুগত লোকদিগকে পুরষ্কার প্রদান করিবেন এবং অবাধ্যদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ যাহার তকদিরে যাহা লিখিয়াছেন, কেহই উহার খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার তকদিরে যাহা লিখিত হয় নাই, কেহই তাহা অর্জ্জন করিতে পারে না। এই তকদীর যে কেহ বিশ্বাস না করে, তাহার কোন এবাদত গ্রহণীয় হইবে না এবং দোজখী হইবে।

— মেঃ, ১/১৫৩/১৫৪।

৪) নাফেয়ের উক্তি ;—

সত্যই একব্যক্তি এবনো ওমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, নিশ্চয় অমুক আপনাকে ছালাম জানাইতেছেন। ইহাতে এবনো-ওমার বলিলেন সত্যই আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি বেদয়াত মত প্রকাশ করিয়াছে। সত্যই যদি সে বেদয়াত মত প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তুমি তাহার পক্ষ হইতে আমাকে ছালাম জানাইও না। নিশ্চয় আমি নবী (ছাঃ) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমার উম্মতের মধ্যে কিম্বা এই উম্মতের মধ্যে অর্থাৎ তকদির অমান্যকারিদের মধ্যে

ভূগর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়া রূপ পরিবর্ত্তন হওয়া কিম্বা আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ সংঘটিত হইবে। তেরমেজি, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। তেরমেজি বলিয়াছেন, এই হাদিছটী হাছান, ছহিহ গরিব।

টীকা

একজন তকদীর অমান্যকারী হজরত এবনো-ওমারকে ছালাম জানাইয়াছিল, তিনি উহার জওয়াব দেন নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, বেদয়াতি ও বদকার ব্যক্তির ছালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব নহে, বেদয়াতিদিগকে বর্জ্জন করিতে আদেশ হইয়াছে।

গরিব শব্দের অর্থ যাহা এক ছনদে বর্ণিত হইয়া থাকে, এই হাদিছটীর একটী ছনদ ছহিহ, অন্য একটী ছনদ হাছান। এই হাদিছটী দুইটী ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, একটী ছহিহ, অন্যটী হাছান, কিম্বা উহা এক ছনদে হাছান লেজাতিহি, অন্য ছনদে ছহিহ লেগায়রেহি। নাফে ছারজাছের পুত্র, আদুল্লাহ বেনে ওমারের মুক্ত দাস, তিনি দায়লামের অধিবাসী ছিলেন। প্রধান তাবিয়িগণের অন্তর্গত ছিলেন। প্রসিদ্ধ মোহদ্দেছ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এবনো ওমারের অধিকাংশ হাদিছ তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ১১৭ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

মেঃ, ১/ ১৫৫।

৫) আলির উক্তি ;—

(হজরত) খোদায়জা (রাঃ) হজরত (ছাঃ) এর নিকট জাহিলিএতের জামানাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত তাঁহার দুইটী সন্তানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে নবী (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, তাহারা উভয়ে দোজখে আছে। আলি বলিয়াছেন, যখন নবী (ছাঃ) তাঁহার মুখমণ্ডলে দুঃখ ও শোকের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের উভয়ের স্থান দেখিতে পাইতে, তবে উভয়ের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে। (হজরত) খোদায়জা বলিলেন, ইয়া, রাছুলে-খোদা, আপনার আমার সন্তানের অবস্থা কি? হজরত বলিলেন, বেহেশ্‌তে আছে। তৎপরে হজরত বলিলেন নিশ্চয় ইমানদারগণ ও তাহাদের সন্তানগণ বেহেশ্‌তী হইবে। আরও নিশ্চয় মোশরেকগণ ও তাহাদের সন্তানগণ দোজখী হইবে। পরে হজরত (ছাঃ) এই আয়ত পড়িলেন ;—

"আর যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের সহিত তাহাদের সন্তানগণকে মিলিত করিয়াছি। আহমদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

টীকা

খোদায়জা (রাঃ) হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রথমা স্ত্রী, খোওয়ালেদের কন্যা ও আছাদের পৌত্রী, কোরাএশ বংশোদ্ভবা ছিলেন। প্রথমে তিনি বনি হালা বেনে জোরারার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, তৎপরে আতিক বেনে আগ্রজ তাহার সহিত নেকাহ্ করেন, অবশেষে হজরত (ছাঃ) তাঁহার ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত নেকাহ করেন। হজরত (ছাঃ) ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ্ করেন নাই। তিনিই প্রথমে হজরতের (ছাঃ) উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। এবরাহিম ব্যতীত হজরতের সমস্ত সন্তান তাঁহার গর্ভজাত ছিল, হেজরতের ৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে মক্কা শরিফে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তিনি ২৫ বৎসর হজরতের সঙ্গে কাল যাপন করিয়াছিলেন, হোজুন নামক স্থানে তাঁহার মজার আছে।

হজরত (ছাঃ) বিবি খোদেজাকে বলিয়াছিলেন, যদি তুমি তোমার সন্তানদ্বয়ের জঘন্য ও খোদার দরবার হইতে দূরীভূত হওয়ার অবস্থা সচক্ষে দর্শন করিতে, তবে তুমি তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে, হজরত এবরাহিম (আঃ) যেরূপ তাঁহার পিতা হইতে নারাজ হইয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ নারাজ হইতেন। হজরত যে আয়তটী পাঠ করিয়াছিলেন, উহার অর্থ সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, একদল বলিয়াছেন, যে ইমানদারগণের সন্তানগণ ইমান সম্বন্ধে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, বয়স্ক সন্তানগণ নিজেরা ইমান অনিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণ তাহাদের পিতৃগণের ইমানের জন্য তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। কেননা নাবালগ সন্তান পিতা মাতার মধ্যে একজনের অনুসরণে মুছলমান হওয়ার হুকুম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালা এইরূপ বালেগ ও নাবালেগ সন্তানগণকে বেহেশ্তের মধ্যে তাহাদের পিতৃগণের তুল্য দরজা প্রদান করিবেন। যদিও সন্তানগণের আমল পিতৃগণের আমলের তুল্য না হয়, তবুও পিতৃগণের সম্মানের ও তাহাদের চক্ষুর তৃপ্তিসাধনের জন্য উভয়দলের দরজা

সমান করিয়া দেওয়া হইবে। ছইদবেনে জোবাএর হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) কর্ত্তৃক এইরূপ তফছির উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য বিদ্বানগণ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ইমানদারদিগের বালেগ সন্তানগণ ইমান সম্বন্ধে পিতৃগণের অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু যে নাবালেগ সন্তানগণ ইমান সম্বন্ধে পিতৃগণের করে নাই, আল্লাহ্ তাহাদের দরজা পিতৃগণের দরজার তুল্য করিয়া দিবেন ইহা জোহাকের মত। উফি, এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইমানদার বান্দার সন্তানগণকে বেহেশ্তে তাহাদের সঙ্গে একত্রিত করিবেন, যেরূপ সে দুনিয়াতে আকাঙ্খা করিত যে, তাহার সন্তানগণ তাহার নিকটে থাকে, সেইরূপ আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে বেহেশ্তে দাখিল করিয়া তাহার পিতার আমলের জন্য তাহার দরজা প্রদান করিবেন, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের পিতার আমল হ্রাস করা হইবে না।

আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মে বুঝা যায় যে, এই আয়ত উল্লিখিত ইমানদারের অর্থ পিতা মাতা উভয় হইবে। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, হজরত খোদায়জা (রাঃ) ইমানদার ছিলেন, তবে তাহার পূর্ব্বকার স্বামীর পক্ষীয় সন্তানগণ কেন দোজখী হইবে। আলেমগণ বলিয়াছেন, পিতা ও মাতা এতদুভয়ের কোন একজন মুসলমান হইলে তাহার নাবালেগ সন্তান মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, তাঁহার পূর্ব্বকার সন্তানগণের মৃত্যুকালে হজরত খোদায়জা (রাঃ) ইমান আনেন নাই। মেঃ, ১/১৫৬

৬) আবু হোরায়রার উক্তি ;—

"রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহ্তায়ালা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রত্যেক মনুষ্য যাহা তিনি তাঁহার বংশধরগণ হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিবেন বাহির হইয়া পড়িল এবং তিনি তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক মনুষ্যের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে জ্যোতির ছটা স্থাপন করিলেন, তৎপরে তাহাদিগকে আদমের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, ইহারা কাহারা? আল্লাহ্ বলিলেন, ইহারা তোমার বংশধরগণ। তৎপরে তিনি তাঁহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থিত জ্যোতির

ছটা তাঁহাকে বিমোহিত করিল। তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রভু, এই ব্যক্তি কে? আল্লাহ্ বলিলেন, ইনি দাউদ (আঃ)। তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, ইহার বয়স কত স্থির করিয়াছেন? আল্লাহ্ বলিলেন — ৬০ বৎসর। (হজরত) আদম (আঃ) বলিলেন, আমার বয়স হইতে তাহার বয়স ৪০ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দাও। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন ৪০ ব্যতীত হজরত আদম (আঃ) এর বয়স শেষ হইয়া গেল, তখন তাঁহার নিকট মালাকোল মওত, উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে (হজরত) আদম (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমার বয়সের ৪০ বৎসর অবশিষ্ট নাই? তদুত্তরে মালাকোল মওত বলিয়াছিলেন, তুমি উহা কি তোমার পুত্র দাউদকে প্রদান কর নাই। ইহাতে হজরত আদম অস্বীকার করিলেন, তৎপরে তাহার বংশধরগণ অস্বীকার করিলেন, আর আদম ভুলিয়া গেলেন, তৎপর বৃক্ষের (ফল) ভক্ষণ করিলেন, পরে তাহার বংশধরগণ ভুলিয়া গেলেন আদম আদেশ লঙ্ঘন করিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ আদেশ লঙ্ঘণ করিলেন। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

হজরত দাউদ (আঃ) এর মুখ মণ্ডলের জ্যোতির ছটায় হজরত আদম বিমুগ্ধ হওয়াতে হজরত দাউদ (আঃ) এর বোজর্গী ও সুখ্যাতি প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অন্যান্য সমস্ত নবী অপেক্ষা দরজাতে শ্রেষ্ঠতর হওয়া বুঝা যায় না, কেননা বহু বিশিষ্ট গুণধারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে। হয়ত কতক স্থলে দরজাতে অনুন্নত ব্যক্তির মধ্যে দুই একটী বিশিষ্ট গুণ থাকে, কাজেই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বহু গুণের সমাবেশ হওয়া জরুরী।

আলমে রুহানিতে মিছাকের দিবস হজরত আদম (আঃ) যে কথা বলিয়াছিলেন, হজরত আজরাইল (আঃ) এর আগমনের দিবস তাহা তাঁহার ভুল হইয়া গিয়াছিল, এই হেতু তিনি উহা অস্বীকার করিয়া ছিলেন, ইহা অবাধ্যমূলক অস্বীকার ও এনকার ছিল না।

হজরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে এজতেহাদি ভ্রম করিয়াছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে একটী বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্তায়ালার আদেশের উদ্দেশ্য ছিল সেই শ্রেণীর কোন বৃক্ষের ফল না খাওয়া,

কিন্তু হজরত আদম (আঃ) বিশিষ্ট একটী বৃক্ষের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ বুঝিয়া সেই শ্রেণীর অন্য বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন, ইহা এজতেহাদি ভ্রম ছিল (আর এজহেতোদি ভ্রমে গোনাহ্ হয় না এই হেতু তাঁহাকে গোনাহগার বলা যায় না)। — মেঃ ১৫৬।১৫৭

৭) আবুদ্দারদার উক্তি ঃ—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তংপরে তাঁহার সৃষ্টি করা কালে তাঁহার দক্ষিণ-স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া শ্বেত বর্ণের বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন যেন তংসমস্ত ক্ষুদ্রাকার পিপিলীকা। আর তাহার বাম স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাঁহার কালবর্ণের বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন — যেন তংসমস্ত অঙ্গার। তংপরে তিনি ডাহিনদিকস্থ শ্রেণীকে বলিলেন, ইহারা বেহেশ্তে গমন করিবে, এবং এজন্য আমি সঙ্কোচ বোধ করি না। আর বাম দিকস্থ দলকে বলিলেন, ইহাদের গতি দোজখের দিকে হইবে, তজ্জন্য আমি দ্বিধা বোধ করি না। — আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই হাদিছে যে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করার কিম্বা তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করার কথা আছে, ইহার এক অর্থ এই যে, তিনি কুদ্রতের হস্ত দ্বারা ইহা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, ফেরেশ্তাগণকে ইহা করিতে আদেশ করা হইয়াছিল, তাঁহারা ইহা করিয়াছিলেন। — আশে, ১/১১৭/১১৮।

৮) আবিনাজরার উক্তি ;—

নিশ্চয় নবী (ছাঃ) এর সহচরগণের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ্ নামে অভিহিত এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার সঙ্গীগণ উপস্থিত হইয়া তাহার পীড়ার সেবা শুশ্রুষা করিতেছিলেন, অথচ সেই সাহাবা রোদন করিতেছিলেন। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে বলিলেন, কিজন্য আপনি রোদন করিতেছেন? রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কি আপনাকে বলেন নাই যে, তুমি তোমার গোফ ছোট কর, তংপরে এই রীতির উপর স্থির থাক, এমন কি তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ জালালেহ (মহিমার) হস্তে একদলকে এবং আজমতে (গৌরবের) হস্তে অন্য দলকে ধরিয়া

বলিলেন, এইদল বেহেশ্‌তের জন্য এবং এইদল দোজখের জন্য এবং (এজন্য) আমি দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করি না। (ছাহাবা বলিলেন) আমি জানিনা, আমি কোন্ দলের অন্তর্গত। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

আবুনাজ্‌রা কুনইয়াত, তাঁহার নাম মেঞ্জের, তাঁহার পিতার নাম মালেক আবাদী। তিনি বাসরার অধিবাসি ছিলেন, তিনি আবদুল্লাহ বেনে ওমর, আবুছইদ ও আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছের নিকট হইতে হাদিহ্ রেওয়াএত করিয়াছেন, এবং এবরাহিম তায়মি, কাতাদা ও ছইদ বেনে এজিদ তাঁহা হইতে রেওয়াএত করিয়াছিলেন, তিনি হাছান বাসারির কিছু পূর্ব্বে ১০৭ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, বিশ্বাসী ও বহু হাদিছে রেওয়াএত কারি তাবেয়ি বিদ্বান ছিলেন। আবু আবদুল্লাহ একজন সাহাবার কুনইয়াত, কিন্তু তাঁহার নাম এস্থলে উল্লেখ করা না হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী ছিলেন।

يمين শব্দের অর্থ এস্থলে ডাহিন হাত নহে, উহার অর্থ মহিমার হস্ত, اليد الاخرى এর অর্থ দ্বিতীয় হস্ত নহে, উহার অর্থ গৌরবের হস্ত, ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যদিও মুসলমাদিগের ইমান আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের আশা ও তাঁহার আজাবের ভয়ের মধ্যে নিহিত থাকে, তথাচ হজরতের উক্ত হাদিছের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তাহার আজমত ও জালালের প্রতি লক্ষ্য করতঃ তাঁহার উপর আজাবের ভয় প্রবল হইয়াছিল। অধিকন্তু ভয় প্রবল হইলে, সুসংবাদ ও আশা ভরসা সমস্তই ভুল হইয়া যায়। আরও হজরতের সুসংবাদ এই শর্ত্তের উপর নির্ভর করে যে, সর্ব্বদা ছুন্নত রীতির ও এস্তেকামাতের উপর স্থির প্রতিজ্ঞ ও অটলাবস্থায় থাকিতে পারে, ইহা অতি কঠিন ব্যাপার, কাজেই আজাবের ভয় করা শ্রেয়ঃ। কোন কোন ছাহাবা এই ভয়ে বলিতেন, যদি আমি ছাগল হইতাম এবং লোকে আমাকে জবেহ করিয়া খাইত ও অবশিষ্টাংশ বাহিরে ফেলিয়া দিত, তবে ভালই হইত। কোন সাহাবা বলিতেন, যদি আমি তৃণ অথবা মৃত্তিকা হইতাম, তবে ভালই হইত।

তিনি বলিয়াছেন, এই হাদিছে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, গোঁফ ছোট করা

ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা, যে ব্যক্তি এইরূপ ছুন্নত সর্ব্বদা আদায় করিতে থাকিবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকটে স্থান হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি হজরতের কোন ছুন্নতকে ত্যাগ করিবে, সে ব্যক্তি বহু কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উহা ত্যাগ করিতে থাকে, হয়ত সে কাফেরিতে পতিত হইতে পারে। — মেঃ, ১/১৫৮ ও আশেঃ ১/১১৯।

৯) এবনো-আব্বাসের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা না'মান প্রান্তরে আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠদেশ হইতে (বহিষ্কৃত বংশধরগণের নিকট হইতে) অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পৃষ্ঠের অস্থি হইতে প্রত্যেক বংশধরকে বাহির করিয়াছিলেন, — যাহাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি তাহাদিগকে ক্ষুদ্রাকার পিপিলীকার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। পরে সাক্ষাতে তাহাদের সহিত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিয়াছিল, হ্যাঁ আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিলাম। (ইহা এইহেতু যে) তোমরা যেন কেয়ামতের দিবস (না) বলিতে পার যে, নিশ্চয় আমরা ইহা হইতে উদাসীন ছিলাম কিম্বা (না) বলিতে পার যে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, আমাদের পূর্ব্বে আমাদের পিতৃগণ শেরক করিয়াছিলেন এবং আমরা তাহাদের পরবর্ত্তী বংশধর ছিলাম, তুমি কি বাতীল মতাবলম্বীগণ যাহা করিয়াছিল, তজ্জন্য আমাদিগকে ধ্বংশ করিবে? আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

نعمان না'মান, জওহরি বলিয়াছেন, আরফাতে যাইতে তায়েফের পথে একটী উপত্যকার ভূমিকে না'মান বলা হয়। কামুছে আছে, উহা আরাফাতের পশ্চাদ্দিকস্থ একটী উপত্যকা, তুমি উহাকে নামানোল-এরাক বলা হয়। নেহায়াতে আছে, উহা আরফার নিকটস্থ একটী অতি উচ্চ পর্ব্বতের নাম। হাদিছের রাবি উহার অর্থে বলিয়াছেন, উহা আরফার নিকটস্থ উপত্যকা ভূমি।

এজহারে আছে, আদমের বংশধরগণ সজ্ঞান ও জীবিত অবস্থাতে মৌখিক

জওয়াব দিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের অবস্থার রসনা এই জওয়াব দিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, খোদার ভীতিজনক তাজাল্লি কাফেরদিগের প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা ভয়ে পড়িয়া হ্যাঁ বলিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদের সেই সময়ের ইমান দুনিয়াতেই সুফলপ্রসু হইতে পারে নাই। আর ইমানদারদিগের নিকট রহমত সূচক তাজাল্লি প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া হ্যাঁ বলিয়াছিলেন, কাজেই তাহাদের ইমান দুনিয়াতে ফলদায়ক হইয়াছে।

شهدنا যদি আদম বংশধরগণের কথার শেষ হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে "হ্যাঁ, আমরা তোমার প্রভুত্বের ও একত্বের উপর সাক্ষ্য প্রদান করিলাম।"

আর যদি উহা আল্লাহ্‌তায়ালার কথার প্রারম্ভ হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, আমি তোমাদের অঙ্গীকারের উপর সাক্ষী থাকিলাম।

কোন কোন তফছিরকারক বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সেই সময় ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তাহারা বলিয়াছিলেন, আমরা সাক্ষী থাকিলাম।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন, আমি নিজে ও ফেরেশ্‌তাগণ, আছমান সকল ও জমিন সাক্ষী থাকিলাম।

ছাহল বেনে আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি উক্ত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ রাখি।

এই অঙ্গীকার লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, আদম বংশধরগণ যেন কেয়ামতের দিবস তাহাদের কোফরের হিসাব কালে বলিতে না পারে যে, আমরা তোমার অহ্‌দানিএত ও প্রভুত্বের সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই, কিম্বা ইহাও বলিতে না পারে যে, আমাদের পয়দা হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শেরক করিয়াছিলেন, আমরা পরে পয়দা হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম, কাজেই আমাদের উপর শাস্তি না হইয়া তাহাদের উপর হউক।

মূল কথা, তাহারা আজলের দিবস নিজেরা খোদার একত্ববাদ স্বীকার করিয়াছিল ও নবী (ছাঃ) কর্ত্তৃক দুনিয়াতে উহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার পরে তাহাদের ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। — মেঃ ১/১৫৮/১৫৯।

১০) নিম্নোক্ত আয়ত সম্বন্ধে ওবাই বেনে কা'বের তফছির :—

و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم

"আর যে সময় তোমাদের প্রতিপালক আদম সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরগণকে বাহির করিয়াছিলেন।"

তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাহাদিগকে একত্রিত করিলেন, পরে তাহাদিগকে বিবিধ প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন, তৎপরে তাহাদিগকে আকৃতিধারি করিলেন, বাক্‌শক্তি প্রদান করিলেন, তাহারা কথা বলিতে লাগিল, পরে তাহাদের নিকট হইতে ওয়াদা ও অঙ্গীকার লইলেন, তাহাদিগকে নিজেদের উপর সাক্ষী স্থির করিলেন, তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিলেন হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলিলেন, নিশ্চয় আমি সপ্ত আছমান ও সপ্ত জমিনকে তোমাদের উপর সাক্ষী স্থির করিতেছি এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী স্থির করিতেছি, যেন তোমরা কেয়ামতের দিবস বলিতে না পার যে, আমার এই ঘটনা অবগত হইতে পারি নাই। তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমর ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, আমা ব্যতীত প্রতিপালক কেহ নাই। তোমরা আমার সহিত কোন বস্তুকে অংশী স্থাপন করিও না। নিশ্চয় আমি অচিরে তোমাদের নিকট রাছুলগণকে প্রেরণ করিব, তাঁহারা তোমাদিগকে আমার ওয়াদা ওঅঙ্গীকার গ্রহণ স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং তোমাদের উপর কেতাব সকল নাজেল করিবেন। তাহারা বলিল, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিলাম যে, নিশ্চয় তুমি আমাদের প্রতিপালক ও আমাদের প্রকৃত উপাস্য, তোমা ব্যতীত আমাদের প্রতিপালক কেহ নাই। এবং তোমা ব্যতীত আমাদের প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই। তাহারা এই বিষয়ের উপর একরার করিলেন, তাহাদের নিকট আদমকে উপস্থিত করিলেন, অথচ তিনি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, ইহাতে তিনি ধনী, দরিদ্র, সুশ্রী, কুশ্রী দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, কেন তুমি তোমার বান্দাগণের মধ্যে তুল্য অবস্থা প্রদান কর নাই? আল্লাহ্ বলিলেন এইহেতু যে, আমি কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে ভালবাসি। আরও আদম তাহাদের মধ্যে নবীগণকে প্রদীপের তুল্য জ্যোতিষ্মান দেখিতে পাইলেন।

আর নবীগণ বিশেষভাবে রেছালত ও নবুয়ত সম্বন্ধে দ্বিতীয় অঙ্গীকার গ্রহণ

করিলেন। উহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম —

و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم
و موسى و عيسى بن مريم •

"আর যখন আমি নবীগণ হইতে তাহাদের অঙ্গীকার, তোমা হইতে নূহ হইতে এবরাহিম হইতে, মুছা হইতে এবং ইছা বেনে মরয়ম হইতে, (অঙ্গীকার) গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

মরয়েমের পুত্র ঈছা উক্ত আত্মাগুলির অন্তর্গত ছিলেন, তৎপরে আল্লাহ্ তাহাকে মরয়েমের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে ওবাই কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মরয়েমের মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

এই হাদিছটী মওকুফ (ছাহাবার কথা) হইলেও মরফুহুকমী (হজরত) নবী (ছাঃ) এর কথা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে; কেননা এইরূপ কথা নবী (ছাঃ) এর নিকট হইতে শ্রবণ করা ব্যতীত প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে না।

فجعلهم ازواجا এর অর্থ তাহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ করিলেন, কিম্বা দরিদ্র, ধনী, সুশ্রী কুশ্রী ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের করিলেন। رفع عليهم آدم শব্দগুলির অর্থ তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা উদ্দেশ্যে হজরত আদম (আঃ) কে উচ্চস্থানে স্থাপন ও প্রকাশ করিলেন।

হজরত আদম (আঃ) খোদার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— তুমি তোমার বান্দাগণকে তুল্য ভাবাপন্ন করিলেনা কেন? তদুত্তরে খোদা বলিয়াছিলেন, ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের ধন-ঐশ্বর্য্যের জন্য খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দীন ও ঈমানের দৃঢ়তা দেখিয়া ধনী অপেক্ষা নিজের পরকাল উৎকৃষ্ট বোধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

সুশ্রী ব্যক্তি নিজের সৌন্দয্য দেখিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, পক্ষান্তরে কুশ্রী ব্যক্তি নিজের চরিত্র ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। ইহা তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, শ্রী ও সৎস্বভাব ও ধন ঐশ্বর্য্য এবং দীন একত্রে সমবেত হইতে পারে না।

আল্লামা-এবনো-হাজার মক্কি এই অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ধনবান ধনঐশ্বর্য্য এই বড় সম্পদ দেখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। দরিদ্র ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারিবে যে, দুনিয়ায় অর্থ সম্পদে কলুষরাশি, দুঃখ যাতনা ও অশেষ কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না, তজ্জন্য পরকালে দীর্ঘকাল হিসাব দিতে, ধারাবাহিক যাতনা ও শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করা হইবে, এই সমস্ত হইতে সে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে মহা নেয়ামত ধারণা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

শ্রীমান ব্যক্তি নিজের বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। কুশ্রী ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারিবে যে. বাহ্য সৌন্দর্য্য ফাছাদ ও যাতনা ঘনীভূত হইতে থাকে, সে ইহা হইতে নিরাপদে আছে, এই হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। যদি তাহার তুল্য ভাবাপন্ন হইত, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইত না।

নবীগণের মুখমণ্ডল জ্যোতিষ্মান ছিল, সেই জ্যোতির জন্য তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দ্বিতীয় একটী অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। উহা এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و نوح و ابراهيم و

موسى و عيسى بن مريم ۝

এই আয়তে নবীগণের নিকট হইতে, বিশেষ করিয়া হজরত মোহাম্মদ, নুহ, এবরাহিম, মুছা ও ইছা-বেনে মরয়েমের নিকট হইতে অঙ্গীকার লওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমে সমস্ত নবীর কথা উল্লেখ করিয়া পরে কেবল ৫জন নবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা সমধিক ছহিহ মতে উলোল-আজম নবী। আমাদের নবী (ছাঃ) এর কথা সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছিল, অথবা তিনি দরজাতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্ প্রথমেই আমার রুহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন আদম (আঃ) আত্মা ও দেহের মধ্যে ছিলেন, সেই সময় আমি নবী ছিলাম। নবীগণের নিকট হইতে বিশিষ্টভাবে কি অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে । আশেয়া'তোল্লামায়াত টীকাতে আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে নবুয়ত ও রেছালত সম্বন্ধে অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল

যে, তাঁহারা যেন মনুষ্যদিগের নিকট শরিয়তের আহকাম ও আল্লাহ্তায়ালার আদেশ নিষেধ পৌঁছাইয়া দেন।

মোল্লা আলী-কারি লিখিয়াছেন, অন্য আয়তে আছে ;—

و اذ اخذنا منهم ميثاقا غليظا (الى) ليسأل الصادقين عن صدقهم ۞

ইহাতে বুঝা যায় যে, সত্যতা ও বিশুদ্ধতা পালন করার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল।

অন্য আয়তে আছে ;—

و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه الخ ۞

ইহাতে বুঝা যায় যে, নবীগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর ইমান আনেন এবং সুযোগ হইলে, তাঁহার সহায়তা করেন। এই অঙ্গীকার গ্রহণ সাধারণ মনুষ্যদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পূর্ব্বে হওয়া বিশেষ সম্ভব।

সমস্ত আত্মাকে স্বশরীরে প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু যেহেতু হজরত ইছা (আঃ) এর আত্মীকভাব প্রবল ছিল ও তিনি 'রুহোল্লাহ' নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই হেতু তাহাকে স্বশরীরে প্রকাশ করা হইয়াছিল না, বরং রুহানি (আত্মিক) ভাবে তাঁহাকে প্রকাশ করা হইয়াছিল। হজরত ওবাই বেনে কা'ব বলিয়াছেন আল্লাহ্ তাহার রুহকে হজরত মরয়েমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া উহা তাহার উদরে প্রবেশ করিয়াছিল। হজরত জিবরাইল (আঃ) উহা ফুৎকার করিয়াছিলেন। উহার কতকাংশ তাঁহার মুখে এবং কতকাংশ তাঁহার পিরাহানের গলদেশে পৌঁছিয়াছিল। মেঃ, ১/১৬২/১৬২, আঃ, ১/১২১/১২২।

১১) আবুদ্দারদার উক্তি ;—

" আমরা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট ছিলাম এমতাবস্থায় কি হইবে, ইহার সমালোচনা করিতেছিলাম, হঠাৎ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা শ্রবণ

কর যে, একটী পর্ব্বত স্থানচ্যুৎ হইয়াছে, তবে উহা বিশ্বাস করিতে পার। আর যদি তোমরা কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রবণ কর যে, সে তাহার প্রকৃতির পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তবে তোমরা ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না। কেননা সে যে প্রকৃতির উপর সৃজিত হইয়াছে, তাহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। আহমদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

আল্লাহ্ যাহাকে ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন কিম্বা ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়াছেন, তাহার এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। এইরূপ যাহার প্রকৃতিতে দানশীলতা বা কৃপণতা কিম্বা বীরত্ব বা কাপুরুষতা নিহিত হইয়াছে, উহার অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, ছুফিগণ বলিয়া থাকেন যে, তরিকত দ্বারা লোকদের স্বভাব সংশোধিত হইয়া থাকে, ইহা উক্ত হাদিছের বিপরীত হইল কিনা? তদুত্তরে বলা যাইবে, লোকের মূল প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু উহার গুণ (ছেফাত) পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, বরং তাহারা ইহা পরিবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, ইহাকে নফ্‌ছ শুদ্ধ করা ও চরিত্রাবলী সংশোধন করা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এইসূত্রে কোরআনে বলা হইয়াছে ;— قد افلح من زكها

“ যে ব্যক্তি উক্ত নফ্‌ছ (রিপু) বিশুদ্ধ করিয়াছে, সত্যই সে ব্যক্তি সফল মনোরথ হইয়াছে।”

হাদিছে আছে ;— حسنوا اخلاقكم

“ তোমরা নিজেদের চরিত্রকে সুন্দর করিয়া লও ।” দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যেরূপ তকদীর দুই প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম মোবরাম مبرم অপরিবর্ত্তনীয়, দ্বিতীয় মোয়াল্লাক معلق (কোন শর্তের সহিত আবদ্ধ) সেইরূপ মোবরাম প্রকৃতি হইলে, উহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, আর মোয়াল্লাক প্রকৃতি হইলে, উহা পরিবর্ত্তন হইতে পারে, আমাদের প্রকৃতি (তবিয়ত, মেজাজ) কোন্ শ্রেণী ভুক্ত তাহা আমাদের পক্ষে অজানিত, কিন্তু খোদাতায়ালা সম্যকরূপে তাহা অবগত আছেন। কাজেই আমাদের পক্ষে চরিত্র সংশোধন করিতে কঠোর

সাধ্য সাধনা করা জরুরী। এইহেতু অনেক কঠোর সাধনাকারি (ریاضت کش) ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতে পাও যে, দীর্ঘকাল কঠোর চেষ্টা চরিত্র করিয়াও তাহাদের চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না।

পক্ষান্তরে অতি অল্প সময়ে কতক লোকের অসংস্বভাব সংস্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে।

তৃতীয় উত্তর এই যে, স্বভাবতঃ মনুষ্যের প্রকৃতি অন্য কোন পরিবর্ত্তনকারী উপকরণ ব্যতীত পবিবর্ত্তিত হয় না। এইরূপ কোন অবলম্বন হইলে, উহা পবিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রথম খোদা আকর্ষণ (جذبة الهيه) দ্বিতীয় নফ্‌ছ বিশুদ্ধ করা কল্পে কঠোর সাধনা ও তৃতীয় এলম ও মা'রেফাতে রাব্বানি এই তিন বিষয় দ্বারা উহার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। মেঃ ১।১৬২।১৬৩।

১২) উম্মে-ছালমার উক্তি ;—

তিনি বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি যে হলাহল মিশ্রিত ছাগলের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন উহার ক্রিয়াতে আপনি প্রত্যেক বৎসরে সর্ব্বদা যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন উহার কোন ক্রিয়া আমার মধ্যে ইহা ব্যতীত সংক্রামিত হইতে পারে নাই যে, যে সময় (হজরত) আদম মৃত্তিকাতে (পড়িয়া) ছিলেন, সেই সময় আমার অদৃষ্টে উহা লিখিত হইয়াছিল। এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

টীকা

খয়বরে একজন য়িহুদী হজরত (ছাঃ) কে অকস্মাৎ হত্যা করা উদ্দেশ্যে হলাহল মিশ্রিত ছাগলের গোস্ত ভক্ষণ করিতে দিয়াছিল, হজরত উহার কিছু অংশ ভক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে আমার সহচরেরা, তোমরা উহা ভক্ষণ করিওনা। কেননা উক্ত গোস্ত বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইয়া আমাকে বলিতেছে, আপনি আমাকে ভক্ষণ করিবেন না। আমার মধ্যে হলাহল মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহাতে হজরত আর উহা ভক্ষণ করিবিন না। তাঁহার একজন সঙ্গী উহা ভক্ষণ করতঃ এন্তেকাল করেন। হজরত সেই য়িহুদীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এরূপ কার্য্য করিলে কেন? য়িহুদী বলিয়াছিল যদি আপনি সত্যনবী হন, তবে এই হলাহলে আপনার প্রাণ নষ্ট হইবে না। আর যদি আপনি অসত্য পরায়ণ হন, তবে আপনি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন

এবং আমরা আপনার কার্য্য কলাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। যদিও উক্ত মহাবিষে হজরতের প্রাণ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু বৎসরে বৎসরে উহার ক্রিয়াতে হজরত যন্ত্রনা ভোগ করিতেন। — মেশকাতের মো'জেজা অধ্যায়। হজরত উম্মে-ছালমা হজরতের সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তাঁহার নাম হেন্দোন, তাঁহার পিতার নাম আবু-ওমাইয়া ছিল, হজরতের নেকাহ করার পূর্ব্বে তিনি আবুছলমার স্ত্রী ছিলেন, আবুছলমা ৪র্থ হিজরীতে এন্তেকাল করিলে, হজরত (ছাঃ) সেই বৎসর শওয়াল মাসে তাঁহার সহিত নেকাহ্ করেন। তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে ৬৯ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। বকি মামক গোরস্থানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল। হজরত এবনো-আব্বাছ, আএশা, তাঁহার কন্যা জয়নব, এবনো-মোছাইয়েব, বুহু ছাহাবা ও তাবেয়ি বিদ্বান তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছিলেন।

— মেঃ ১।/১৬৩।

গোরের শাস্তি সপ্রমাণ করার পরিচ্ছেদ।

অধিকাংশ মোতা'জেলা ও কতক রাফিজি (শিয়া) এই বেদয়াতি সম্প্রদায়দ্বয় গোরের আজাব অস্বীকার করিয়া থাকে, অনেক মশহুর হাদিছ যাহা মোতাওয়াতের দরজায় উপস্থিত হইয়াছে, গোরআজাব সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বেদয়াতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ও অস্বীকার করার পূর্ব্বে প্রাচীন ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি সম্প্রদায় একবাক্যে গোর আজাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। মাছাবিহ লেখক গোরআজাব সপ্রমাণ করা উদ্দেশ্যে কতগুলি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন।

কবরের অর্থ আলমে-বরজোখ (মধ্যজগৎ) যাহা ইহজগত ও পরজগতের (আখেরাতের) অন্তরাল স্বরূপ এবং উভয়জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখে, ইহার অর্থ উক্ত গোর নহে — যাহার মধ্যে লাশ স্থাপন করা হইয়া থাকে, কেননা কতক মনুষ্য নদীতে ডুবিয়া মরেন, কতকে অগ্নীতে দগ্ধীভূত হইয়া থাকেন, কতকে হিংস্রপশুগুলির উদরসাৎ হইয়া থাকেন, মনুষ্য যে অবস্থাতে থাকুক না কেন তাহার মূল অঙ্গটী স্থায়ী থাকে, আল্লাহ্ নিজ ক্ষমতা বলে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক কার্য্য করিতে ক্ষমতাবান, তিনি ইচ্ছা করিলে, উক্ত মূল অঙ্গে আত্মা সংযোগ করিতে পারেন, তৎপরে উহাকে শাস্তি দিতে

পারেন, কিম্বা সুখ আনন্দ প্রদান করিতে পারেন। সমধিক ছহিহ ও নির্দোষ মত এই যে, হাদিছ গুলিতে যেরূপ ফেরেশ্‌তাগণ, সর্প ও বৃশ্চিকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সমস্তই বাস্তব ঘটনা, ইহা কেবল রূপক ও আত্মিক আকৃতি নহে।

যদিও আমরা উহা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে ও জানিতে পারিনা, তবু মূল বিষয়ের সত্যতার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ্ থাকিতে পারেনা, কেননা আলমে-মালাকুতের (অদৃশ্য জগতের) ব্যাপারগুলি স্বভাবতঃ চর্ম্মচক্ষে দেখা যায়না, অন্য প্রকার একটী চক্ষু আছে, উহাকে অন্তর চক্ষু বলা হয়, তদ্দ্বারা উহা দেখা সম্ভব হইতে পারে।

যদি আল্লাহ্ ব্যক্তি বিশেষকে চর্ম্মচক্ষে দেখার শক্তি প্রদান করেন, তবে উহা সম্ভব হইতে পারে।

হজরত জিবরাইল (আঃ) নবী (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিতেন, কথোপকথন করিতেন এবং খোদার সংবাদ প্রদান করিতেন, ছাহাবাগণ সেই মজলিছে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু উহার বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। যদি ইমানের জ্যোতি অন্তরে উপস্থিত হয় এবং তদ্বারা উহা প্রসারিত হয়, তবে ইহা অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইবে না।

বিদ্বানগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন যে, গোরের আজাব করা কালে মানুষকে জীবিত করা হইবে, কিম্বা তাঁহার সম্মুখে আত্মা (রুহ) স্থাপন করা হইবে, অথবা অন্য প্রকার ব্যবস্থা করা হইবে যাহা আমাদের জানার অধিকার নাই, সত্যমত এই যে, তাহাদ্গিকে জীবিত করা হইবে, হাদিছ গুলির স্পষ্ট মর্ম্ম হইতে ইহা বুঝা যায়।

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মনুষ্যের সমস্ত শরীরে আত্মা প্রদান করা হইতে পারে, কিম্বা তাঁহার শরীরের কোন অংশে উহা ফেরত দেওয়া যাইতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি এতটুকু বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্তায়ালা মৃত ব্যক্তির মধ্যে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করেন, যে সে তদ্দ্বারা যাতনা ও সুখ অনুভব করিতে পারিবে তবে যথেষ্ট হইবে।

মোল্লা আলি কারি লিখিয়াছেন, ছুন্নত-অল-জামায়াতের মতে গোরের আজাব সত্য; কোরআন শরিফের (ছুরা মো'মেনের ৫ রুকুতে) ইহার প্রমাণ আছে;

النار يعرضون عليها غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ●

" প্রভাত ও সন্ধ্যাতে তাঁহাদের উপর (ফেরয়াওনের বংশধরগণের উপর) অগ্নী উপস্থিত হইবে, তোমরা (ফেরেশ্‌তাগণ) ফেরয়াওনের বংশধরগণকে কঠিনতম শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও।"

কোরআনে ছুরানুহে আছে ;—

مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا ۞

তাহাদের গোনাহ্ কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল, তৎপরে তাহাদিগকে অগ্নীতে প্রবেশ করান হইল।)

অসংখ্য হাদিছে ইহার প্রমাণ আছে।

যদি কেহ বলেন, আমরা মৃতকে অবিকল তাহার পূর্ব্ব অবস্থাতে পাইয়া থাকি, তবে কিরূপে ছওয়াল করা হয়, বসাইয়া প্রহার করা হয়। অথচ উহার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। ইহার উত্তর এই যে, ইহা সম্ভব ব্যাপার ; ইহার দৃষ্টান্তও আছে; যেরূপ একটী নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি উহা বুঝিতে পারিলেও আমরা উহা বুঝিতে পারি না। এইরূপ জাগরিত ব্যক্তি সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথচ তাহার সহচর উহা বুঝিতে পারে না। — মেঃ, ১/১৬৩।

প্রথম অধ্যায়

বারাবেনে আজেবের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, মুছলমান ব্যক্তি যখন গোরে জিজ্ঞাসিত হয়, তখন সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই এবং নিশ্চয়ই মোহম্মদ আল্লাহ্‌তায়ালার রাছুল (প্রেরিত পুরুষ)। ইহাই নিম্ন আয়তের অর্থ —

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ●

"আল্লাহ্ ইমানদারদিগকে ইহজগতে এবং পরজগতে বদ্ধমূল কথার উপর স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখেন। আর আল্লাহ্ অত্যাচারিদিগকে ভ্রান্ত করিয়া থাকেন।"

অন্য রেওয়াএতে আছে, নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত আয়ত গোরের আজাব সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল , তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিপালক কে? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, মোহম্মাদ আমার নবী। ইহা ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে।

মাছাবিহ কেতাবের শব্দ এইরূপ ;— যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দীন কি? তোমার নবী কে? তখন সে ব্যক্তি বলিবে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক; ইছলাম আমার দীন, ও মোহম্মাদ (ছাঃ) আমার নবী।

কোন রেওয়াএতে কেবল আল্লাহ্তায়ালার মা'বুদ হওয়ার ও নবী (ছাঃ) এর রেছালাতের প্রতি সাক্ষ্য দেওয়ার কথা আছে, দীন ইছলামের সাক্ষ্য দেওয়ার কথা নাই, ইহার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত বিষয়দ্বয়কেই দীন ইছলাম বলা হয়, পরোক্ষভাবে উহাতে দীন ইছলাম স্বীকার করা হইয়া থাকে।

বদ্ধমূল কথার অর্থ শাহাদাত কলেমা, যাহা আল্লাহ্তায়ালার তওফিকে অন্তরে বদ্ধমূল অবস্থাতে থাকে। তিনি বলিয়াছেন, ইহা مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء এই আয়ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদিও দুনিয়াতে ইমানদারদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করা হয় ও বিবিধ প্রকার সন্দেহে নিক্ষেপ করা হয়, তবুও তাহারা উহা নষ্ট করিয়া থাকে না। আলমে-বারজোখে উহা তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, গোরে মোনকের-নকিরের ছওয়ালের সময় উহা স্থির থাকে, ইহাই ছহিহ মত।

এই আয়তটী আজাবে-কবর প্রমাণ করার পক্ষে দলীল, যদি কেহ বলেন ইহাতে ত ইমানদারের উপর গোরের আজাব হওযার কথা নাই, তবে গোরের আজাব সম্বন্ধে নাজেল হইল কিরূপে? তদুত্তরে বলা যাইবে যে, প্রকৃত আজাব কাফেরের উপর হইয়া থাকে, ইমানদারগণ দুইজন ফেরেশ্তাকে দেখিয়া ত্রাশিত ও আতঙ্কিত হইয়া থাকেন, ইহাও এক প্রকার আজাব বলিলেও চলে।

আল্লাহ্তায়ালা ইমানদারদিগের ভয় দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহার রসনা

হইতে মোনকের-নকিরের ছওয়ালের জওয়াব প্রকাশ করিয়া দেন।

আর কাফেরেরা এত ভীতি-বিহ্বল ও বিব্রত হইয়া পড়ে যে, উহার জওয়াব দিতে অক্ষম হইয়া থাকে।

বারা একজন ছাহাবা, তাঁহার পিতার নাম আ'জেব, ইনিও ছাহাবা, তাঁহার কুনইয়াত আবুওমারা, ইনি আনছার বংশোদ্ভুত ছিলেন, তিনি খোন্দক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে নাবালেগ ধারণা করা হইয়াছিল। তিনি নবী (ছাঃ) এর সঙ্গে ১৫টী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি কুফাতে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, ১৪ হিজরীতে রায় শহর অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি হজরত আলি (রাঃ) সঙ্গে জোমাল, ছিফ্যিন ও নাহাবওয়ান যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বহু লোক তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। তিনি কুফাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। মেঃ, ১/১৬৩আঃ ১/১২৩/১২৪।

২) (হজরত) আনাছের উক্তি;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন বান্দাকে তাহার গোরে স্থাপন করা হয় এবং তাঁহার সহচরগণ তাহা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, নিশ্চয় সে তাহাদের জুতার শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, তখন তাহার নিকট দুইজন ফেরেশ্তা আগমন করতঃ তাহাকে বসাইয়া বলিয়াথাকেন, তুমি এই ব্যক্তির অর্থাৎ মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কি বলিতে? এমতাবস্থাতে ইমানদার ব্যক্তি বলিয়া থাকে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্তায়ালার বান্দা ও তাঁহার রাছুল। তখন তাহাকে বলা হয়, তুমি তোমার দোজখের বাসস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত কর, খোদাতায়ালা তোমাকে উহার পরিবর্ত্তে বেহেশতের বাসস্থান প্রদান করিয়াছেন। সেই সময় সে ব্যক্তি উভয় স্থান দেখিতে পাইবে।

পক্ষান্তরে মোনাফেক ও কাফেরের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, প্রত্যেককে বলা হইবে, তুমি এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি বলিতে? সে বলিবে, আমি জানি না, লোকেরা যাহা বলিত, আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি জান নাই এবং (কাহারও) অনুসরণ কর নাই। তৎপরে তাহাকে লৌহের মুদ্গর দ্বারা কঠিন প্রহার করা হইবে, ইহাতে সে ব্যক্তি এরূপ চীৎকার করিবে যে, জ্বেন ও মনুষ্য ব্যতীত তাহার নিকটস্থ যাবতীয় বস্তু উহা শ্রবণ করিবে। — বোখারি ও মোছলেম, শব্দগুলি বোখারির।

টীকা

এই ব্যক্তির সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে? এই ব্যক্তির অর্থ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ), আল্লামা তিবি বলিয়াছেন, এই ব্যাখ্যাটী হাদিছের রাবি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লামা জামালদ্দিন বলিয়াছেন, ইহা নবী (ছাঃ) এর কথা। হজরত নবী (ছাঃ) এর কথা সকলের অন্তরে অঙ্কিত ও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, এই হেতু তাঁহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উপরোক্ত প্রকার কথা বলা হইবে।

ইহাও সম্ভব যে, গোরে হজরত (ছাঃ) এর মেছালি ছুরত (আত্মিকরূপ) উপস্থিত করিয়া উহা জিজ্ঞাসা করা হইবে।

মোনাফেক ব্যক্তি বলিবে, আমি তাঁহার স্বরূপ অবগত নহি, মুছলমানেরা অন্তরের বিশ্বাসসহ যাহা বলিতেন, আমি ও মৌখিক তাহাই বলিতাম।

কাফেরেরা বলিবে, মুছলমানেরা যাহা বলিতেন, আমি তাহাই বলিতাম, নিষ্কৃতি লাভ উদ্দেশ্যে ইহা মিথ্যাভাবে বলিবে। কিম্বা এইরূপ অর্থ হইবে, অন্যান্য কাফেরেরা যেরূপ বলিত আমি ও সেইরূপ বলিতাম।

ফেরেশ্‌তা বলিবেন, তুমি সত্যমত অবগত হওয়ার চেষ্টা কর নাই এবং সত্যপরায়ণ লোকদিগের অনুসরণ কর নাই। সৈয়দ জামালদ্দিন বলিয়াছেন, تليت শব্দ মূলে تلوت ছিল دريت শব্দের অনুসরণে পরিবর্ত্তন করতঃ تليت করা হইয়াছে, উহার অর্থ তুমি কোরআন পাঠ কর নাই। মূল মর্ম্ম এই যে, তুমি বুদ্ধি বিবেক বলে তাঁহার নবুয়তের সত্যতা অবগত হইতে পার নাই এবং কোরআন পাঠ কর নাই, পাঠ করিলে উহার সত্যতা অবগত হইতে পারিতে।

কাফের ও মোনাফেকের চীৎকার করার শব্দ মনুষ্য ও জ্বেন ব্যতীত ফেরেশ্‌তাগণও অন্যান্য জীবজন্তু শুনিতে পাইয়া থাকে, যদি মনুষ্য ও জ্বেন উহা শুনিতে পাইত, তবে গায়েবের উপর ইমান আনা সম্ভব হইত না, পরীক্ষা পদ্ধতি রহিত হইয়া যাইত এবং ছওয়াব লাভের সুযোগ থাকিত না। আরও লোকেরা আতঙ্কিত হইয়া দুনিয়ার সর্ব্ববিধ কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিত; ইহাতে দুনিয়া অচল হইয়া পড়িত।

উক্ত হাদিছে ইমানদার ও কাফের কিম্বা মোনাফেকের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু ইমানদার ফাছেকের অবস্থা উল্লিখিত হয় নাই। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ইমানদার ফাছেক মোনকের নকিরের ছওয়ালের জওয়াব দিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু তা'বেদার ইমানদারেরা যেরূপ সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের জন্য যেরূপ বেহেশ্‌তের দ্বার উদ্ঘাটন করা হইয়া থাকে, ফাছেক ইমানদারদিগের জন্য সেইরূপ হইবে না, যদি খোদা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে মাফ করিয়া দেন তবে ভাল নচেৎ তাহাকে শাস্তি লইতে হইবে। — আঃ, ১/১২৪/১২৫, মেঃ, ১/১৬৪/১৬৫।

৩) (হজরত) ওমারের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের একজন যখন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নিকট প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে তাহার বাসস্থান প্রকাশ করাহইয়া থাকে। যদি মৃত ব্যক্তি বেহেশ্‌তবাসিদিগের অন্তর্ভূক্ত হয়, তবে বেহেশ্‌তবাসিদিগের বাসস্থান তাঁহার নিকট প্রকাশ করা হয়। আর যদি সে দোজখবাসিদিগের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে দোজখবাসিদিগের বাসস্থান তাহার নিকট প্রকাশ করা হয়। তৎপরে বলা হয় ইহাই তোমার বাসস্থান এমন কি আল্লাহ্ তোমাকে উহার দিকে কেয়ামতের দিবস সমুত্থিত করিবেন। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

يبعثك الله اليه ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

প্রথম এই যে, আল্লাহ্ তোমাকে উক্ত প্রকাশিত বাসস্থানের দিকে সমুত্থিত করিবেন।

দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তাহাকে হাশরের দিকে সমুত্থিত করিবেন।

তৃতীয়, আল্লাহ্ তাহাকে নিজের দরবারে সমুত্থিত করিবেন।

هذا مقعدك ইহার অর্থ এই, প্রকাশিত বাসস্থান তোমার বাসস্থান হইবে। ইহাও অর্থ হইতে পারে, এই গোর তোমার উপস্থিত বাসস্থান।

সৈয়দ জামালদ্দিন বলিয়াছেন, এই গোর তোমার বাসস্থান তুমি উহাতে স্থায়ী

থাকিবে, যতক্ষণ (না) আল্লাহ্ তোমাকে বেহেশ্তে কিম্বা দোজখে উহার তুল্য স্থানে সমুত্থিত করেন।

ইহাও অর্থ হইতে পারে, এই প্রকাশিত বাসস্থান তোমার পরবর্ত্তী বাসস্থান, বর্ত্তমানে তুমি উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যতক্ষণ (না) আল্লাহ্ তোমাকে উহার দিকে সমুত্থিত করেন।

ইহাও অর্থ হইতে পারে, গোর তোমার বাসস্থান, যতক্ষণ (না) আল্লাহ্ তোমাকে তথা হইতে প্রকাশিত ও শেষ বাসস্থানে সমুত্থিত করেন।

ইহা মাছাবিহ কেতাবের শব্দ, অন্যান্য ছহিহ হাদিছসমূহে আছে, ইহাই তোমার অবস্থিতিস্থল কেয়ামত পর্য্যন্ত। মেঃ ১/১৬৬।

৪) হজরত আএশার উক্তি :—

নিশ্চয় একটী য়িহুদী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গোরের শাস্তির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে গোরের আজাব হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন। ইহাতে (হজরত) আএশা (রাঃ) রাছুলে-খোদা (ছাঃ) এর নিকট গোরের শাস্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে হজরত বলিয়াছেন, হ্যাঁ গোরের শাস্তি সত্য। আএশা বলিয়াছিলেন, তৎপরে আমি নবী (ছাঃ) কে এমন কোন নামাজ পড়িতে দেখি নাই যাহাতে তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট গোরের আজাব হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করেন নাই। বোখারি ও মোছলেম।

টীকা

হজরত নামাজের মধ্যে এইরূপ দোওয়া করিতেন, ইহাও হইতে পারে যে, উহার বাহিরে উহা করিতেন। প্রথম মতটী সমধিক প্রকাশ্য।

হজরত নবী (ছাঃ) গোরের আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ইহার পূর্ব্বেও দোওয়া করিতেন, কিন্তু হজরত আএশা (রাঃ) উহা জানিতে পারেন নাই। আরও ইহাও সম্ভব যে ইতিপূর্ব্বে হজরত (ছাঃ) চুপে চুপে উক্ত দোয়া করিতেন, হজরত আএশাকে বিস্ময়ান্বিত হইতে দেখিয়া তিনি প্রত্যেক নামাজের পরে প্রকাশ্য ভাবে দোয়া করিতে থাকেন, যেন তাঁহার অন্তরে ইহা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, তাঁহার

উম্মত অনুসরণ করে, উম্মতের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা তাঁহাদের আকায়েদে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য ভীত ত্রাসিত হইতে থাকে।

য়িহুদী স্ত্রীলোক গোরের আজাবের কথা হয়ত তওরাত কেতাবে পাঠ করিয়া, না হয় তাওরাত তত্ত্ববিদ কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া প্রকাশ করিয়াছিল।

মূল কথা, এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্তায়ালার আজাব হইতে নির্ভীক থাকা জায়েজ নহে। মেঃ, ১/১৬৭।

৫) জয়েদ বেনে ছাবেতের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বনি-নজ্জার সম্প্রদায়ের একটী প্রাচীর বেষ্টিত উদ্দ্যানে তাঁহার নিজের একটী অশ্বতরের উপর (আরোহী) ছিলেন, এমতাবস্থায় আমরাও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ অশ্বতরটী তাঁহাকে লইয়া সবেগে ধাবিত হইল এমন কি হজরতকে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল, হঠাৎ ৬টী কিম্বা ৫টী গোর পরিলক্ষিত হইল। তখন হজরত বলিলেন, কোন্ ব্যক্তি এই গোরগুলির লোকদ্গিকে জানেন। এক ব্যক্তি বলিল, আমি (জানি)। হজরত বলিলেন, কোন্ অবস্থায় তাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে? সে ব্যক্তি বলিল, শেরক অবস্থাতে (মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে)। তখন হজরত বলিলেন, নিশ্চয় এই উম্মত তাহাদের গোরে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। যদি তোমাদের দফন কার্য্য পরিত্যাগ করার আশঙ্খা না হইত তবে আমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া (প্রার্থনা) করিতাম যে, তিনি তোমাদ্গিকে উক্ত গোরের আজাব শুনাইয়া দিতেন — যাহা আমি শুনিয়া থাকি। তৎপরে হজরত আমাদের দিকে মোবারক মুখমণ্ডল (চেহারা) ফিরাইয়া বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোজখের শাস্তি হইবে উদ্ধার প্রার্থনা কর। তাঁহারা বলিলেন আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোজখের শাস্তি হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি। হজরত বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট গোরের শাস্তি হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। তাঁহারা বলিলেন আমরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গোরের শাস্তি হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি, হজরত বলিলেন তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট যাহা প্রকাশ্য আর যাহা অপ্রকাশ্য এইরূপ ফাসাদ সমূহ হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। তাহারা বলিলেন, যাহা প্রকাশ্য, আর যাহা অপ্রকাশ্য এইরূপ ফাছাদ সমূহ হইতে আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি। হজরত বলিলেন,

তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দাজ্জালের ফাছাদ হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর। তাহারা বলিলেন আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দাজ্জালের ফাছাদ হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছি। মোছলেম।

টীকা

হজরত যে অশ্বতরের উপর আরোহী ছিলেন, উহা সবেগে ধাবিত হওয়ার কারণ এই যে, গোরের আজাব শ্রবণ করতঃ ভয়ে পালায়ন করিতেছিল। হজরত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই লোকগুলি জাহিলিএতের (ইছলামের পূর্ব্বে) জামানাতে মরিয়া গিয়াছে, কিম্বা ইছলামের যুগে মোশরেখ অবস্থাতে বা ইমানদার অবস্থাতে মরিয়াছে? তাহারা বলিলেন, শেরকমূলক জামানাতে, কিম্বা শেরেখ অবস্থাতে মরিয়াছিল।

হজরত বলিয়াছেন, এই উম্মত গোরে পরীক্ষিত হইয়া হয় সুখ শান্তি ভোগ করিয়া থাকে, না হয় শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। যদি তোমরা গোরের আজাব শুনিতে পাইতে তবে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া দফন কার্য্য ত্যাগ করিতে অথবা উহার ভয়ে বিরত হইয়া এই কায্য ত্যাগ করিতে। ফাছাদ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এই দুই প্রকার হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে ফাছাদ সংঘটিত হইয়া থাকে, উহাকে প্রকাশ্য ফাছাদ বলা হইয়াছে। আর শেরক, রিয়া ও হিংসার তুল্য অন্তর নিহিত ফাছাদগুলিকে অপ্রকাশ্য ফাছাদ বলা হইয়াছে। যে ফাছাদগুলি গোর ও দোজখের আজাবের দিকে আকর্ষণ করে তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করার আদেশ করা হইয়াছে।

দাজ্জাল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ফাছাদ কেননা সে মানুষকে কাফেরির দিকে আহ্বান করিবে, যে জন্য মানুষ চিরদোজখী হইবে। মেঃ, ১/১৬৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১) আবু হোরায়রার উক্তি;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন মৃতকে গোরে প্রোথিত করা হয়, তখন তাহার নিকট কাল বর্ণের নীল চক্ষুধারি দুইজন ফেরেশ্‌তা আগমন করেন, এতদুভয়ের একজনকে মোনকার এবং দ্বিতীয় জনকে নকির বলা হইয়া থাকে।

তৎপরে তাঁহারা উভয়ে বলেন, তুমি এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি বলিয়া থাক? তখন সে ব্যক্তি বলে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দা ও তাঁহার রাছুল, আরও আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাছুল। ইহাতে উভয়ে বলেন, আমরা জানিতাম, নিশ্চয় তুমি এইরূপ উত্তর প্রদান করিবে।

তৎপরে তাহার জন্য তাহার গোর ৭০ হস্ত লম্বা ৭০ হস্ত প্রস্থ প্রসারিত করা হইবে। পরে উহাতে তাহার জন্য জ্যোতিঃ প্রজ্জ্বলিত করা হইবে, অবশেষে তাহাকে বলা হইবে, তুমি নিদ্রাভিভূত হও। তখন সে বলিবে আমি আমার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে সংবাদ প্রদান ইচ্ছা করিতেছি, তখন তাহারা উভয়ে বলিবেন, তুমি উক্ত নববিবাহিত ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রাভিভূত হও, যাহাকে তাহার পরিজনের মধ্যে তাহার সমধিক প্রীতিভাজন ব্যক্তি ব্যতীত কেহ জাগরিত করিয়া থাকে না। এমন কি আল্লাহ্ তাহাকে তাহার এই শয়নস্থান হইতে সমুত্থিত করিবেন।
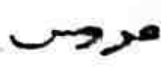
আর যদি মৃত মোনাফেক হয়, তবে বলে লোকদিগকে একটী কথা বলিতে শ্রবণ করিয়া আমিও তত্তুল্য কথা বলিয়াছি। আমি (প্রকৃত অবস্থা) অবগত নহি। তখন তাহারা উভয়ে বলেন, সত্যই আমরা জানিতাম যে নিশ্চয় তুমি এইরূপ উত্তর দিবে। তখন জমিকে বলা হয় তুমি ইহার উপর সঙ্কুচিত হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ জমি তাহার উপর সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, ইহাতে তাহার একদিকের পার্শ্বদেশের অস্থি অন্যদিকের পার্শ্বদেশের অস্থির সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তৎপরে সে সর্ব্বদা শাস্তিগ্রস্থ হইতে থাকিবে, এমন কি আল্লাহ্ তাহাকে এই শয়ন স্থল হইতে সমুত্থিত করিবেন। তেরমেজি।

টীকা

দুই ফেরেশ্‌তা কাল রং-এর হইবেন, ইহাতে মৃতের উপর ভীতি সঞ্চার হইবে কিম্বা উহার অর্থ অতি কদাকার হইবে। নীল চক্ষুর অর্থ এই যে, ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি করিবেন ও চক্ষু ঘুরাইতে থাকিবেন। মোনকার ও নকির দুইজন বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তার নাম যেরূপ হজরত আজরাইল ফেরেশ্‌তা একস্থানে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ একই সময়ে বাহির করিয়া থাকেন, সেইরূপ

উক্ত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের এরূপ কশফ শক্তি। আছে যে, একই সময়ে লক্ষ লক্ষ লোকের গোরে তাঁহাদের আত্মিকরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, মোনকার ও নকির দুই দল ফেরেশ্‌তার নাম, এইরূপ বহু ফেরেশ্‌তা আছেন, কেহ মরিয়া গেলে, ঐ দল হইতে দুইজন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। عروس শব্দের অর্থ নব বিবাহিত পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক। আঃ, ১/১২৭/মেঃ, ১/১৬৮।

ফেরেশ্‌তারা ইমানদারদিগের চেহারার নুর দর্শনে ও কাফেরদিগের মুখ মণ্ডলের কালিমা দর্শনে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই দল ছওয়ালের জওয়াব দিতে পারিবে, আর এইদল জওয়াব দিতে পারিবে না। এইহেতু তাহারা বলিবেন, আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম যে, তুমি এইরূপ জওয়াব দিবে।

ইমানদার ব্যক্তি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া বলিবে যে, আমি আমাদের পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদের সুখ ও আনন্দের সংবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

২) আজেবের পুত্র বারার উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তাহার নিকট দুইজন ফেরেশ্‌তা আগমন করতঃ তাহাকে বসাইয়া বলিবেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে ব্যক্তি বলিবে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তৎপরে তাহারা উভয়ে বলিবেন, তোমার দীন কি। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, এছলাম আমার দীন। তৎপরে তাহারা উভয়ে বলিবেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি কে? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, ইনি আল্লাহ্‌তায়ালার রাছুল। তখন তাঁহারা উভয়ে বলিবেন, তুমি কিরূপে ইহা অবগত হইলে? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার কেতাব পাঠ করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছি। ইহাই আল্লাহ্‌তায়ালার এই কালামের অর্থ- و يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت "এবং আল্লাহ্ ইমানদারদিগকে বদ্ধমূল কথার উপর স্থির রাখেন।"

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তখন আছমান হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলিবে, আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে, কাজেই তাহার জন্য বেহেশতের একটী শয্যা বিছাইয়া দাও, তাহাকে বেহেশ্‌তের একটী পোষাক পরিধান করাও

ও তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাও। তখন উহা উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া হয়। হজরত বলিয়াছেন, তৎপরে তাহার নিকট উহার বায়ু ও সুবাস আসিতে থাকে এবং তাহার দৃষ্টি নিক্ষেপ স্থল পর্য্যন্ত উহা প্রসারিত করা হয়।

কাফেরের অবস্থা এই যে, হজরত তাহার মৃত্যুর অবস্থা আলোচনা করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার আত্মা তাহার দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট দুইজন ফেরেশ্‌তা আগমন করতঃ তাহাকে বসাইয়া বলেন, তোমার প্রতিপালক কে? ইহাতে সে ব্যক্তি বলে, হায় হায় জানি না। তৎপরে উভয়ে বলেন, তোমার 'দীন' কি? ইহাতে সে বলে, হায় হায় জানি না। তৎপরে তাহারা তাহারা উভয়ে বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি কে? ইহাতে সে বলে, হায় হায় জানি না। তখন আছমান হইতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলেন, এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে। কাজেই তোমরা ইহার জন্য একটী অগ্নির শয্যা বিছাইয়া দাও, তাহাকে একটী আগ্নেয় পোষাক পরিধান করাও এবং তাহার জন্য দোজখের দিকে একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাও। হজরত বলিয়াছেন, তখন তাহার উপর উহার তাপ ও গরম বায়ু আসিতে থাকে এবং তাহার উপর তাহার গোরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, এমন কি তাহার পার্শ্বদেশের অস্থিগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তৎপরে তাহার জন্য একজন অন্ধবধীর ফেরেশ্‌তা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে তাহার সহিত একটী লৌহের মুদ্গর থাকিবে, যদি তদ্দ্বারা পর্ব্বতের উপর আঘাত করা হয়, তবে উহা মৃত্তিকা হইয়া যাইবে। তৎপরে সেই ফেরশতা তদ্দ্বারা তাহাকে প্রহার করিবে, ইহাতে সে এরূপ চীৎকার করিবে যে, জ্বেন ও মনুষ্য ব্যতীত সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় বস্তু শ্রবণ করিবে, ইহাতে সে মৃত্তিকা ৎ হইয়া যাইবে, তৎপরে তাহার মধ্যে আত্মা ফেরৎ দেওয়া হইবে। — আহমদ ও আবু দাউদ।

টীকা

আছমান হইতে একজন ঘোষণাকারী ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে বলিবে, উহা ফেরেশ্‌তার শব্দ, কেননা নিরুপম খোদাতায়ালার কালাম আওয়াজ হইতে পাক (পবিত্র) আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা বলিবেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে।

ইহার পূর্ব্বের হাদিছে আছে, ইমানদারের গোর ৭০ হস্ত লম্বা বা প্রসারিত করা হইবে। পক্ষান্তরে এই হাদিছে আছে, বান্দার দৃষ্টি নিক্ষেপ স্থল পর্য্যন্ত গোর প্রসারিত করা হইবে। এইরূপ বিভিন্ন কথার সামঞ্জস্য এই ভাবে হইবে যে, সাধারণ মুসলমানদিগের পক্ষে ৭০ হস্ত লম্বা ও প্রস্ত প্রসারিত করা হইবে এবং নবী ওলিগণের পক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ স্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত করা হইবে।

কাফেরের সম্বন্ধে খোদা বলিবেন, এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে, কেননা সমস্ত দুনিয়াতে দীন ইছলাম ও হজরতের নবুয়তের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই তাহার এই কথা যে, আমি ইহা জানি না, মিথ্যা কথা ব্যতীত আর কি হইবে?

একজন অন্ধ ও বধীর ফেরেশ্‌তাকে এইহেতু নিয়োজিত করা হইবে, তিনি কাফেরের অবস্থা দেখিতে ও শুনিতে পাইবেন না, ইহাতে তাঁহার অন্তরে দয়া মমতা উদয় হইতে পারিবে না।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, মৃতকে গোরে মারিতে মারিতে মৃত্তিকাবৎ করিয়া ফেলা হইবে, ইহাতে সে মরিয়া যাইবে, পুনরায় তাহাকে জীবিত করা হইবে, আজাবের কঠোরতার জন্য এইরূপ করা হইবে। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ মরিয়া যাওয়া ও পুনরায় জীবিত হওয়া নহে, বরং তাহাকে মৃত্তিকাবৎ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব অবস্থাতে ফিরিয়া আনা হইবে। — মেঃ, ১/১৭০/১৭২, আঃ, ১/১২৮/১২৯।

৩) (হজরত) ওছমান (রাঃ) যখন কোন গোরের নিকট দণ্ডায়মান হইতেন, রোদন, করিতেন, এমন কি তিনি নিজের দাড়ি ভিজাইয়া দিতেন, ইহাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি বেহেশ্‌ত ও দোজখের আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু রোদন করিয়া থাকেন না। অথচ আপনি এই গোরের নিকট রোদন করিতেছেন! তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্যই গোর পরকালের মঞ্জেলগুলির মধ্যে প্রথম মঞ্জেল। যদি সে ব্যক্তি উক্ত গোরের আজাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তবে ইহার পরবর্ত্তী মঞ্জেলগুলি উহা অপেক্ষা সমধিক সহজ (সুখদায়ক) হইবে। আর যদি সে ব্যক্তি উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করে, তবে উহার পরবর্ত্তী মঞ্জেলগুলি কঠিনতর হইবে।

(হজরত) ওছমান (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি যে কোন দ্রষ্টব্য স্থল দর্শন করিয়াছি, গোর তাহা অপেক্ষা সমধিক কঠিন (ভীতিজনক)। তেরমেজি ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং তেরমেজি বলিয়াছেন, ইহা 'গরিব' হাদিছ।

টীকা

আখেরাতের বহু ঘাঁটি আছে, প্রথম গোর, দ্বিতীয় হাশরের ময়দান, তৃতীয় নেকী বদী ওজনের পাল্লার স্থান, চতুর্থ পোল-ছেরাত, পঞ্চম বেহেশ্‌ত কিম্বা দোজখ। গরিব হাদিছের অর্থ উহা একটী ছনদে বর্ণিত হইয়াছে। মেঃ, ১/ ১৭২।

৪) (হজরত) ওছমানের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) মৃতের দফন কার্য্য সমাপন করিয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দুই ফেরেশ্‌তার ছওয়ালের জওয়াব দিতে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকার জন্য প্রার্থনা কর, কেননা নিশ্চয় উক্ত ব্যক্তি এইক্ষণে জিজ্ঞাসিত হইবে। — আবু দাউদ।

টীকা

এই হাদিছে গোরে মৃতের তলকীন করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইতেছে। আশেয়াতোল্লামায়াতে একটী হাদিছ এই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। মেরকাতে আছে, এবনো-হাজার বলিয়াছেন, উহা ছুন্নত, এই সংক্রান্ত হাদিছটী হাছানের দরজাতে পৌঁছিয়াছে। এই হাদিছেও উক্ত তলকিনের উপর ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

গোরের নিকট কোরআন পাঠ মোস্তাহাব। — মেঃ ১/১৭৩। আঃ, ১/১৩০।

৫) আবু ছইদের উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্যই কাফেরের উপর তাহার গোরে ৯৯টী অজগর নিয়োজিত করা হইবে, উক্ত অজগরগুলি তাহাকে কেয়ামত উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। সত্যই যদি তৎসমস্তের মধ্য হইতে একটী অজগর জমিতে ফুৎকার করে, তবে উক্ত জমি তৃণলতা উৎপাদন করিবে না। দারমি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এবং তেরমেজি তত্তুল্য রেওয়াএত করিয়া ৯৯টী স্থলে ৭০টী শব্দ বলিয়াছেন।

টীকা

৭০ কিম্বা ৯৯টীর অর্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নহে, উহার অর্থ বহু সংখ্যক। কেহ কেহ বলিয়াছেন মনুষ্যের অসৎ স্বভাবের সংখ্যা ৭০ হইতে পারে এবং ৯৯ হইতে পারে। তাহাদের অসৎ স্বভাবের সংখ্যার অনুপাতে কাহারও উপর ৭০টী, অন্যের উপর ৯৯টী সর্প নিয়োজিত করা হইবে।

আল্লামা তিবি বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালার ১০০টী রহমত আছে, একটী দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট ৯৯টী আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন। কাফের আল্লাহ্তায়ালার আহকামের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া থাকে এবং বন্দিগীর হক আদায় করেনা, এইহেতু প্রত্যেক রহমতের পরিবর্ত্তে তাহার জন্য এক একটী আজগর নিয়োজিত করা হইবে।

আরও আল্লাহ্তায়ালার ৯৯টী নাম আছে, কাফের উক্ত নামগুলির প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, এইহেতু প্রত্যেক নামের পরিবর্ত্তে এক একটী সর্প তাহার জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে। — আঃ, ১/১৩১/ মেঃ, ১/১৭৩।

তৃতীয় অধ্যায়
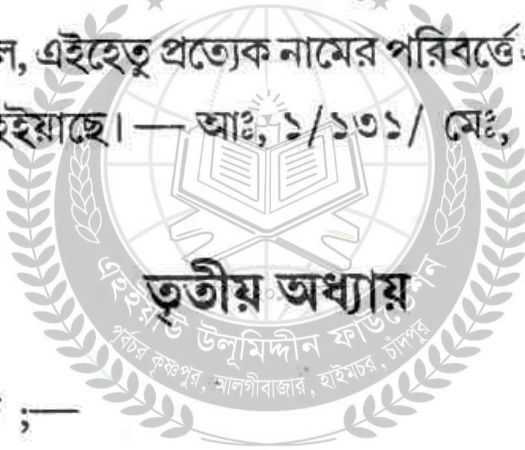
১) জাবেরের উক্তি ;—

আমরা নবী (ছাঃ) এর সঙ্গে ছা'দ বেনে মোয়াজের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলাম — যে সময় তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন নবী (ছাঃ) তাঁহার জানাজা নামাজ পড়িলেন, তাঁহাকে গোরে স্থাপন করা হইল এবং তাঁহার উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করা হইল, তখন নবী (ছাঃ) তছবিহ পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে আমরা অনেকক্ষণ তছবিহ পড়িতে লাগিলাম। তৎপরে তিনি তকবির পড়িতে লাগিলেন, আমরাও তকবির পড়িতে লাগিলাম। তখন বলা হইল, ইয়া রাছুলে-খোদা, আপনি কি জন্য তছবিহ পড়িলেন তৎপরে তকবির পড়িলেন ? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, সত্য সত্যই এই নেক বান্দার উপর তাহার গোর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, এমন কি আল্লাহ্ উহা প্রসারিত করিয়া দিলেন। — আহমদ।

টীকা

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, মানুষ অতি নেককার হইলেও গোরের এইরূপ আজাব হইয়া থাকে, কোন প্রকার ত্রুটীর জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

হজরত ছা'দ মোয়াজের পুত্র, আনছারের আওছ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় 'আকাবা'র মধ্যে মদিনাশরিফে মুছলমান হইয়াছিলেন, তাঁহার ইছলাম গ্রহণের জন্য আবদুল আশহালের বংশধরগণ মুছলমান হইয়াছিলেন, আনছার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমেই তাঁহার গৃহবাসিগণ মুছলমান হইয়াছিলেন। হজরত তাঁহাকে ছইয়ো..াল-আনছার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, ি-নি অগ্রণী, সমাজের নেতা, নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে শরীফ ও প্রবীণ ছাহাবাগণের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি বদর ও ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। খোন্দক যুদ্ধে আহত হইয়া একমাস পরে জোল-কা'দ মাসে ৫মে হিজরীতে ৩৭ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। 'বকি' গোরস্থানে তাঁহাকে দফন করা হইয়াছিল।— মেঃ, ১/১৭৪, আঃ, ১/১৩১/১৩২।

২) ওমারের পুত্রের উক্তি ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় এই ব্যক্তি এরূপ ব্যক্তি যে, তাঁহার জন্য আরশ কম্পিত হইয়াছিল, তাহার জন্য আছমানের দ্বারগুলি উদ্ঘাটন করা হইয়াছিল এবং তাঁহার (মোনাজাতে) ৭০ সহস্র ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সত্যই তাঁহার উপর কঠিনভাবে (গোর) সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছিল, তৎপরে উহা তাহা হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল। — নাছায়ি।

টীকা

গৌরবান্বিত ছাহাবার আত্মা আরশ মোয়াল্লাতে উপস্থিত হওয়ায় আরশ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কম্পিত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার নেকীগুলি আছমান ও আরশ-মোয়াল্লাতে উপস্থিত হওয়া রহিত হইয়াগিয়াছিল। এইহেতু আরশ মোয়াল্লা দুঃখিত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল। ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, আরশের ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার রুহের আগমণের জন্য

আনন্দিত হইয়াছিলেন। এমাম ছেউতি মোকতাছারোন্নেহায়া কেতাবে লিখিয়াছেন, আরশ শব্দের এক অর্থ লাশের খাটিয়া থাকে, কাজেই ইহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে, হজরত ছাদের লাশের খাটিয়াটী আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কম্পিত হইয়াছিল। রহমত নাজেল হওয়ার ও ফেরেশ্‌তাগণের নাজেল হওয়ার জন্য আছমানের দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। — রেঃ ১/১৭৪, আঃ, ১/১৩২।

৩) আবুবকরের কন্যা আছমা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) খোৎবা পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন, এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত গোরের ফাছাদের সমালোচনা করিলেন — যদ্দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। যখন তিনি ইহার সমালোচনা করিলেন, মুছলমানগণ উচ্চ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। বোখারি এইরূপ রেওয়াএত করিয়াছেন। নাছায়ি নিম্নোক্ত কথাগুলি উহাতে বেশী রেওয়াএত করিয়াছেন, এমন কি রাছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর কথা বুঝিতে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। যখন তাহাদের রোদন ক্রন্দন রহিত হইয়া গেল, আমি আমার নিকস্থ ব্যক্তিকে বলিলাম, হে ব্যক্তি, আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকত প্রদান করুন, নবী (ছাঃ) তাঁহার কথার শেষাংশে কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, আমার নিকট অহি নাজেল করা হইয়াছে, সত্যই তোমরা গোর সমূহের মধ্যে দাজ্জালের ফাছাদের নিকট ফাছাদে নিক্ষিপ্ত হইবে।

টীকা

দাজ্জাল যেরূপ মানুষকে কাফের বানাইয়া দিবে, গোরে শয়তান মানুষকে কাফের বানাইবার চেষ্টা করিবে।

আছমা হজরত আবুবকরের কন্যা, হজরত আএশার অপেক্ষা ১০ বৎসরের জ্যেষ্ঠা ছিলেন, ১০ জন লোকের পরে তিনি মুছলমান হইয়াছিলেন, তিনি আবদুল্লাহ্ বেনে জোবাএরের মাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্র নিহত হওয়ার ১০ কিম্বা ২০ দিবস পরে তিনি ১০০ বৎসর বয়সে ৭৩ হিজরীতে মক্কা-শরিফে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। এত বয়সেও তাঁহার বুদ্ধির হ্রাস হয় নাই, তাহা হইতে বহুলোক হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন। মেঃ, ১/১৭৫।

৪) জাবেরের উক্তি ঃ—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন মৃত গোরে প্রোথিত করা হয়, তখন তাহার পক্ষে অস্তমিত হওয়া কালীন সূর্য্যের তুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তৎপরে নিজের চক্ষুদ্বয়কে মালিশ করিতে করিতে বসিয়া পড়ে এবং বলিয়া থাকে, তোমরা আমাকে ত্যাগ কর, আমি নামাজ পড়িব। এবনো-মাজা।

টীকা

মানুষ দুনিয়াতে যে কার্য্য সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে, পরকালে সেই অবস্থাতে উঠিবে। সে ব্যক্তি ফেরেশ্‌তাগণকে বলিবে, আমাকে অবকাশ দাও, আমি মগরেবের নামাজ পড়িয়া লই।

৫) আবু হোরায়ারার উক্তি ;—

নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় মৃত গোরের দিকে নীত হয় এবং (নেক) ব্যক্তিকে তাহার গোরের মধ্যে নির্ভীক ও শান্তিময় অবস্থাতে উপবেশন করান হয়, তৎপরে বলা হয়, তুমি কোন দীনে ছিলে? ইহাতে সে ব্যক্তি বলে দীন ইছলামে ছিলাম। তৎপরে বলা হয়, এই ব্যক্তি কে? তখন সে ব্যক্তি বলে, মোহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার রাছুল, আমাদের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আনয়ন করিয়াছিলে, ইহাতে আমরা তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। তখন তাহাকে বলা হয়, তুমি কি আল্লাহ্‌তায়ালাকে দর্শন করিয়াছিলে। ইহাতে সেব্যক্তি বলে, কাহারও পক্ষে (দুনিয়াতে) খোদাতায়ালাকে দর্শন করা সম্ভব নহে। তখন তাহার জন্য দোজখের অগ্নির দিকে একটী ছিদ্র খুলিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে সে ব্যক্তি উক্ত অগ্নির একাংশ অন্য অংশের উপর আপতিত হইতেছে দেখিতে পায়। তৎপরে তাহাকে বলা হয়, তুমি উক্ত বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর — যাহা হইতে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তৎপরে তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে একটী ছিদ্র খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন সে ব্যক্তি উহার সৌন্দর্য্য ও উহার মধ্যস্থিত বস্তুগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। পরে তাহাকে বলা হয়, ইহাই তোমার বাসস্থান। তুমি বিশ্বাসের (ইমানের) উপর ছিলে. উহার উপর মরিয়াছিলে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করেন, উহার উপর পুনরুত্থিত হইবে।

মন্দ লোককে গোরের মধ্যে ত্রাসিত অশান্তি পূর্ণ অবস্থাতে উপবেশন করাইয়া বলা হয়, তুমি কোন্ দীনে ছিলে, ইহাতে সে বলে, আমি জানি না। তৎপরে তাহাকে বলা হয়, এই ব্যক্তি কে? ইহাতে সে বলে, লোকদিগকে একটী কথা বলিতে শুনিয়া আমিও বলিয়াছি। তখন তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে একটী ছিদ্র খুলিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে সে উহার সৌন্দর্য্য ও উহার মধ্যস্থিত বস্তুগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। তখন তাহাকে বলা হয়, তুমি উক্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য কর — যাহা হইতে আল্লাহ্ তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তৎপরে তাহার জন্য দোজখের দিকে একটী ছিদ্র খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন সে উহার একাংশকে অন্য অংশের উপর আক্রমণ করিতে দেখিতে পায়। তখন তাহাকে বলা হয়, ইহা তোমার বাসস্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে, উহার উপর মরিয়াছিলে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে তুমি উহার উপর সমুখিত হইবে। এবনো-মাজা।

সমাপ্ত